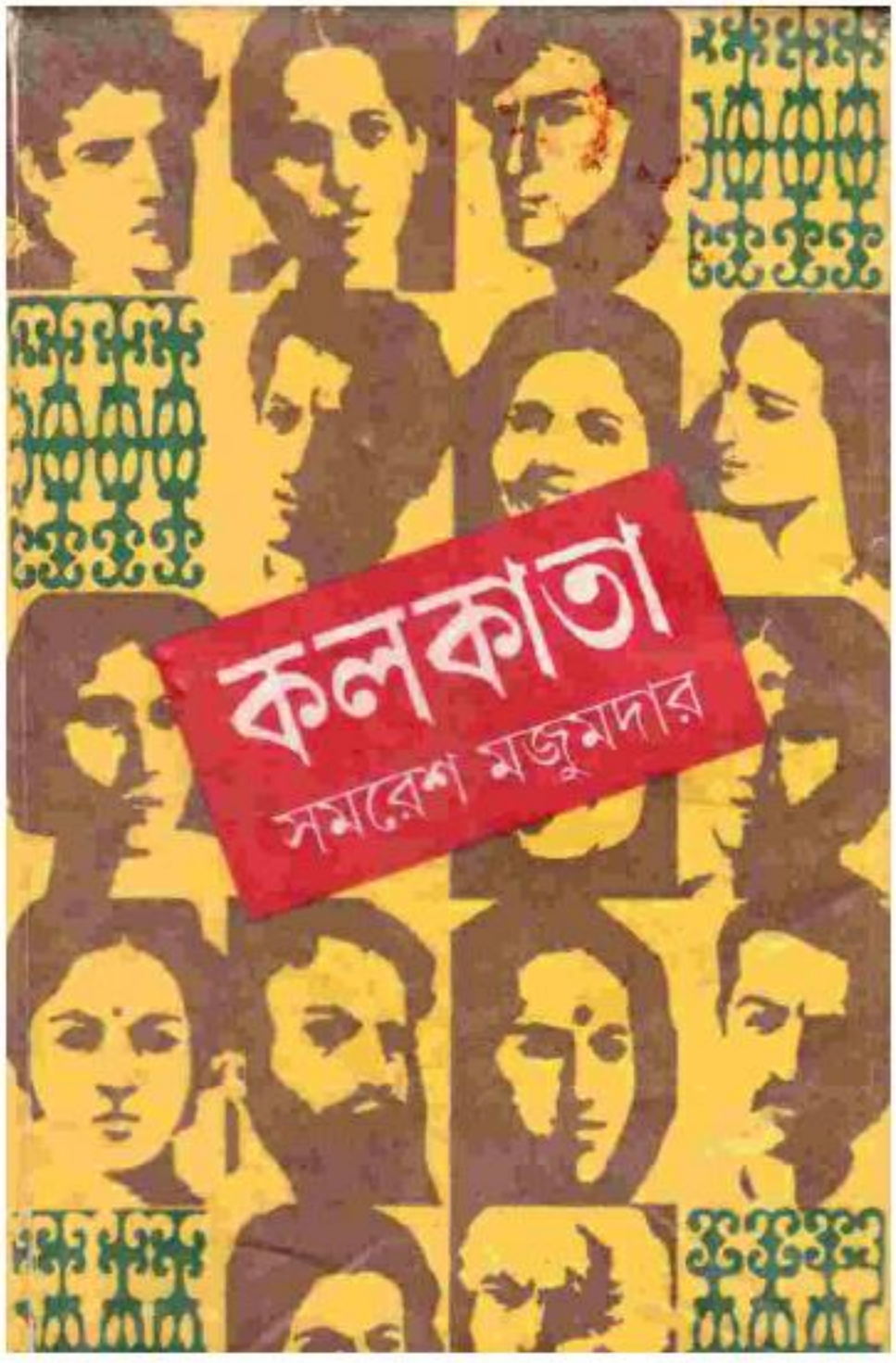

শহরের এই অঞ্চলে এখনও সুস্থ বাতাস বয়ে যায়। এককালে, কালটা অবশ্য বেশী দূরের নয়, এই অঞ্চলটায় ছিল জলা জমি, বুনো ঝোপ, শেয়ালদের নিরাপদ আস্তানা। নতুন টাউনশিপ গড়ে ওঠার কল্যাণে এখন সব সাফসুতরো। জমি বিক্রী হচ্ছে চড়া দামে। সরকার জমি বণ্টন করছিলেন ন্যায্য দামে। পরবর্তী পদক্ষেপে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনায় ফ্ল্যাট বিক্রী হচ্ছে চারতলা বাড়ি তৈরী করে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেন নিঃশ্বাস নেবার বাসনায় চলে আসছেন উপকণ্ঠে। যেহেতু বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা সুপট্ট হাতে তাই আপাতত ঘিঞ্জি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানি কলকাতা শহরে মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাট তৈরী করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পার্ক স্ট্রীট কিংবা ল্যান্সডাউনে ফ্ল্যাট তৈরীর সময় তাদের যেসব ঝামেলা পোয়াতে হয়, যেভাবে জমি সংগ্রহ করতে হয় তা অন্য গল্প। এই উপকণ্ঠে তাদের জমি পেতে অসুবিধা হয়নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার পর এই বাড়ির বারোটি ফ্ল্যাট তৈরী করতে এবং তা তৈরী হবার আগেই বিক্রী করতেও ঝামেলা আসেনি। ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানি আধুনিক মানসিকতায় আস্থাবান। তাদের এই নবগঠিত বাড়িতে কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের মানুষ অগ্রাধিকার পায়নি। টাকা জমা নেওয়ার সময় তারা সম্ভাব্য মালিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত কিছু দেখাশোনা করেন এই বাড়ির দেখাশোনার ভার যার ওপর সেই প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়। ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানির সুনামের আর একটি কারণ হল ওঁরা যে দিনটি ফ্ল্যাট তৈরীর শেষ সীমা বলে ঘোষণা করেন কখনই তার থেকে পিছিয়ে পড়েন না।

প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের বয়স উনষাট। এতকাল মিলিটারিতে কাজ করতেন। কাজটা যদিও যুদ্ধ করার নয় কিন্তু তাঁর হাবভাবে মিলিটারি ছাপ স্পষ্ট। তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ, কর্তব্যে ফাঁকি দেন না। এই রকম মানুষকে নির্বাচন করেছেন ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানির ছোট কর্তা। আপাতত তাঁরই ওপর ক্লায়েন্টদের মুখোমুখি হবার দায়িত্ব। প্রাণহরি কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশী। যখন কথা বলেন তখন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার প্রবণতা আছে। বিয়ে করেছিলেন তিরিশ বছর আগে।

বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্ত্রী গত হয়েছেন। তারপর আর ও-মুখো হন নি।

মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে থাকাই পছন্দ করেন। সেই কারণেই সম্ভবত তাঁর ব্যবহারে কাঠ-কাঠ মেজাজ আছে।

প্রাণহরি যদি ম্যানেজার তবে তাঁর সহকারী নিবারণ। কিন্তু তার পদটির নাম কেয়ার-টেকার। নামটি নিবারণের ভারী পছন্দ। হেসে বলে, 'যে নিজেই নিজের কেয়ার নিতে পারে না সেই হয়ে গেল কেয়ার-টেকার।' এই চারতলা বাড়িটির কোথায় কি ভাঙছে, কোন্ বাল্ব ফিউজ হল এসব দেখার দায়িত্ব নিবারণের। পুরো নাম নিবারণ ঢোল।

প্রথম দিন আলাপ হবার সময় প্রাণহরি চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হোয়াট? ইউ আর ঢোল? কি আশ্চর্য। এই রকম পদবী মানুষের হয় নাকি?'

নিবারণ হেসেছিল, 'আই অ্যাম ঢোল। একদম খাঁটি বাঙালি ব্রাহ্মণ।'

প্রাণহরি আর একবার চমকেছিলেন, 'ব্রাহ্মণ? ইম্পসিবল!'

নিবারণ তার পৈতে বের করে দেখিয়েছিল। তার পর হেসে বলেছিল, 'সাহেবদের তো এর চেয়ে খারাপ উপাধি থাকে। জেমস ফক্স। ফক্স মানে তো শেয়াল। তার বেলা?' বলে ফিক করে হেসেছিল; ওইটেই স্বভাব। কথায় কথায় হাসি। আর সেসব হাসির মানে থাকবে এমন নয়। রোগা বেঁটে খাটো চেহারার মানুষটির বয়স চল্লিশের নিচে। হ্যাণ্ডলুমের হাফ-হাতা চেক সার্ট আর খাকি ফুল প্যান্টের সঙ্গে কাবুলি জুতো ওর সব সময়ের সঙ্গী। মাঝে মাঝে প্রাণহরিবাবুর মনে হয় লোকটা বড্ড বকে।

বেশী কথা বলা ওঁর পছন্দ নয়। কিন্তু নিবারণকে চাকরি দিয়েছেন ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানির বড় কর্তা। ও আগে কি করত জিজ্ঞাসা করলে নিবারণ বলে, 'আমি ছিলাম বিশ্ববেকার, হয়ে গিলাম কেয়ারটেকার।' প্রাণহরি আর কথা বাড়ান না। নিজে গম্ভীর হয়ে থাকলে পারিপার্শ্বিকও নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে তাঁর বিশ্বাস।

আজকের সকালে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে একটু পরেই ক্লায়েন্টরা আসবেন। তাঁদের সেইমত টিকিটও দেওয়া হয়েছে। প্রাণহরিবাবু সাদা প্যান্টের ওপর একটা মিলিটারি রঙা কোটের সঙ্গে টাই বেঁধেছেন। তাঁর জুতো ঝকঝক করছে। তিনি গতকাল নিবারণকে বলে দিয়েছিলেন সেজেগুজে আসতে। আজ সকালে বিরক্ত হয়ে লক্ষ্য করেছেন নিবারণ তার বেশ বদলায়নি।

চারতালার এই ফ্ল্যাট বাড়িতে মোট ফ্ল্যাট বারোটা। প্রতি তলায় তিনটে। নিচে ম্যানেজারের অফিস এবং কেয়ারটেকারের আস্তানা। ম্যানেজারের অফিস ঘরটিকে মোটামুটি সাজিয়েছেন প্রাণহরি। ঘরে জায়গা আছে। চেয়ার ভাড়া করে সেখানে পনের-ষোলজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওপাশে টেবিলের ওপর সাদা চাদর, একটি ফুলদানি এবং তাতে পাঁচ টাকা দামের একটা ফুলের তোড়া। টেবিলের ওপর কাগজপত্র রেখে প্রাণহরিবাবু ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। বারোটি ফ্ল্যাট এখন তৈরী। নিবারণকে তিনি পাঠিয়েছেন একবার পর্যবেক্ষণ করতে।

সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে নিবারণ ঘরে ঢুকল, 'চা সিঙ্গাড়া খাওয়াবেন না? মিটিং-এর পরে তো ইটিং-এর ব্যবস্থা থাকে।'

প্রাণহরি মাথা নাড়লেন, 'ওঃ নিবারণ! তোমার যা জুরিসডিকশন তার বাইরে তুমি কথা বলো না। তোমাকে বলেছি ক্লায়েন্টরা এলে হেসে একটা করে গোলাপ-ফুল হাতে দিয়ে ভেতরে বসতে বলবে। নো লুজ টক। ফুলগুলো সব রেডি?'

দেওয়ালের পাশে রাখা একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে নিয়ে নিবারণ বলল, 'গোলাপ পাই নি ম্যাঞ্জারবাবু। গন্ধরাজ এনেছি। আজকাল গোলাপে দুনম্বরী গন্ধ থাকে। কি গন্ধরাজ? আঃ! কটা বাজে?'

'আর পাঁচ মিনিট। গোলাপ পাওনি এটা রিপোর্ট করোনি কেন? রোজ ইজ রোজ! গন্ধরাজ দেখাচ্ছ। কোম্পানি চা খাওয়ানোর পয়সা দেয়নি, অতএব এই প্রসঙ্গ তুলবে না। যাও বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।' কথাটা শেষ করে প্রাণহরি তাকাতেই লক্ষ্য করলেন নিবারণের ঠোঁটে হাসি ঝুলছে। রেগে যেতে গিয়েও তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। এই হাসিটা তাঁকে অপমান করার জন্যে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। না বুঝে রাগারাগি করা বোকামি। ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম এভিডেন্সেস নিজেকে বোঝালেন তিনি।

বাইরে বেরিয়ে এল নিবারণ। ফ্ল্যাট বাড়ির শরীর থেকে চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে। আশেপাশে এখনও চারতলা ফ্ল্যাট তৈরী হয়নি। নিবারণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। ছোট কর্তা নামকরণ করেছেন। প্লেটটা দেওয়ালে বসানোও হয়ে গেছে। কিন্তু ম্যাঞ্জারবাবু তার ওপর কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছেন। দড়ি ধরে টানলে পর্দা সরে নাম বেরিয়ে পড়বে। লোকটা সাহেব-সাহেব কিন্তু মনটা ভাল। তবে একদম হাসে না। মাসখানেক ধরে এই কাজে আসার পরে নিবারণের ধারণা হয়েছে ম্যাঞ্জারবাবু কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। ত্রিফলা এনে দিতে হবে একদিন।

নিবারণ নস্যির ডিবে বের করল। এইটে আবার দুচক্ষে দেখতে পারেন না ম্যাঞ্জারবাবু। বলেন, 'ন্যাস্টি হ্যাবিট।' কিন্তু, দুই আঙুলের ডগায় নস্যি নিয়ে নাকে চালান করে দিয়ে নিবারণ চোখ বন্ধ করল। আঃ! কার কিসে আরাম হয় তা যার হয় সে-ই জানে। ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এগিয়ে এল ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। নিবারণ হাত জোড় করে এগিয়ে যেতেই দরজাটা খুলল। ড্রাইভারের পাশে বসা ছেলেটি নেমে মাথা তুলে ফ্ল্যাটবাড়িটি দেখে হতাশ গলায় বলল, 'অনলি চারতলা পিতাজি। হাম শোচা থা দশ বিশ তলা হোগা।'

নিবারণ কথা না বলে পারল না, 'কেমন করে হবে! আজকাল কর্পোরেশন চারতলার বেশী ফ্ল্যাট বানাতে অনুমতিই দেয় না!'

ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাচাল। বছর বাইশের যুবক। খুব কায়দা-বাজি আছে জামাপ্যান্টে। পেছনের দরজা খুলে বিশাল চেহারার মারোয়াড়ি ভদ্রলোক নামলেন। নেমে পকেট থেকে জর্দার কৌটো বের করে মুখে ফেললেন কিছুটা। তারপর বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ফ্ল্যাট রেডি?'

'হ্যাঁ স্যার। একদম রেডি। আপনি কি ফ্ল্যাট কিনেছেন?'

'জরুর কিনেছি। তুমি কে হে?'

'আমি নিবারণ ঢোল। কেয়ারটেকার। আসুন স্যার। একটু পরেই মিটিং

আরম্ভ হবে। ওই ঘরে যান স্যার। ও হো, নো, দাঁড়ান স্যার।' কথাটা বলেই নিবারণ ছুটে গেল ভেতরে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'ম্যাঞ্জারবাবু, একজন এসে গিয়েছে।' বলে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা তুলে নিতেই প্রাণহরিবাবু চাপা গলায় তাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার।'

নিবারণ হতভম্ব হয়ে এগিয়ে যেতে তিনি ধমকে উঠলেন, 'আবার সেই ন্যাস্টি হ্যাবিট। মোছ, মোছ, নাকের ভলাটা ডাস্টবিন হয়ে আছে।'

নিবারণ চটজলদি হাতের উল্টোদিক দিয়ে নাক মুছে ছুটল বাইরে। ততক্ষণে আর একটা গাড়ি এসে গিয়েছে। গাড়ি থেকে নামছেন এক অতি সুবেশ দম্পতি। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কাছে। পোশাকে অতি স্বাধীনতা। তুলনায় ভদ্রলোককে বেশী ভালোমানুষ বলে মনে হয়। নিবারণ ছুটে এসে মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের হাতে ফুলটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'নিন স্যার। রিয়েল গন্ধরাজ।' তারপর ছুটে গেল দম্পতির দিকে। সে একটু ইতস্তত করে মহিলার দিকে ফুলটা এগিয়ে ধরল, 'আপনারা কি এই মিটিং-এ এসেছেন?'

ভদ্রলোক যাঁর নাম প্রবাল সোম বললেন, 'হ্যাঁ। তাই তো চিঠিতে পড়লাম।'

শোনামাত্র বিনত হয়ে ফুলটা মহিলার হাতে দিয়ে নিবারণ বলল, 'সুস্বাগতম। আমি নিবারণ ঢোল, কেয়ারটেকার। আপনারা ভেতরে আসুন।'

সুমিতা সোম ফুলটা নিয়ে হেসে বললেন, 'ওঃ হাউ নাইস! আমরা কোন্ ফ্ল্যাটটা পাচ্ছি? মিস্টার ঘোষকে কিন্তু টাকা দেওয়ার সময় বলেছিলাম সাউথ ফেসিং ফ্ল্যাট চাই।'

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'সেটা তো আমিও বলিছি। নমস্কার। আমি শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা। বড়বাজারে আমার বিজনেস।'

'আচ্ছা!' প্রবাল সোম মাথা নাড়লেন, 'প্রবাল সোম অ্যান্ড সুমিতা। আই. পি. কিউ-তে আছি। মার্কেটিং অফিসার। আসলে আলিপুরে থেকে অভ্যেস, এখানে সুমিতা মানিয়ে নেবে কি করে তাই ভাবছি।'

শ্যামসুন্দর ডাকলেন, 'এ সুনীল, ইধার আও। এ আমার ছেলে, বি. কম. পড়ে।'

এমন সময় আর একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে নিবারণ সেদিকে ছুটল। ট্যাক্সি থেকে নামলেন দিব্যজ্যোতি মল্লিক। বয়স সত্তরের কাছে। চুনোট করা ধুতি এবং দামী আদ্দির পাঞ্জাবি পরনে। টকটকে গায়ের রঙ। চুলগুলো সাদা। দেখলেই বোঝা যায় অভিজাত পরিবারের মানুষ। নিবারণ ছুটে গিয়ে নমস্কার জানাতেই ভদ্রলোক পকেট থেকে খামটা বের করে বললেন, 'মিটিংটা কি এই বাড়িতেই হবে?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি নিবারণ ঢোল, কেয়ারটেকার।'

'মিস্টার ঘোষ কোথায়?'

'উনি মানে ওনারা আসেননি। ম্যাঞ্জার প্রাণহরিবাবু আপনাদের সব বুঝিয়ে দেবেন।' ঠিক তখনই চাইনিজ এক ভদ্রলোককে স্কুটারে আসতে দেখল নিবারণ। প্যাকেট থেকে একটা ফুল বের করে সে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে

সেই দিকে ছুটল। চাইনিজ ভদ্রলোক স্কুটার থেকে নেমে হাসলেন। নিবারণের মনে হল সব চীনের মুখই একরকম। সে হেসে বলল, 'ফ্ল্যাট—? মিটিং? কামিং?'

চাইনিজ ভদ্রলোকের নাম মিস্টার সুন। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ও। বাংলা জানেন! এই নিন ফুল। একটু অপেক্ষা করুন। এখনই মিটিং শুরু হবে।'

এই সময় রিকশা থেকে নামলেন কার্তিক বণিক। নিবারণ এগিয়ে যেতে বললেন, 'মিটিংটা কোথায় হইব? আমি এখানে ফ্ল্যাট কিনছি।'

'এখানেই হবে স্যার। আমি কেয়ারটেকার।'

'অ। শোনেন। আমি টাকা জমা দেবার সময় বলছিলাম দক্ষিণখোলা ফ্ল্যাট চাই। আমার বাবা বুড়োমানুষ। তাঁর শেষ ইচ্ছা এইটা। গড়িয়ার জবর-দখল কলোনিতে মশাই হাওয়া ঢোকে না। পাওয়া যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই পাবেন। মিটিং-এ বলবেন। ফুল নিন।'

'ফুল? বাঃ! ভাল। আরে শোনেন না, যান কুথায়? এখানে যারা ফ্ল্যাট কিনছে তার মধ্যে বাঙালি ক'জন? সবই দেখি নবেঙ্গলি।'

'তিনজন, না, চারজন।'

'মাইনরিটি হইয়া গেলাম না? কোন গোলমাল হইব না তো?'

নিবারণ দেখল ট্যাক্সি থেকে নামছেন আর একজন। কিন্তু তাকে সেদিকে যেতে দিলেন না কার্তিক বণিক। হাত ধরে বললেন, 'আপনি যখন কেয়ারটেকার তখন আপনার সঙ্গে ভাব করতে লাগব। জানেন মশাই, ছিল একদিন সব। গল্প নয় মাঠভর্তি ধান, পুকুরভর্তি মাছ। এখন কিছু নাই, শুধু ফ্ল্যাট তাও যদি দক্ষিণমুখো না হয়।'

নিবারণ হাত ছাড়িয়ে এগোল আগন্তুকের দিকে। কার্তিক একটু হতাশ হয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের ভদ্রলোকের কাছে। গিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন!

নিবারণ গুনছিল। মোট এগারটা পার্টি এসেছে। বেশীর ভাগই একা। শুধু মিস্টার সোম সস্ত্রীক আর শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা ছেলেকে নিয়ে। অথচ আজকে এখানে আসার কথা বারোজনের। বারোটি পার্টি বারোটা ফ্ল্যাট কিনেছে।

প্রত্যেকের হাতে ফুল দেওয়া হয়ে গেছে। সবাই ঘুরে ফিরে বাড়িটা দেখছে। চোখ-জুড়ানো বাড়ি তৈরী করেছে ঘোষ এন্ড ঘোষ। দলগুলো ক্রমশ এক হয়ে গেল। এ ওর সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু নিবারণ লক্ষ্য করল ঠিক এক নয়, দুটো দল দেখা যাচ্ছে। তারপরেই সে মত পাল্টালো, দুটো নয়, তিনটে দল। প্রথম দলে আছেন শ্যামসুন্দর, সোম দম্পতি, প্যাটেল সিন্ধী ভদ্রলোক। দ্বিতীয় দলে মিস্টার বণিক, মিস্টার কামাল, মিস্টার রামমূর্তি, পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এবং মিস্টার মল্লিক। তৃতীয় দলটি চীনে ভদ্রলোক কথা বলছেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাটির সঙ্গে। কিন্তু অনেকেরই চোখ বারে বারে যাচ্ছে দুজনের দলের ওপর। দ্রষ্টব্য অবশ্যই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাটি। তিনি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী কিন্তু একটু যেন বিষণ্ণ।

এই সময় প্রাণহরিবাবু বাইরে এসে দাঁড়ালেন, 'নিবারণ !'

নিজের নামটা শোনামাত্র সে ছুটে গেল সামনে, 'বলুন ম্যাঞ্জারবাবু।'

'ডোন্ট সে ম্যাঞ্জার, কথাটা ম্যানেজার। সবাই এসে গেছেন ?' প্রাণহরি যেন সামনের কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না এমন ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন।

'একজন আসেনি। বারোজনের একজন অনুপস্থিত।'

'আই সি। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। তুমি সবাইকে ভেতরে আসতে বল।' কথাটা শেষ করেই টাই ঠিক করতে করতে ম্যানেজার ভেতরে ঢুকে গেলেন। নিবারণ প্রথমে ভাবল চিৎকার করে সবাইকে ডাকবে। তারপরই মতটা পাল্টালো। সে অপেক্ষাকৃত একটা উঁচু জায়গায় উঠে দু'হাত জোড় করতেই গুঞ্জন বন্ধ করে সবাই ওর দিকে তাকালেন।

নিবারণ বলল, 'আপনারা যদি অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসঘরে আসেন তা হলে ম্যাঞ্জার প্রাণহরিবাবু কাজ শুরু করতে পারেন। উনি মিলিটারির লোক, সব কিছু ঠিক সময়ে করতে ভালবাসেন।'

ওর বলার ভঙ্গিতে একটু হাসি উঠল। মিস্টার প্রবাল সোম বললেন, 'যাক, মিলিটারিম্যান যদি চার্জে থাকে তাহলে এখানে ডিসিপ্লিন থাকবে।'

একে একে সবাই ঘরে ঢুকল। টেবিলপ্রথের ওপাশে দাঁড়িয়ে প্রাণহরিবাবু তখন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে। সবাই নিজের আসন গ্রহণ করল। বসবার সময় অবশ্য দলটা ছড়িয়ে পড়ল এগারো টুকরোয়। প্রাণহরির নির্দেশে নিবারণ প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানি থেকে পাঠানো চিঠি সংগ্রহ করে নিয়ে তাঁকে জমা দিল।

শ্যামসুন্দরের পাশে বসে তার ছেলে সুনীল বলল, 'বাবা, আপনি আমাকে এখানে ফালতু নিয়ে এলেন। একটাই ছুটির দিন—! কেন, মাকে নিয়ে এলে আপনার কি অসুবিধে হত ! মা তো কোথাও বের হয় না, বেড়াতে পারত।'

শ্যামসুন্দর ছেলের দিকে তাকালেন না। পকেট থেকে জর্দার কৌটো বের করে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কোন কাজই তো শিখলে না। গদিতে বসতে বলি তাতেও সম্মান যায়। আমি মরে গেলে মাথার ওপর একটা ছাদ চাই তাই এই ফ্ল্যাট কিনলাম। নিজের জিনিস নিজেই দেখে নাও। নইলে আকাশের নীচে শুতে হবে ভবিষ্যতে।' কথা শেষ করে এক চিমটে জর্দা মুখে চালান করে দিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝেছ।' এবং বলতেই হোঁচট খেলেন। ছেলে পাশের চেয়ারে নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সুনীল উঠে গেছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাটির পাশে ! রাগে তাঁর শরীর জ্বলতে লাগল। কিন্তু চিৎকার করে ডাকতে গিয়েও সামলে নিলেন শ্যামসুন্দর। বড়বাজারের গদি থেকে টাকা আসছে কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাস বাড়ছে না বলে ছেলের অভিযোগ। এখন সবার সামনে এই নিয়ে ঝামেলা করে কি লাভ।

সুনীল বলছিল, 'মাই নেম ইজ সুনীল, সুনীল আগরওয়াল।'

ডোরা বললে, 'আই অ্যাম ডোরা, ডোরা ক্লিন। গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

সুনীল বলল, 'দিজ ইজ এ ভেরি গুড প্লেস। বাট টু ফার ফ্রম পার্ক স্ট্রীট।'

ডোরার চোখ বড় হল, 'পার্ক স্ট্রীট ? ও ইয়েস। ডু ইউ ওয়ার্ক দেয়ার ?'

সুনীল বলল, 'না, নো। উই আর বিজনেসম্যান। ইউ ওয়ার্ক ?'

ডোরা মাথা নাড়ল, 'ইয়েস। মাই হাসবান্ড ইজ ডেড এন্ড আই হ্যাভ টু লুক আফটার মাই সান। হি ইজ সিক।'

কথাটা শোনামাত্র সুনীলের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। ডোরা বিবাহিত এবং তার যে সাত বছরের ছেলে আছে তা তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ঠিক এই সময় জানলা দিয়ে নিবারণ বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল একজন বৃদ্ধা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। সে একটা ফুল নিয়ে বাইরে ছুটে গেল। ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এই বাড়িতে ফ্ল্যাট কিনেছেন ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমার স্বামী কিনেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন নেই।'

নিবারণ বুঝতে পারল না ফুলটা দেওয়া উচিত কিনা। মালিক কে ? ইনি না এর স্বামী। ভদ্রমহিলা ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বের করলেন, 'আজকে কি এখানে মিটিং হবে ? সেইমত চিঠি পেয়েছি আমি।'

চকিতে চিঠিটা নিয়ে নিবারণ দেখলে ওপরে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার লেখা। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'ফ্ল্যাটটা কি আপনার নামে কেনা হয়েছিল ?'

মিসেস ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'হ্যাঁ।'

'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। সুস্বাগতম।' বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে ফুলটা বাড়িয়ে দিয়ে নিবারণ বলল, 'আমার নাম নিবারণ ঢোল। কেয়ারটেকার ম্যাডাম। আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও মিটিং শুরু হয়নি। আসুন আমার সঙ্গে।'

ঘরে ঢুকে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকে বসিয়ে সে চিঠিটা প্রাণহরিবাবুর টেবিলে রেখে বলল, 'কমপ্লিট। বারোজন এসে গিয়েছে।'

প্রাণহরিবাবু কোন জবাব দিলেন না। এবার উঠে দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে নিলেন, 'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন। ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির হয়ে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানি একটি সাধারণ বাড়ি তৈরীর ব্যবসায়ী নয়। তাদের জনসেবা করার উদ্দেশ্য এখন সবাই জানে। আপনারা যাতে একটু ভালভাবে থাকতে পারেন তাই শহরের সেরা জায়গায় এঁরা বাড়ি তৈরি করে থাকেন। আমরা ঘোষণা করেছিলাম আপনাদের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য দেব। সেই ঘোষণা যে সত্যি তা আপনারা এখানে এলেই বুঝতে পারবেন। এর ওপর আরও একটা কথা আছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, যে সময়ের মধ্যেই আমরা আপনাদের ফ্ল্যাট দেব বলে ঘোষণা করেছিলাম সেই সময়ের মধ্যেই তা দিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ আমরা কথার খেলাপ করিনি।'

প্রাণহরিবাবু রুমালে মুখ মুছলেন, 'আপনারা এখন ফ্ল্যাটগুলোর অধিকার নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু কয়েকটা কানেকশনের জন্য আপনাদের আমি সামনের সপ্তাহ থেকে আসতে বলব। এই বাড়ি যাতে আপনাদের কম্ফোর্ট দেয় তার ব্যবস্থা করব।'

এই সময় মিসেস সোম উঠে দাঁড়ালেন, 'এক্সকিউজ মি। আমরা যখন টাকা জমা দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম ফার্স্ট ফ্লোরের সাউথ-ফেসিং ফ্ল্যাট চাই। চিঠিতে সেকথা লেখেননি আপনারা।'

শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা বললেন, 'আমিও সাউথ-ফেসিং ফ্ল্যাট চেয়েছি। তার জন্যে দু'তিন হাজার এক্সট্রাভি দিতে চেয়েছিলাম।'

কার্তিকচন্দ্র বণিক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সে তো আমিও চাইছিলাম। আমার বাবার লগে দক্ষিণা বাতাস চাই।'

চিৎকার শুরু হয়ে গেল। একমাত্র চীনে ভদ্রলোক, ডোরা ক্লিন এবং মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া সবাই কমবেশী দোতলার দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট দাবী করতে লাগলেন। প্রত্যেকেই নাকি টাকা জমা দেবার সময় এই দাবী জানিয়ে রেখেছিলেন। প্রাণহরিবাবু প্রাণপণে দু'হাত তুলে সবাইকে থামাতে চাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে চিৎকার করলেন, 'সাইলেন্স, সাইলেন্স।'

চিৎকার থামলে তিনি ঘর্মাক্ত মুখে বললেন, 'লেডিস এণ্ড জেণ্টলমেন। আমি বিশ্বাস করছি আপনারা সকলেই এক দাবী করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি কি আপনাদের কথা দিয়েছিল? নো। দেয়নি। বলেছিল চিন্তা করে দেখবে। এখানকার প্রতিটি ফ্ল্যাটের দাম এক। কেউ কম বা বেশী দেননি। কিন্তু যখন অনেকে মিলে একটাই ক্লেইম করছেন তখনই মুশকিল। আমি ডিসিপ্লিনে বিশ্বাস করি। আপনারাই শান্ত হয়ে বলুন কে কোন্ ফ্ল্যাট নেবেন। লুক হিয়ার: এই হল ফ্ল্যাটগুলোর নক্সা। প্রত্যেক তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। তার একটা করে সাউথ-ফেসিং।'

ঘরের সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে। নকশাটা স্পষ্ট।

মিসেস সোম প্রবাল সোমকে বললেন, 'দোতলার ওই সাউথ-ফেসিংটা আমি চাই। তুমি উঠে ক্লেইম কর। তখন থেকে চুপচাপ বসে আছে আর আমি চেঁচিয়ে মরছি।'

প্রবাল সোম উঠলেন, 'আমরা তো প্রত্যেকেই পছন্দমত ফ্ল্যাট চাইছি, আপনারা কি ভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করবেন?'

প্রাণহরিবাবু মুখ মুছলেন রুমালে আবার, 'লটারি। কোম্পানি ঠিক করেছে যখন সব ফ্ল্যাটের একই ভ্যালুয়েশন, একই স্পেস তখন লটারি করে ঠিক করা হবে।'

মিসেস সোম উঠে দাঁড়ালেন, 'নো, লটারির মধ্যে আমি নেই। প্রবাল চল!'

প্রবাল সোম স্ত্রীর হাত ধরলেন, 'ওঃ ডার্লিং, একটু ধৈর্য ধর। প্লিজ।'

প্রাণহরিবাবু বললেন, 'এই যে বাক্স দেখছেন এখানে এক থেকে বারো নম্বর লেখা বারোটা কাগজের পিস আছে। নিচের বাঁ দিক থেকে এক নম্বর ফ্ল্যাট শুরু। শেষ হচ্ছে চারতলার ডান দিকে বারো নম্বরে। আমি নাম ডাকব। আপনারা এক এক করে এসে নম্বর তুলে নিজেদের নাম্বার নোট করিয়ে যাবেন।' কথাটা শেষ হওয়া মাত্র গুঞ্জন উঠল কিন্তু জোরালো প্রতিবাদ হল না। মিসেস সোম বসে পড়লেন। প্রাণহরিবাবু গলা পরিষ্কার করে ডাকলেন, 'মিস্টার শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা ফ্রম বড়বাজার।'

শ্যামসুন্দর উঠলেন। তারপর একটু নার্ভাস ভঙ্গীতে টেবিলের সামনে গিয়ে থামলেন, 'এখান থেকে কাগজ তুলব?'

প্রাণহরি বললেন, 'হাঁ, একটা।'

শ্যামসুন্দর হাত বাড়ালেন চোখ বন্ধ করে। তারপর সেটা বের করে নিয়ে এসে নম্বরটা পড়লেন, 'সাত নম্বর। জয় সীয়ারামজী।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহরিবাবু উঠে বড় নকশার সাত নম্বর লেখা খোপে লিখে দিলেন শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা। একের পর এক নাম ডাকা চলল। মিস্টার কামাল ওয়াহিদ ফ্রম খিদিরপুর, মিস্টার হামু হিঙ্গরানী ফ্রম চৌরঙ্গী লেন, মিস্টার যশোবন্ত সিং ফ্রম ভবানীপুর, মিস্টার দিব্যজ্যোতি মল্লিক ফ্রম শোভাবাজার, মিস্টার কার্তিক বণিক ফ্রম গড়িয়া, মিস্টার এস কে প্যাটেল ফ্রম জগুবাজার, মিসেস ডোরা ক্লিন ফ্রম ইলিয়ট রোড, মিস্টার আর রামমূর্তি ফ্রম লেকমার্কেট, মিস্টার সি সুন ফ্রম ট্যাঙরা, মিস্টার পি সোম ফ্রম আলিপুর।

প্রবাল সোম নাম্বারটা তুলে বললেন, 'এইট।'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সোম চিৎকার করে উঠলেন, 'মাই গড! তিনতলায়! আমি মরে যাব! ইম্পসিবল! আমি থাকব না এখানে।'

এবার প্রাণহরিবাবু ডাকলেন, 'মিসেস এফ ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম পার্ক সার্কাস।'

বৃদ্ধা উঠলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নম্বরটা তুলে বললেন, 'নাম্বার ফোর।'

তিনি নিজের চেয়ারে এসে বসামাত্র মিসেস সোম ত্বরিতগতিতে তাঁর পাশে এসে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, ইউ আর মিসেস ইঞ্জিনিয়ার?'

'ইয়েস।' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা।

'আপনাকে দেখতে ঠিক আমার মায়ের মত। মা থাকলে আপনার বয়স হত।'

'ও। আচ্ছা, তিনি নেই বুঝি?'

'না। আপনাকে দেখে তাঁর কথা খুব মনে পড়ছে। আমার স্বামীকে বলছিলাম, ভালই হল এখানে একসঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু আর গেল না।' নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস সোম।

'কেন? কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হলেন বৃদ্ধা।

'ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেছে তিনতলায় উঠতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় খুব। আর দেখুন না, আমার ভাগে তিনতলার ফ্ল্যাটই পড়ল।'

'ওহো!'

'আচ্ছা, আমি যদি আপনার সঙ্গে ইণ্টারচেঞ্জ করে নিই, মানে আপনি তো আমার মায়ের মত, আপনি কি আপত্তি করবেন?' মিসেস সোম ওঁর হাত ধরলেন।

'না, না, ঠিক আছে। আপনি দোতলার ফ্ল্যাটটা নিতে পারেন, আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'হাউ সুইট ইউ আর।' কথাটা শেষ করেই মিসেস সোম ছুটে গেলেন প্রাণ-

হরিবাবুর কাছে।

প্রাণহরিবাবু মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের সম্মতি নিয়ে ফ্ল্যাট বদল করলেন। প্রবাল সোম স্ত্রীকে বললেন, 'সত্যি তুমি পারো বটে।'

মিসেস সোম কাঁধ নাচালেন, 'পারি বলেই তো তুমি টিকে আছ।'

প্রাণহরিবাবু এবার বললেন, 'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে কাগজপত্র পৌঁছে যাবে। কাগজ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে আপনারা ফ্ল্যাটের দখল নেবেন। এখন আপনারা চলুন আমার সঙ্গে। আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বাড়িটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করি।'

খানিকটা বিস্ময় এবং আগ্রহ নিয়ে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রাণহরিবাবু নিয়ে এলেন ওঁদের সেখানে যেখানে নেমপ্লেট পর্দার আড়ালে রয়েছে। তিনি গলা তুলে ঘোষণা করলেন, 'এখন, আমি প্রোপোজ করছি, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা মানুষ হিসেবে মিসেস ইঞ্জিনীয়ার যেন এই কার্টেন উন্মোচন করেন।'

হাততালি পড়ল। নিবারণ ঢোল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গেল পর্দার সামনে। তিনি হেসে দড়ি ধরে টানতেই নেমপ্লেট বেরিয়ে পড়ল। তার ওপর লেখা, বড় বড় অক্ষরে, 'কলকাতা'।

॥ দুই ॥

ট্রাম থেকে নেমে নিবারণ চারপাশে তাকাল। চিৎপুর আর বি. কে. পাল এভিন্যুর মোড় পার হতেই সে নেমেছে। চারধারে চিৎকার চেঁচামেচি, ভাঙাচোরা বাড়ি দু'পাশে। পুরোটা পথ সে মনে মনে গজরেছে। কোন দরকার ছিল না তাকে পাঠানোর। ম্যাজারবাবু মিলিটারির লোক বলে সব সময় ধর তক্তা মার পেরেক করাবার। রেজিস্ট্রী পোস্টে কাগজপত্রগুলো পাঠালে কি যে মহাভারত অশুদ্ধ হতো তা সে বোঝায় কি করে। প্রাণহরি না আহামরি। নেহাৎ বামুন মানুষ। কিন্তু সঙ্গে নিবারণের মনে হল এত বছর প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় মিলিটারিতে ছিলেন, কত না অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছেন এবং তার পরে কি বামুনত্ব থাকে। আজকাল কেউ পৈতে পরে কিনা বোঝা মুশকিল।

প্রথমে একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিবারণ। আয়নায় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চুলটা সামনের দিকে অমন ফুলল কি করে? বেশ টেরি টেরি লাগছে। নেহাৎ খারাপ দেখতে নয় সে। একটু ফর্সা, একটু লম্বা হলে যাত্রা দলে নাম লেখাতে পারত। ট্রামে আসার পথে চিৎপুরের যাত্রা পার্টির প্রচুর হোর্ডিং চোখে পড়ার পর থেকেই মনটা কেমন উদাস উদাস লাগছে। এক কালে ওসবই তো ধ্যানেজ্ঞানে ছিল। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেব বলুন?'

'অনাথ মল্লিক লেন কোন দিকে ভাই?' নিবারণ সচেতন হল।

'অনাথ মল্লিক লেন? একটু এগিয়ে বাঁ দিকে যান।' দোকানদার নির্দেশ দিয়েই মুখ ফেরাল, 'খদ্দের নয় অথচ আয়নায় মুখ দেখছে।'

খোঁচাটা অন্য সময় হজম করত না নিবারণ। কিন্তু কলকাতায় এক পাড়ার কুকুর অন্য পাড়ায় গিয়ে গলা খোলে না। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে। নিবারণ পা চালাল। এ পাড়া যে ঘটিদের তা বুঝতে অসুবিধে হল না। সর্বত্র মোহন-বাগানের ফ্ল্যাগ উড়ছে। এত ফ্ল্যাগ বিক্রী হয়? কিন্তু বাঙালিদের সঙ্গে বিহারী ইউ. পির লোকজন মিশে আছে নাকি? একটু খোট্টাই খোট্টাই ব্যাপার চোখে পড়তে লাগল তার। এখন দুপুর সবে পার হচ্ছে। নিবারণ কাঁধের ব্যাগটায় হাত রাখল। ম্যাজারবাবু বারংবার বলে দিয়েছেন, সাবধানে নিয়ে যাবে। যার জিনিস তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সই করাবে না। আর হ্যাঁ, দয়া করে একটু কম কথা বলবে।

এইটেই মুশকিল। সে যে কম কথা বলছে না তাই বা বুঝবে কি করে? তার

নিজের তো সব সময় মনে হয় যা বলতে চাইছে তা ঠিক বুঝিয়ে বলা হল না। আর পাঁচজন যদি উল্টোপাল্টা বলতে আরম্ভ করে তখন শুধরে না দেওয়াটা কি উচিত? কিন্তু এটাও ঠিক সে সব সময় চায় মুখ বন্ধ রাখতে। কথা বললে আয়ু কমে যায় একথা কে না জানে!

অনাথ মল্লিক লেনটির মুখে পৌঁছে নিবারণের ভাল লাগল। দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় এককালে জব্বর রমরমা ছিল। পুরনো ইঁটের গাঁথুনি, এখনকার কলকাতার খুপরি ঘর নয় একটাও। নিবারণ মাথা নাড়ল। এই সব বাড়ি ছেড়ে কেউ তিন ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে যায়? ফুল শার্ট আর একটু ময়লা ধুতির খুঁট হাতে জড়িয়ে এক যুবক আসছিল। নিবারণ তাকে বাড়ির নম্বরটা জিজ্ঞাসা করল। যুবক কিছুক্ষণ চুপচাপ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন রক্তহীন সাদাটে শরীর বলে মনে হল নিবারণের। যুবক চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম?'

'মিঃ মল্লিক।' নিবারণ জবাব দিল।

'এই পাড়ায় সবাই মল্লিক। আপনে কোন্ মল্লিকের কাছে যেতে চাইছেন?' যুবক চোখ কোঁচকালো।

খামের ওপর লেখা নাম ঠিকানায় চোখ রাখল নিবারণ, 'দিব্যজ্যোতি মল্লিক।'

'অ। সোজা গিয়ে পরীর পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ুন।'

'পরী মানে?'

'আঃ পরী দেখেননি কোনদিন?'

'আজ্ঞে না।'

'পাথরের পরী মশাই! ও বাড়িতে এককালে—! কিন্তু কি ব্যাপার মশাই? কোন কোম্পানি থেকে ওয়ার্নিং নোটিশ সার্ভ করতে এসেছেন নাকি?' যুবকের চোখ চকচক করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের মনে পড়ল প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যার জিনিস তার হাতেই দেবে এবং অন্য কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে না। সে যুবকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তাই বলুন! আসুন আসুন আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব কেতা দেখায় বুঝলেন! এককালে ঘি খেয়েছিলেন আর এখনও আকাশে নাক ঠেকিয়ে চলেছেন। এখন তো ভাঁড়ে মা ভবানী। কত টাকা?'

হাঁটতে হাঁটতে নিবারণ থ হয়ে গেল, 'টাকা? কিসের টাকা?'

'কত টাকা লোন নিয়েছিলেন দিবু জেঠু?'

শুকনো গলায় জবাব দিল নিবারণ, 'আমি, মানে আমি ঠিক জানি না।'

ততক্ষণে ওরা একটি বিশাল বাড়ির সামনে উপস্থিত। যুবক বলল, 'ভেতরে গিয়ে খোঁজ করুন। ডান দিকের দরজা। যাক, একটা জব্বর খবর পাওয়া গেল।'

যুবক চলে গেলেও নিবারণের বিস্ময় কাটছিল না। সে কিছুই বলেনি অথচ যুবক খবর পেয়ে গেল? এ পাড়ার মানুষজন বেশ অদ্ভুত তো! দুদিকে কুঁকে দাঁড়ানো দুই পরীর দিকে তাকাল সে। এককালে ওঁরা সুন্দরী ছিলেন তা তো

দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এখন গায়ে শ্যাওলা এবং পাখির বিষ্ঠা মেখে অত্যন্ত করুণ মুখে চেয়ে রয়েছেন। বাড়িটা যেন রাজপ্রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। বাড়িটার অবস্থা ওই পরীদের মতন। ডাইনে বাঁয়ে দরজা রয়েছে। এই সময় বাঁ দিকের দরজা থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। পরনে চওড়া পারের ধুতি এবং সাদা ফতুয়া। বয়স সত্তরের ওপরেই হবে। সেদিন মিটিংয়ে নিবারণ দিব্যজ্যোতি মল্লিকের যেটুকু দেখেছিল তার সঙ্গে এই বৃদ্ধের প্রচুর মিল রয়েছে। বৃদ্ধ ততক্ষণে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, 'কি চাই হে? পরী দেখছ? এ বাড়িতে এককালে পরী নাচত হে! জ্যান্ত পরী।'

নিবারণ দুটো হাত জড়ো করল, 'আজ্ঞে না। আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

'অ্যাঁ!' হো হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ, 'পাগল নাকি! তুমি দাঁড়িয়ে আছ কোথায়? মল্লিক পাড়া কলকাতার বাইরে নাকি? রসিকতা! তুমি জানো, একসময় এই কলকাতাটাকে আমরা কিনে নিতে পারতাম।'

'আজ্ঞে রসিকতা নয়। ওই যে নতুন বিরাট বাড়ি হয়েছে যার নাম 'কলকাতা' আমি সেখানে কাজ করি। কেয়ারটেকার। ম্যানেজারবাবু কাগজপত্র পাঠিয়েছেন।' নিবারণ নিবেদন করল।

'বাড়িটা তৈরী করল কে?' বৃদ্ধের মুখে এবার সন্দেহ।

'ঘোষ এ্যান্ড ঘোষ কোম্পানি, আপনারা সেখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন।'

'ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে! আমাকে লুকিয়ে এইসব হচ্ছে! এসো, আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।' শেষের কথাগুলো হুকুমের ভঙ্গীতে জানিয়ে বৃদ্ধ ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বুঝতে পারছিল নিবারণ কিন্তু তার কি করার আছে। কাগজপত্র ধরিয়ে দিয়ে সই নিয়ে চলে যাবে। তবে এই বুড়ো সুবিধের লোক নয়। সম্ভবত দিব্যজ্যোতি মল্লিকের দাদাই হবেন। অন্যত্র বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। আর ঢুকতেই বিরাট চাতাল, চাতালের প্রান্তে স্থায়ী দেবাসনে দেবীর মূর্তি দেখতে পেল। বৃদ্ধ হুকুম করলেন, 'প্রণাম করো, জাগ্রত দেবী, মা সিংহবাহিনী।'

প্রণাম সারার পর আবার বৃদ্ধকে অনুসরণ করল সে। একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেল সেখানে মাত্র একটি ইজিচেয়ার আর অম্বরী তামাকের গন্ধ পাক খাচ্ছে। ঘরে আর বসার জায়গা বলতে গোটা তিনেক মোড়া। বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে মোড়ায় বসতে ইঙ্গিত করলেন, 'এককালে এই বাড়ির ছাদে ভেজা টাকা শুকুতে দেওয়া হত। টাকা ভিজতো কেন তা জানতে ইচ্ছে করছে না?'

'আজ্ঞে না। আমার কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বেরুতে চাই। অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

'অ। কাজের লোক। দ্যাখো হে, এ বাড়িতে তুমি কাজ দেখিও না। কয়েক পুরুষ ধরে আমরা পায়ের ওপর পা তুলি কাটিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমার ছেলে, যার কাছে তুমি এসেছ, সে ঘুম থেকে ওঠে দেড়টা থেকে দুটোয়। প্রতি সন্ধ্যায় রাঁড়ের বাড়ি যায়। রেস যেদিন থাকে সেদিন অবশ্য তাড়াতাড়ি ওঠে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনও। রক্তের ব্যাপার হে, তুমি বুঝবে না।'

'আপনি যেতে দেন ?'

'দেব না কেন ? বয়সকালে আমিও করেছি কত। মা সিংহবাহিনী আছেন মাথার ওপরে। কিন্তু ফ্ল্যাট কেনা ? এ নিশ্চয়ই বধূমাতার পরামর্শে। শিক্ষিতা বধূ এই বাড়িতে কখনই আনা হত না এই জন্যেই। এই যে বাড়িটা দেখছ, একসময় সবাই ছিলাম একই পরিবারের। এখন বারো ভাগ। বউরা কেউ বাড়ির বাইরে যেত না। স্বামীকে পেত দুক্কুর বেলায়। সেদিন গিয়েছে। দাঁড়াও হারামজাদাকে ডাকাই। চাকরবাকরগুলো যে কোথায় থাকে! এই কে আছিস!' বৃদ্ধের হুঙ্কারে কেউ সাড়া দিল না।

নিবারণ আশেপাশে তাকাল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনার ছেলের বয়স কত ?'

'এই ফাগুনে এলে চল্লিশ হবে। কেন ?'

'তাহলে ভুল হয়ে গিয়েছে।' উঠে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল নিবারণ, ওঁর বয়স আপনারই মতন।'

'আমার ছেলের বয়স আমার মতন! দিনদুপুরে ধেনো খেয়েছ নাকি হে ?'

'আজ্ঞে না, আপনার ছেলের নাম কি দিব্যজ্যোতি মল্লিক ?'

'আঃ, দিবু সে আমার ভাই। জ্যেঠতুতো। তুমি কি দিবুর কাছে এসেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অ। এতক্ষণ বলনি কেন ? খামোকা ছেলেটাকে গালমন্দ করলাম। আরে, তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন ? বসো বসো। দিবু ফ্ল্যাট কিনছে ? বল কি ?' বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

'কিন্তু আমার যে তাড়া আছে। ওঁকে একটু ডাকার ব্যবস্থা—।' নিবারণ বিনীত হল।

'দিবু এ বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠছে ? টাকা পেল কোথায়! কত দাম হে ?'

'আজ্ঞে জানি না।'

'তুমি কি রকম কেয়ারটেকার হে ? জ্ঞানহীন মেষশাবক ? কিন্তু দিবু! সে কি এর মধ্যে খদ্দের পেয়ে গেল ? কিনল কে ? ভেতরে ভেতরে এই কাণ্ড! বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়ালেন, 'কই দাও, কাগজপত্তর কোথায় ?'

'আজ্ঞে আপনাকে দেওয়ার হুকুম নেই। যার জিনিস তাকেই দেব।'

'আরে আমরা হলাম দাদা-ভাই। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। দিবু না হয় দু লাইন ইংরেজী পড়েছে, মেয়েমানুষ মদ ছোঁয়নি। কিন্তু রক্ত তো এক। দাও।'

'উনি কোথায় ?'

'দিবু ? দিবু আছে। ঠিক আছে। না হয় নাই দিলে, দেখতে দাও। একবার নজর বুলিয়ে ফেরত দিচ্ছি।'

'আজ্ঞে সেটাও পারব না। নিষেধ আছে।'

'দ্যাখো হে, আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। তুমি কার পারমিশনে আমার এলাকায় ঢুকেছ ? এখন যদি তোমাকে পুঁতে ফেলি কেউ টের পাবে ? কেউ না।' বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু আপনিই তো আমাকে ডেকে আনলেন।' নিবারণ হতভম্ব।

'চোপ! একদম কথা বলবে না। দাও।' বৃদ্ধ যখন হাত বাড়িয়েছেন ঠিক তখন পেছনে একটি গলা শোনা গেল, 'বাবা, ওকে যেতে দিন।'

'যেতে দেব ?' বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন।

'এসব কথা শুনলে লোকে আরও কুৎসা ছড়াবে।'

'বাকি রাখছে কে বউমা। দিবু নাকের ডগা দিয়ে চলে যাবে নতুন ফ্ল্যাটে, বুঝলে ? গা জ্বলে গেল গা জ্বলে গেল। আর নবাব পুত্তুর দুক্কুর অবধি ঘুমিয়েই কাটালেন।'

এই কথার কোন জবাব এল না আড়াল থেকে।

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'এক বছরের নোটিশ, দেখতে দেখতে চলে যাবে দিন, তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারো ?'

'মা সিংহবাহিনী রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন। তাই বলে অন্যের ক্ষতি করে কি লাভ ?'

নিবারণের মনে হচ্ছিল সে আকাশবাণী শুনছে। ওই মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী যেন তার উদ্ধারের জন্যেই অন্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন। বৃদ্ধ তখন আবার বিড়বিড় শুরু করলেন, 'মর মর। আমার কি! আমি তো দুদিন! দিবুর মেয়ে বংশের মুখ ডোবাল তবু মা তাকে কোন শাস্তি দিচ্ছেন না। সে পণ্ডিত আর আমি মূর্খ। সারা জীবন দিবু আমার ওপরে টেক্কা দিয়ে গেল। মর মর!' বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে বসে হাত নাড়লেন যে ভঙ্গীতে তার মানে বিদায় হও। দ্রুত বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল নিবারণ। আশেপাশে কেউ নেই যে। মহিলা-কণ্ঠ একটু আগে শোনা গিয়েছিল তার অধিকারিণীকে কাছে-পিঠে দেখা গেল না। মা সিংহবাহিনীর উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এল নিবারণ।

এতক্ষণে শরীরে যেন বাতাস লাগল। এই রকম খিঁচুড়ে বৃদ্ধ সে জন্মে দ্যাখেনি। 'কলকাতা'য় যদি এইরকম দু-তিনটে থাকে তাহলে তো আর দেখতে হবে না। কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে বারোটা ফ্ল্যাটের মালিকের বাড়িতে কাগজপত্র ধরাতে গেলেই অবশ্য বোঝা যাবে এই রকম কেউ আছে কিনা! আর একবার প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের মনে মনে মুণ্ডুপাত করে এবার ডানদিকের দরজায় পা বাড়ালো নিবারণ। ভেতরে ঢোকামাত্রই সম্মিলিত পায়রার ডাক কানে এল। বাপ্‌স্‌। নিবারণ মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে হেসে ফেলল। কত পায়রা কার্নিশে, উঠোনে। লক্ষাও আছে অনেকগুলো। একপাশে একটা বড় তারের খাঁচা কিন্তু সেটা খালি। নিবারণ উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'বাড়িতে কেউ আছেন।'

'এ মিনসে দেখি চোখের মাথা খেয়েছে! মেয়েছেলে নজরে পড়ে না ?'

ক্যাটকেটে গলা কানে আসতেই বিশাল থামের নিচে চোখ পড়ল নিবারণের। একজন প্রৌঢ়া সমস্ত শরীর থানে ঢেকে কলাগাছ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। তার মুখ

দেখার সৌভাগ্য হল না বিশাল ঘোমটার জন্যে। নিবারণ সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দিব্যজ্যোতি মল্লিক এখানে থাকেন কি ?'

'এখানে থাকবে না তো কোন্ চুলোয় যাবে ?' শব্দগুলো ছিটকে এল।

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে নিবারণ। সে সময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তার সঙ্গে দেখা করব। কোথায় তিনি ?'

'মাথার ওপরে।'

নিবারণ মুখ তুলে দোতলাটা দেখল। বারান্দায় কেউ নেই। সে অবাক হয়ে প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। প্রৌঢ়া তো সে কল্পনা করে নিচ্ছে, থুরথুরে বৃদ্ধা হলেও অস্বাভাবিক হবে না। এমন কি পায়ের আঙুল পর্যন্ত দেখা যাবে না।

'ও মাগো! এ যেন এখন নজর সরাতে চায় না। তিরিশ বছর এই বাড়ির ঘর করছি, ওসব নজর আমার ঢের জানা আছে। ঘোমটা আছে বলে ভেবেছ লজ্জাবতী লতা! এ বাড়ির ব্যাপারে এলে তিনি কথা কইবেন না। শীগ্‌গিরই নতুন ফেলাটে উঠে যাচ্ছি আমরা।'

বাক্যগুলো শেষ হওয়া মাত্র ওপর থেকে একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে রে পারুল, কার সঙ্গে কথা কইছিস ?'

নিবারণ পারুল কিছু জবাব দেবার আগেই তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ওই নতুন ফ্ল্যাটের লোক। কাজগপত্র দিতে এসেছি।'

'অ্যাঁ? সত্যি বলছ না মিছে? পুরুষ মানুষ সত্যি কথা বলে জন্মে শুনিনি বাবা।'

'সত্যি বলছি। এই যে কাগজপত্রের ব্যাগ।' তুলে ধরল নিবারণ।

'নতুন ফেলাট বাড়িটা থেকে লোক এয়েছে মা। মিছে বলছে কিনা জানি না।'

'নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে? ওপরে নিয়ে আয়।'

'সোজা ওপরে চলে যাও। আহা, ওপাশ দিয়ে, ওপাশ দিয়ে, এখানে ফেলছ কেন?'

'কি ফেলছি?'

'চোখের মাথায় ঘটি বসিয়েছ নাকি? ছায়া ফেলছ দেখতে পাচ্ছ না? জ্বালা!'

হতভম্ব নিবারণ কোন রকমে দেওয়াল ঘেঁষটে জায়গাটা পার হল। ঘোমটার আড়ালে থেকেও কি করে পারুল তার ছায়া দেখছে সে বুঝতে পারল না। কিন্তু তার খুব রাগ হয়ে গেল। তার পদবী ঢোল বটে কিন্তু সে খাঁটি ব্রাহ্মণ। আর এখন এই সব নিয়ে পাঁয়তারা কেউ করে নাকি। খাঁকি প্যান্ট, চেক সার্ট আর কাবুলি জুতোটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল নিবারণ। তারপর আদ্যিকালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির মুখেই মাথায় ঘোমটা টেনে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে বুক জুড়িয়ে গেল নিবারণের। আহা, সাক্ষাৎ মা দুর্গা। শাড়ির পাড় নেমেছে কপালের গোল সিঁদুর টিপের অর্ধেকটায়। বছর ষাটেক বয়স। গায়ের রঙ এখনও কাঁচা সোনার মত। নিবারণ ঝুঁকে নমস্কার করল।

'কাকে চাইছেন?'

'আজ্ঞে, দিব্যজ্যোতি মল্লিককে।' যত দেখছে তত নিবারণের মনে মা মা ভাব জাগছে।

'প্রয়োজনটা জানতে পারি?'

'হ্যাঁ। আমি আসছি ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানী থেকে। উনি 'কলকাতা'য় একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। তার কাগজপত্র দিতে এসেছি।'

'ও। আসুন আসুন। দয়া করে জুতোটা যদি ওখানে খোলেন। হ্যাঁ, ওখানেই, আপনি এই ঘরে বসুন। আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি। মান্ধাতার বাবার আমলের একটা কাঠের ফ্যান চালু করে দিয়ে মহিলা চলে গেলেন। নিবারণ পুরনো দিনের সোফায় বসে ফ্যানটাকে দেখল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। তবু এই ঘরের অবস্থা বেশ ভাল। কোথাও একটা কুটো পড়ে নেই। কাগজপত্রের বান্ডিল থেকে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কাগজ আলাদা করে রাখল সে। এবং তখনই দিব্যজ্যোতি মল্লিক ঘরে এলেন।

'ও, আপনি? কি খবর?'

দিব্যজ্যোতি মল্লিক যে তাকে চিনতে পেরেছেন এতেই কৃতার্থ হল নিবারণ। তবু সে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল, 'ভাল স্যার। আমি নিবারণ ঢোল, কেয়ার টেকার।'

'বসুন বসুন। আপনাদের ফ্ল্যাট রেডি?'

'আমাদের বলছেন কেন স্যার, এখন তো ফ্ল্যাট আপনাদের। ম্যাঞ্জারবাবু এই কাগজপত্র পাঠিয়েছেন। ওই যে, মিটিং-এর দিন বলেছিলেন।'

ম্যাঞ্জারবাবু শব্দটি উচ্চারণ করার সময় দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কপালে বিরক্তি ফুটেছিল লক্ষ্য করল সে। প্রাণহরিবাবুও রাগ করেন। অথচ শব্দটা কেন যে জড়িয়ে যায়।

কাগজপত্র হাতে নিয়ে দিব্যজ্যোতি মল্লিক গম্ভীর মুখে পড়তে লাগলেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে নিবারণের মনে হল চেহারাটি সত্যি খানদানী। বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্যও খুব একটা ভাল নয় কিন্তু শরীর থেকে একটা জ্যোতি ফুটছে যেন। মুখ-চোখ তাকানো কথা বলার মধ্যেই বোঝা যায় মানুষটা আলাদা জাতের। দেখে শুনে দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঃ, ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ একদম ঘড়ির কাঁটায় চলছে। তা জল আলো এসব এসে গেছে।'

'সব রেডি। এখন আপনারা গেলেই হয়। চাবি নিয়ে আমরা অফিসে বসে আছি।'

নিবারণের কথায় দিব্যজ্যোতি মুখ তুলে একবার তাকে দেখলেন। নিবারণ সই করে দেওয়া খাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'এবার আমি যাই স্যার।'

'দাঁড়ান। শুভ খবর নিয়ে প্রথম এলেন এ বাড়িতে, মিষ্টিমুখ করে যান।'

'না না, কি দরকার, মানে—।'

'এবাড়িতে এলে মিষ্টি মুখ করে যাওয়াই নিয়ম।' কাগজপত্র তুলে রাখতে রাখতে দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না না।' মাথা নাড়ল নিবারণ, 'তবে—।' বলাটা উচিত হবে কি না সে

ঠাওর করতে পারল না। দিব্যজ্যোতির কপালে ভাঁজ দেখে সে শেষ করল কথাটা, 'ভুল করে বাঁদিকের কামরায় ঢুকে পড়েছিলাম। ওখানে একজন জোর করে এই কাগজ ছিনিয়ে নিতে চাইছিলেন।'

'ছিনিয়ে নিতে? কি রকম দেখতে?'

'বুড়োমানুষ। বললেন আপনার দাদা।'

'ও।' দিব্যজ্যোতি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না এ প্রসঙ্গে। এই সময় ভদ্রমহিলা ঘরে এলেন মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে। দুটি বড়সড় রসগোল্লা এবং এক গ্লাস জল। দিব্যজ্যোতি বললেন, 'লতু, দিন ঠিক করে ফেল। ফ্ল্যাটে যে কোন দিন যেতে পারি। এই ভদ্রলোকের নাম নিবারণ চোল। আমাদের ফ্ল্যাটের কেয়ার টেকার।'

'ও! যাক বাবা। শেষ পর্যন্ত আমার স্বপ্ন সফল হল।'

'স্বপ্ন?' নিবারণ প্রশ্ন না করে পারল না।

'নিজেদের একটা ভাল ফ্ল্যাট হবে এই আশা করে এসেছি অনেকদিন। মিষ্টিটা খান।'

'আমাকে আপনি বলবেন না। লজ্জা করছে।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'এখন থেকে লতু এই ভদ্রলোকই আমাদের ভরসা।'

মহিলা বললেন, 'একটু দেখবেন। আমরা তো কখনও ফ্ল্যাটে থাকিনি। অনেকে বলছে পাঁচ ভূতের ব্যাপার। নানান জাতের লোক আসবে।'

দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'নিজেদের যদি পাঁচ ভূতের এক ভূত ভাব তাহলে আর অসুবিধেটা কি।'

নিবারণ মিষ্টি মুখে চালান দিয়ে বলল, 'কোন অসুবিধে নেই। আমি আছি। তাছাড়া সদর বন্ধ করলে আমি কার কে আমার!'

'আচ্ছা, রোদ হাওয়া ঠিকঠাক আসে তো?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'সোজা বঙ্গোপসাগর থেকে হাওয়া উঠে এসে আপনাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে। আর রোদ? সন্ধ্যের আগে ওই ফ্ল্যাট থেকে সূর্যদেব অস্ত যান না।' নিবারণ নিবেদন করল।

কথাগুলো শুনে ভদ্রমহিলা খুশি হলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কারা কারা আসছে?'

'তা যদি বলেন তো অবাক হবেন। কে না? বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজেরাটী, চাইনিজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, মাড়োয়ারী, গোটা কলকাতা। তাই তো বড় কর্তা নাম রেখেছেন 'কলকাতা'। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।'

যেন প্রশ্নটা জানতেই দিব্যজ্যোতি মুখ তুললেন। নিবারণ বলল, 'যাদের ভাল থাকার জায়গা নেই তারাই ফ্ল্যাট কেনে। আপনাদের এমন রাজার বাড়ি ছেড়ে—!'

'বাড়িটা আর রাজার বাড়ি নয়।' দিব্যজ্যোতি বললেন, 'শরিকে শরিকে ভাগাভাগি হতে হতে মাত্র দুটি ঘরে এসে ঠেকেছে। তার ওপর পূর্বপুরুষের ঋণের বোঝা বইতে বইতে এই বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। এই যে আমি ফ্ল্যাটটা

কিনলাম তা ওই বিক্রী থেকে আমার অংশের পাওয়া টাকায়। দাদাকে তো দেখলে! চারধারে এমন জ্ঞাতি নিয়ে থাকতে হয়েছে। তবু এই বাড়ি বিক্রী না হলে আমি যেতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু ওর ইচ্ছে নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট হোক। যেখানে আর কারো সঙ্গে থাকতে হবে না। সাধ মিটলো।' কথাগুলো একটানা বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন দিব্যজ্যোতি, 'নীতাকে লিখে দাও খবরটা। যদি পারে তো অসীমকে নিয়ে সোজা চলে আসুক নতুন ফ্ল্যাটে! কদিন কাটিয়ে যাক।'

'মাথা খারাপ! ওর ছেলের পরীক্ষা সামনে! এখন কি আসতে পারে! তবে খবরটা দেব। খুব খুশী হবে।' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ মহিলা গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিবারণ লক্ষ্য করল চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। এবং তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। খুব চেষ্টা করেও কান্না এড়াতে পারছেন না।

দিব্যজ্যোতি চাপা গলায় বললেন, 'লতু!'

মহিলা দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'না, আমি কাঁদছি না।' বলতে বলতে চোখ মুছলেন তিনি।

'কোন অর্থ হয় না। যে মেয়ে মারা গেছে বলে ধরে নিয়েছি তার কথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। বংশের মুখে ডোবাল যে মেয়ে, অবাধ্য হয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে তার জন্যে এখনও তুমি কাঁদছ?' দিব্যজ্যোতি উঠে দাঁড়ালেন। নিবারণ কি করবে বুঝতে পারছিল না। তখনও তার প্লেটে একটি রসগোল্লা অবশিষ্ট রয়েছে।

মহিলা বললেন, 'তোমার সব কথা ঠিক। কিন্তু আমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছি এই ঠিকানাটা মিতাকে জানিয়ে দিলে হয় না?'

'না। যাকে আমাদের এ জীবনে দরকার নেই তাকে ঠিকানা জানাতে যাবে কেন গায়ে পড়ে? তাছাড়া যে আমাদের ত্যাগ করতে পেরেছে একটা বেজাতের ছোকরার আকর্ষণে তার কোন দরকার নেই আমাদের। থাকলে সে এতদিনে খোঁজ নিত।'

মহিলার মুখ থমথমে। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ততক্ষণ দিব্যজ্যোতির নজর পড়ল নিবারণের ওপর। একটু থমকে গেলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?' নিবারণ হতভম্ব হয়ে তাকাল গলার স্বরে। দিব্যজ্যোতি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আরে সামনে মিষ্টি নিয়ে এই লোকটা কাঁদছে কেন?'

'কাঁদছি? আমি কাঁদছি?' নিবারণ তাড়াতাড়ি গালে হাত দিতেই জলের স্পর্শ পেল। সে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বলল, 'বদ অভ্যেস স্যার।'

'বদ অভ্যেস মানে? কান্না কারও অভ্যেস থাকে নাকি?'

'কেন থাকবে না? হাসি দেখলে অনেকে যেমন হেসে ফেলে, কান্না দেখলে আমার চোখ থেকে আপনি আপনি জল বেরিয়ে আসে। আমি উঠি।'

'না।' মহিলা মাথা নাড়লেন 'মিষ্টি পড়ে আছে।'

'আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না মা।'

'মা বলে যখন ডাকলেন তখন ওটা না খেলে আরও কষ্ট পাব।'

নিবারণ আবার বলল, 'ধৃষ্টতা হবে হয়তো। আপনাদের জ্ঞাতি দুর্নাম দিচ্ছিলেন আপনাদের মেয়েকে। নীতা আর মিতা আপনাদের দুই মেয়ে?'

'এটা আমাদের একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার কেয়ার টেকার!' দিব্যজ্যোতি বিরক্ত হলেন।

'না। কষ্ট দেখলে যার চোখে জল আসে তিনি আমার আপন লোক।'

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, আমাদের দুই মেয়ে। বড় নীতা স্বামীর সঙ্গে থাকে জব্বলপুরে। আমরাই বিয়ে দিয়েছিলাম। ছোট মিতা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আমি সমর্থন করিনি। উনি শিক্ষিত মানুষ, তবু আমার মতে মত দিয়েছেন। ওকে আর আমরা নিজেদের মেয়ে বলে স্বীকার করি না। সেও আসে না খোঁজখবর নিতে। কিন্তু কোন ভাল কিছু হলেই ওর কথা মনে পড়ে যায়। আর তখনই কান্না আসে।'

কোনরকমে মিষ্টিটা পেটে চালান দিলে নিবারণ। হঠাৎ এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে তার খুব নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তাহলে কবে আসছেন মা?'

'পরশু।' মহিলা খুব আস্তে উচ্চারণ করলেন।

'পরশু? তুমি এর মধ্যেই ঠিক করলে? পারবে তার মধ্যে তৈরী হতে?' দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন অবাক হয়ে।

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'বুধবারে তো যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়া যায়। বাকী দিনগুলো, আজ কাল পরশু ছাড়া, আমাদের কারো না কারো জন্মদিন।' কথাটা শেষ করতেই নিবারণ চোখ ফিরিয়ে নিল। তার বদ অভ্যাসটা এড়াতে সে নমস্কার সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। পারুল দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার কোণে। এখন তার ঘোমটা ঠোঁটের ওপরে উঠে এসেছে। চিবুক দেখলে যে বয়স আন্দাজ করা যায় তার সঙ্গে গলার স্বর মেলে না। মেলাবার দরকারই বা কি? এখন তার অনেক কাজ। 'কলকাতা'র মালিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে তাকে। কাছাকাছি ঠিকানা বলতে বড়বাজার!

॥ তিন ॥

শোভাবাজার থেকে বড়বাজার আর কদ্দুরে? কিন্তু সেটুকু পথ আসতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল নিবারণের। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে ঠেলা রিক্সা মানুষ এবং নিয়ম না মানা গাড়ির সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্রাম। ড্রাইভার নেমে গেছে চা খেতে, কন্ডাক্টর তার সঙ্গী। কিছু বৃদ্ধ ছাড়া এখন আর কেউ বসে নেই। অতএব ট্রাম ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয়েছিল। কয়েক পা হাঁটতেই তার মনে হয়েছিল সে কলকাতায় নেই। ছোট ঘিঞ্জি রাস্তা, দোকানগুলো যেন রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দু'পাশের লোকজন যদি এতক্ষণ ছিল বিহারের, চট করে হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশের। ঠিকঠাক পা ফেলে ফুটপাতে হাঁটে এমন সাধ্য কার? কিন্তু এই করেই সে শেষ পর্যন্ত হ্যারিসন রোডে পৌঁছে গেল। এবং সেখান থেকেই যে বড়বাজারে শুরু তা চোখ চাইলেই বলা যায়। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি তুলে চিৎকার করে কথা বলতে বলতে পানের পিক ফেলা, বিশাল শরীর দামী শাড়িতে জড়িয়ে এক মাথা ঘোমটা দিয়ে অলস ষাঁড়ের মুখে খাবার ধরা থেকে অনর্গল যেসব শব্দাবলী ভেসে আসছে তাতে কাউকে চোখ বন্ধ করে এনে এখানে বাঁধন খুলে দিলে সে রাজস্থান ভাবতে বাধ্য। কিন্তু নিবারণ সেই সঙ্গে আর একটা তথ্য আবিষ্কার করল। কলকাতার যেসব অংশে ভিনপ্রদেশীরা থাকেন তার অনেক জায়গায় হাঁটতে গা ছমছম করে, কিন্তু এখানে সেসব কিছুই হচ্ছে না। সে দোকানগুলো লক্ষ্য করল। প্রাণহরিবাবু তাকে বলেছেন বাঙালী হয়ে শুধু যে বাঙালীর কথা ভাবাটা হচ্ছে সংকীর্ণতা। নিজেদের এখন ভারতীয় বলে ভাবতে হবে। দু'পাশের দোকানগুলোতে যদি একটাও বাঙালী না থাকে তা নিয়ে চিন্তা করা অনুচিত।

সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে এসে সে বিব্রত হয়ে পড়ল। মারোয়াড়ীরা এই শহরের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় কিন্তু এমন নোংরা হয়ে থাকে কেন? কেন রাস্তায় হাঁটা যাচ্ছে না? হকার থেকে ষাঁড় কে নেই? গিজগিজ করছে মানুষ। ছোট রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখায় ট্রাফিক হেঁচট খাচ্ছে। নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার জায়গা নেই। নিবারণ ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করার জন্যে

বাঁদিকে তাকাতেই দোকানটা দেখতে পেল। আহা, কতরকমের মিষ্টি, আর কি ভিড়। একটা মেটেগলানো গন্ধ বের হচ্ছে দোকান থেকে। অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ করল সে। পকেটে বেশী পয়সা নেই। গরীবের ঘোড়া রোগ ঠিক নয়।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত যে সরু গলিতে ঢুকল নিবারণ সেখানে সূর্যদেব সরাসরি পৌছন না। দুটো লোক, মানে নিবারণের মত লোক কোনমতে পাশাপাশি হাঁটতে পারে। হাঁটতে হচ্ছে সামনে। শিশুরা ছেলেমানুষী করে রেখেছে পথের ওপরেই। কিন্তু নিবারণকে গড়িমসি করে হাঁটতে হচ্ছে। তার সামনে একটি বিশাল পাহাড় শরীরে ছন্দ ভুলে মন্দাক্রান্তা ভঙ্গীতে এগোচ্ছে। চওড়া পিঠ, দশাসই দেহ এবং নিতম্ব বস্তুটি দ্বিভক্ত হয়ে যেন পরস্পরের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে শুরু করেছে হাঁটার তালে। মাথায় ঘোমটা। মুখদর্শন সম্ভব নয় পেছন থেকে। নিবারণ শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না, 'শুনিয়ে! এই যে।'

কোন প্রতিক্রিয়া হল না। তিনি যেমন হাঁটছিলেন তেমনই হাঁটতে লাগলেন। নিবারণ অসহায় চোখে তাঁর পানে তাকাল। এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটা যায়? নিবারণ এবার গলা তুলল, 'শুনিয়ে, 'হামকো জলদি যানা হ্যায়।'

'যাইয়ে না।' বলে মহিলা দেওয়ালের দিকে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাঃ। একেই বলে ভদ্রতা। নিবারণ খুশী হয়ে এগোতে গিয়ে থমকে গেল। সেঁটে দাঁড়ানোর পর যেটুকু জায়গা পড়ে আছে সেখান দিয়ে পাঁচ বছরের বাচ্চা গলে যেতে পারে কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব নয়। মহিলা বললেন, 'যাইয়ে! খাড়া হোকে কেয়া দেখ রহা হ্যায়?'

নিবারণ এবারও তাঁর মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু হাতে যে মেহেন্দীর আলপনা তা চোখে পড়ল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'জায়গা কমতি হ্যায়। আপ চলিয়ে, হাম পিছে যা রহা হ্যায়।' মহিলা কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। নিবারণের মনে হল এ যেন রাজধানী এক্সপ্রেসকে রোডরোলারের পেছনে যেতে বলা। মিনিট তিনেক যাওয়ার পর মহিলা বাঁ দিকের দরজার সামনে দাঁড়াতেই নম্বরটা চোখে পড়ল নিবারণের। সে চট করে খামটা বের করে দেখে নিল। এই বাড়ি! মহিলা এখন একটা সিঁড়ি উঠে দাঁড়ানোয় অনেকটা জায়গা খালি হয়েছে। সে আবার বলল, 'শুনিয়ে?'

'কেয়া শুনিয়ে শুনিয়ে বোল রহা হ্যায়। যাইয়ে না, আভি বহুৎ জায়গা মিল গিয়া।'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মহিলা। নিবারণ মাথা নাড়ল, 'নেহি নেহি, হামকো যানা নেহি হ্যায়, হিঁয়াই আনা হ্যায়।'

'ক্যা? মেরে পিছু আনা হ্যায়?' ঘোমটা খুলে গেল। মেদল মুখের ভেতর থেকে দুটো রুষ্ট চোখ বিস্ফারিত হল। পাঁজরায় হিম ছড়িয়ে গেল যেন। নিবারণ চটপট বলল, 'আপকি পিছে নেহি। ইয়ে নাম্বার কি পিছে।'

'নাম্বার? কেয়া দিল্লাগী কর রহা হ্যায়?'

নিবারণ চটপট খামটা বের করল, 'রাধেশ্যাম আগরওয়ালাজীকে পাস মায়নে আয়া। জেরা পুছিয়ে না উয়ো ঘরমে হ্যায় কি নেহি?'

চট করে মহিলা ঘোমটা টানলেন, 'কাঁহাসে আ রহে আপনে?'

'কলকাতাসে।' হাসল নিবারণ।

'ক্যা মজাকি করতে হো জী। ইয়ে বড়বাজার কলকাত্তাকা বাহার হ্যায় ক্যা?'

'ওহো!' দ্রুত মাথা নাড়ল নিবারণ, 'কলকাতা এক নয়া কোঠিকো নাম হ্যায়, যাঁহা পর রাধেশ্যামজীনে এক ফ্ল্যাট লিয়া।'

'আইচ্ছা!' আবার ঘোমটা ঈষৎ সরল, হাস্যমুখ দেখা গেল, 'পহেলে তো ইয়ে বাতানা চাহিয়ে। আইয়ে আপ।' বলে শক্ত হাতে দরজার কড়া নাড়লেন মহিলা। দু'তিনবার বিকট শব্দ ছড়াবার পর ভেতর থেকে একটা শুঁটকো চেহারার প্রৌঢ় দরজা খুলল। মহিলা তাকে দেখামাত্রই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'শো রহা থা ক্যা? দিন ভর খালি খাও আউর ঘুমাও। কোহি কাম তুমসে নেহি হোগা। বাবুজি ঘরপর হ্যায়?'

মাথাটা স্প্রিং-এর মত নাড়ল লোকটা। বাক্যব্যয় না করে জানাল, নেই।

মহিলা আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'শুনলিয়া না? ক্যা কাম থা?'

'ফ্ল্যাট রেডি হো গয়া। হাম উসকো পেপার দেনে আয়া থা।'

'রেডি! বাঃ। দিজিয়ে মুঝে। ম্যায় উসকো ওয়াইফ।'

'নমস্তে। লেকিন ইয়ে পেপার তো আপকো নেহি দে শেকতা!'

'কিঁউ?'

'কানুন হ্যায় যো মালিক উসকো বিনা কিসিকা হাতমে নেহি দেনা।'

'আইচ্ছা! আপ কিয়া কাম করতা ফ্ল্যাটমে?'

'মেরা নাম নিবারণ, কেয়ারটেকার।'

এবার হাসি ফুটল মহিলার মুখে, 'আপ আইয়ে না অন্দরমে। বাহার খাড়া হোকে কেয়া বাত কর রহা হ্যায়। আইয়ে আইয়ে।' দুটো বিশাল হাত তাকে আহ্বান জানাতে নিবারণ পা বাড়াল, 'বাকি রাধেশ্যামজীকে মুঝে আজই মিলনা চাহিয়ে।'

'হো যায়েগা। আপ থোড়া বইঠিয়ে না। যারা আরাম করিয়ে। এ বাবুলাল, কেয়াটেকারবাবুকে লিয়ে সরবত লিয়াও। তুরন্ত।' হুকুম শোনামাত্র নেংটি ইঁদুরের মত দৌড়ল লোকটা। ডানদিকের ঘরে মালপত্র ঠাসা। শুধু তার মধ্যে একটা টেবিল এবং তিনটে চেয়ার কোনমতে জায়গা করে নিতে পেরেছে। নিবারণকে সেখানেই বসতে হল। ভদ্রমহিলা বসলেন সামনে। বসার সময় মচ মচ করে আওয়াজ হল। হাতলবিহীন স্টীলের চেয়ারটার দুপাশ অনেকটা শূন্যে ঝুলে রইল।

মিসেস আগরওয়ালা বললেন, 'পহেলে শোনাইয়ে কেইসা হ্যায় ও ফ্ল্যাট?'

'ফাস্টক্লাস। ম্যায়সা ধুপ তেইসা হাওয়া। সান রে জম ডাইরেক্ট স্কাই এন্ড—'

মিসেস আগরওয়াল বাধা দিলেন, 'আপ বাঙালী হ্যায় না ? বাংলা মুঝে আতি হ্যায়। আপ বাংলামে কহিয়ে।'

'ও। খুব ভাল খুব ভাল।' নিবারণ জিভে ঠোঁট চেটে নিল, 'যা বলছিলাম, ডায়মণ্ড হারবারের সামুদ্রিক বাতাস সরাসরি আপনার ঘরে ঢুকেছে।'

'সামুদ্রিক ? ও ক্যা হ্যায় ?'

'ওঃ! সমুদ্র থেকে সামুদ্রিক। From sea!'

'মুঝে ইংলিশ ঠিক আতি নেহি। সাগর তো বহুৎ দূর হ্যায়।'

'তবু ওর বাতাস আসে। বুঝুন ব্যাপারটা। আর আপনাদের ফ্ল্যাটটা তো দারুণ। ভাবা যায় না। রাধেশ্যামজী কোথায় গেছেন ?'

'ছোড়িয়ে না উসকো বাত। আচ্ছা, হামরা ফ্ল্যাটকা পাশ কোনসা আদমী হ্যায় ?'

'এক বাঙালী ফ্যামিলি, মিসেস সোম—।'

'উও মিসেসটির উমর কিতনে ?'

'আপনার মতনই হবে।'

'তো ঠিক হ্যায়। আউর।'

'আর একটা দিকে গুজরাটি ফ্যামিলি। কারা থাকবে জানি না।'

'ঠিক হ্যায়। বাকি শোন, দোনম্বরী কেস হ্যায় কুছ ?'

'দোনম্বরী ?' হাঁ হয়ে গেল নিবারণ।

'মেরি দোস্তলোক বাতায়া। এই সব ফ্ল্যাটমে বহুৎ দোনম্বরী কারবার চলতা। মেরে লেড়কা হ্যায় না, সুনীল, বহুত ভোলেভালা লেড়কা। আভিতক শাদী নেহি হুয়া। উসকো লিয়ে তো মুঝে চিন্তা।' বলতে না বলতেই বাবুলাল শরবৎ এনে দিল। দুধের সঙ্গে ক্ষীর মেশানো শরবৎ। চুমুক দিয়ে তৃপ্ত হল নিবারণ।

তারপর বলল, 'আমি দেখেছি। ডোরা ক্লিনের সঙ্গে গল্প করছিল।'

'ডোরা ? ও কৌন ?'

'চার তলায় থাকবে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়স বলতে পারব না।'

'সুনীলকো বাপ দেখা থা ?'

'হ্যাঁ। দেখে ডেকে নিয়ে এলেন।'

'তো ঠিক হ্যায়। মেরি হ্যাজব্যাণ্ডকা মাফিক পুরুষ নেহি মিলেগা। এতনে দিন শাদী হুয়া কভি কিসি লটরবটর নেহি শুনা। মুঝেভি বোলতা, দেখো যমুনা, আভি হামলোক ভাইবোনকি তরারনা চাহিয়ে। বাকি সুনীল—, আপ তো কেয়ারটেকার। কুছ গড়বড় দেখনেসে মুঝে বাতানা। আভি দিজিয়ে ও কাগজ।'

দ্রুত মাথা নাড়ল নিবারণ। সরবৎ শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই দরজায় এসে দাঁড়াল সুনীল। পরনে জীনসের প্যাণ্ট আর জীনসের জ্যাকেট, 'এ কোন হ্যায় মা ?'

মিসেস আগরওয়ালা সন্ত্রস্ত হলেন, 'নয়া ফ্ল্যাটকো কেয়ারটেকার!'

'আই সি! ইয়েস আই হ্যাভ সিন ইউ দেয়ার। হোয়াটস দ্য প্রবলেম ?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'রাধেশ্যামজীর খোঁজে এসেছি। কাগজ দেবার ছিল।'

'ও। ফ্ল্যাট রেডি ?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন আমার সঙ্গে। বাবা গদীতে আছেন।'

নিবারণ কথা না বাড়িয়ে সুনীলকে অনুসরণ করল। গলিতে পা দিয়েই সুনীল বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে পেপারস্ আমাকে দিয়ে যেতে পারেন।'

'না। অর্ডার নেই।'

'আই সি! বাবা কার নামে ফ্ল্যাট কিনেছে জানেন ?'

'নিজের নামে। ওঁর নামেই চিঠি।'

কাঁধ নাচাল সুনীল। তারপর খুব উদাস গলায় বলল, 'এখানে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে! যেমন ন্যাস্টি তেমনি ক্রাউডেড। আচ্ছা, আমরা কবে শিফট্ করতে পারি ?'

'যে কোন দিন।'

'ডোরারা এসে গেছে ?'

'ডোরা ?'

'ওঃ। ডোরা ক্লিন! অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডি।'

'ও। ডোরার ঠিকানাটা দিতে পারেন ?'

সুনীলের মুখের দিকে তাকাল নিবারণ। মতবলটা ভাল নয়। ভোলেভালা ছেলের এই নমুনা ? সে সটান বলল, 'এখন তো আমার কাছে নেই।'

'আই হ্যাভ সিন হার ইন পার্ক হোটেল বাট শী ওয়াজ এস্কর্টেড বাই টু মেন। শুনুন, বাবাকে বলবেন ইমিডিয়েটলি ফ্ল্যাট দখল করতে হবে। মাই মাম্মি ইজ নট ইগার টু গো দেয়ার। অল দোজ কনজারভেটিভ আইডিয়াস, ইউ নো। ওই যে, ডান দিকের দোকানটার পাশেই বাবার গদি। দাঁড়ান।' পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে এগিয়ে ধরল সুনীল, 'কিপ ইট।'

'না না। এ কি করছেন!' নিবারণ চমকে উঠল। তার মানে হল টাকাটা নিলে এখনই তাকে ডোরার ঠিকানাটা দিতে হবে। সে দ্রুত গদির দিকে পা বাড়াল।

গদিতে কর্মচারীর সংখ্যা কম নয়। রাধেশ্যাম আগরওয়ালা তার একজনকে খুব ধমকাচ্ছিলেন। নিবারণ গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র মুখ ফিরিয়ে একই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলিয়ে!'

নিবারণ নমস্কার করে খাম আর পিয়নবুক এগিয়ে ধরল। ঈষৎ থতমত হয়ে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে প্রসন্ন হলেন রাধেশ্যাম, 'আরে, আরে, বসেন বসেন। আপনি তো আমাদের কেয়ারটেকারবাবু। বয়স হয়েছে তো, যেরেন ঠিক কাজ করে না সব সময়। তারপর ? ফ্ল্যাট বিলকুল রেডি ? গুড। একটা ভাল দিন-টিন দেখে যেতে হবে বুঝলেন। মাই ওয়াইফ বহুৎ কনজারভেটিভ। এই গদির

ঠিকানা আপনাকে বাতালো কে ?'

'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সুনীলবাবু পেঁছে দিয়ে গেলেন।'

'আচ্ছা! ও হারামীটি এত ভাল হয়ে গেল হঠাৎ! হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলার আছে। এই ফ্ল্যাট বিক্রী করার সময় স্ট্যাটাস দেখা উচিত ছিল কাস্টমারদের। ওই যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডি, কি যেন নাম—!' চোখ বন্ধ করে আঙুল ঘুরিয়ে স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন রাধেশ্যাম। নিবারণ ইচ্ছে করেই কিছু বলল না। রাধেশ্যামের স্মৃতি সজীব হল। 'হ্যাঁ, ডোরা। এই ডোরা মেয়েটাকে কেন ফ্ল্যাটটা দিলেন ? ও তো সবার চরিত্র খেয়ে ফেলবে। হোয়েন মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট বাট চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকবে বলুন ?'

নিবারণ ওই কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কথা আগে থেকে ভাবছেন কেন ?'

চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। ধারেকাছে একজন ছিল, তাকে ধমকে সরিয়ে দিলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আরে মশাই ও জিনিস দেখলে এভারেস্টকি বরফ গলাবে আমরা তো পাপীতাপী মানুষ। আর আমার ছেলে তো পাপীকে বেটা হারামী। ওর ভয়েই তো যেতে চাইছে না আমার বউ। কিন্তু যেতে হবে, কি আর করা যাবে। এসে গেছে ডোরা ?'

'না। এখনও আসেনি।'

'হুম্। পেমেণ্ট ক্লিয়ার করেছে ?'

'তা জানি না আমি। করেছে নিশ্চয়ই।'

'আরে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনো-টাইপিস্ট এত বড় ফ্ল্যাট কেনার টাকা পায় কোত্থেকে। ডালমে তো জরুর কালা হ্যায়। আমার ভয় ছেলেটাকে নিয়ে লোটার নিচে যেটুকু জল আছে তাও না শেষ করে দেয়।'

রাধেশ্যাম আগরওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রামে চাপল নিবারণ চোল। ভিড় থাকলেও সেকেণ্ড ক্লাসে আরামে যাওয়া যায় পেছন দিকে চলে গেলে। তার বেশ স্ফূর্তি হচ্ছিল। আগরওয়ালা ফ্যামিলির তিনজন তিনরকম। যেতে না যেতেই কত রকম ভাবনা ভাবছে। 'কলকাতা' জমবে ভাল। কিন্তু তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। এদের সবাইকে সামলেসুমলে রাখতে হবে তো। প্রাণহরিবাবু প্রায়ই বলেন, 'লুক চোল, পিস, পিস ইজ আওয়ার মোটো।' সাহেবের সংগে থেকে প্রাণহরিবাবু ইংরেজিটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন। ওঁর সংগে থেকে সেও যে পারছে না তা নয়। কিন্তু বলে ফেলার পর কেমন হাঁফ ধরে।

ধর্মতলায় ট্রাম থেকে নেমে চিত্ত প্রফুল্ল হল। একদম তীর্থক্ষেত্র। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে যাবে না ফিরে। কে বাঙালী, কে বিহারী আর কে মারোয়াড়ী ? এ জায়গা কারোর নয়, সবায়ের। গ্র্যাণ্ড হোটেলের পাশের গলিতে ঢুকে নিবারণের মনে পড়ল 'কলকাতা' তৈরীর পেছনে নাকি সেই রকম ইচ্ছে

ছিল। সব রকম প্রদেশের লোক থাকবে সেখানে। অল ভাষাভাষী। দেখলেই মনে হবে ভারতবর্ষ। প্রাণহরিবাবু বলেন, 'এদের সংগে কাজ করতে হলে সবকটা ল্যাংগুয়েজ তোমাকে শিখে নিতে হবে চোল!'

বললেই হল! চাইনিজ, গুজরাটি সিন্ধী শিখবে সে ? তা হলে তো এক জীবনে অনেক কিছু করা যেত—। নিউমার্কেটের সামনে এসে চারপাশে তাকাল নিবারণ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সুবেশ পুরুষ এবং সুন্দরীরা দল বেঁধে ঢুকছে অর্ধদগ্ধ নিউমার্কেটে। ভেতরে ঢুকেই যেন একটা গরম হাওয়া টের পেল সে। এর আগে দু-একবার যখনই এসেছে তখনই ওই হাওয়াটা চলকে ওঠে। শালা টাকার গরম। চারপাশে টাকা উড়ছে। কলকাতার নবাব আর বেগমদের পকেট এখানে ফাঁক হচ্ছে। কি আলোর জেল্লা, জিনিসপত্রে কি বাহার! ব্লক এবং নাম্বার মিলিয়ে পেঁছিতে প্রাণ জেরবার হয়ে গেল। এত ভিড় সরু সরু গলিতে যে কার সাধ্য যে সহজ পায়ে হাঁটে! অবশ্য গলি বলা ঠিক নয়। মাথার ওপর ছাদ, দুপাশে ঝকঝকে দোকান, সেণ্টের গন্ধ, পায়ের তলায় সিমেণ্টের পথ, গলি বললে প্রাণহরিবাবু নিশ্চয়ই রেগে যেতেন। কিন্তু সঠিক ইংরেজিটা মাথায় আসছে না!

দোকানের সাইনবোর্ড দেখল কিন্তু সেলসম্যানদের দেখতে পেল না সে। মেয়েদের জামাকাপড়ের দোকান। থিক থিক করছে মেয়েতে। এই ভিড় ঠেলে সে কাউণ্টারের সামনে পেঁছিবে কি করে ? নিবারণ থামটা আবার দেখল। এইচ হিঙ্গরানী। লোকটার চেহারা কি রকম ছিল ? কিছুতেই মনে করতে পারছিল না সে। শেষ পর্যন্ত তিনজন মহিলা দোকান থেকে বের হতেই স্যুট করে ঢুকে গেল সে। একজন লোক কাউণ্টারে, একজন ক্যাশে। কাউণ্টারের লোকটাকে সাহায্য করছে আরও তিনজন। প্রত্যেকের মুখেই হাসি। সাহায্যকারীরা বাঙালী। কিন্তু কর্তা দুজনের চেহারা এক রকম। এদেরই একজনকে দেখেছে সে সেদিন। কোনজন ?

সে চিৎকার করে বলল, 'শুনিয়ে!'

কাউণ্টারের ভদ্রলোক হাসিমুখে তাকালেন, 'এক মিনিট দাঁড়ান ভাই। হ্যাঁ দিদি, বলুন, কোনটা দেব ? এ যা দামে পাচ্ছেন নিউমার্কেটে কেউ দেবে না আপনাকে!'

নিবারণ উশখুশ করল। কাঁহাতক ফালতু দাঁড়িয়ে থাকা যায় ? আর একটু সময় যেতে দিয়ে সে ভদ্রলোককে বলল, 'আমার খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনেকদূরে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক অমায়িক ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, কি চাই।'

'আমার কিছু চাই না। আপনি মিস্টার হিঙ্গরানী ?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'আপনার একটা চিঠি আছে। আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি কলকাতা মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্টের কেয়ারটেকার।' একগাল হাসল নিবারণ।

লোকটার কপালে ভাঁজ পড়ল। চট করে পেছনে একবার তাকিয়ে নিয়ে

বলল, 'ঠিক আছে, আপনি বাইরে দাঁড়ান, আমি আসছি। দেখছেন তো কি ভিড়!'

হিঙ্গরানী বেরিয়ে এল মিনিট তিনেক পরে। রুমালে ঘাম মুছে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কি ব্যাপার?'

'আপনাদের ফ্ল্যাট রেডি। কাগজপত্র দিতে এসেছি। এখন যে কোনদিন পজেশন নিতে পারেন। ওয়াটার লাইট কানেকশন এসে গেছে।' খাম আর পিয়নবুকটা বের করল সে।

হিঙ্গরানী যেন হোঁচট খেল, 'ফ্ল্যাট? কিসের ফ্ল্যাট? কি বলছেন আপনি?'

'আপনি 'কলকাতা'য় ফ্ল্যাট কেনেননি?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল নিবারণ।

'কলকাতায় ফ্ল্যাট? আমরা তো কলকাতাতেই ফ্ল্যাটে থাকি!'

'আরে এ কলকাতা না। আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িটার নাম রাখা হয়েছে "কলকাতা"। আপনি সেদিন মিটিং-এ যাননি?' নিবারণ যেন তল পাচ্ছিল না।

'আপনি ভুল করছেন। অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমাকে। নমস্কার ভাই। বিজনেসের এখনই টপ সময়। আর ডিস্টার্ব করবেন না।' হিঙ্গরানী ফিরবার জন্যে ঘুরতেই খামটা তুলে ধরল নিবারণ, 'এই দেখুন, আপনার নাম, দোকানের নম্বর, সব ঠিক আছে।'

মুখ ফিরিয়ে ঠিকানাটা পড়ল হিঙ্গরানী। এবং তার পরেই মুখ থমথমে হয়ে উঠল ওর। খামটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফ্ল্যাটটা কোথায়?'

নিবারণ ততক্ষণে নিশ্চিন্ত, গোলমাল হয়েছে এবং এই লোক মালিক নয়। সে হাত বাড়াল খামটার জন্যে, 'আপনার ফ্ল্যাট নয় যখন তখন ওটা ফেরত দিন।'

নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হিঙ্গরানী বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব চাই।'

অসহায় হয়ে একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিল নিবারণ। কত স্কোয়ার ফিট, কত দাম, পজিশন কি রকম, এইসব। তারপর খামটাকে ফিরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'এখানে দাঁড়াও, পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পরেই হাস্যমুখে একজন বেরিয়ে এল, 'কি ব্যাপার ভাই, কি চান?'

নিবারণ দেখল ক্যাসের ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে। সিন্ধী হলেও এরা বেশ চমৎকার বাংলা বলতে পারে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিবারণের মনে পড়ল এই মানুষটাকেই সে সেদিনের মিটিং-এ দেখেছে। তবু বেশ গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'কেন বলুন তো? কি দরকার?'

'আমি একটা খাম দিতে এসেছি। এর আগে যিনি দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনিও তো হিঙ্গরানী। তাই জেনে নিচ্ছি।'

'উনি আমার দাদা। আমি হাসু হিঙ্গরানী। কিসের খাম?'

'আপনি কি কোন ফ্ল্যাট কিনেছেন?'

চট করে এবার ইনি পেছনে তাকিয়ে নিলেন। দোকানে তখনও তেমনি ভিড়। হাসু হিঙ্গরানী ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ। ওহো, আপনাকে চিনতে পেরেছি।

আপনাকে সেদিন দেখেছি।'

'কোথায় দেখেছেন?' আরও নিশ্চিত হতে চাইল নিবারণ।

'ফ্ল্যাট ডিস্ট্রীবিউশনের মিটিং-এ।'

'ঠিক আছে। নিন। এখানে সই করে দিন। ফ্ল্যাট ইজ রেডি। যে কোন দিন আপনি দখল নিতে পারেন।' নিবারণ সই করিয়ে নিল।

হাসু হিঙ্গরানী জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা। আপনি কি আমার দাদাকে কিছু বলেছেন?'

'কি ব্যাপারে?'

হাসু জোর করে হাসবার চেষ্টা করল, 'এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে?'

'না। মানে আমি ভেবেছিলাম উনিই ফ্ল্যাট কিনেছেন। শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সব জেনে নিলেন। তারপর আপনাকে ডেকে দিলেন।'

'আপনি সব বলে দিলেন?' যেন আর্তনাদ করে উঠল হাসু হিঙ্গরানী।

'যে রকম ধমকাচ্ছিলেন খামটা কেড়ে নিয়ে, না বলে উপায় আছে?'

'ওহো! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! এতদিন সব সামলেসুমলে—উফ্!' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল হিঙ্গরানী। তার মুখ খুব করুণ দেখাচ্ছিল।

'আপনি যে ফ্ল্যাট কিনছেন তা আপনার দাদা জানেন না?'

'জানতো না। আপনি সর্বনাশটা করলেন।'

'সর্বনাশ?'

'সর্বনাশ নয়? এতদিন চেপেচুপে রেখেছিলাম, আপনি কেন এলেন সব ফাঁস করে দিতে? এখন আমি কি করে মুখ দেখাবো!' অতবড় মানুষটাকে অসহায় শিশুর মত দেখাচ্ছিল। নিবারণের খুব খারাপ লাগছিল। সে যে ইচ্ছে করে কিছু করেনি তা বোঝাতে যাওয়ার অবশ্য কোন মানে হয় না এখন।

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'চেপেচুপে রেখেছিলেন? আমি জানবো কি করে বলুন। এসব তো আগে থেকে বলে আসতে হয়। জানতেন তো আমি কাগজ দিতে আসবো।'

'সেইজন্য তো আমি অষ্টপ্রহর দোকানে বসে থাকি। দাদা ক্যাশে বসে আমি কাউন্টারে। আজ উল্টোটা হয়ে গিয়ে—! ফ্যামিলির বারোটা বাজল।'

'বারোটা কেন?'

'বারোটা নয়? দাদা জিজ্ঞাসা করবে নিজেদের একটা ফ্ল্যাট চৌরঙ্গী রোডে থাকা সত্ত্বেও এখানে কেন ফ্ল্যাট কিনছি? ব্যাপারটা এতদিন ধরে জানানো হয়নি কেন? আমি এখন দাদাকে কি করে বলি বোনের বিয়ে হয়নি বলে তুমি বিয়ে করছ না, ফলে আমাকেও ব্যাচেলার থাকতে হচ্ছে। কিন্তু যে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করবে বলে বসে আছে তার তো একটা ফ্ল্যাট চাই।'

'ওহো! এ তো ভাল খবর। নববধূকে নিয়ে চলে আসুন। দক্ষিণ খোলা। বে-অফ বেঙ্গলের মধুর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের। আর কি সান রে!'

'চোপ।' নিবারণকে থামিয়ে দিল হিঙ্গরানী, 'যা জানেন না তা নিয়ে আলতু-

ফালতু বলবেন না। বিজনেস এখনও মায়ের নামে। আমি যদি বিয়ে করে চলে যাই তাহলে আর শেয়ার পাব ? দাদা বোনের বিয়ে না হলে মা আমাকে পারমিশন দেবেনই না। উঃ, কি যে করি।'

'তাহলে ফ্ল্যাট কিনতে গেলেন কেন ?'

'সাধ করে কি গিয়েছি ! ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে মাথা খারাপ করে দিয়েছে যে। দাদা নিজের চোখে এই খামটা দেখেছেন ?' ব্যাকুল চোখে তাকাল হিঙ্গরানী।

'ঠিক দেখেছেন আবার দেখেনওনি।'

'মানে ?'

'দূরে থেকে দেখেছেন তো ! চশমাটা হাতে ছিল, চোখে নয়। তবে শুনেছেন। সব শুনেছেন। আমি চলি স্যার। ফ্ল্যাট ইজ রেডি। যে কোনদিন চলে আসুন। নমস্কার।' কথা শেষ করে হনহনিয়ে হাঁটতে গিয়ে গতি কমাল নিবারণ ঢোল। নিউমার্কেটে যেন হাঘরের মেলা বসেছে। হাঁটি হাঁটি পা ছাড়া হাঁটে কার সাধ্য ! সামনেই চৌরঙ্গী লেন, ইলিয়াট রোড। সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলার বাড়ি ! নিবারণ কাজ চুকিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

।। চার ।।

নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে একটু বেঁকেই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। কিন্তু এটুকু আসতেই যেন দমবন্ধ হয়ে গেল নিবারণের। যেমন ভিড় তেমন শব্দ। শহরের মানুষগুলো কেমন ভাবে থাকে এখানে কে জানে। নিউমার্কেট মানেই সুন্দরী মেয়ের দঙ্গল আর তার বাইরেটা বর্বর গ্রাম। পা দিলেই কোমর অবধি পাঁক। রিক্সা, ঠেলা, ট্যাক্সির জট এড়িয়ে সে দ্রুত হাঁটছিল। সন্ধ্যে শুরু হয়ে গেছে এ পাড়ায়। কাজ শেষ করে যতক্ষণ না সেই নির্জন ফাঁকায় ফিরে না যাওয়া হচ্ছে ততক্ষণ মনে শান্তি নেই।

এর মধ্যে তিনজনকে সে পথের হদিস জিজ্ঞাসা করেছে। একজন কাঁধ ঝাঁকিয়েছে, অন্যজন কথা না বলে চিবুক নেড়ে দিক নির্দেশ করেছে, তৃতীয়জন বলেছে এগিয়ে যান। ক্রমশ লোকজনের চেহারা পাল্টাচ্ছে। অফিস বাড়িগুলো শুরু হয়ে গেল। নিবারণ হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করল এ পাড়াটাও বাঙালির নয়। মারোয়াড়ীর নয়। হিন্দীভাষীরা আছেন, সঙ্গে সাহেবী কায়দার কালো মানুষ। মাঝে মাঝেই ঠুনঠুন শব্দ, রিক্সায় ছুটে যাচ্ছেন স্কার্ট কিংবা প্যান্ট পরা মেম-সাহেবরা। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। আরও কয়েকবার জিজ্ঞাসা করার পর ইলিয়ট রোডে ঢুকল নিবারণ। ইলিয়ট রোড। মানে সাহেবদের রাস্তা। কিন্তু ঠিকঠাক সাহেব একটাও নজরে পড়ছে না।

নম্বর জিজ্ঞাসা করতে পানের দোকানের লোকটা সঙ্গীর দিকে তাকাল। নিজেরা আলোচনা করে বলল ঠিকঠাক বাড়িটা বুঝতে না পারলেও এলাকাটা হল আরও এগিয়ে ট্রামরাস্তাটা যেখানে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে তার বাঁদিকের গলির মধ্যে কোথাও হবে। সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কার খোঁজ করছেন ?'

'ডোরা ক্লিন।'

'কোন হ্যায় ভাই ডোরা ক্লিন ?' পানওয়ালা জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গীটি চিন্তা করল চোখ বন্ধ করে। তারপর মাথা নাড়ল, 'উসকি সাথ জানপয়চান হ্যায় ?'

নিবারণ ক্লান্তভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, 'একদিন দেখেছি।'

'দিনমে কুছ কাম করতা হ্যায় ও?'

'করে কিছু, কিন্তু সেটা ঠিক জানি না।'

'রাতমে এলিয়ট রোডমে কোই লেড়কিকো ঢুড়না ঠিক কাম নেহি হ্যায়। আপকো দেখনেমে মালুম হোতা আপ ও লাইনকা আদমী নেহি হ্যায়। দিনমে আইয়ে।' সঙ্গীটি উপদেশ দিল।

নিবারণ ইতস্তত করল। প্রচুর চিঠি ডেলিভারি বাকি আছে এখনও। একটা কাজের জন্যে এখানে যদি দুবার আসতে হয়। সে বলল, 'অফিসের কাজ ভাই, আজই যেতে হবে।'

সে আর কথা বাড়াল না! কারণ এর পরেই প্রশ্ন আসবে কি অফিস, কি কাজ। চারপাশ দেখতে দেখতে সে রাস্তার বাঁকের কাছে চলে এল। জায়গাটা অন্ধকার মেশানো। মোড়ে অপেক্ষারত রিক্সাওয়ালা ঠুনঠুন শব্দ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কলকাতার আর কোথাও ওরা এভাবে শব্দ করে কিনা নিবারণের জানা নেই। এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা বিড়ি দপদপিয়ে এগিয়ে এল তার কাছে। নিবারণ দেখল লম্বা রোগা গলায় রুমাল বাঁধা কাপ্তেন গোছের লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'কলেজ গার্ল সাব্? বেঙ্গালি, নেপালি, খাসিয়া, ইংলিশ।' বলতে বলতে লোকটার গলা থেমে গেল। নিবারণ লোকটার মুখ প্রায়-অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বাংলায় ধমক শুনল, 'এখানে কি চাই?'

নিবারণের আলজিভ যেন শুকিয়ে গেল, 'নিতদা না?'

'সে মরে গেছে! কিন্তু এখানে কি মতলবে? ছি ছি, তুই উপীনদার ছেলে না? তুই এখানে?'

কথাটা শোনামাত্র নিবারণ হাত চেপে ধরল, 'নিতদা, তুমি? উঃ! শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম। আমি ভাবতে পারছি না নিতদা।'

'কিছু ভাবতে হবে না। এই রেড লাইটে তুই কেন?'

নিবারণের তখন এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চিন্তা নেই। নিতদাকে সে দেখল ঠিক দশ বছর পরে। বছর পাঁচেকের বড় হবে বয়সে। গ্রামে নিতদার নেতৃত্বে ওরা তুলকালাম কাণ্ড করত। ব্যাকে খেলত নিতদা। এই নিতদা পারুলের বিয়ের পর উধাও। তখন জানা গেল নিতদা নাকি পারুলের লভে পড়েছিল। লোকে বলল দেশান্তরী হয়েছে। পারুলের জন্য বিবাগী হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলল হৃষিকেশের পাহাড়ে লেংটি পরে ছাই মেখে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। নিতদার বুড়ি মা কদিন খুব কান্নাকাটি করে থম মেরে গিয়েছিল। সেই বুড়িও মারা গিয়েছে কয়েক বছর। নিতদার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। এখন সেই নিতদার রোগাটে এবং ক্ষয়াটে চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বভাবতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

'কানে ঢুকছে না শুয়োর? কবার এক প্রশ্ন করব?' নিতদার গলায় এবার হুঙ্কার।

কাচুমাচু হল নিবারণ। অনেকদিন কেউ এমন স্নেহজ গালাগাল তাকে দেয়নি। সে হড়বড়িয়ে বলল, 'কেন, জায়গাটা কি ভাল নয়?'

'ভাল? ভালমন্দের তুই কিছু বুঝিস?' নিতদার গলার স্বর একটু নামল।

'একটু আধটু।'

'ছাই বুঝিস। শোন, এইসব জায়গা ভাল নয়। এখানে যেসব ভদ্রলোক থাকে তারা সন্ধ্যের পর রাস্তায় পায়চারি করে না। উঠকো লোক এ পাড়ায় আসে ধান্দায়।' নিতদা বিড়ি নেভাল।

'কিন্তু নিতদা, তোমাকে কতদিন পরে দেখলাম। কোথায় ছিলে এতদিন? গ্রামে যাওনি কেন? তোমার কি হয়েছিল নিতদা?' অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলল নিবারণ।

সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল লোকটা। এপাশে-ওপাশে তাকাল, তারপর উদাস গলায় বলল, 'ছিলাম পৃথিবীতেই। হবে আবার কি, কিছুই হয়নি।'

'মাসীমা মারা গেছেন, জানো!'

'হুঁ!'

'তুমি এখানে কি করছ? আমাকে তখন ওসব কথা বলছিলে কেন?'

'মাপ করে দে ভাই,' হঠাৎ নিতদা ওর হাত জড়িয়ে ধরল, 'বুঝতে পারিনি।'

'তুমি, তুমি ওসবের দালালি করছ নিতদা?' প্রশ্নটা করেই ফেলল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিড়ি ধরাল নিতদা, 'দালালি? শালা কে দালালি করে না? তুই জানিস এ পাড়ায় আমার কি হেঙ্কড়! বাবর ভাই হল এই এলাকার এক নম্বর শের। আমি তার ডান হাত। কেউ টাকা খরচ করতে চায় আর কারো টাকা দরকার। আমি মাঝখানে এসে যোগাযোগ করিয়ে দিই। ব্যাস। কিন্তু চাঁদু, তুমি কলকাতায় কি করছ!'

নিবারণ তার চাকরির বৃত্তান্ত শোনাল। কি উদ্দেশ্যে এ পাড়ায় এসেছে তাও জানাল।

'ডোরা ক্লিন!' বিড়ির আগুনে যেটুকু মুখ দেখা যায় তাতে চিন্তা ফুটে উঠল।

নিবারণ নম্বরটা বলল। এবার কিঞ্চিৎ বিস্ময় নিতদার গলায়, 'অ! তাই বল। ফ্ল্যাট কিনেছে? মাল পেল কোথায়? পাড়ায় যে কটা ফ্যামিলি ভাল ওরা তাদের মধ্যে পড়েও পড়ে না। যে ভাল থাকে বাবর ভাই তাকে ডিস্টার্ব করে না। বড় সাহেবী অফিসে চাকরি করে মেয়েটা। বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে। দু-একবার টোপ ফেলেছিলাম, গেলেনি। লাইনে নামবে না। কত টাকা লেগেছে রে ফ্ল্যাট কিনতে?'

'আমি জানি না। মালিকরা জানে।'

'অ। তা তুই ডোরার কাছে কেন এসেছিস?'

'কাগজপত্র পেঁছে দিতে।'

'তা তোর যাওয়ার কি দরকার কষ্ট করে। আমায় দে, ঠিক পৌঁছে দেব।'

কথাটা শুনে দ্রুত ঘাড় নাড়ল নিবারণ, 'মালিক মেরে ফেলবে। যার কাগজ তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ম। তুমি একটু বাড়িটা দেখিয়ে দাও।'

এই সময় একটা ট্যাক্সি থামল। সঙ্গে সঙ্গে নিতদা চঞ্চল হয়ে উঠল। একজন স্যুট পরা প্রৌঢ় ট্যাক্সিতে বসেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নিতদা ছুটে গেল তার কাছে। হাত পা নেড়ে কিছু কথা বলার পর প্রৌঢ় যখন ভাড়া মেটাচ্ছেন তখন নিতদা দ্রুত ফিরে এল, 'আমার পুরনো ক্লায়েন্ট। তুই এক কাজ কর। এপাশ দিয়ে ঢুকে যা। ডান হাতের প্রথম গলিতে গিয়ে তিনটে বাড়ি ছাড়বি। চার নম্বর বাড়ির দরজায় দেখবি একটা সিঁড়ি সোজা তেতলায় উঠে গেছে। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেই দরজা হল ভোরাদের। রাস্তায় কেউ কিছু বললে বলবি তুই নীট্-এর লোক। তাতেই হবে। আমি একে অ্যাটেন্ড করে তোর সঙ্গে দেখা করে নেব।' যেমন এসেছিল তেমন নিতদা ছুটে গেল ট্যাক্সির দিকে।

নিবারণ আর দাঁড়াল না। তার মন খারাপ করছিল। নিতদা এখন মেয়েমানুষের দালালী করছে? ভাবা যায়? পারুলের জন্যে কষ্ট পেয়ে এই কাজ? গ্রামের লোকে বিশ্বাস করবে একথা বললে? প্রায়-অন্ধকারে ও হাঁটছিল। জীবনটা বিচিত্র সবাই বলে। কথাটার তল পাওয়া যায় না।

গলিতে ঢুকে সে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলা। একটা সিঁড়ি সত্যি সোজা সিঁড়ির মত কেঁথরিয়ে ওপরে উঠে গেছে। নিচের ঘর থেকে বিলিতি বাজনার রেকর্ড চলছে গ্যাঁক গ্যাঁক করে। একজন স্কার্ট পরা বুড়ি জানলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই সময় একটা হেঁড়ে গলা কানে এল, 'হে ম্যান, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট হেয়ার?'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি চেঁচিয়ে এল, 'টেল হিম জিম, দিস ইজ এ রেসপেক্টেবল্ হাউস।'

এই সময় একটা মাস্তান টাইপের ছোকরা তার সামনে দাঁড়াল। ছোকরাটা যেন এতক্ষণ অন্ধকারে কোথাও বসেছিল। আলোয় আসতেই ওর হাতভরতি উল্কি দেখতে পেল সে। ছোকরা এবার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'কিয়া মাংতা?'

'কুছ নেহি।' নিবারণ দ্রুত মাথা নাড়ল।

'কুছ নেহি তো হিঁয়া কিঁউ খাড়া হ্যায়। দশ রুপিয়া নিকালো।'

'দশ রুপিয়া? কেন?' নিবারণ হতবাক।

'ওসব কেন কেন ছোড়ো। মাল নিকালো। ইটস এ জেণ্টলম্যান'স হাউস। আউর তুম আয়া মজা লুটনেকে লিয়ে?' ছোকরা তার বিশাল হাত নিবারণের কাঁধে রাখল।

শীতল স্রোত বয়ে গেল নিবারণের শরীরে। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি বলেই তো সে এসেছে। হঠাৎ তার স্মরণে এল। সে কোনরকমে বলতে পারে, 'আমি নীট্-এর লোক।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেল ছোকরা। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে যেমন অন্ধকারে ছিল তেমনি মিলিয়ে গেল। নিবারণ দেখল জানলা থেকে বুড়িও সরে গেছে। নিতদার নামের এমন মাহাত্ম্য দেখে এই প্রথম তার শ্রদ্ধা এল। কিন্তু এবার ফিরে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে বলতে হবে উটকো লোক হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় সে ঘুরতে পারবে না। এ যাত্রায় না হয় বাঁচা গেল কিন্তু চাকরি করতে এসে প্রাণ খোয়াবার কোন মানে হয় না। নিবারণ সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। দোতলায় একটা বুড়ো বসেছিল। নিবারণ তাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ডোরা ক্লিন?'

বুড়ো আঙুল তুলল ওপরটা দেখিয়ে। কোন কথা বলল না। এই প্রথম কোন সাহেবকে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে থাকতে দেখল নিবারণ। অথচ মেজাজ আছে বেশ।

তিনতলার দরজা খোলা কিন্তু পর্দায় ঢাকা। ভেতরে আলো জ্বলছে এবং একটা মিষ্টি বাজনা ভেসে আসছে মৃদু। নিবারণ গলাখাঁকারি দিল।

ভেতর থেকে কোন শব্দ নেই। নিবারণ চারপাশে তাকাল। তারপর দরজার কড়া নাড়ল। এবার পর্দা সরে গেল। একটি মিষ্টি চেহারার কিশোরী যার গাল দুটো টুকটুকে লাল, প্রশ্ন করল, 'ইয়েস?'

'ডোরা ক্লিন?'

'শী ইজ নট অ্যাট হোম।'

নিবারণ হতাশ হল। কি করা যায়! একই পাড়ায় বার বার আসা মুশকিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কখন আসবেন? আমার খুব জরুরী প্রয়োজন আছে।'

এই সময় ভেতর থেকে একটি পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, 'হু ইজ দেয়ার ডরোথি?'

'সামওয়ান আই ডোণ্ট নো।' মেয়েটি সরে দাঁড়াতেই লোকটি মুখ বাড়াল, 'কিয়া চাহিয়ে?'

'ডরোথি ক্লিনকে লিয়ে একটা চিঠি হ্যায়।'

'চিঠি?' লোকটা হাত বাড়াল।

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'না। এই চিঠি শুধু ওর হাতেই দেওয়ার নিয়ম।'

'ডরোথি নেই। কে পাঠিয়েছে চিঠি?'

'কলকাতা হাউসিং কমপ্লেকস থেকে।'

'হাউসিং? ও আই সি! কাম ইনসাইড।' মধ্যবয়স্ক লোকটি সরে যেতেই নিবারণ ভেতরে ঢুকলো। চৌকোণা ঘর। পেছনদিকে খুব মৃদু স্বরে টি. ভি. তে বাজনা বাজছে। ওপাশে চারটে গদিওয়ালা চেয়ার, মাঝখানের টেবিলে তাস, একটা মদের বোতল গ্লাস। ঘরের দেওয়ালে ট্রেনের থ্রি-টিয়ার বার্থের মত

শোওয়ার জায়গা। এপাশের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো টেবিলে পড়ার বই-পত্র। একটি বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে বসে পড়ছে। কিশোরী ফিরে গিয়েছে অন্য টেবিলটায়। দামী পারফিউমের গন্ধ ভাসছে ঘরে। মধ্যবয়সী লোকটা নিবারণকে বলল, 'সিট ডাইন প্লিস।'

আড়ষ্ট পায়ে নিবারণ এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে হাসল, 'মাই নেম ইজ নিবারণ।'

'দিস ইজ জন।' লোকটা উল্টো দিকের চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিল। নিবারণের ইংরেজি বলতে খুব কষ্ট হয়। গ্রামের স্কুলের বিদ্যে নিয়ে আর কতটা খটোমটো কথা বলা যায়! কিন্তু লোকটা ওরকম অসভ্যের মত টেবিলে পা তুলে দিল কেন? এই সময় জন পরিষ্কার বাংলাতে বলল, 'আপনাদের ফ্ল্যাট তৈরী?'

'হ্যাঁ, যে কোনদিন যেতে পারেন।'

'দ্যাটস টু ফার। কেন যে ডোরা ওখানে গেল! ইউ নো, আমার কাজ হল পার্ক স্ট্রীট এলাকায়। আমার যাওয়া-আসার খুব অসুবিধে হবে।'

'আপনি পার্ক স্ট্রীটে চাকরি করেন?'

'ওঃ নো। আমি বাজাই। আপনি কখনও এখানকার বারে এসেছেন?'

'না।' নিবারণ চমকে মাথা নাড়ল।

'তাহলে বলে লাভ নেই। ড্রিংকস?' নিজের গ্লাস মুখে তুলতে জন প্রশ্ন করল। দ্রুত মাথা নেড়ে নিবারণ ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে তাকাল। ওরা মন দিয়ে পড়ছে। অথচ পাশেই মদ খাচ্ছে জন। জন এদের কে? ডোরার স্বামী?

জন বলল, 'ডোরা যে কেন আসছে না বুঝতে পারছি না। আপনি যদি আমাকে চিঠি দিয়ে যান তাহলে অসুবিধে কি?'

'নিষেধ আছে।'

'সী ইজ মাই সিস্টার!'

'ও। তা হলেও।'

'বেশ, বসে থাকুন।' জন ঘড়ি দেখল, 'তাস খেলবেন? রামি?'

নিবারণ বলল, 'আমি তাস খেলতে জানি না।'

কাঁধ নাচাল জন। বোঝাতে চাইল এমন সঙ্গ বিরক্তিকর। এই সময় পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। নিবারণ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থমকে গেল। না, ডোরা নয়। মেয়েটির বয়স কম, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী। ঘরে ঢুকেই চিৎকার করল 'ইউ সোয়াইন, ইউ ডিচড্ মি!'

জন বলল, 'মি? নেভার। হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

'ইউ টুক হান্ড্রেড ফ্রম হিম?'

'হু টোল্ড ইউ?'

মেয়েটি ছুটে এল সামনে। নিবারণ যে বসে আছে তা যেন লক্ষ্যই করল না। ক্ষিপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ ওয়ান্ট টু ডিনাই?'

জন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'লুক লিজা। হাউ মাচ হি পেইড ইউ?'

'দ্যাটস নট ইওর প্রব্লেম। টেল মি হোয়েদার ইউ টুক মানি অর'নট?'

কাঁধ নাচাল জন, 'ওয়েল, ইফ সামবডি ওয়ান্টস টু পে মি আই কান্ট হেল্প।'

'ইউ—ইউ—সাকার!' লিজা নামের মেয়েটি তার ব্যাগ ছুঁড়ে মারল জনের মুখে।

জন সেটাকে লুফে নিয়ে শব্দ করে হাসল, 'ইটস্ টু হেভি! লেট মি ওপেন ইট!'

সঙ্গে সঙ্গে লিজা ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের ওপরে। রীতিমত খামচাখামচি শুরু হল। জন খুলতে পারছিল না ব্যাগটা। নিবারণ উঠে দাঁড়িয়েছিল ভয়ে। ছেলে-মেয়ে দুটো পড়া বন্ধ করে এদিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে দুজনে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। এইসময় জন প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল। নিবারণ দেখল জন তার হাত চোখের সামনে তুলে ধরেছে এবং সেখান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। লিজা তাকে কামড়ে দিয়েই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল।

রক্ত দেখতে পাওয়ার পর মেয়েটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল। ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে খপ করে হাতটা ধরল, 'ওঃ গড! হোয়াট আই হ্যাভ ডান!'

জন বলল, 'ইটস নাথিং ডার্লিং। জাস্ট ফিউ ড্রপস অফ ব্লাড!'

'ও নো! আই অ্যাম সরি, আই মিন ইট।'

'দ্যাটস অল।'

'ইউ মাস্ট সি ডক্টর!'

'আই অ্যাম ফাইন! লেট মি ফাইন্ড সাম ডেটল।' বলতে বলতে জন পাশের ঘরে চলে গেল। লিজা একটু ইতস্তত করে ছুটে গেল ওর পেছনে। কয়েক সেকেন্ড পরেই পাশের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিবারণ হতভম্ব হয়ে দেখছিল। কয়েক মুহূর্ত আগে যেভাবে মারপিট ঝগড়া চলছিল তাতে মনেই হয়নি এইভাবে শান্তি আসবে। এত দ্রুত কি করে পরিস্থিতি বদলে যায়? তাছাড়া ডেটল আনতে গিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করবেই বা কেন? কিন্তু যে ঝড় উঠেছিল তা এইভাবে থেমে যাওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এখন কোথাও কোন শব্দ নেই। ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়েছিল। চোখা-চোখি হতে মুখ নামিয়ে বলল, 'সিট ডাউন। ওয়েদার ইজ ক্লিয়ার।'

ইংরেজি বলার ঢঙ একটু জড়ানো তবু মানে বুঝতে পারল নিবারণ। ওইটুকু ছেলে মামার ঝগড়া বুঝে গিয়েছে? সে হেসে এগিয়ে গেল পাশে, 'হুইচ ক্লাস?'

'ক্লাস সিক্সে পড়ি।' ছেলেটা পরিষ্কার বাংলায় বলল। ওরকম ধপধপে সাহেব বাচ্চার মত মুখে বাংলা শুনে চমৎকৃত হল সে।

নিবারণ বলল, 'বাঃ! তুমি বাংলা জানো?'

'হ্যাঁ।'

এবার নিবারণ মেয়েটির দিকে তাকাল। তার সামনে একটা মোটা বই।

বইটার ওপরে নাম আর ছবি দেখে বুঝল ওটা শেক্সপীয়ারের লেখা। স্কুলে এই ছবি দেখেছে সে। নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ ?'

মেয়েটি হাসল মিষ্টি করে, 'আমি ক্লাস টেনে।'

'বড় হলে কি করবে ?'

'এয়ার হোস্টেস হব।' মেয়েটি দৃঢ় গলায় উত্তর দিল।

মুগ্ধ হয়ে গেল নিবারণ। এই গলিতে, এমন পরিবেশে থেকে এই কিশোরী সেক্সপীয়ার পড়তে পড়তে ভাবছে সে এয়ার হোস্টেস হবে। এয়ার হোস্টেস হতে হলে কি ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার তা সে জানে না কিন্তু মেয়েটি যা চাইছে তা হোক। এবার ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ওই ফ্ল্যাটটার সামনে মাঠ আছে ?'

'মাঠ ? হ্যাঁ, চারধারে তো সব খোলা জমি।'

'ক্রিকেট খেলা যাবে ?'

'নিশ্চয়ই। তুমি ক্রিকেট খেল ?'

'হ্যাঁ।' ছেলেটার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কবে ওখানে যাব জানিস ?'

মেয়েটি কাঁধ নাচাল, 'আই ডোন্ট নো।'

এইসময় সিঁড়িতে শব্দ হল। পর্দা সরে গেল। নিবারণ চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করল, 'নমস্কার। দিস ইজ নিবারণ। কেয়ারটেকার অফ ক্যালকাটা।'

ডোরা ক্লিনের মুখে ক্লান্তি ছিল এবার বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর স্মৃতিতে অ্যাপার্টমেন্ট ওনারস মিটিং-এর দৃশ্যটা আসতেই তার মুখে হাসি এল, 'ও! আপনি ?'

'আপনার কিছু কাগজপত্র আছে। সই করে নিন।'

'বসুন। কখন এসেছেন ?'

'অনেকক্ষণ।' নিবারণ এবার আরাম করে বসল।

ভদ্রমহিলা সত্যি মিষ্টি দেখতে কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে। ততক্ষণে টেবিলের ওপর নজর গিয়েছে ডোরার। সে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়ার ইজ জন ?'

ছোট ছেলেটা কথা না বলে আঙুলের ইঙ্গিতে বন্ধ দরজা দেখিয়ে আবার বই-এ চোখ রাখল। নিবারণ দেখল সঙ্গে সঙ্গে ডোরার মুখ থমথমে হয়ে গেল। সুন্দরী মেয়েদের রাগতে দ্যাখেনি কখনও সে। ডোরা দরজায় গিয়ে টোকা মারল। ভেতর থেকে জনের গলা ভেসে এল, 'ইয়েস ?'

'ইটস মি! কাম আউট।' ডোরা গম্ভীর গলায় বলল।

'ওয়ান মিনিট প্লিজ।'

নিবারণের মনে হল এখনই ঝড় উঠবে। সে কাগজ এবং পিয়নবুক বের করে বলল, 'এখানে সই করে দিন। ফ্ল্যাটটা খুব ভাল। একটু সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিন্তু অতো আলো-হাওয়া কোথাও পাবেন না। একদম ডাইরেক্ট সাগরের

হাওয়া। যত তাড়াতাড়ি হোক চলে আসুন। আমি আছি, নো প্রব্লেম!'

'জাস্ট এ মিনিট।' ডোরা আবার দরজায় আঘাত করতে সেটা খুলল। জন বেরিয়ে আসছে কোমরের বেল্ট আটকাতে আটকাতে। তীরের মত ঘরে ঢুকে গেল ডোরা। তারপর চিৎকার শুরু হল, 'আই টোল্ড ইউ সেভারেল টাইমস নট টু কাম হিয়ার। দিস ইজ এ রেসপেক্টেবল হাউস। আই অ্যাম স্টেয়িং উইথ দি কিডস। ইটস নট এ ব্রথেল। গেট আউট, গেট আউট, ইউ বিচ।'

'হোয়াই ডোন্ট আস্ক ইওর ব্রাদার। হি কলড মি। রেসপেক্টেবল হাউস! ইওর ব্রাদার ইজ এ পিম্প অ্যান্ড ইউ আর ড্রয়িং ইন প্রাইভেট। ডোন্ট ট্রাই টু শো মি ইওর বিগ মাউথ!' লিজার ফুঁসে ওঠা গলা শোনা গেল।

ডোরার গলা ভেসে এল, 'জন!'

জন দরজায় ঘুরে দাঁড়াল, 'ইয়া!'

'টেক হার আউট। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি এনি পিম্প অর হোর।'

জন বলল, 'আই অ্যাম নট এ পিম্প!'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'ইয়েস ইউ আর। ইউ—ইউ—ইউ—।' দু হাতে জনের জামা ধরে টানতে লাগল মেয়েটি।

এই সময় বাইরের দরজায় আর একটি গলা পাওয়া গেল, 'কিয়া বাত ? প্রব্লেম ?'

সঙ্গে সঙ্গে মারপিট থেমে গেল। নিবারণ দেখল নিতদা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ওর দিকে তাকিয়ে নিতদা একটা চোখ ছোট করল। মুখে বিড়ি জ্বলছে। তারপর জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনসাহেব, মেয়েছেলের দালালি করতে গেলে বাবর ভাই-এর পার্মিশন লাগে। আর হোরটি কে ? ও তুমি! তুমিও নেমেছ মা লাইনে। ডোরা মেমসাব কোথায় ? তিনি কি বাড়িতে আছেন ?'

ডোরা বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল। উত্তেজনায় তখনও সে কাঁপছে, 'কি চাই ?'

'আমার কিছু চাই না। আপনার সঙ্গে তো আমার কারবার নেই। কিন্তু এখানে চিৎকার হচ্ছে আর আপনার নেবাররা ডিস্টার্ব বোধ করছে।' নিতদা হাসল এবং হাসতে হাসতে লিজার পোশাক দেখে বলল, 'ও, এই ঘরটাকে তাহলে ভাড়া দিচ্ছেন ?'

ডোরা চেঁচিয়ে উঠল, 'লুক জন ? তোমার জন্যে আমাকে এসব শুনতে হচ্ছে। সারাজীবন তুমি আমাকে জ্বালিয়ে গেলে। প্লিজ লিভ মি, লিভ মি।'

লিজা ততক্ষণে তার পোশাক ঠিক করে ব্যাগ তুলে নিয়েছে, 'জন! ডোন্ট ট্রাই টু সি মি এগেন।' বলে হন হন করে নিতদার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

জন কি করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর নিতদার দিকে এগিয়ে গেল, 'ঠিক হ্যায়। এরকম আর হবে না, বাবর ভাইকে বলার দরকার নেই।'

নিতদা হাত পাতল নিঃশব্দে। জন একটু ইতস্তত করল। একবার আড়চোখে ডোরাকে দেখল। তারপর পকেট থেকে দশ টাকা বের করে প্রসারিত হাতে রাখল। নিতদা বলল, 'আরো দশ।' জন আরো দশ টাকা বের করল। কুড়িটা

টাকা পকেটস্থ করে নিতদা যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল। নিবারণের শরীর ঘিনঘিন করছিল লোকটার হাবভাব কথাবার্তায়। সেই নিতদা? কিন্তু তার সঙ্গে একটাও কথা বলল না কেন? যেন তাকে চেনেই না এমন ভাব করল কেন?

নিতদা চলে যেতে জন ঘুরে দাঁড়াতে ডোরা বলল, 'আমি তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়ি ছেড়ে যাবে। নাউ গেট লস্ট।'

জন আর কথা না বাড়িয়ে পাশের একটা আলমারি খুলে গীটার বের করল। চিরুনি চালাল চুলে। তারপর গম্ভীর মুখে গীটার নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ বাড়িটা শব্দহীন হয়ে গেল। বাচ্চা দুটো পড়ার বইয়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ডোরা একটা চেয়ারে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে। নিবারণের মনে হল এবার এখান থেকে ওঠা উচিত। বাইরে থেকে যাকে সুন্দরী মেজাজী বলে মনে হয়, দর্শনে যাকে সুখের উৎস বলে ঠেকে তার ভেতরে এত কষ্ট এত ঝামেলা আছে তা কে জানতো। মুখ থেকে হাত সরিয়ে ডোরা বলল, 'আই অ্যাম সরি। কোথায় সই করতে হবে?'

নিবারণ জায়গা দেখিয়ে দিতে ডোরা সই করে কাগজপত্র নিল। তারপর সে সেগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'আমি ইমিডিয়েটলি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চাই।'

'চলে আসুন। নো প্রব্লেম।'

'ইমিডিয়েলি যাবে আন্টি?' বাচ্চা ছেলেটি উৎসাহে বলে উঠল।

'ইয়েস। এখানে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হি ইজ মেকিং মাই লাইফ হেল।'

'জন আপনার ভাই?'

'হ্যাঁ। হি ইজ মাই হেডেক। কোন কাজ করে না, আমার ঘাড়ে বসে আছে। বারে গিটার বাজায় আর মদ খায়। নাউ—' ডোরা ঠোঁট কামড়াল, 'আই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ হিম।'

এবার বড় মেয়েটি বলল, 'হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার স্কুল?'

'দ্যাটস দ্য প্রব্লেম। ডিসটেন্স উইল বি টু ফার। আই কান্ট চেঞ্জ স্কুল অ্যাট লিস্ট ইন ইওর কেস। ইউ আর টু কাম এলঙ উইথ মি। লেট মি থিংক ওভার ইট।'

মেয়েটি বলল, 'দেন লেটস গো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে হেয়ার এনি মোর।'

'মি টু।' ছেলেটি বলল।

ডোরা এবার হাসল, 'তোমরা খুব ভাল। কিন্তু বব, আমাদের গেস্টকে একটা ক্যাম্পা এনে দাও।' ব্যাগ খুলছিল সে।

ঝটপট উঠে দাঁড়াল নিবারণ, 'নো নো। আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না। আমি চলি। তাহলে যেকোনদিন সকালে চলে আসুন।' সে দরজার

দিকে এগোচ্ছিল। দুটো বাচ্চা একই সঙ্গে বলল, 'বাই।' ভাল লাগল নিবারণের। অনভ্যস্ত থাকায় সে জবাব না দিয়ে হাত নাড়ল। ডোরা নেমে এল সিঁড়ি পর্যন্ত। বিদায় নেওয়ার আগে নিবারণ বলল, 'আপনার ছেলেমেয়ে দুটো কিন্তু খুব ভাল।'

'ওরা আমার সন্তান নয়।' ডোরা হাসল, 'আমার দিদির। শী ইজ ডেড। এখন আমি ছাড়া ওদের কেউ নেই। উই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানস হ্যাভ লট অফ প্রব্লেম। সবাই আমাকে নিষেধ করেছিল ফ্ল্যাট কিনতে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এলাকার বাইরে যায় না। কিন্তু আমি ওদের জন্যে ভদ্র পরিবেশ চাই।'

বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিবারণের মনে হল এদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে কেন? এরা তো তার মত শুধু ইন্ডিয়ান। আর এই পরিবেশেও একজন সেক্সপীয়ার পড়ে! কী কাণ্ড! মোড়ে আসতেই জ্বলন্ত বিড়ি এগিয়ে এল, 'কাজ হল?'

'হ্যাঁ নিতদা। কিন্তু তুমি—তুমি—।'

'জ্ঞান দিস না! নীতির বালাই আর আমার নেই। চারপাশে টাকা তাই ধরছি। গ্রামে গিয়ে খবর দেওয়ার দরকার নেই। তোদের সেই নিতদা, নিত্যানন্দ মরে গেছে।' যেমন এসেছিল, তেমনি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নিতদা।

আজ অনেক হয়েছে। নিবারণ ট্রামে উঠল। রাত হয়েছে। এলাকাটা পেরোতে পেরোতে ওর মনে হচ্ছিল ডোরা ঠিক করেছে ফ্ল্যাটটা কিনবে। অন্তত একটি মেয়ের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন তাতে সফল হলেও হতে পারে। কিন্তু নিতদা? জীবন এত অদ্ভুত কেন?

॥ পাঁচ ॥

প্রাণহরিবাবুকে বোঝানো মুশকিল যে কলকাতা শহরটা এমন যে একবার শ্যামবাজার পাড়ায় গেলে টালিগঞ্জে ফিরে আসতে একটা বেলা বয়ে যায়। মিলিটারিতে চাকরি করলে কোন কারণ শুনবে না এ তো হতে পারে না। নিবারণ ঢোল অবশ্য মনে মনেই গজরাতে পারে কিন্তু মুখে বলতে সাহস পায় না। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে সে এসে ঠেকেছে ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানির কৃপায়। বোকামি করে আর এটাকে হারানো ঠিক হবে না। প্রাণহরিবাবু তাকে বকাঝকা করতেই পারেন। বারোটা চিঠি বারোজন মানুষকে পেঁছে দিতে কদিন আর সময় লাগে! সময় যে লাগে তা না বের হলে তিনি টের পাবেন কি করে। সবসময় তো ওই বাড়ির মধ্যে বসে খটরমটর করছেন। অবশ্য তার যে একেবারে দোষ নেই তা নয়। কিন্তু একে যদি দোষ বল তো দোষ। কেউ কিছু বললে না শুনে চলে আসা যায় না। কারো দুঃখের কথা কানে এলে মনের মধ্যে একটা স্যাঁতসেঁতে আকাশ তৈরী হয়ে যায়, তখন হুট করে উঠে আসা যায়?

কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টে আরও কিছু নতুন লোক চাকরি পেল। বদ্রু জমাদার আর তার বউকে প্রাণহরিবাবু কোথায় পেলেন ঈশ্বর জানেন। বদ্রু বড় জঞ্জাল পরিষ্কার করবে আর তার বউ অ্যাপার্টমেন্টের কমন জায়গাগুলো ঝাঁট দেবে। এই বউটাকে দেখে মোটেই পছন্দ হয়নি নিবারণের। বদ্রু নেশা করে বুড়ো হয়েছে কিনা কে জানে কিন্তু ওর বউ যেমন ডাঁটো তেমন মুখরা। তা এসব যদি প্রাণহরিবাবুর এক্তিয়ারে হতো তো ঠিক ছিল। কেয়ারটেকার হিসেবে তাকেই তো এদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। ইলেকট্রিকের দায়িত্ব যে ছোকরাটার ওপরে সে তো হাওয়ায় উড়ছে। সবসময় লম্বাচওড়া কথা। নিবারণ তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, শোন হে গোবিন্দ, যখনই ওনাররা কোন কমপ্লেন করবে তখনই যেন তোমাকে পাই। ছোকরা চোখ ছোট করে তাকে দেখেছিল। অর্থাৎ এর সঙ্গে লাগবে।

প্রাণহরিবাবুকে রিপোর্ট দিল সে। প্রাণহরিবাবু বললেন, 'দিজ ইজ নট

ডান। ফরনাথিং ম্যান পাওয়ার নষ্ট হচ্ছে। তখন উদার না হয়ে বাই রেজিস্টার্ড পোস্ট পাঠিয়ে দিলেই দেখছি ঠিক হত। ওহো, ওই কার্তিক বণিক কাল এসে কমপ্লেন করে গেছেন, তিনি এখনও চিঠি পাননি। যাও, আর সময় নষ্ট করো না।'

নিবারণ বলল, 'আপনি যদি চান এগুলোকে ডাকে পাঠাতে পারেন।'

'মাথা খারাপ! তাহলে বাকি আটজন বলবে তাদের অবহেলা করা হয়েছে। পাবলিককে ডিল করা অত সোজা কথা নয় হে।' প্রাণহরিবাবু আর কথা বাড়ালেন না।

সকালবেলায় বের হবার আগে নিবারণ আবার ঠিকানাগুলোয় নজর বুলিয়ে নিল। তারপর এলাকানুযায়ী সাজিয়ে নিল পরপর। মিস্টার সোম আলিপুরে, খিদিরপুরের কামাল ওয়াহিদ, জগুবাজারের এস. কে. প্যাটেল, ভবানীপুরেরই সর্দারজী যশোবন্ত সিং, লেক মার্কেটের মিস্টার রামমূর্তিকে ধরলে একটা দিক হয়। এদিকে গড়িয়ার কার্তিক বণিক, পার্ক সার্কাসের মিসেস ইঞ্জিনিয়ার আর ট্যাংরার মিস্টার সি. সুনকে পরপর চিঠি দেওয়া যেতে পারে। সে ঠিক করল, ঝড়ের মত কাজ করবে। কোথাও ফালতু সময় ব্যয় করবে না। মিলিটারিবাবুকে দেখিয়ে দেবে সে কমতি যায় না।

গল্ফ গ্রীন থেকে গড়িয়া খুব দূরে নয়। ঘর থেকেই কাজ শুরু করা উচিত। বাসে উঠে একটু হিসেব বদলাল সে। গল্ফ গ্রীন থেকে শ্যামবাজারে যে সময়ে পেঁছানো যায় তার থেকে অনেক কম সময় লাগে সোনারপুরে পেঁছাতে। তেমনই সাঁইত্রিশ নম্বর বাসে চাপলে নিউ আলিপুরে পেঁছানো সম্ভব হত অনেক আগে এই গড়িয়া যাওয়ার চেয়ে। পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কাটা হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্য এসব ভাবার কোন মানে হয় না। টিকিটটা সযত্নে রাখল সে। জমা দিলে তবে প্রাণহরিবাবু বিল স্যাংশন করবেন। মহা ঝামেলা। অবশ্য পঞ্চাশ পয়সা মানে পঞ্চাশ পয়সাই। লোকে বলে, টাকার দাম কমে গেছে। কিন্তু কোথায় কমল তা বুঝতে পারে না নিবারণ। তাহলে তো দশ পয়সার দাম শূন্য পয়সা হয়ে গেলে সেটা হাত থেকে পড়ে গেলে কেউ কুড়িয়ে নেবে না। পাগল! লোকে পাঁচ পয়সাও কুড়িয়ে নেয়। লক্ষ্মীর দাম যারা কমায় তারা কমাক, পাবলিক কমাবে না।

গড়িয়ায় নেমে কার্তিক বণিকের বাড়ি খুঁজতে কপালে ঘাম জমে গেল নিবারণের। কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়ে তার তো অন্ধের দশা। লোকে যদি রাস্তার নাম বলতে পারে তো হদিস পাবে না। পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তবে এলে এই সমস্যা হত না। আর এ ব্যাপারটা তো মিলিটারিবাবুর মাথায় ঢুকবে না! এদিকে রাস্তায় কখনও ইঁট ফেলা হয়েছিল হয়তো, এখন মাটির সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে গেছে। কার্তিক বণিকের বাড়িটার খোঁজ করতেই একজন বৃদ্ধ বললেন, 'কেতো? কেতোর বাসা তো আর দুইটা বাড়ির পরই। চলো দেখায় দিই।'

নিবারণ খুশী হল, 'যদি আপনার কষ্ট না হয়—!'

'কষ্ট ? এটা কী কন আপনে ? কেতোর বাবা নিবারণ আর আমি হলাম ন্যাংটাকালের বন্ধু। একই গ্রামে বাড়ি আছিল। আমার পোলারা পারে নাই, কেতো পারছে, কেতোর পোলাটাও আজকাল সাইজাগুইজা বাহির হয়। কি কাম আপনের ?'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বৃদ্ধ বললেন। মানুষটি নিশ্চয়ই হাঁপানিতে ভোগেন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট পান। সে সরল মনে বলল, 'আমার নিজের কোন দরকার নেই। আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি তারা একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

'তাই কন। আপনি পিওন ?'

মেজাজটা গরম হয়ে গেল নিবারণের। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করল, 'না, কেয়ারটেকার।'

ভদ্রলোক কি বুঝলেন তিনিই জানেন। ওরা ততক্ষণে একটি টিনের চালওয়ালা বাড়ির সামনে পেঁছে গিয়েছিল। দুটো কাঁটাল গাছ চমৎকার ছায়া বিছিয়েছে বাড়ির উঠোনে। বৃদ্ধ উঠোনের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'অ নিবারণ, বাসায় আছ ?'

'কে ? কে ডাকে ?' বেশ রোগা এক বৃদ্ধ, পরনে ধুতি কিন্তু উদোল গায়ে বেরিয়ে এলেন, 'অ বঙ্কিম। কও কি ?'

'ইনি তোমার বাসা খুঁজতেছিলেন।'

নিবারণ নমস্কার করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার্তিকবাবু বাড়িতে আছেন ?'

'আছে। কলঘরে ঢুকচে। কি দরকার ? আমি তার বাপ।' ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার জানালেন।

'আমি কলকাতা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আসছি।'

'সেটা কি ?'

'উনি কলকাতা বলে একটা নতুন বাড়িতে ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেই ফ্ল্যাটের পজেশন নেওয়ার কাগজপত্র দিতে এসেছি।' নিবারণ হাসল।

'ফেলাট ? কেতো কইল বাড়িটাই কিনছে।'

পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার তড়বড়িয়ে বললেন, 'কও কি, তোমার কেতো ফেলাট কিনছে! আরে ফেলাট ছাড়া কি বাড়ি হয় ? নিবারণ, পুত্র যদি উপযুক্ত হয় তাহলে পিতার মুখ উজ্জ্বল হয়। বাহবা! কিন্তু দাম কত ?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'এসব তো আমি জানি না।'

কার্তিকচন্দ্রের বাবা যেন খুশী, বললেন, 'আসেন, ভিতরে আসেন। আপনে সুখবর আনছেন, আমাদের আপনজন। ওরে ও নীতা, তোর বাপরে ক, ফেলাটের লোক আইছে কাগজপত্তর লইয়া। কি যেন নাম আপনের ?'

'নিবারণ ঢোল।'

'নিবারণ ? আরে আমার নামও তো তাই। বসেন। তুমিও বসো হে বঙ্কিম। একটু চা খাইয়া যাও। ওরে ও নীতা, তোর মারে ক তিন কাপ চা বানাইতে।'

উঠোনে গোটাচারেক মোড়া পাতা ছিল। ওরা বসতেই বঙ্কিমবাবু বললেন, 'তাইলে তোমরা চললা ? যাও।'

'খাড়াও। শুনেছিলাম বাড়ি, এখন দেখি আর এক। তা কন আপনি। এই ফেলাট বস্তু কিরকম ? কয়খানা ঘর ? আমাদের লগে আর কেউ থাকব কিনা ?'

নিবারণ বলল, 'একটা বিশাল বাড়িকে বারোটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা ভাগে তিনখানা ঘর, ড্রইং-কাম ডাইনিং স্পেশ, দুটো টয়লেট, কিচেন। আপনাদেরটা থার্ড ফ্লোরে। ভাইরেক্ট বে অফ বেঙ্গলের বাতাস পাবেন।'

'কিসের বাতাস ?'

'সমুদ্দুরের হে।' বঙ্কিমবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'কিন্তু ভাগাভাগির কথা কইলেন। তার মানেটা কি ?'

এবার বঙ্কিমবাবু উদ্যোগ নিলেন, 'আরে বোঝ না ক্যান! তোমরা যেমন কিনছ তেমনি আরও এগারজন কিনছে। এক একজনের এক এক ভাগ!'

'হায় ভগবান!' কার্তিকবাবুর বাবার মুখ শুকিয়ে গেল, 'সেটা তো বস্তি হইয়া গেল। আমার মাথায় কিছুই ঢোকে না। মাটি আছে তো ?'

'মাটি ?' নিবারণ থমকে গেল।

'ওই ফেলাটে মাটি পাইব তো। আমি তো পায়খানা সাইরা হাতমাটি না কইরা থাকতে পারি না। সে ব্যবস্থা আছে তো ?'

'চার তলায় আপনি মাটি পাবেন কি করে ? তবে আনিয়ে নিতে পারেন।'

আঁতকে উঠলেন কার্তিকবাবুর বাবা, 'কন কি ? চারতলা!'

বঙ্কিমবাবু মাথা নাড়লেন, 'আজকালকার তলাগুলো আগের মত লম্বা লম্বা হয় না হে। যাক, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আবার নিজের ঘর হইল!' ভদ্রলোক ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

কার্তিকবাবুর বাবা খপ করে বন্ধুর হাত ধরলেন, 'ইসব কথা আমি জানতাম না বঙ্কিম। কেউ আমার লগে কিছু পরিষ্কার বলে না। ঘর ? আবার কি সেই ঘর হয়। এখন তো শুনি গোয়লন্দ যাইতে দেয়। চল না একদিন দুইজন রওনা দিই।'

'পাসপোর্ট আছে ?'

'না।'

'তাহলে ছাড়ান দাও।'

এই সময় চা এল। বঙ্কিমবাবু এবং নিবারণের জন্যে। বঙ্কিমবাবু বললেন, 'তোমার দাদুরে চা দিলা না ?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্লেটে কিছুটা ঢেলে বঙ্কিমবাবু বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন। সেটা নিয়ে সুড়ুৎ করে একটানে শেষ

করে বৃদ্ধ কৈফিয়ত দেবার মত ভঙ্গীতে বললেন, 'বুড়া হইছি তো! বেশী চা দেয় না ওরা।'

এই সময় একটি তরুণ বাড়িতে ঢুকল। বেশ স্মার্ট চেহারা, ঘাড়-সাজানো চুল, পোশাকে বেশ আধুনিকতা। তাকে দেখে বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার বাপরে ডাকছিলাম। কি করতাছে দ্যাখ তো একবার।'

ছেলেটি এগিয়ে এল, 'ডাকছ কেন?'

'ইনি আইছেন ফেলাট কোম্পানি থিকা, তোর বাপের লগে কাম আছে।'

'ফেলাট, ও ফ্ল্যাট? তোমার ইংরেজি শুনলে পেটের জল বরফ হয়ে যায়। কিসের ফ্ল্যাট, ও হ্যাঁ, বাবা যেটা কিনেছেন?' তরুণ নিবারণকে জিজ্ঞাসা করল।

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ওরই কিছু কাগজপত্র দিতে এসেছি।'

'বাঁচালেন। জায়গাটা পাওয়া যাবে কবে থেকে?'

'আজ বললে আজই।'

তরুণের মুখে হাসি ফুটল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'বাবা করছেটা কি?' এই সময় কার্তিক বণিক বেরিয়ে এলেন। তরুণ বলল, 'বাবা, আমাদের ফ্ল্যাট রেডি। ইনি এসেছেন কাগজপত্র দিতে। কবে যাবে?'

ভদ্রলোক সম্ভবত বঙ্কিমবাবু থাকায় একটু ইতস্তত করলেন, 'দেখি!'

'এই তোমার দেখি-ফেকিগুলো ছাড় তো। আমার অফিসের কোন বন্ধুকে এখানে আসতে বলতে পারি না। শুনলে ওরা কিরকম অবাক হয় জানো না।'

বঙ্কিমবাবু বললেন, 'অবাক হওনের কি আছে? অবাক হইত যদি তোমাদের দ্যাশের বাড়ি দেখত। কথানা ঘর আছিল নিবারণ?'

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন, 'দশখানা।'

তরুণ বলল, 'রাখো তো। এরপরে শোনাবে পুকুর ভরা মাছ ছিল, খেত ভরা ধান ছিল, আকাশ ভরা তারা ছিল। যত্ত জাবর কাটা।'

কার্তিকবাবু হঠাৎ ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর। বুড়ো মানুষের মনে দুঃখ দিতে নেই। ওসব আমি দেখেছি।' তারপর দুটো হাত যুক্ত করে নিবারণকে বললেন, 'আপনাকে চিনতে পেরেছি। সেদিন মিটিং-এ—। হ্যাঁ! বলুন কি ব্যাপার?'

নিবারণ চায়ের কাপ রাখতে যাচ্ছিল, বঙ্কিমবাবু বললেন, 'ওটা শেষ করেন আগে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'এ কি কথা শুনি কেতো?'

'ক্যান বাবা, কি হইল?' কার্তিকবাবু এগিয়ে এলেন।

'তিনখানা ঘর, চার তলায়! উপর নীচ তো করতে পারুম না। ভাইবা দেখলাম, ইখানেই আমি থাকি, তুমরা যাও। বঙ্কিম আছে, আর পাঁচজন আছে ইখানে—।'

বুড়োর কথা শেষ হওয়ার আগে তরুণ বলে, 'ক্ষ্যাপা! মাঝে মাঝে এমন বাণী শোনাও না যে সর্ষেফুল দেখতে হয়। তোমাকে এখানে একা ফেলে আমরা

যেতে পারব? মাইরি দাদু, তুমি বহুৎ খিটকেল আছ!'

কার্তিকবাবু সজোরে ধমক দিলেন, 'অ্যাই। যা অফিস যা। কথা কওনের ছিরি কি। শোনেন বাবা, আপনে নিজের চক্ষে না দেইখ্যা এসব কিছু ভাবেন না। আপনারে ছাইড়া তো আমি থাকতে পারুম না।'

বঙ্কিমবাবু মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। তোমার মত পুত্র যে কোন বাপের গৌরব।'

'ছি ছি। এ কথা কইয়েন না কাকা। আমি তো বাপের কোন কাজেই লাগি না। তিনি টাকা দিছিলেন বইলাই তো কলেজ স্ট্রীটে একটা বই-এর দোকান খুলতে পারছিলাম। আজকালকার দিনে কলকাতার মধ্যে বাড়ি বানানো তো অসম্ভব! সেই সোনারপুর, সরশুনা যাইতে হয়। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এই ফ্ল্যাট নিছি। রোদ বাতাস অফুরন্ত। তা এই বাসা তো আমরা ছাড়তেছি না।' কার্তিকবাবু তাঁর বাবাকে যেন এসব বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন বঙ্কিমবাবুর দিকে মুখ করে বলে।

হঠাৎ তরুণ বলল, 'ব্যাপারটা ওয়ানসাইডেড হয়ে যাচ্ছে। ওপাশে মা ইন করেছে। মা বোধহয় তোমাদের কিছু বলবে। এদিকে এসো মা।'

কার্তিকবাবু যেন অস্বস্তিতে পড়লেন! বঙ্কিমবাবু দরাজ গলায় ডাকলেন, 'আসেন বউমা, লজ্জা কি!'

ভদ্রমহিলা এবার এগিয়ে এলেন, তাঁর ঘোমটা চোখ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। কার্তিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'বাবা যা বলতেছেন তা শুনছি। আমিও একমত।'

তরুণ চিৎকার করে উঠল, 'মানে? তুমি ওই ফ্ল্যাটে যেতে চাও না? বোকার মত কথা বল না তো! গল্‌ফ গ্রীনে ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্যে সমস্ত শহরের মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে আর তোমরা না দেখেই বলে যাচ্ছ উল্টোপাল্টা। প্রব্লেমটা কি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোর বাবা তো কাউরে না জিগাইয়াই পয়সা ঢালল। সংসার তো আমারে করতে হইব! শুনছি ওইসব বাড়িতে কয়লার উনান ধরাতে দেয় না। তাছাড়া চারতলার উপর তো উঠান নাই, উনানে আগুন দিবই বা কোথায়? জামাকাপড় কাইচ্যা রোদে দিবার ব্যবস্থাও কম। তার উপর বাঙালি কম, কথা কওনের লোক নাই। ইসব তো তোরা ভাবিস না!'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা।'

তরুণ বলল, 'মা একটু মডার্ন হও তো। গ্যাস ইউজ করবে। তাড়াতাড়ি রান্না হবে, খরচও কম। আর সবাই যেভাবে কাপড় শুকোবে তেমনি তুমিও করবে।'

এবার নিবারণ উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। এই যে এখানে পুরো সই করুন। আর এই হল কাগজপত্র।'

কার্তিকবাবু সেসব করলেন। এখন এখানে বেশ তর্ক জমে উঠেছে!

নিবারণকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন কার্তিকবাবু, 'অনেক কষ্টে, বুঝলেন, ফ্ল্যাটটা কিনলাম। এদিকে ঘরের অবস্থা তো দেখলেন। পাকিস্তান থিকা যে অবস্থায় এদেশে আসছিলাম তখন তো চিন্তাও করতে পারি নাই কোনদিন নিজস্ব বাসস্থান করতে পারব।'

নিবারণ বলল, 'অত ভাবছেন কেন! নতুন কোন পরিবর্তন মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে চট করে সম্ভব হয় না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন।'

মিস্টার সি সুন যেখানে থাকেন সেখানে বাস যায়। কিন্তু সবচেয়ে সুবিধে যদি ইস্টার্ন বাইপাস ধরে যাওয়া যায়। মুশকিল হল এই রাস্তায় বাস চলাচল শুরু হয়নি। স্কুটার রিক্সার খরচা তো প্রাণহরিবাবু দেবে না। অতএব ঘুরতি পথে বাসের হাতল ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে নিবারণ ট্যাংরায় চলে এল। রাস্তার নাম বলতে বলতে কিছুটা এগোবার পরই তার নাকে আচমকা গন্ধটা লাগল। একটা বোঁটকা ভারী গন্ধ। নিবারণের মনে হল তার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল। সে রুমাল বের করে নাকে চাপল। গন্ধটা কিসের? আরও কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর সে বেশ অবাক হল। প্রতিটি বাড়ির দরজায় নানান রকম চীনে অক্ষরে কিছু লেখা, ড্রাগনের ছবি আঁকা। রাস্তায় চীনে বাচ্চারা খেলছে। আশেপাশে যত মানুষ তার আশী ভাগই চীনে। কলকাতায় যে এত চীনে একত্রিত হয়ে বাস করে তা আগে সে জানতাই না। সে খুব সন্তর্পণে হাঁটছিল। গন্ধটা তার সর্বাঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। বেশ কয়েকবার সে গলায় উঠে আসা বমিকে ভেতরে ফেরত পাঠিয়েছে। অথচ আশেপাশের মানুষেরা নির্বিকার। তারা কেউ গন্ধ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ নিবারণের মনে হল সে চীনে এসে গেছে। কারণ মানুষগুলোর চেহারা এবং উচ্চকণ্ঠে বলা সংলাপ তাকে কোন পরিচিত আবহাওয়ার হদিস দিচ্ছে না। একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সে যখন কোন্ দিকে যাবে ভাবছে তখন দুটি হাফপ্যান্ট পরা গেঞ্জি গায়ে ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল চীনে ভাষায় কিছু। সে বিন্দুবিসর্গ না বুঝে বোকার মত হাসল। হাসিটা যে বোকার মত সেটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল নিবারণ। ছেলে দুটোর ঠোঁটে হাসি। ওরা ওকে নিয়ে মজা করতে চায় বলেই চীনে ভাষায় প্রশ্ন করছে। নিবারণ একবার ভাবল হিন্দিতে বলবে, সে ওদের কথা বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার মুখ থেকে বাংলা বেরিয়ে এল, 'আমি তোমাদের ভাষা জানি না। মিস্টার সি সুন বলে এক ভদ্রলোককে খুঁজছি আমি। তিনি কোথায় থাকেন?'

এইসময় ওপাশ থেকে কেউ যেন ধমকের সুরে কিছু বলতেই ছেলেটা হাঁটতে শুরু করল। নিবারণ মুখ তুলে দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আলখাল্লা জাতীয় পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হিন্দীতে বললেন, 'আজকালকার ছেলেদের কাছে ভদ্রতা আশা করা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে যেন। আপনি কাকে খুঁজছেন?'

'মিস্টার সি সুন।' নিবারণ নাক থেকে রুমাল সরাচ্ছিল না।

'সি সুন!' বৃদ্ধ চিন্তা করলেন। তারপর হেসে বললেন, 'জুতো কিনবেন? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন। সি সুন যে দামে জুতো দেবে তার থেকে অনেক কমে আমি আপনাকে দিতে পারব। কারণ কি জানেন? আমার নিজস্ব ট্যানারি আছে। সি সুন পয়সা করেচে বেণ্টিং স্ট্রীটে দোকানটার জন্যে। কিন্তু আমি আপনাকে যা দেব তার জবাব নেই। আসুন, ভেতরে আসুন।'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আমি জুতো কিনতে আসিনি। আমার কোম্পানির একটা প্রয়োজনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি কোথায় থাকেন?'

'কোন্ কোম্পানি বলুন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কানে এসেছে খবরটা, সি সুন বাইরের কোন কোম্পানিকে জুতো সাপ্লাই দিচ্ছে!' বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন।

মরীয়া হয়ে নিবারণ বলল, 'জুতোর কোন ব্যাপারই নয়। আপনি ভুল করছেন।'

'দেখুন, এখানে বাইরের লোক আসে কয়েকটা ধান্দায়। জুতো কিনতে, চামড়া বেচতে, কর্পোরেশনের নোটিশ দিতে, ইনকাম ট্যাক্সের এনকুয়েরি করতে, নয়তো—'

'আমি কোনটার জন্যে আসিনি। মিস্টার সি সুনের সঙ্গে অন্য দরকার আছে।'

'সোজা গিয়ে ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকের দু'নম্বর বাড়ি।' কথাটা শেষ করেই বৃদ্ধ অদৃশ্য হলেন। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নিবারণের। নির্দেশমত সে পা চালাতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। বিশাল একটা চালাঘরের ভেতর থেকে তার বেরিয়ে এসেছে বাইরে। আর সেই তারে টাঙানো রয়েছে নানান রকমের চামড়া। গন্ধটা এখানে তাই তীব্রতর। সে দ্রুত জায়গাটাকে অতিক্রম করতে গিয়ে দেখল চার পাশে পরপর অনেকগুলো চালাঘর রয়েছে। কিছু লোক শুকনো চামড়ার ওপর হাতুড়ি পিটছে যেন। সে আর পারল না। বমিটা ছিটকে বেরিয়ে আসা মাত্র পাশের নর্দমার ধারে বসে পড়ল। অনেকটা উঠে আসার পর একটু স্বস্তি এলে সে আবার পা চালাল।

দরজার গায়ে ড্রাগনের মূর্তি আঁকা। একজন মধ্যবয়সিনী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ছেলে কোলে নিয়ে। নিবারণ তাকেই জিজ্ঞাসা করল। তিনি হাত নেড়ে ভেতরের একটা ঘরের দরজা দেখিয়ে সামান্য সরে দাঁড়ালেন। নিবারণ একটু ইতস্তত করে ঢুকল। বাড়িটায় নিশ্চয়ই অনেক ভাড়াটে। বিশেষ দরজাটা ভেজানো। সেটায় শব্দ করতে একজন মহিলা রঙিন পাজামা আর হাতকাটা হাওয়াই সার্ট পরে দরজা খুললেন। কথা বলতে গিয়ে নিবারণ টের পেল তার গলা শুকিয়ে এসেছে। সে কোনমতে নামটা বলতে পারল। মহিলা মাথা নাড়লেন, 'হি হ্যাজ গন টু ফ্যাক্টরি।'

ফ্যাক্টরি? নিবারণ ভাবল, তবু রক্ষে, ইনি নিজের ভাষায় কথা বলেননি।

সে বলল, 'মিস্টার সুনের সঙ্গে আমার দরকার আছে। খুব জরুরী।'

'কি দরকার? আমি মিসেস সুন।'

'উনি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। তাঁর কাগজপত্র দিতে এসেছি। সেটা ওঁকে ছাড়া কাউকে দেওয়া যাবে না। ওঁকে একটু খবর দেবেন?' কথাটা বলেই নিবারণ লক্ষ্য করল, ভদ্রমহিলার মুখটা বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছে। অবশ্য ওই মুখের ভাষা পড়া তার পক্ষে কতটা সম্ভব তাতে তার নিজেরই সন্দেহ আছে।

মিসেস সুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্ল্যাটটা কোথায় বলুন তো?'

'গল্‌ফ গ্রীনে।'

'কোম্পানির নাম?'

'ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ। আপনার স্বামী যেদিন মিটিং-এ গিয়েছিলেন সেদিন আমায় দেখেছিলেন। ওঁর কি ফিরতে দেরি হবে?'

নিবারণ বুঝতে পারল ভদ্রমহিলা যাচাই করছেন। এবার বারংবার মাথা দোলাতে লাগলেন মিসেস সুন। তারপর হাঁটু ঈষৎ ঝুঁকিয়ে সম্ভ্রম দেখিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন। আমরা রোজ ভাবছিলাম কবে আপনি আসবেন। আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি এখনই ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

ভেতরে ঢোকার আগে নিবারণ দেখল আশেপাশের মেয়ে পুরুষ ওকে দেখছে। সে ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল। একটা চওড়া খাট আছে, কিন্তু আর সমস্ত আসবাবপত্র এবং তাদের রাখার ধরনের সঙ্গে বাঙালিদের কোন মিল নেই। যে চেয়ারটা তাকে এগিয়ে দিলেন মিসেস সুন, সেটাতে অনেকগুলো সাপ খোদাই করা। দুটো ঘর। ভাল করে আলো ঢোকে না এখানে। ওপাশের দরজায় একটি কিশোরী এসে দাঁড়াতেই মিসেস সুন তাকে নিজের ভাষায় কিছু নির্দেশ দিলেন। মেয়েটি কোন কথা না বলে বেশ নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। এবার মিসেস সুন খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্ল্যাট রেডি?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। যে কোন দিন যেতে পারেন।'

তিন-চারবার মিসেস সুনের মাথাটা স্প্রিং-এর পুতুলের মত নামা ওঠা করল ঠোঁটে হাসি নিয়ে। তারপর বললেন, 'এখানে আমরা আর থাকতে পারছি না। আশেপাশের পরিবেশ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা চট করে নিজেদের এলাকা ছেড়ে বেরুতে চাই না। কিন্তু এসব ভেবে কোন লাভ নেই। আপনি কি খাবেন? কোন ড্রিংকস অথবা অন্য কিছু?'

নিবারণ দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না না। আমি একটু আগে চা খেয়েছি। আচ্ছা, আপনি হিন্দী বাংলা বলতে পারেন না?'

'হিন্দী অল্প অল্প পারি। তবে আমার হাজব্যান্ড বাংলা বলতে পারেন। আমি ক্যান্টনের মেয়ে। ওখান থেকে চলে এসেছিলাম হংকঙে। আমার স্বামীর এক কাকা আমাকে দেখে সম্বন্ধ করেন। ও হংকঙে গিয়ে আমাকে বিয়ে করে এনেছে। এখানে সবই ভাল কিন্তু এই পরিবেশের সঙ্গে আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট

করতে পারি না। এতদিন টাকা ছিল না বলে কিছু করতে পারিনি। শুনেছি ইন্ডিয়ানদের পাড়ায় আমাদের কেউ বাড়িভাড়া দেবে না। কিনতে হলে ফ্ল্যাট। অত টাকা জমাতে তো সময় লাগে।'

একটু ইতস্তত করে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে মনে করেন না?'

'অফ কোর্স আমি ইন্ডিয়ান। লাস্ট দুটো ইলেকশনে ভোট দিয়েছি। কিন্তু আমি আমাদের দোকানে বসে দেখেছি আমাদের সবাই ইন্ডিয়ান বলে ভাবতে চায় না।' কথা বলতে বলতে মিসেস সুন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর সেই সময় মিস্টার সুন ভেতরে ঢুকলেন।

একবার কপালে ভাঁজ ফেলে নিবারণের দিকে তাকিয়েই তিনি চিনতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, 'ও, আপনি। এসে গেছেন?' ওঁর বাংলায় একটা আড়ষ্টতা থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না!

নিবারণ করমর্দন করল। এই সময় নিজেকে বেশ মূল্যবান বলে মনে হয়। মিস্টার সুনের মুখে যেন হাসি খোদাই করা। কথা বলার সময় বারংবার তাঁর মাথা দোলে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে আসতে খুব কষ্ট হল তো? ভেরি ডিফিকাল্ট।'

'না না। শুধু ওই গন্ধটা? আপনারা কি করে এই গন্ধে বাস করেন?'

'হ্যাবিট। এখন আর খারাপ লাগে না। আপনি যখন প্রথম স্মেলটা পেলেন তখন যত খারাপ লেগেছিল এখন কি তা লাগছে? পিওনবুকে সই করে কাগজ নিয়ে ইচ্ছে করেই সম্ভবত ইংরেজিতে স্ত্রীকে বললেন মিস্টার সুন, 'তোমার নিজের বাড়ি হয়ে গেল। এবার জিনিসপত্র গোছাও।'

ভদ্রমহিলা চীনে ভাষায় কিছু উত্তর দিয়ে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেলেন।

নিবারণ বলল, 'এবার আমি উঠব।'

'উঁহু। তা তো হবে না। আমার স্ত্রী আপনাকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। এই ভাল খবর উনি শুধু হাতে নেবেন না!'

'কিন্তু—'

'নো কিন্তু। আরে মশাই, আপনারা দোকানে গিয়ে চীনে খাবার খান। একবার আমার স্ত্রীর হাতের রান্না খেয়ে দেখুন না। খোদ ক্যান্টনের মেয়ে, আমার মত পাতি নয়।'

'একথা কেন বলছেন?'

'আমার ঠাকুর্দার বাবা এদেশে এসেছিলেন বহু বছর আগে। এখানে থাকতে থাকতে নিজেদের অনেক কিছু ভুলে গেছি। হোয়াট অ্যাবাউট আদার ওনার্স?'

'ভাল। সবাই যেতে চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'হুঁ। আমার বন্ধুরা নিষেধ করেছিল নিজেদের লোকালিটির বাইরে যেতে। মারোয়াড়িরা এক জায়গায় থাকবে, মাদ্রাজীরা এক জায়গায়—এ কেমন কথা।

আমি তাই জোর করে ফ্ল্যাটটা কিনলাম। অসুবিধে হলে বিক্রী করে চলে আসব।'

'অসুবিধে হবে ভাবছেন কেন?'

'আমি ভাবছি না। বন্ধুরা বলছে অন্যরা আমাদের গ্রহণ করতে পারবে না নেবার হিসেবে। দোকানেও দেখেছি কাস্টমাররা এসে ভাবে আমরা চীনের সমর্থক। তাহলে তো একজন ইস্ট বেঙ্গলের লোককে বাংলাদেশের সমর্থক বলতে হয়, হয় না? মিস্টার সুন হাসলেন, 'যেহেতু আপনারা দু'দেশের মানুষই বাঙালি তাই মনে হয় না।'

এই সময় মিসেস সুন খাবার নিয়ে এলেন। নিবারণের সামনে ছোট একটা টুলে খাবার দেওয়া হল। দুটো বাটিতে ঝোল জাতীয় পদার্থে কিছু মাংসের টুকরো এবং সবজি ভাসছে। আর একটাতে নুডলস কিন্তু সেটা লালচে এবং শুকনো।

মিস্টার সুন বললেন, 'আপনারা যে চাওমেন খান সেটা চীনের লোক খায় না। ওটা এদিকের তৈরী। আমরা বলি লোমেন। আর এই নুডলসটা আমরা খাই। খেয়ে দেখুন দারুণ লাগবে।'

জীবনে চীনে খাবার খায়নি নিবারণ। এইসব ব্যাখ্যা তাই তার বোঝার কথাও নয়। চেহারা দেখে তার কোনরকম আকর্ষণ হচ্ছিল না। কিন্তু ঘরের তিনজন মানুষ যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে তাতে না বলা মুশকিল। সন্তর্পণে সে মুখে দিল খানিকটা। শক্ত, ছিবড়ে ছিবড়ে এবং স্বাদহীন বস্তুটাকে গলাধঃকরণ করল কোনমতে। মিস্টার সি সুন মাথা নাড়লেন, 'কেমন লাগছে আপনার? ভাল?'

নিবারণ কিছু বলার আগেই বাইরে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হল। দুমদাম লোকজন ছুটছে।

মিস্টার সুন দ্রুত জানলার কাছে ছুটে গেলেন। চীনেদের মুখের ভাষা বোঝা যায় না কিন্তু নিবারণের মনে হল ভয় কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। জানলাটা বন্ধ করে দিতেই ঘর আরো অন্ধকার হয়ে এল। মিসেস সুন ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই স্মাগলার পার্টি তো?'

মিস্টার সুন মাথা নাড়লেন। নিবারণ উত্তেজনার আঁচ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'কি ব্যাপার?'

মিস্টার সুন বললেন, 'তিন চার মিনিটের ব্যাপার। এই এলাকায় দুটো দল আছে স্মাগলিং করে। প্রায়ই তাদের লাগে।'

'কি স্মাগলিং করে?'

'আফিং, মারজুয়ানা, সাপের বিষ।'

নিবারণের মনে পড়ল চীনদের নিয়ে ছেলেবেলায় এমন অনেক গল্প পড়েছে। সে বলল, 'আমাকে তো এখনই যেতে হবে। যেতে পারব?'

'আরে আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি খেয়ে নিন।'

অগত্যা নিবারণ আবার বসল। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে খাবারগুলো পেটে পুরল।

শেষ হওয়ামাত্র মিসেস সুন একটা রেকাবিতে কিছু মশলা সামনে ধরলেন। সেইটে মুখে পড়ে স্বস্তি এল নিবারণের। কিন্তু সে ঠিক করল এবার থেকে যার কাছেই যাক কোন খাবার স্পর্শ করবে না।

মিস্টার সুনের সঙ্গে ও চীনে পাড়া দিয়ে হাঁটছিল। মিস্টার সুন বলছিলেন 'একটা কথা কি জানেন এই পাড়ায় আমি জন্মেছি। আমার পক্ষে এ-পাড়া ছেড়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। এই নোংরা পরিবেশ, অন্ধকার ঘর সবই সত্যি। কিন্তু চারপাশে আমার দাদা কাকা বন্ধু ছড়িয়ে আছে। দুবেলা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকলেও স্বস্তিতে থাকি। কিন্তু আমার মিসেস এই পরিবেশে আর থাকতে চাইছে না। শী ওয়ান্টস ফ্রেস এয়ার। তাই আমি রিস্ক নিচ্ছি। আপনি কেয়ারটেকার। একটু দেখবেন।'

মানুষটিকে খুব ভাল লেগে গেল নিবারণের। বিদায় নেবার সময় মিস্টার সুনের বাড়ানো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি যতদিন আছি আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।'

॥ ছয় ॥

চীনে পাড়া থেকে পার্ক সার্কাস খুব বেশী দূরে নয়। ইস্টার্ন বাইপাশের রাস্তা ধরে মিনিট পনের লাগল নিবারণের। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানাটা বের করতেই বৃদ্ধার মুখ মনে পড়ল। সেদিন যারা ফ্ল্যাট-বিতরণের সভায় এসেছিল তার মধ্যে ওই ভদ্রমহিলাই সবচেয়ে বেমানান! ইনি ঠিক কোন্ প্রদেশের তা না জানলেও নিবারণের মনে হয়েছে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ঠিক ঠাকুমা দিদিমা টাইপের মহিলা যিনি কোন প্রতিযোগিতায় নামতে চান না। নইলে মিসেস সোম অত সহজে ওঁর সঙ্গে ফ্ল্যাটটা বদলে নিতে পারতেন না।

সেদিন ভালোগোলে কারো সঙ্গে ভাল করে আলাপই হয়নি। অবশ্য সে একটা সাধারণ কেয়ারটেকার। যাঁরা ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁদের কত টাকা আর টাকা থাকলেই প্রতিপত্তি থাকে। তবে এই যে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে চিঠি বিলোচ্ছে তাতেই কত মানুষের কত ঘটনা জানা হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে যা বোঝা যায় না ঘরে ঢুকলে তার চেহারা হয়ে যায় আর এক। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার এই বয়সে একা গিয়েছিলেন ফ্ল্যাটের সভায়। কেন?

রাস্তাটা খুঁজে পেতে সময় লাগল। মুসলমান এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মানুষদের মিশ্রণ এপাড়ায়। কিন্তু খুব ঘিঞ্জি নয়। যদিও রাস্তায় গলিতে বাচ্চাদের চিৎকার সমানে চলছে। নিবারণের একটা ধারণা হল কলকাতার সব পাড়ার বাচ্চাদের চিৎকারই এক। ভাষা আলাদা হলেও সেটা বোঝার দরকার নেই। চিৎকারটাই একটা অর্থ মোটামুটি তৈরী করে দেয়। রেশনের দোকান বা মুদিওয়ালাই পাড়ার লোকের হদিশ ঠিকঠাক বলতে পারে। হিন্দুস্থানী মুদি নাম এবং ঠিকানা শুনে সামনের হলুদ বাড়িটি দেখিয়ে বলল, 'চার তলামে যাইয়ে। মিসিজি বোলনেসে হো যায়েগা।'

মিসিজ! শব্দটাকে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে নিল নিবারণ। আপাত কোন অর্থ মনে আসছে না। বাড়িটায় মিশ্রজাতির মানুষ বাস করেন। চওড়া সিঁড়ি কিন্তু সেটা মোটেই পরিষ্কার নয়। চার তলায় উঠে এল সে। এবং ওঠা মাত্র একটি দৃশ্য চোখের সামনে। বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চাকে বেধড়ক

পেটানো হচ্ছে। যিনি কাজটি করছেন তিনি অবশ্যই বাচ্চাটির জননী। আচরণে সেই অধিকার স্পষ্ট ফুটছে। আশেপাশের ভাড়াটেরা দৃশ্যটি দেখছে নীরব হয়ে। মহিলা প্রহারে বিরতি দিচ্ছেন যখন তিনি একটি বন্ধ দরজার দিকে তাকানোর ইচ্ছে করছেন। সেই সময় অবশ্য তাঁর মুখ চলছে সমানে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিবারণ শব্দগুলো থেকে যে মানে খুঁজে পেল তা হল, এই বাচ্চাটি হাড়বজ্জাত। কথা বললে শোনে না। লক্ষবার ওকে বলা হয়েছে যার-তার ঘরে গিয়ে হ্যাংলার মত খাবি না তবু শোনে না। তিনদিন আগে কি একটা খেয়েছিল ওই ঘরে গিয়ে তার ফলে একদম পাতলা পায়খানা হয়েছিল।

এই সময় নিবারণের ওপর মহিলার নজর পড়ল। সেই গলাতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আরে এ কে? একেবারে হুটহাট চলে এসেছে! কি চান আপনি?'

'মিসিজি!' নিবারণ দ্রুত শব্দটা উচ্চারণ করল।

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র মহিলা বাচ্চাটাকে টানতে টানতে পাশের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সেটাকে বন্ধ করে দিলেন সশব্দে। নিবারণ হতভম্ব হয়ে গেল। সে দর্শকদের দিকে তাকাল। একজন বৃদ্ধ হাত তুললেন, 'ওহি কামরা। বোলাইয়ে।'

ওই বন্ধ দরজাটাই মহিলাটির লক্ষ্যস্থল ছিল। নিবারণ এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়ল। দুবারের বার ভেতর থেকে মহিলাকণ্ঠের সাড়া এল, 'হু ইজ দেয়ার?'

'আই অ্যাম, নিবারণ, কেয়ারটেকার অফ ক্যালকাটা।' এর চেয়ে ভাল ইংরেজি এল না। দরজাটা খুলল। থমথমে মুখ, উসকোখুসকো চুল, স্কার্ট পরা বৃদ্ধা অবাক চোখে তাকালেন। যেন চিনতে চেষ্টা করলেন। তারপর তাঁর ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটল, 'ওঃ। প্লিজ কাম ইনসাইড।'

নিবারণ দরজায় দাঁড়িয়েই বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'কেন পারব না। আপনি সেদিন আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন! ইনফ্যাক্ট আমি রোজ ভাবছি আপনাদের কাছ থেকে খবর আসছে না কেন? আসুন।'

নিবারণ ভেতরে ঢোকামাত্র তিনি দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। একটা বড় হলঘর, কাঠের পার্টিশন তোলায় দুটো হয়ে গিয়েছে। বাইরের ঘরে একটা গোল কাঠের টেবিলের চারপাশে চেয়ার। নিবারণ বলল, 'আপনাদের ফ্ল্যাট রেডি। কাগজপত্র নিয়ে এসেছি, সই করে নিন।'

মিসিজি হাঁটেন একটু থপথপিয়ে। কথাগুলো শোনার পর তাঁর সমস্ত মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'আপনি খুব ভাল মানুষ। আর ভাল-মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর সব সময় থাকেন। কিন্তু আমি ভাবছি সেই ফ্ল্যাট নেবো না।'

'ফ্ল্যাট নেবেন না?' হাঁ হয়ে গেল নিবারণ।

'হুঁ। এখন কি করতে হবে না নিতে গেলে তা জানি না। আপনি যদি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন।' বৃদ্ধা চেয়ার টেনে বসলেন।

'হঠাৎ মত পাল্টালেন কেন? কি হয়েছে? মানে ওরকম জায়গায় অত সস্তায় ফ্ল্যাট পাওয়া এখন ভাগ্যের কথা। আপনারা দু বছর আগে টাকা দিয়েছিলেন বলে পেয়ে গেছেন। কত লোক আসছে রোজ ফ্ল্যাটের জন্যে। তিনশো টাকা স্কোয়ার ফুট তো হেসে খেলে দেবে সবাই।' নিবারণ একটানা বলে গেল।

'দিক। আমি যে দাম দিয়েছি তাই পেলেই চলবে।'

'কিন্তু কেন?' নিবারণ প্রশ্নটা করেই মাথা নাড়ল, 'ও বুঝতে পেরেছি।'

'কি বুঝতে পেরেছেন?'

'সেদিন মানে ওই লটারির দিন, আলিপুরের মিসেস সোম আপনার সঙ্গে ফ্ল্যাটটা বদলে নিলেন বলে দুঃখ পেয়েছেন। আপনি কেন রাজী হলেন তখন?'

'না না। মোটেই নয়। আসলে আমার এই বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

নিবারণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এই বৃদ্ধার মাথা খারাপ নাকি। এরকম অপরিষ্কার বাড়ি, চিৎকার চেঁচামেচি চারধারে, এ ঘরে ভাল করে আলো ঢোকে না, আর উনি এখানেই থাকতে চাইছেন? এর তুলনায় কলকাতার ফ্ল্যাট তো স্বর্গ।

নিবারণ বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল। এককালে নিশ্চয়ই সুন্দর ছিলেন। এখন সমস্ত শরীরে বয়সের আঁচড়। কোথাও তা গভীর হয়েছে। কিন্তু বয়স যে মানুষের মুখে স্নিগ্ধতা আনে তা ওঁকে দেখলে বোঝা যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আপনারা অনেক দিন থেকে আছেন?'

'অনেকদিন। ষাট বছর আগে আমার স্বামী এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। আমাদের বিয়ের পর থেকে আমি এখানে। এখনও এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সত্তর টাকা।'

'তাহলে অত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনতে গেলেন কেন?'

'আমার স্বামী টাকাটা দিয়েছিলেন। ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল এই শহরে নিজের বাড়ি থাকবে। অনেক কষ্টে ওই টাকা জমিয়েছিলেন উনি। কিন্তু টাকাটা দেবার কিছুদিন পরেই তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হল।' ঠোঁট কামড়ালেন মিসিজি।

'কত বয়স হয়েছিল ওঁর?'

'আশী। ওঁর ইচ্ছে পূর্ণ করতেই আমি নতুন ফ্ল্যাটে যাব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানকার বাচ্চারা এমন কান্নাকাটি করছে—।'

'বাচ্চারা? কোন্ বাচ্চারা?'

'এই বাড়ির বাচ্চারা। ওরা আমাকে খুব ভালবাসে।'

'সে কি!'

'আমি চলে যাচ্ছি জানার পর ওরা কদিন থেকেই আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছে। একটু আগে একজনকে তার মা মারছিল আমার কাছে আসতে চেয়েছিল বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওরা অসুস্থ হবে এমন খাবার আমি দিই না।'

'কিন্তু উনি তো সেই কারণেই মারছিলেন।'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা, 'সত্যি কথাটা অনেকের সহ্য হয় না। ওর মা এসেছিল আমার কাছে যদি আমি এই ফ্ল্যাটটা আমার নামেই রেখে ওকে নিয়ে যাই। কিন্তু আমি বললাম সেটা অন্যায় হবে। তাতেই ও রেগে গিয়ে বাচ্চাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু শিশুদের ভাল লাগার ওপর কি হাত দিতে আছে?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে মিসিজি বলে কেন সবাই?'

'মিসিজি! আমি স্কুলে বাজনা শেখাতাম। ওই যে পিয়ানোটা।' মিসিজি হাত তুলে ঘরের এক কোণে রাখা বাক্সটাকে দেখালেন, 'সেই থেকে সবাই মিসিজি বলে ডাকতে শুরু করল। ওহো, আমি শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। কি খাবেন, চা না কফি?' মিসিজি উঠে দাঁড়ালেন।

দ্রুত মাথা নাড়ল নিবারণ, 'অসম্ভব। আমি এখন কিছুই খেতে পারব না।'

'আর ইউ সিওর? কোল্ড ড্রিংকস?'

'না না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, উনি কি মিস্টার ইঞ্জিনিয়ার?'

মিসিজির দৃষ্টি পড়ল ছবিটির ওপরে। নীরবে মাথা নাড়লেন তিনি।

'আপনার আর আত্মীয়স্বজন?'

'আর কেউ নেই আমার। চাকরি থেকে বিশ্রাম নেওয়ার পর এই বাচ্চাগুলোকে নিয়েই আছি। আপনি তাহলে আমার এই উপকারটা করুন।' মিসিজি হাসলেন।

নিবারণেরও মনে হল এবার, এই পরিবেশ যাই হোক না কেন মিসিজির এখান থেকে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেলে অসুবিধে হবে। সে মাথা নাড়ল, 'নিয়মকানুন কি আমি জানি না। ম্যানেজারবাবুকে আমি বলব। ফ্ল্যাট কেনার জন্যে অনেক লোক মুখিয়ে বসে আছে। আপনি কাগজপত্রগুলো নিয়ে নিন, একটু ভাবুন, তারপর নিজেই আসুন একদিন।'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। মিসিজি হেসে বললেন, 'কাম ইন প্লিজ।'

নিবারণ দেখল দরজা ঈষৎ ফাঁক হল। প্রথমে একটি শিশুর মুখ, তার পেছনে আর একটা। দুটো মুখই একটু সন্ত্রস্ত। মিসিজি ডাকলেন, 'এসো।'

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিসিজি, তুমি কি ব্যস্ত?'

মিসিজি মাথা নাড়লেন, 'একদম না। ইনি খুব ভাল লোক।'

বাচ্চা দুটো ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে মিসিজির কাছে এল। ছোটজন বলল,

'অরুণকে ওর মা খুব মেরেছে। খুব কাঁদছিল ও।'

মিসিজির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, 'ঠিক আছে, আমি ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।'

বড়জন বলল, 'মিসিজি, আজ বিকেলে আমরা পার্কে যাব না?'

মিসিজি ওর চিবুকে হাত ছোঁয়ালেন, 'কেন যাব না? নিশ্চয়ই যাব, সবাই মিলে যাব।'

ছোটজন চটজলদি প্রশ্ন করল, 'অরুণ?'

'ওর মা যদি আপত্তি না করেন তবে অরুণও যাবে।'

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। কাগজপত্র নেওয়ার পর মিসিজি বললেন, 'দেখুন, আমি এদের ছেড়ে যাই কি করে। প্রথমে ভেবেছিলাম পারব। কিন্তু—।'

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল নিবারণ। হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী মানুষ সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনি মিসিজির কাছে এসেছিলেন?'

নিবারণ সন্দেহের চোখে তাকাল। লোকটার পরনে চেক লুঙ্গি আর ঘিয়ে রঙা পাঞ্জাবি। ঠোঁটের কোণে পানের রস শুকিয়ে রয়েছে। সে নীরবে মাথা নাড়ল।

'উনি তো পার্শী। আপনি ওর কেউ হন?'

'না।'

'শুনুন মশাই, ওসব ধান্দা ছাড়ুন। আমার এখানে বাইরের লোক ঢুকতে দেব না। পরে বলবেন না যে ব্যাপারটা জানতেন না।'

নিবারণ হকচকিয়ে গেল, 'আমার তো কোন ধান্দা নেই।'

'অ। তাহলে ঠিক আছে। মিসিজির ফ্ল্যাটটার ওপরে সব শালার নজর পড়েছে। কিন্তু সুলতান কাউকে ছাড়বে না।' লোকটা সরে গেল সামনে থেকে।

পার্ক সার্কাসের মোড়ে চলে এল নিবারণ। চার দেওয়ালের একটা খোপ নিয়ে এই শহরে কত কাণ্ড না ঘটছে। ওরা এখনও জানে না মিসিজি তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে আর উঠে যাবেন না। কথাটা জানামাত্র ওদের ব্যবহার কতটা পরিবর্তিত হবে? হতাশা মানুষকে তো নির্মমও করতে পারে। মিসিজির জন্যে তার খুব খারাপ লাগছিল। সে এবার লিস্টটা বের করে পরের নামটা দেখল।

ভবানীপুরে যশোবন্ত সিং যে ঠিকানাটা দিয়েছিলেন সেটা একটা গ্যারেজের। বড় রাস্তা ছেড়ে সামান্য ভেতরে ঢুকে মাঝারি ধরনের হলেও সেটাকে এলাকার সবাই চেনে কারণ গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। নিবারণ যখন সেখানে ঢুকল তখন তেলকালি মাখা কর্মচারির সঙ্গে উত্তপ্ত কথাবার্তা চলছিল নবীন গাড়ীর মালিকের। কর্মচারীটি বলছিল, তাই তো বলবেন, এখানে কোন দু-নম্বরী কাজ চলে না। পার্টস যা পাল্টাচ্ছি তা আসে হাওড়া মোটরস থেকে। মল্লিক বাজারের মাল হলে জানতেও পারতেন না, পয়সাও কম লাগত।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মল্লিক বাজার থেকেও তো ভাল জিনিস পাওয়া যায়।'

'যারা দেয় তাদের কাছে যান। আমাদের মালিক দু-নম্বরীতে বিশ্বাস করে না। বলুন দাদা, আপনার কি ব্যাপার?'

শেষ প্রশ্নটা নিবারণকে। সে এগিয়ে গেল, 'এখানে যশোবন্ত সিং থাকেন?'

'থাকেন না। এই গ্যারেজটা তাঁর। কি দরকার? গাড়ি এনেছেন?'

'না, গাড়ি নিয়ে আসিনি। আমার দরকার তাঁকেই।'

'অ। কিন্তু সিংজী একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। ঘুরে আসুন।'

'কখন আসবেন উনি?'

'দূর মশাই, কলকাতার বাজারে কেউ বাইরে গেলে বলা যায় কখন ফিরবে? তবে বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে ফিরবেন। হ্যাঁ, বলুন স্যার, কি করবেন?'

গাড়ির মালিক বললেন, 'ঠিক আছে, লাগান নতুন মাল। তবে দেখবেন ওটা যেন ঠিক নতুনই হয়।'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হলে প্রফুল্ল মুখে কর্মচারীটি ভেতরে যাচ্ছিল, নিবারণ তাকে থামাল, 'আচ্ছা, ওঁর বাড়িটা কোথায়?'

লোকটা খুব দ্রুত ঠিকানাটা বলে চোখের আড়ালে চলে গেল। গ্যারাজ থেকে সেটা বেশী দূরে নয়। গলিতে ঢুকে নিবারণ চমকিত হল। দুপাশে সর্দারজীদের ভিড়। শালোয়ার কামিজ পরা সর্দারজীরাও আছেন। এমন কি গলিতে যে বাচ্চাগুলো খেলছে তাদের মাথাতেও ছোট ঝুঁটি রয়েছে। একজন বৃদ্ধ সর্দারজীকে যশোবন্ত সিং-এর হদিশ জিজ্ঞাসা করল নিবারণ। লোকটা পিটপিটিয়ে তাকাল। সাদা ভ্রূ, চুপসে যাওয়া মুখ, সামান্য কুঁজো শরীর। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন যশোবন্ত? এখানে পাঁচজন যশোবন্ত আছে।'

নিবারণ চটপট গ্যারাজের ঠিকানাটা জানাল। বৃদ্ধ এবার মাথা নাড়ল, 'গাড়ির কাজ আছে কিছু!' এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে নিবারণ তাতে সায় দিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ হাঁক দিলেন, 'এ বলবীর!' শরীরের অনুপাতে গলা এখনও মজবুত।

একজন প্রৌঢ় ওপাশের খাটিয়ায় বসে ছিল। সেখানে থেকে উত্তর দিল, 'জী!'

'এই বাবুর গাড়ির কাজ আছে, নিয়ে যাও।'

'আরে বাবা, গাড়ির কাজ হলে এখানে আসবে কেন?' বলবীর উঠতে চাইছিল না।

নিবারণ চটপট বলল, 'না—না, ঠিক গাড়ির কাজ নয়। আমার দরকার যশোবন্ত সিং-এর কাছে। ওই যে যার গ্যারাজ আছে।'

বলবীর জবাব দিল, 'গ্যারাজ! শালা দাদার টাকায় গ্যারাজ করে সং সেজে বসে আছে। হত নিজের টাকা তো দেখতাম। আপনি কি ব্যাঙ্কের

লোক ?'

নিবারণ হাসল, 'কেন বলুন তো!' সে এর মধ্যেই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে। ইদানীং এই ব্যাপারটা হয়েছে। রহস্যের গন্ধ পেলেই তার নাক ফোলে।

'শুনেছি যশোবন্ত ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে ট্যাক্সি কিনেছে।'

'ওই রকমই ব্যাপার। উনি কোথায় থাকেন ?'

বলবীর রাস্তায় খেলা করছে যে ছেলের দল তার একজনকে ডাকল, 'এই, তোর বাবা ঘরে আছে ?' ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। উত্তর না পেয়ে বলবীর বিরক্ত হল, 'নিয়ে যা একে। ব্যাঙ্কের বাবু।'

বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে বসল বলবীরের পাশে। ছেলেটা চলতে শুরু করল। কিছুটা যাওয়ার পর একটা বড় দরজা পেরিয়ে চওড়া উঠোনে নিবারণ পা দিল ওকে অনুসরণ করে। উঠোনটাকে ঘিরে অনেকগুলো ঘর। সেগুলোর দাওয়ায়, উঠোনে খাটিয়া পাতা। বোঝাই যাচ্ছে বেশ কয়েকটা পরিবার এখানে থাকেন। নিবারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না তার ভুল হচ্ছে কিনা। এই পরিবেশে থেকে কেউ 'কলকাতা'য় ফ্ল্যাট কিনতে পারে ? এই সময় মহল্লায় পুরুষের সংখ্যা কম। স্বাস্থ্যবতী মহিলারা কাজ করতে করতে নিবারণকে দেখে অবাক হলেন। বাচ্চাটা সোজা একটা দাওয়ায় উঠে গেল। নিবারণ শুনল না সে কি বলল কিন্তু একজন বৃদ্ধা জামা সেলাই থামিয়ে চোখ তুলে তাকালেন, 'কি চাই ?'

'যশোবন্ত সিং বাড়িতে এসেছেন ?'

'না। ও তো কাজে গিয়েছে। গ্যারাজে খোঁজ নিন।'

'আমি গ্যারাজে গিয়েছিলাম ওরা বলল, উনি খেতে এখানে আসবেন।'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না, খেতে আসেনি। এলে তো দেখতে পেতাম।'

নিবারণ বলল, 'ও। তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন। আমি একটা জরুরী দরকারে এসেছি।'

'কি দরকার ?' বৃদ্ধার চোখে সন্দেহ।

'আপনি ওর কে হন ?'

'আমি ?' বৃদ্ধা হাসলেন, 'আমি ওর কে হই ? এই তোমরা সব শুনছো, এই বাঙালিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি যশোবন্তের কি হই ?'

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে একটা হাসির তুবড়ি উঠলো। বৃদ্ধা গালে হাত রেখে নিবারণের দিকে তাকালেন, 'ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম। কিন্তু কি দরকার ওর সঙ্গে ?'

'উনি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। তার কাগজপত্র দিতে এসেছিলাম।'

বৃদ্ধা চকিতে ভেতর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ চারপাশে ঘুরে এল, 'ওগুলো আমাকে দিয়ে গেলে যদি চলে তাহলে দিয়ে যেতে পার।'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'সে নিয়ম নেই। উনি কখন খেতে আসেন ?'

'এসে পড়বে এখনই। তুমি ওই খাটিয়ায় বসো।'

দাওয়ায় পাতা খাটিয়ায় বসল নিবারণ। এখনও তার মনে হচ্ছিল কোথাও ভুল হচ্ছে। উল্টোপাল্টা লোকের হাতে কাগজ গছিয়ে দিলে প্রাণহরিবাবু চাকরি খেয়ে নেবেন। কিন্তু এইরকম বারোয়ারী পরিবেশের লোকের হাতে কত টাকা থাকতে পারে ? সে পেছনের দরজার দিকে তাকাল। ভেতরে কটা ঘর আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘরের ভেতরে মানুষ আছেন। তিনি যে কাজকর্ম করছেন তা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সামনে আসছেন না।

বৃদ্ধা আপনমনে বললেন, 'তাহলে ছেলে আমার বাড়ি কিনছে। অবশ্য তাতে আমার কি! আমাকে তো এরা ছাড়বে না। আমি তো আমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারছি না।'

নিবারণ তাকাল। আবার রহস্যের গন্ধ! সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার দেশ তো পাঞ্জাব ?'

'হ্যাঁ। চন্ডীগড় থেকে বাসে যেতে হয়। রোপার বলে যে জায়গাটা তার কাছে। আমি তো পঞ্চাশ বছর সেখানে যাইনি। জমিজমা সব বিক্রী করে দিয়েছে এরা। গেলে কোথায় থাকব ? কিন্তু তা হলেও ওটাই তো আমার বাড়ি।' শেষের দিকে বৃদ্ধা যেন আত্মগত হয়ে কথাগুলো বললেন। তাঁর হাত কাজ করে চলছিল। এই সময় ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলতেই বৃদ্ধা সাড়া দিলেন। কিন্তু উঠলেন না। তারপরেই আর একজন মহিলা প্রায় তেড়ে এলেন সামনে। তুমুল শব্দের আলোড়ন চলল। পাঞ্জাবী ভাষা নিবারণের বোঝা অসম্ভব ছিল। তারপর শব্দগুলো এত জড়ানো যে মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। বৃদ্ধারও মুখ চলছিল সমানে। এবং তিনি তাঁর সেলাই ফেলে নেমে পড়লেন উঠোনে। কলহ বাড়ছে, তাতে যোগদানকারীর সংখ্যাও বেড়েছে। নিবারণ প্রায় পুতুলের মত দেখল উঠোনের এপ্রান্ত থেকে ওরা ওপ্রান্তে চলে গেল। এই অবস্থায় তার কি করণীয় ? সে লক্ষ্য করল তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। অতএব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিবারণ উঠে দাঁড়াতেই ভেতরের দরজায় শব্দ হল। শব্দটা যেন কিছু জানান দেওয়ার জন্যেই। তার চোখে পড়ল দরজার আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে, যার মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শালোয়ার কামিজের একটা অংশ চোখে পড়ছে। এই সময় গলাটা কানে এল, 'আপনি যাবেন না। এই ঘরে এসে বসুন। ও এখনই চলে আসবে।' কথাগুলো শেষ করে কেউ চট করে দরজার আড়াল থেকে সরে গেল। ওপাশে তখন চেঁচামেচি চরমে উঠেছে।

অপর রহস্য হাতছানি দিচ্ছে। নিবারণ ঘরের ভেতর ঢুকে বিভিন্ন ধরনের আসবাব দেখতে পেল যা সচরাচর বাঙালি বাড়িতে থাকে না। রঙিন টি. ভি-ও রয়েছে ওপাশে। দুটো খাটিয়া ঘরের দুপাশে, কোন টেবিল চেয়ার নেই! সে দরজা থেকে সরে একটা খাটিয়ায় বসল। এখন বাইরের উঠোনটা এখান থেকে এক চিলতে হয়ে গেছে। এ ঘরের দরজায় যে এসেছিল সে ভেতরের ঘরে চলে গেছে। কিছুক্ষণ উশখুশ করল নিবারণ

তারপর নেপথ্যচারিণীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'যশোবন্ত সিং কখন খেতে আসেন ?'

'সময় তো হয়ে গেছে।' জবাবটা দিয়ে সামান্য সময় নিয়ে প্রশ্ন ফেরত এল, 'আচ্ছা, ওই বাড়িতে রোদ হাওয়া আসে ?'

নিবারণ হাসল, 'ডাইরেক্ট বে অফ বেঙ্গলের বাতাস, ফ্যান চালাতে হয় না। আর রোদ ? সূর্যদেব তো সব সময় দরজা জানলায়।'

'খেলার মাঠ আছে ?'

'চারধারেই তো খেলার মাঠ!'

'আর যারা থাকবে তার মানুষ কেমন ?'

'খুব ভাল। যে যার নিজের মত থাকবে।'

'আমরা উঠে যাব বলে ওখানে ঝগড়া হচ্ছে। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না।'

'যশোবন্ত সিং আপনার কে হন ?'

একটু নীরবতা, তারপর জবাব এল, 'আমার স্বামীর ভাই।'

পাঞ্জাবীরা কি দেবর কথাটা উচ্চারণ করে না ? নিবারণের গল্প করতে ভাল লাগছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার স্বামী কি করেন ?'

'মিলিটারিতে কাজ করত। মারা গিয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র স্মরণে এল, 'আরে বাবা, দাদার টাকায় গ্যারাজ করে এখন সৎ হয়ে বসে আছে।' তার মানে এই মৃত দাদার টাকায় ?

ঠিক এই সময় বারান্দায় পায়ের আওয়াজ এবং বিরক্ত কণ্ঠ শোনা গেল, 'আজ আবার কি নিয়ে ঝামেলা শুরু হল ?' তার পরেই দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষটি অবাক হয়ে নিবারণকে দেখল। তার গলায় বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আপনি কে ?'

ভেতর থেকে চটজলদি গলা ভেসে এল, 'ভেতরে এসে কথা বল।'

ততক্ষণে নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছে, 'সর্দারজী, আমি নিবারণ। ক্যালকাটা অ্যাপার্টমেন্টস থেকে আসছি। অনেকক্ষণ বসে আছি আপনার জন্যে।'

যশোবন্ত মাথা নাড়ল, 'হাঁ হাঁ, চিনতে পেরেছি। বসুন বসুন।' তারপর গলা পাল্টে নেপথ্যচারিণীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা ছুঁড়লেন, 'উনি এসেছেন তা কেউ জানে ?

'মা জানে।'

'ও।' যশোবন্ত কিছু ভাবল, 'আপনাদের ফ্ল্যাট রেডি ?'

'একদম। এই নিন কাগজপত্র। এখানে সই করুন।'

কাজ শেষ হলে যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা আর দেরি করব না। এ সপ্তাহের মধ্যে চলে যাব। আপনি গ্যারাজে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকে বলল আপনি বাড়িতে খেতে আসবেন।'

'একটা রিকোয়েস্ট করব। আপনি যে আমাকে কাগজপত্র দিয়ে গেলেন তা

কাউকে বলবেন না। এখানে আমাদের শত্রুর অভাব নেই।'

'আপনার মা একথা জানেন।'

'মা কাউকে বলবেন না। বউদিদের সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া।'

'ওরা আপনার বউদি ?'

'হ্যাঁ, আমরা ছয় ভাই এই বাড়িতে থাকি। সবাই চায় আমার মৃত দাদার স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে ফিরে যাক। ছেড়ে দিন এসব কথা। কি খাবেন বলুন ?'

'কিছু না। আমি উঠি এবার।'

ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'ওঁকে বল, আমাদের নতুন বাড়িতে এসে একদিন যেন খেয়ে যান। অবশ্য আমার রান্না ভাল নয়।'

যশোবন্ত হাসল, 'তোমার রান্না ভাল নয় ? ও হাতে যাদু আছে।'

'ধ্যাৎ।' সলাজ হাসি ভেসে এল।

যশোবন্ত প্রায় তাকে আগলে নিয়ে ডেরা থেকে বেরিয়ে এল। বিদায় নেবার আগে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা পুরো ফ্যামিলি ওখানে উঠে যাচ্ছেন না ?'

'না না। মাথা খারাপ! পুরো ফ্যামিলির ওখানে জায়গা হবে কেন ? আমি, আমার দাদার স্ত্রী আর ভাইপো ওখানে থাকব।'

'আপনি বিয়ে-থা করেননি বুঝি ?'

যশোবন্ত হাসল, 'তার সময় পেলাম কই। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে লড়ে যাচ্ছি সতের বছর বয়স থেকে।'

ভবানীপুর থেকে আলিপুর খুব বেশী দূরত্বের নয়। কিন্তু বাস পাল্টে আসতে বিকেল গড়িয়ে এল। এতক্ষণে পেট চোঁ চোঁ করছে নিবারণের। বড্ড বেশী সময় নিচ্ছে সে এক-একটা কাগজ ডেলিভারি দিতে। প্রাণহরিবাবুকে হিসাব দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে এমন হলে। আসলে সে যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই গল্পের গন্ধ পাচ্ছে। বাইরে থেকে যাদের সাধারণ মনে হয়, ভেতরে ঢুকলেই তার গায়ে গল্প মাখামাখি হয়ে যায়। যশোবন্তের সঙ্গে তার বউদির কি কোন অন্যরকম সম্পর্ক আছে ? ব্যাপারটা মাথায় লোফালুফি করতে করতে সে আলিপুরে পৌঁছাল।

নির্জন রাস্তা। শুধু গাড়ির আসাযাওয়া চোখে পড়ে। ঠিকানা বের করতে অসুবিধে হল। ঘেরা চৌহদ্দিতে অনেকগুলো অফিসারস ফ্ল্যাটের একটাতে প্রবাল সোম থাকেন। বেলের বোতাম টিপতেই একটি বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে কাজের লোক বলেই মনে হল। নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'সাহেব বাড়িতে নেই।'

সে আশাও করেনি। তাই জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর অফিসের ঠিকানাটা বলবে ?'

'আমি জানি না।'

'মেমসাহেব আছেন ?'

প্রশ্নটা শুনে ছেলেটা চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে ফিরে এসে বলল, 'মেমসাব ব্যস্ত আছেন। আপনি কি জন্যে এসেছেন?'

'তোমার সাহেবের দরকারে এসেছি, কলকাতা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।'

ছেলেটি আবার ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল দ্রুতপায়ে, 'মেমসাহেব ডাকছেন।'

খুব সাজানো ফ্ল্যাট। একটা ছোট্ট সাদা কুকুর গুড় গুড় করে এগিয়ে এসে ফিরে গেল যে ঘরে সেখান থেকে গলা ভেসে এল, 'কে এসেছেন?'

'আমি নিবারণ। কেয়ারটেকার!'

তারপরেই দরজায় মিসেস সোমের আবির্ভাব, 'ও, আপনি! মাই গড! আমি ভাবছিলাম কে না কে এল! বসুন। কি ব্যাপার বলুন।' লতানো হাতে সোফা দেখিয়ে কুকুরটাকে বুকে তুলে নিয়ে উল্টোদিকের সোফায় বসলেন মিসেস সোম। নিবারণের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এরকম পোশাকে কোন মহিলাকে সে সিনেমার পোস্টারের বাইরে দেখেনি। কালো সিল্কের একটা আলখাল্লা যেটা ওঁর পায়ের গোছ ছাড়িয়ে নিচে নামেনি। ডান কাঁধ খোলা, বাঁ কাঁধে একটা কালো ফিতে ওটাকে ধরে রেখেছে। ওই কালোর পটভূমিকায় পা হাত এবং বুকের অনেকটা সাদা জমি ঝকঝক করছে। মহিলার বয়স কত তা আর মুহূর্তে মনেই আসছে না। সামান্য কেশে নিয়ে নিবারণ বলল, 'ওই যে সেদিন আপনারা মিটিং করে এলেন, তার কাগজ নিয়ে এসেছি। মিস্টার সোম কখন আসবেন?'

'ওর আসার কি ঠিক আছে! বাই দ্য বাই, সেই বুড়ি পার্শীর কি খবর? ও যদি ফ্ল্যাটটা না ছাড়তো তাহলে আমার যাওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। ও নিয়ে কেউ কিছু বলছে নাকি?'

'না না, কে কি বলবে! ওখানে কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'গুড! সোমের চাকরিটা যদ্দিন আছে তদ্দিন আমি অবশ্য এখান থেকে যাচ্ছি না। উইকএন্ড কাটাতে যেতে পারি। আপনাকে সব দেখাশোনা করতে হবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'দিন কি নিয়ে এসেছেন!'

'কিন্তু এগুলো তো সোমসাহেবকে দিতে হবে।'

'কেন?'

'যার ফ্ল্যাট তাকে দেওয়াই নিয়ম।'

'তাহলে আমাকে দিতে অসুবিধে নেই। ওটা আমাদের দুজনের নামেই কেনা।' নিবারণ চটজলদি কাগজটা বের করল। সত্যিই! মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পি সোম। সে তাড়াতাড়ি কাগজ এবং খাতাটা বের করে ধরতেই বাইরে কেউ বেল বাজাল। ভেতরের ঘর থেকে চাকরটা ছুটে যাচ্ছিল, মিসেস সোম বললেন, 'লাচ্চু ছাড়া কেউ এলে বলবি খুব ব্যস্ত আছি।'

দরজাটা খুলতেই গলা ভেসে এল, 'প্রবালদা?'

'নেই।' ছেলেটি জবাব দিল। তারপরেই ঘরে ঢুকল বছর সাতাশ-আঠাশের একটি যুবক। চিৎকার করে উঠল, 'হাই ডার্লিং, হোয়াট এ সারপ্রাইজ!'

মিসেস সোম কপালে ভাঁজ ফেলে কৃত্রিম গলায় বললেন, 'কি হল?'

'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে। উম্‌ম, উম্‌ম! তুমি এখনও রেডি হওনি?'

'রেডি হলে তো এ বেশে দেখতে পেতে না। দিন।' মিসেস সোম সই করে কাগজপত্র নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন বলুন? গরম না ঠান্ডা?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না?' যুবক মিসেস সোমের সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়লেন সামনে।

মিসেস সোম বললেন, 'তোমার তো ঠান্ডা চলে না। উনি নতুন যে ফ্ল্যাট কিনেছি তার কেয়ারটেকার।'

'আই সি! ফট করে ওখানে উঠে যেও না ডার্লিং।'

'মাথা খারাপ। কয়েক মিনিট সময় দাও। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। মিসেস সোম বললেন, 'আবার দেখা হবে।'

দরজার বাইরে এসে সে ঠোঁট কামড়াল। পেট চোঁ চোঁ করছে। কি খাবে জিজ্ঞাসা করল অথচ উত্তরটা শুনতে চাইল না। এখানে যে গল্পটা সামনে এলো তা মোটেই টানছিল না তাকে। বরং খুব চটে যাচ্ছিল নিবারণ হাঁটতে হাঁটতে। তারপরেই তার খেয়াল হল, চটার কথা প্রবাল সোমের। তিনি যখন বহাল তবিয়তে আছেন তো সে কেন চটছে! রাস্তার পাশে কোন চায়ের দোকান আছে কিনা খোঁজ করতে শুরু করল নিবারণ।

॥ সাত ॥

'কলকাতা' অ্যাপার্টমেন্টসের নিজের চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল নিবারণ। এই চাকরিতে না এলে সে কলকাতা শহরটাকে এত বিশদ দেখতে পেত না। ওপর থেকে দেখার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখার কি পার্থক্য তা স্পষ্ট তার কাছে। শোভাবাজার থেকে গড়িয়া, মানুষগুলো হয়তো আলাদা ভাষায় কথা বলে, আলাদা খাবার খায় কিন্তু কোথায় যেন বড় মিল এদের। কিন্তু কলকাতা কি সত্যি বাঙালির শহর? এখন আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। তবে এই শহরের সবাই বাংলা বোঝে, কেউ কেউ তো বলতেও পারে!

এখন সকাল। সামনের লিস্টটায় নজর বোলাল নিবারণ। প্রাণহরি চ্যাটার্জী আজ বিকেলে আসবেন। তিনি আসার আগেই কাজগুলো শেষ করতে হবে। ঘোষ এন্ড ঘোষ এই তল্লাটে আরও বাড়ি তৈরী করছে। এগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব প্রাণহরিবাবুর। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার যে ফ্ল্যাট বিক্রী করে দেবেন এই খবরটা সে ওঁকে জানিয়েছে। বিস্ময় লুকোতে পারেননি মিলিটারিম্যান পি এইচ চ্যাটার্জী। বলেছিলেন, 'ইজ সি ম্যাড! এ বাজারে কেউ ফ্ল্যাট ছেড়ে দেয়! ডাবল দাম দিয়ে সাধছে সবাই। যাক, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তুমি আবার পাঁচকান করতে যেও না।'

একটা মাঠে কতটা ঘাস আছে এবং সেই ঘাসের কি পরিমাণ গরুর পেটে যেতে পারে এ অঙ্ক এতদিনে জানা হয়ে গেছে নিবারণের। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার যদি ফ্ল্যাটটা ছেড়েই দেন তাহলে নতুন খদ্দেরের ব্যবস্থা করবে কে? পি. এইচ. না ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানী? কোম্পানী করলে কথা নেই। পি. এইচ. করলে কি নিবারণ পিকচারে আসবে না? নইলে কানাকানি করতে নিষেধ করা হল কেন?

লোভের জিভ লকলকিয়ে উঠতেই নিবারণ সোজা হয়ে বসল। চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করল সে। মন তুই এক নম্বরের হারামী। এত ঠেকেও শেখা হয় না। লোভ সংবরণ কর হে নিবারণ। নিজের অতীতের দিকে তাকাও। আর একটু হলে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা জেলখানায় গিয়ে পড়ে থাকতে

হত কয়েক মাস আরো। নেহাৎ ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানীর বড় সাহেব তোমাকে দয়া করেছিলেন, তাই।

এই রকম ভাবনার পর একটু হালকা হল নিবারণ। মরুক গে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার যদি তাঁর ফ্ল্যাট ছেড়ে দেন আর পি. এইচ. যদি তা ডবল দামে বিক্রি করে দেন তো দিন। সে বেশ আছে আটশো টাকা মাইনের এই কেয়ারটেকারিতে। লিস্টটা তুলে নিল সে। তিনজন বাকী। খিদিরপুরের কামাল ওয়াহিদ, জগুবাজারের এ. কে. প্যাটেল আর লেক মার্কেটের আর রামমূর্তি। এই তিনজনের কাছে কাগজপত্র পেঁছে দিলেই ছুটোছুটি বন্ধ হবে। ব্যাগ ঠিক করে নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হল সে। সদরে তালা দিতে হবে। বিরাট চাবির গোছা থেকে একটি বেছে রেখেছিল নিবারণ। কোলাপসিবল গেট টেনে যখন চাবি ঘুরিয়েছে ঠিক তখন দুজন মানুষ নামল নতুন কেনা মারুতি থেকে! খুব জেল্লা দিচ্ছে গাড়িটা। একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এই বাড়ি।' দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, 'ওই তো, লেখা রয়েছে 'কলকাতা'।'

প্রথম লোকটা চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এল, 'এই যে ভাই, আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?'

চাবিটা পকেটে পুরে গম্ভীর গলায় নিবারণ জানাল, 'আমি কেয়ারটেকার।'

'বাঃ। গুড। খুব ভাল হল। আপনাকেই খুঁজছিলাম।' লোকটি হাসল।

'আমাকে?' একটু থতমত হল নিবারণ, 'বলুন।'

'শুনলাম এখানে নাকি একটা ফ্ল্যাট বিক্রী আছে। সে ব্যাপারেই—।'

'আমি তো জানি না।'

জানেন না!' প্রথম লোকটি অবাক হতেই দ্বিতীয় হাল ধরল, 'জানেন কিন্তু চেপে যাচ্ছেন। আরে ভাই আমরা কি এমনি এমনি এসেছি। সোর্স বলব না, তবে কথা দিচ্ছি আপনি বঞ্চিত থাকবেন না। ফ্ল্যাটটা একটু দেখা যেতে পারে?'

'নিয়ম নেই। এখন সব ফ্ল্যাট তাদের মালিকের আন্ডারে। তাঁরা রাগ করতে পারেন। আপনারা অন্য সময় এসে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।'

পা বাড়াতে যাচ্ছিলো নিবারণ, দ্বিতীয়জন বাধা দিল, 'আরে ভাই চটছেন কেন? দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলুন না।'

দাঁড়াবার সময় নেই আমার। খিদিরপুরে ছুটতে হবে।'

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর দ্বিতীয়জন হাসল, 'খিদিরপুরে? আরে আমরা তো হেস্টিংসে যাব। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।'

নিবারণ গাড়িটার দিকে তাকাল। জীবনে সে অমন গাড়িতে চাপেনি। ভেতরে লোভ গুড়গুড়িয়ে উঠল। ভীড় বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার চেয়ে—! অন্যায় কি! এনারা তো যেচে তাকে উঠতে বলছেন। সে তো কোন অন্যায় করে ঘুষ নিচ্ছে না! গাড়ির পেছনের সিটে শরীর ডুবে যাওয়ার পর নিবারণ

বুঝল আরাম কাকে বলে। এ গাড়ির জানলা বন্ধ কিন্তু হালকা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বইছে। একেই কি এয়ারকন্ডিশনড বলে? নিবারণ নড়েচড়ে বসল। গাড়িটা যাচ্ছে খুব মসৃণভাবে। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটি জানা হল না কেয়ারটেকারবাবু!'

'আজ্ঞে, নিবারণ ঢোল।'

'ঢোল?' হাসিটা যেন চলকে উঠতে গিয়েও উঠল না, 'একটু সহযোগিতা করুন আমার সঙ্গে।'

'বলুন।' নিবারণের গলা ঠান্ডা হাওয়ায় শুকিয়ে যাচ্ছিলো।

'কটা ফ্ল্যাট আছে ওই বাড়িতে?'

'বারোটা। সবকটাই বিক্রি হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে।'

'সে তো হবেই। খবর পেলাম একটা ফ্ল্যাটের ওনার নাকি আসবেন না। অনেকের তো অনেক রকম সমস্যা থাকেই, কি বলেন?'

'তা তো থাকেই। কিন্তু আমি কি করব বলুন?'

'সেই কথায় আসছি।' লম্বা সিগারেটের রঙিন প্যাকেট তার দিকে এগিয়ে এল, 'নিন।'

দু হাত জোড় করল নিবারণ, 'না-না, আমি ধূমপান করি না। নেশার মধ্যে শুধু নস্যি।'

স্টিয়ারিং-এ বসা প্রথমজন আশেপাশে তাকাল, 'নস্যি কিনব নাকি?'

'আমার পকেটেই আছে।' তড়িঘড়ি বলে উঠল নিবারণ।

দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ওই বাড়িতে ফ্ল্যাটগুলো বিক্রী হয়েছে যে টাকায় এখন তার ডাবলের বেশী দাম! মানে এ ব্যাপারে যে যা লুটে নিতে পারে আর কি! নিবারণবাবু, আপনি যদি যার ফ্ল্যাট বিক্রী হচ্ছে তার নাম ঠিকানাটা বলতে পারেন তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারি আমি। এর জন্যে অবশ্যই আপনাকে বঞ্চিত করব না কথা দিচ্ছি।'

মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের মুখটা মনে পড়ে গেল নিবারণের। কিন্তু খবরটা এত তাড়াতাড়ি প্রচারিত হয়ে গেল কি করে? সে জিজ্ঞাসা করল, 'যার কাছে খবরটা শুনেছেন তিনি বলছেন না?'

'কেউ চট করে বলে? হাজার দশেক টাকা পেলে আপনার কেমন লাগবে?'

'দশ হাজার!' নিবারণের পেট পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল।

'আপনি যদি সেই ভদ্রলোককে রাজী করান যে দাম দিয়েছেন তার ফিফটি পার্সেন্ট বেশী দিয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে তাহলে দশ হাজার আপনাকে দেব। আর তা না হলে শুধু নাম ঠিকানা বলে দিলে আমরা যদি কিনতে পারি তাহলে দু হাজার। ভদ্রলোকের এক কথা।' দ্বিতীয়জন সহজ গলায় জানালেন।

লোভ ছোবল মারছে। আচ্ছা নিবারণ, দশ হাজার পেলে তোমার কত উপকার হয় বল তো? কি উপকার হয় হতভাগা? ভাল খাবার-দাবার ভাল জামা-কাপড়! বুঝলাম, তারপর। আটশো টাকা মাইনেতে খারাপ খাবার

জুটছে? এর চেয়ে ভাল জামা প্যান্টের কি দরকার? কোন দিন অভ্যেস ছিল? তা ছিল না, তবে এই ধরো, তুমি তো একটা ঘর পেয়েছ থাকার, একটা বউ, কাঁচ নয়, বেশী বয়সের বউ নিয়ে এলে তার সখ আহ্লাদ মেটাতে টাকাটা খুব কাজে লাগবে না? বউ? আমি কি লম্পট যে বউ-এর কথা ভাবব? তার বিয়ের আগের দিন সে বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল না? মনে নেই। যে শরীর তুমি আমাকে দিয়েছ সেই শরীর যেন আর কেউ স্পর্শ না করে! কথা দেওয়ার সময় খেয়াল ছিল না? বাঃ, সে তো তোমাকে কথা বলিয়ে নিয়ে ড্যাংডেঙিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। পনের বছরে একবার খোঁজ নিয়েছে তোমার? মেয়েছেলে হল উনুনের মত। যা গুঁজবে জ্বলে পুড়ে ছাই করে ফেলে দেবে। তোমার মাথা। সে ছিল অন্য রকম। বাপ-মায়ের কান্না দেখে নিজেকে সংবরণ করেছিল। বলেছিল, একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। বাপের দেওয়া কথার খেলাপ করতে চায়নি সে। নতুন কোন মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবাও পাপ। হে লোভ, তোমার জিভে জল পড়ুক।

'কি হল, কি ভাবছেন নিবারণবাবু?'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠল নিবারণ, 'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিকানাটা তো আমার মাথায় নেই। সে-সব আছে অফিসের খাতায়।'

'ও। নামটা কি বলুন না। আমি তো কথা দিচ্ছি।'

'দেখুন মশাই, আমাকে টাকা দেখাবেন না। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ফ্ল্যাট নেবেন না, তিনি কাকে বিক্রী করবেন সেটা তাঁর চিন্তা। এ থেকে আমি কেন খামোকা টাকা রোজগার করতে যাব?'

'মিসেস ইঞ্জিনিয়ার? পুরো নামটা কি?'

'পুরো নাম জানি না।'

প্রথমজন বলল, 'খিদিরপুর এসে গেছে।'

গাড়ি থামল। দরজা খুলে দেবার আগে দ্বিতীয়জন বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। নামটা বললেন, এবার ঠিকানাটা দেখে রাখবেন, জেনে নেব।'

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর নিবারণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হল। ছেলে-বেলায় সবাই তাকে বলত হাঁদারাম। হয়তো তাই। নইলে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের নামটা মুখ ফসকে বেরিয়ে এল কেন? হঠাৎ তার মনে হল এর পেছনে প্রাণ-হরিবাবুর খেলা আছে। তিনিই ফ্ল্যাট বিক্রী করার ধান্দায় আছেন। মানুষের সব সময় টাকা আরো টাকার দরকার কেন হয়?

হদিশ জেনে হাঁটতে শুরু করার পর নিবারণের বেশ মজা লাগছিল। আর কিছু না হোক লোক দুটো তাকে বেশ খাতির করে পৌঁছে দিয়ে গেল তো! ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানীর চাকরিটা না পেলে এই জীবনে মাদুরিতে চাপা হত কিনা সন্দেহ।

পাড়ার অধিকাংশ মানুষই মুসলমান ধর্মাবলম্বী। দু পাশের দোকানপাট এবং মানুষের দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধে হল না নিবারণের। বাঙালীর

চেয়ে খিদিরপুরের এই অঞ্চলের অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু তা হোক, মানুষের দিকে তাকালেই তার নিজস্ব ধর্মের ইঙ্গিত পাওয়ার ব্যাপারটা শ্যাম-বাজার বা বালিগঞ্জে সম্ভব নয় কিন্তু এখানে হচ্ছে কেন? এটা কি শুধু বিপরীত ভাবনা মাথায় বা রক্তে থাকার কারণেই? নিবারণের মনে হল শত শত বছর এক সঙ্গে বাস করেও রাম এবং রহিম পরস্পরকে জানার চেষ্টা করল না। যে কোন হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আজানের বাণীগুলো কি, নামাজে কি প্রার্থনা করা হয় তা সে বলতে পারবে না। মসজিদের ভেতরে কি আছে পাশাপাশি বাস করেও তার অজানা। কিন্তু সে গির্জায় বেড়াতে যায়, যীশু কিংবা মেরীর গল্প মুখস্থ বলতে পারে, বড়দিনে কেক কাটে। উল্টো-দিকে নিবারণ ছেলেবেলায় দেখেছে সরস্বতী বা দুর্গাপুজোয় মুসলমান বন্ধুরা ঠাকুর দেখে যাচ্ছে। এ দেশের একজন মুসলমান হিন্দুদের সম্পর্কে এমন কিছু নেই যা সে জানে না কিন্তু একজন হিন্দু তুলনায় নিতান্তই অজ্ঞ। ভাবনার শেষে নিবারণ সিদ্ধান্ত নিল সে একজন হিন্দু হিসেবে অনেক বেশী সংকীর্ণ, গোঁড়া। গত কয়েক বছরে এক বারের জন্যেও মন্দিরে যায়নি, পুজো করেনি, শাস্ত্র পড়েনি এবং তা সত্ত্বেও সে হিন্দু। ধর্মের কোন অনুশাসনে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। কিন্তু একজন মুসলমান তার জীবনে ধর্মীয় শৃঙ্খলা রাখতে অভ্যস্ত।

সে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আবার জিজ্ঞাসা করে করে সে যে বাড়িটার সামনে এসে উপস্থিত হল তার সামনে একটি দিশী মদের দোকান। এই সাতসকালেও সেই দোকানের সামনে খদ্দেরের ভীড়, ছোলাসেদ্ধ পেঁয়াজ এবং লেবুর রসে মাখামাখি হয়ে বিক্রী হচ্ছে। কিন্তু হয়তো সন্ধ্যে নামেনি বলেই সেখানে হৈচৈ কামেলা নেই। এত শান্তভঙ্গীতে উবু হয়ে বসে মদ খেতে খুব কম জায়গায় দেখা যায়।

কাঠের দরজার এপাশে কোলাপসিবল গেটটা যে বেশীদিন বসেনি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভেতর থেকে তালা দেওয়া। হাত গলিয়ে কড়া নাড়ল নিবারণ। দুবারের পর সাড়া মিলল। পাশের একটা জানলা খুলে গেল। সেখানে এক বৃদ্ধের মুখ, 'কে?'

'মিস্টার কামাল ওয়াহিদ আছেন?'

'কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে।' নিবারণের কথা শেষ হওয়া মাত্র জানলা বন্ধ হল। নিবারণ চারপাশে তাকাল। মদের দোকানের সামনে দিয়ে ছেলে বুড়ো মেয়েরা স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করছে কিন্তু ওদিকে বিশেষ লক্ষ্য করছে না। দু দুটো দরজা খোলার পর বৃদ্ধকে নজর করল সে। অবশ্যই গৃহভৃত্য। কিন্তু পরনে পরিষ্কার ধুতি, ফতুয়া এবং কাঁধে ভাঁজ করা ঝাড়ন। জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম বলব?'

'নিবারণ চোল।'

পদবী শুনে লোকটার চোখে যেন আলো খেলল। ব্যাপারটায় নিবারণ

বেশ অভ্যস্ত। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই লোকটা উধাও হয়েছিল, ফিরে এসে বলল, 'আসুন।' দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় গানের কলি কানে আসছিল। পা বাড়াতে সেটা স্পষ্ট হল। বেশ কেতাবী গান। ছিমছাম বসবার ঘরে নিবারণ দাঁড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালে বেশ বড় নবাবের ছবি! কোথাকার নবাব? পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে বৃদ্ধ তাকে ইঙ্গিত করছে ভেতরে যেতে। সেখানে ঢোকামাত্র ওর মনে হল খোদ গানের ডেরায় ঢুকে পড়েছে। চোস্ত পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা কামাল সাহেবকে সে চিনতে পারল। তানপুরা হাতে রেখে তিনি চোখ বন্ধ করে গাইছিলেন, তাঁর সামান্য দূরে একটি কিশোর চমৎকার তবলা বাজাচ্ছিল। নিবারণ ঢোকামাত্র কামাল সাহেব ইশারায় তাকে বসতে বললেন। সন্তর্পণে কার্পেটের একপ্রান্তে হাঁটু মুড়ে বসল নিবারণ।

বড় ভাল গলা কামাল সাহেবের। খেয়ালটেয়াল কোন কালেই পছন্দ নয় নিবারণের। শুধু আ আ করার মধ্যে কি রস থাকতে পারে তা যারা জানে তারাই বোঝে। কিন্তু কামাল সাহেব ওস্তাদী গান গাইছেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে হিন্দী কথা মিশে আছে। অবশ্য হিন্দী না উর্দু তা নিবারণের ঠিক জানা নেই। কথায় যে তাল ছন্দ তা মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন লক্ষ্ণৌ নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার বেদনা গানের মধ্যে স্পষ্ট। ক্রমশ বুঁদ হয়ে গেল নিবারণ। চমক ভাঙল কামাল সাহেবের কথায়, 'বলুন ঢোলবাবু, আপনার কি সেবা করতে পারি?'

ভদ্রলোককে দুটো হাত বুকের ওপর যুক্ত করতে দেখে নিবারণ তড়িঘড়ি নমস্কার করল, 'ছি ছি, এ কি বলছেন আপনি। আপনি আমার সেবা করবেন —ছি ছি!'

'গরীবের বাড়িতে এসেছেন, সেবা করা কর্তব্য আমার। কি খাবেন? চা না শরবৎ?'

'না না।' খুব সঙ্কোচ বাড়ছিল নিবারণের।

'তাহলে শরবৎই বলি। বেটা, যাও, আম্মাকে বল ঢোলবাবুর জন্যে শরবৎ বানিয়ে দিতে।' ছেলেটি কামাল সাহেবের মুখ বসানো, মাথা নেড়ে উঠে গেল।

'আপনি কী সুন্দর গান করেন!' বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো আপনা-আপনি বেরিয়ে এল।

'না না।' কামাল সাহেব মাথা নাড়লেন, 'এ কিছুই না। গান গাইতেন আমার পিতামহ। করিম খাঁ সাহেবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি। আমি তো শিশু ওঁর কাছে। রক্তে আছে বলে মাঝে মাঝে এটা নিয়ে বসি।' তানপুরায় হাত রাখলেন কামাল সাহেব।

'যাই বলুন, এত ভাল ওস্তাদী গান আমি কখনও শুনিনি।'

'ওস্তাদী কেন! যে গানে বেশী ব্যাকরণ থাকে সে গান তো মানুষের জন্য নয়! ক্লাসিকাল সঙ কেন ওস্তাদী গান হতে যাবে? যাক গে, বলুন, কি খবর?'

নিবারণ কাগজপত্রগুলো বের করল। মুখে একটা ছায়া পড়ল যেন কামাল সাহেবের, 'তাহলে আমরা এখন যে কোন দিন নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ। যে কোন দিন।'

হঠাৎ চোখ বন্ধ করলেন কামাল সাহেব। তাঁর একটা হাত কার্পেটের ওপর নেমে এল, 'এই বাড়িতে আমরা একশো কুড়ি বছর আছি। আমি এত হতভাগ্য যে পিতৃপুরুষের বাসস্থান রাখতে পারলাম না।' কামালসাহেবকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

'এটা আপনাদের নিজস্ব বাড়ি?' নিবারণ আবার গল্পের গন্ধ পেল।

'হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা মুস্তাফা ফারুক ওয়াহিদ এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের পরে তিনি এসেছিলেন এদেশে। লক্ষ্ণৌর নবাবের রক্ত আছে আমার শরীরে। পরিচয় দিলে চিনতে কষ্ট হবে না কারো। কিন্তু সেটা দিতে চাই না আমি।'

'আপনি নবাবের বংশধর? কি সৌভাগ্য আমার!' নিবারণের মুখে মুগ্ধতা।

'কিন্তু আমি এখন বাঙালী। আমার ঠাকুরদা বিবাহ করেছিলেন এক বাঙালী বিধবাকে। আমার পিতার সঙ্গে বিবাহ হয় মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের এক সুন্দরীর সঙ্গে। মাকে অবশ্য বেশীদিন দেখার সুযোগ পাইনি। এই করে করেই লক্ষ্ণৌর ঘরানা কখন লোপ পেয়ে গেছে, পুরোপুরি বাঙালী হয়ে গেছি কিন্তু গানটা থেকে গেছে। এই নিয়েই জীবন কাটে। আগে কলকাতা শহরে হিন্দুস্থানের সমস্ত গুণী শিল্পীরা আসতেন। তাঁদের সঙ্গে চমৎকার কেটে যেত রাতগুলো। এখন তো—।'

'আপনি নিজে তো সুন্দর গান করেন, নিশ্চয়ই ফাংশনে রেকর্ডে গান গান?'

মাথা নাড়লেন কামাল সাহেব, 'প্রথম কথা, আমি মোটেই ভাল গাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বংশে কেউ সঙ্গীতকে পণ্যদ্রব্য করেনি। পিতামহের আদেশ কেউ অমান্য করিনি।'

'এরকম আদেশ দিয়েছিলেন কেন তিনি?'

কামাল সাহেব হাসলেন, 'তিনি মনে করতেন সঙ্গীত হল স্নেহপ্রেম ভালবাসার মত উপলব্ধির জিনিস। ওই কারণেই বাজারে বেসাতি করা মূর্খামি।'

এই সময় সুদৃশ্য একটি প্লেটের ওপর পাথরের গ্লাসে শরবৎ নিয়ে ঢুকল ছেলেটি। শ্রদ্ধার সঙ্গে সে নিবারণের সামনে নিচু করে ধরতে নিবারণ অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে গ্লাস তুলে নিল। নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ হচ্ছিল। এত বছর বয়স পর্যন্ত কেউ তাকে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্যায়ন করেনি। লক্ষ্ণৌর নবাবের রক্ত যাদের শরীরে সেইরকম মানুষেরা তাকে খাতির করছে ভাবতেই মাথার ভেতরটা নড়ে গেল যেন। কামাল সাহেব বললেন, 'খেয়ে নিন।'

চুমুক দিয়ে তৃপ্ত হল নিবারণ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন কেন?'

'যেতে হয় তাই যাচ্ছি!' তানপুরার তারে আঙুল ছোঁয়াতে মিষ্টি সুর বাজল।

'বাড়ির সামনে ওই মদের দোকানটা অবশ্য অসহ্য। পাড়ার মধ্যে ওটা কি করে করার অনুমতি পেল! আপনারা আপত্তি করেননি?'

'মদের দোকানটা? কে কার আপত্তি শুনছে? তবে ওরা খুব শান্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে। অবশ্য রাতের দিকে মাঝে মাঝে হৈচৈ হয়। তা পেটে মদ পড়লেও সারাক্ষণ স্থির থাকবে এ কেমন কথা! ওটা কোন কারণ নয়!'

'ও।' নিবারণ জন্মে এরকম কথা শোনেনি!

কামাল সাহেব বললেন, 'নবাবের রক্ত শরীরে কিন্তু তাই নিয়ে এত বড় বাড়ি রক্ষা করা যায় না। ধার করতে করতে জল এখন কুঁজোর তলায় এসে ঠেকেছে। সেটা একদম নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে এটাকে বিক্রী করে দিয়েছি। যা পেয়েছি বাকী জীবনটা নতুন ফ্ল্যাটে কোনমতে চলে যাবে।'

'আপনি,' কিন্তু কিন্তু করে কথাটা বলেই ফেলল নিবারণ, 'চাকরি করেন না?'

'না। এম. এ. পাস করলাম। কিন্তু কারো চাকর হতে পারলাম না। এই বেশ আছি। গান গাই, সরাব খাই। ওমর বলেছেন ভারী সুন্দর কথা, "এক হাতে মোর কোরাণ শরীফ, মদের গেলাস অন্য হাতে, পাপ-পুণ্যের সৎ-অসতের দোস্তি সমান আমার সাথে।" সুর করে কবিতা বললেন কামাল সাহেব।

কামাল সাহেব তিন-চারদিনের মধ্যেই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছেন জানার পর নিবারণ বেরিয়ে এল। খিদিরপুরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার মন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। শুধু গান কবিতা আর মদ নিয়ে একটা মানুষ নিজের সঙ্গে কি ভাবে জীবন উপভোগ করতে পারে! এরকম গল্প সে শুনেছে, কিন্তু এই প্রথম চাক্ষুষ করল। কামাল সাহেবের মুখে কয়েকটা উর্দু কবিতা এবং তার বাংলা অনুবাদ শুনে কানের ভেতরটা যেন মোলায়েম হয়ে রয়েছে এখনও। সে ঠিক করল নতুন ফ্ল্যাটে এলে মাঝে মাঝে সে কামাল সাহেবের কাছে গিয়ে বসবে। ওঁর ছেলেটি খুব শান্ত। ছেলেটির মা একবারও অবশ্য সামনে আসেনি। নবাবী ব্যাপার বলেই হয়ত পর্দানশীন। নিবারণ পথের ঠিকানা দেখল। এই সময় লেক মার্কেটের আর. রামমূর্তি আর জগুবাজারের এ. কে. প্যাটেল কাউকেই কি বাড়িতে পাওয়া যাবে? কিন্তু এই দুটোই শুধু ডেলিভারি দেওয়া বাকী আছে। বারো ফ্ল্যাটের বাকী মালিকেরা সবাই যখন পেয়ে গেছেন কাগজপত্তর তখন এই দুজনকে আজ সে খুঁজে বের করলেই দায়িত্ব শেষ হয়।

জগুবাবুর বাজারে সে যখন এল তখন ভর-দুপুর। এই সময় কারো বাড়িতে যাওয়া উচিত কাজ নয়। কিন্তু নিবারণ মাথা নাড়ল। অফিস-টাইমেই অফিসের

কাজ শেষ করা উচিত। সিনেমা হলের পাশ ঘেঁষে সরু গলির মধ্যে ঢুকে তিন-তলায় উঠে এল সে। এই বাড়িটায় কি শুধু গুজরাটিরাই থাকে? দরজায় শব্দ করার পর একজন বৃদ্ধা দেখা দিলেন। নিবারণ এ. কে. প্যাটেলের খোঁজ করল। বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনি দাঁড়ান, ও স্নান করছে।'

দরজাটা বন্ধ নয়, প্রায় ভেজিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা চোখের আড়ালে চলে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিবারণ চারপাশে তাকাল। গুজরাটিরা কতখানি গোঁড়া হয় তা কে জানে অন্য কেউ তাকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেনি। মিনিট তিনেক পরে গেঞ্জি পরা সিক্ত প্যাটেল দরজা খুললেন, 'হ্যাঁ, বলিয়ে!'

নিবারণ নমস্কার করল, 'আমার নাম নিবারণ ঢোল। কেয়ারটেকার অফ ক্যালকাটা।' সঙ্গে সঙ্গে পরিচিতির হাসি চলকে উঠেই মিলিয়ে গেল।

চট করে ঘরের ভেতরটা দেখে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত বাড়িয়ে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'দিন, সই করে দিচ্ছি।'

কাগজপত্র নেওয়ার সময় ভদ্রলোকের তাড়াহুড়ো ভাবটা আরও প্রকট হল। সেই সঙ্গে আড়চোখে ভেতরের দিকে তাকানো চলছে। নিবারণ নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিল, ভদ্রলোক পিছু ডাকলেন। তারপর সেই পোশাকেই এগিয়ে এসে বললেন, 'চলুন আপনাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। এখানে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না না। কোন অসুবিধে হয়নি। আপনি কেন কষ্ট করে নামছেন?'

নিবারণের প্রতিবাদে কান না দিয়ে প্যাটেল বললেন, 'আমরা যে কোন দিন ওখানে শিফ্‌ট করতে পারি তো? কোন কাজ নিশ্চয়ই বাকী নেই?'

'সব কাজ হয়ে গেছে।'

'আপনি তো ওখানকার কেয়ারটেকার। আপনার ওপর ভরসা করব খুব।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!'

'আমার মা আর বিধবা বোন, বুঝলেন, ওঁরাই থাকবেন ওখানে। এ বাড়িটা যেহেতু ছাড়ছি না তাই আমরা থেকে যাচ্ছি, আমি অবশ্য মাঝে মাঝে যাব দেখা-শোনা করতে, তবু আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। নানান ভাষার মানুষ ওখানে থাকবেন তো।'

নিবারণ প্যাটেলকে আশ্বস্ত করলে তিনি মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন। এখন ওরা নিচতলায় নেমে এসেছে। আশেপাশে কেউ নেই যার কানে কথা পৌঁছবে। প্যাটেল হাসলেন, হাত নাড়লেন এবং তারপর আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন। নিবারণ গন্ধের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু ঘ্রাণের অর্ধেক খাওয়াতে আজ সন্তুষ্ট থাকতে হল। কাকে ভয় পাচ্ছিলেন প্যাটেল? রহস্যটা থাক, ধীরে ধীরে একসময় ঠিক বেরিয়ে আসবে কাঁঠালের গন্ধের মত।

এবার বারো নম্বর মানুষ। আর রামমূর্তি। লেক মার্কেট।

রাসবিহারী এভিন্যুর এপারে এসে ভারী মজা লাগছিল নিবারণের। বাঙালীরা আছেন কিন্তু দক্ষিণীর মানুষেরা ঠিক এখানেই ভিড় করছেন কেন? রামমূর্তি দুটো ঠিকানা দিয়েছেন। এখন সময় যা তাতে তাঁকে বাড়িতে পাওয়া

যাবে না। অতএব ওঁর স্কুলে হাজির হল নিবারণ। বেশ বড় স্কুল। ছাত্রের সংখ্যা নিশ্চয়ই কম নয়। বেয়ারাকে খবর দিয়ে পাক্কা চল্লিশ মিনিট বসে থাকতে হল নিবারণকে। তারপর সেই কালো রোগা মানুষটি এলেন, 'ইয়েস?'

'আই অ্যাম নিবারণ ঢোল। কেয়ারটেকার অফ ক্যালকাটা।'

'আই সি।' রামমূর্তি ঘাড় নাড়লেন, 'আমি অলরেডি বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দিয়ে বসে আছি। আপনি যদি আজ না আসতেন তাহলে ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানীতে যেতে হত।'

'না স্যার, সবাইকে দিতে দিতে দেরী হয়ে গেল।'

'বারো জন তো মানুষ। আর আমি বোধহয় সবচেয়ে কাছে। আপনি দিনে কজনকে কাগজ ডেলিভারি করেছেন?'

মনের বিরক্তি চেপে গেল নিবারণ। লোকটা আগাগোড়া মাস্টার নাকি! সে বলল, 'সবাইকে বাড়ি গেলেই পাওয়া যায় না। এক-একজনের কাছে দিনে কয়েকবার যেতে হয়।'

'আমার কাছে এই প্রথম কিন্তু এলেন। আর হ্যাঁ, সেদিন যেভাবে ফ্ল্যাট ডিস্ট্রিবিউট করা হল সেটা হাইলি অনম্যাথেমিটিক্যাল, আমি এ বিষয়ে একটি চিঠি দিয়েছি ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানীতে! এমনিতে যত স্কোয়ার ফুট থাকার কথা আমার ফ্ল্যাটে তার থেকে কিছু কম আছে। না না, এ কারো নজরে পড়বে না বলে সবাই অন্ধ থাকবে তাই বা ভাবলেন কেন? ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেস থেকে জায়গা সরিয়ে আপনারা টয়লেটে স্পেশ বাড়িয়েছেন। এটা কথা ছিল না।' রামমূর্তিকে স্পষ্টতই খুব অখুশী দেখাচ্ছিল। নিবারণ কাগজপত্র এগিয়ে ধরল। অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি কাগজ দেখে নিয়ে সইসাবুদ শেষ করলেন রামমূর্তি।

বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নিবারণ। বারো মালিকের কলকাতায় রামমূর্তি তাকে বেশী নাজেহাল করবেন এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে ঠিক করল মানুষটির সঙ্গে বেশী বেশী ভাল ব্যবহার করবে। কিন্তু তার আগে প্রাণহরি চ্যাটার্জীকে জানাতে হবে রামমূর্তির অভিযোগের কথা। এখনও চাকরিটা পাকা নয়! কার কোন কলমের একটা খোঁচা তার বারোটা বাজিয়ে দেবে কে জানে!

নিবারণ যখন কলকাতা হাউজিং-এ ফিরে এল তখন প্রাণহরিবাবু বেরিয়ে যাবেন যাবেন করছেন। তাকে দেখা মাত্র ধাঁধিয়ে উঠলেন, 'সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যেয় ফিরলে। বেশ আছো। সব চিঠি ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। রামমূর্তিবাবু দেরি হয়েছে বলে রেগে গেছেন!'

'খুব স্বভাবিক। আমি হেড অফিসে চললাম। তুমি রাত্রে শোওয়ার আগে সমস্ত বাড়িটা একবার চেক করে নাও তো?'

'আমাকে এক কথা দুবার বলতে হয় না।"

প্রাণহরিবাবু চোখ কুঁচকে নিবারণকে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'গুড্।' বলে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নিবারণ নিজের অফিসের চেয়ারে আরাম করে বসল। চারতলা এই বারোটা ফ্ল্যাটের বাড়ি কয়েক দিনের মধ্যে লোকজনে গমগম করবে। কিন্তু এখন কোথাও সামান্য শব্দ হলে বহুগুণ জোরালো হয়ে বাজে। এত বাড়িতে সে একা। সকালে নিজের রান্না করে নিয়েছিল। সন্ধ্যে হলেই সেগুলো পেটে চালান দিয়ে ঘুম।

হঠাৎ বাইরের লোহার গেটে ঝনঝনিয়ে শব্দ বাজতেই নিবারণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠিল। ঘর থেকে বের হতেই চিৎকার শুনল, 'এই বাবু, বদ্রু কি এখানে এসেছে?'

নিজের স্বামীকে নাম ধরে বড়লোকেরা ডাকে, জমাদাররাও ডাকতে পারে জানা ছিল না নিবারণের। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'কেউ এখানে আসেনি। দরজা বন্ধ দেখতে পাচ্ছ না? অত জোরে শব্দ করছ কেন?'

বদ্রুর বউ হাসল, 'শব্দটা খুব জোরে হয়েছে বুঝি?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, এবার থেকে আস্তে শব্দ করব। কিন্তু বাবু, তুমি জানো না, ও হারামী ঠিক চারতলার বারান্দায় নেশা করে বসে আছে।'

নিবারণের চোখ বড় হল। এই বন্ধ বাড়িতে সে নিজেকে একা ভাবছিল। অথচ বউটা বলছে ওর স্বামী—। সে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও। আমি দেখে আসছি।'

বদ্রুর বউ বলল, 'আহা তুমি কষ্ট করে ওপরে উঠবে কেন? দরজাটা খুলে দাও, আমি ওকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনছি।'

নেশা ভাঙ করা লোককে নামানোর ঝামেলা করার চেয়ে নিবারণ দরজা খোলা যুক্তিযুক্ত মনে করল। বদ্রুকে সে দু'চক্ষে পছন্দ করে না। প্রাণহরিবাবুর জন্যে—। সে দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে নেশা করতে দাও কেন?'

বদ্রুর বউ একগাল হাসল, 'পুরুষমানুষ তো, সব সময় নেশায় ভোর হয়ে থাকে, দিতে হয় নাকি!' বলে পাশ গলিয়ে ভেতরে ঢুকে এল।

॥ আট ॥

ফুরফুরে হাওয়ায় অঙ্গ শীতল হচ্ছিল। হাওয়াটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকেই নাকি সমুদ্র। অবশ্য চোখ মেললে সবুজ মাঠ, গাছগাছালি আর বাড়িঘর নজরে পড়ে। সমুদ্র আছে আরও পরে, মাইল চল্লিশ-পঞ্চাশ কি তার বেশী দূরে। কিন্তু হাওয়াদের তো আসতে কোন বাধা নেই। মাঝখানের স্থলভূমি শুধু সেই লোনাগন্ধটাকে ছেঁকে নিতে ছাঁকনি হয়ে বসে আছে এই যা।

এখন ভোর হয়েছে কি হয়নি! আকাশে চাপ চাপ ভেজা নীল মেঘ। আলো মাখব মাখব করছে তারা। পৃথিবীর কোথাও কোন শব্দ নেই শুধু ওই হাওয়ার টানটান আওয়াজ ছাড়া। নিবারণ ঢোল কলকাতার ছাদে সতরঞ্চি বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে সেই আওয়াজ শুনছিল আর আকাশ দেখছিল।

ঘুম ভেঙেছে খানিক আগেই। এক টানে রাত কাবার। নিজের ঘরে শুয়ে কেমন একটা অস্বস্তি হয়েছিল তার। ফাঁকা বিশাল বাড়িতে শব্দ যে কখন কিভাবে বহমান হয়ে হয়ে যায় সেটা একটা রহস্য। তার ওপর রয়েছে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। স্যাঁতসেঁতে না বলে বোঁটকা বলা ঠিক হবে। মাঝরাতে শূন্য বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে কাঁপা পায়ে সে তাই ছাদে চলে এসেছিল। খোলা আকাশের নিচে পা রেখে মন নিশ্চিন্ত। যাই বল না কেন, মাটির ওপরে আর আকাশের তলায় দাঁড়ালে মন প্রফুল্ল হয়। যেন নিজের জায়গায় এলাম এমন অনুভূতি আসে।

চোখ মেলে আকাশ দেখতে দেখতে যেন নিজের মুখ দর্শন করল নিবারণ। এক টুকরো মেঘ জমে গিয়ে এমন চেহারা নিয়ে ফেলেছে যে তার চিবুকের গড়নটাও এসে গেছে সেখানে। অবিকল নিবারণ ঢোলের মুণ্ডুটা মেঘ হয়ে আকাশে ভাসছে। মনটা খুব খুব খারাপ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করল সে।

কত ঘাট তো ঘোরা হল এই জীবনে। তবে সত্যি বলতে কি, এক রাতের বেশী পর পর না খেয়ে থাকেনি। পকেটে একটাও পয়সা নেই কিন্তু তবু ঠেকে যায়নি সবকিছু। এটা সেই সন্ন্যেসীর আশীর্বাদ। পনের বছর বয়সে মা নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের বুড়ো শিবতলায়। হিমালয় থেকে নেমে আসা সেই সাধক নাকি মানুষের কপালের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারেন ঈশ্বর সেখানে কি

লিখছেন। সকাল থেকে ভিড়ে ভিড়ে রথের মেলাকেও হার মানায়। মায়ের সঙ্গে তারই ফোকর গলে হাজির হয়েছিল সন্ন্যেসীর সামনে। কপালে চোখ রেখে বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, 'যা বেটা, এক রাতের বেশী না খেয়ে থাকবি না। ব্যাস। আর কোন কথা নয়, কোন সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নয়। শুনে মায়ের মন খুব খারপে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কথাটা কথার কথা নয়। এই যেমন ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানীর চাকরি। কে জানতো কপালে কি লেখা আছে। সন্ন্যেসীও কি জানতো। ওই এক রাত না খেয়ে থাকার গল্পটা ছাড়া।

থার্ড ডিভিসনে স্কুল-ফাইন্যাল পাস করার পরে চাকরির ধান্দায় বেরিয়েছিল নিবারণ। মা মরেছিল তার আগেই। বাপ ছিল উদাসী। পালা গানের দলে খোল বাজাতো। জোতজমি যা ছিল তা কাকাদের ভোগেই লেগেছিল। পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে নন্দীবাবুর নৌকোঘাটায় চাকরি নিয়ে সে আবিষ্কার করল তার ওপর যে মোড়লি করছে সে তিন ক্লাস বিদ্যেও ধরে না। জীবনের নিয়মটা বড়ই অদ্ভুত। অল্পস্বল্প পড়াশুনা আর বিলকুল না পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্কুল-ফাইন্যাল পাস বলে যে গর্ব জমেছিল তা দুদিনেই মিলিয়ে গেল কর্পূরের মত। সারাদিন পারাপারের কড়ি গুণে রাত্রে জমা দেওয়া, মাসের শেষে কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মন্দ লাগতো না। সেই সময় একদিন সন্ধ্যেনাগাদ বাক্স খুলে সে হাঁ। ক্যাশ ফাঁকা। অথচ দিনভর যে টিকিট বিক্রি হয়েছে তার হিসেব জুড়লে তিনশো বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হতেই হবে।

চাকরি গেল। নন্দীবাবু গায়ে হাত দেননি, থানা পুলিস করেননি, শুধু দূর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। হাওয়ার আগে খবর ছোটে। জানাজানি হবার পর ওই তল্লাটে চাকরি দেবার কেউ সাহস করল না।

খোলা আকাশের নিচে ঘুমঘুম ভোরে চোখ খুলে নিবারণ ছাদে শুয়ে। অনেক ঘাট তো ঘোরা হল। কিন্তু এটা ঠিক, সে নিজে থেকে কোন অন্যায় করেনি। কানপুরে গুপ্তা সাহেবদের মাল চালার ব্যবসায় যে মাদক যেত তা কি তার নিজেরই জানা ছিল? কাশীর উপাধ্যায়জীর দোকানটা যে ওঁর নিজের নয়, একজন বিধবাকে ঠকিয়ে দখল করেছিলেন, নিবারণকে যখন তার দেখাশোনা করতে হত তখন বিধবা এসে কান্নাকাটি করলেও তার তো কিছু করার ছিল না। অন্যায়গুলো হয়েই থাকত, আর সে তার সঙ্গে কেমন করে যেন জড়িয়ে যেত। একটা সাদাসিধে চাকরি তার ভাগ্যে কখনও জোটেনি। সেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া সন্ন্যেসী যে কতটা অন্ধ ছিলেন তা দিনকে-দিন বোধগম্য হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এক রাতের বেশী না খেয়ে কাটেনি তার। এটা বলতেই হবে।

এই এবার মন বলল, অনেক হল, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাক। সংসার নেই, তিনকুলে কেউ বেঁচে নেই, নতুন কারো আসার প্রশ্নও ওঠে না, তবু ঘর বলতে পশ্চিম বাংলার কথাই মনে পড়ে। কাশীর দোকান বন্ধ হওয়া মাত্র তাই পাখা উড়ল। অবশ্য তার আগে উপাধ্যায়জীর সঙ্গে এক রাত থানায়

বাস করতে হয়েছে তাকে। মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াই পুলিস দোকান বন্ধ দিয়ে উপাধ্যায়জী সমেত তাকেও কর্মচারী হিসেবে থানায় পুরেছিল। শেষতক কথাবার্তা শোনার পর পরদিন ছেড়ে দিয়েছিল তাকে। বলেছিল মামলা উঠলেই রোজ হাজিরা দিতে হবে। উপাধ্যায়জীর বিরুদ্ধে যা যা জানা আছে তখন তা উগরে দিতে হবে। তখন নিবারণের হাত খালি। চোরের ভয়ে যাবতীয় অর্থ সে জমা রাখতো দোকানের সিন্দুকে। পুলিস দরজা বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় মামলার নিষ্পত্তির আগে ফেরত পাওয়া অসম্ভব বুঝতে পারল। যে কর্মচারীকে পুলিস ছেড়ে দেয় মালিকের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্যে তাকে আদর করে কাজ দেবে এমন লোক শুধু কাশী কেন, পৃথিবীতে পাওয়া যাবে তা একমাত্র পাগলই ভাবতে পারে। দিনভর ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে চাপল নিবারণ। কাল রাত্রে থানার গারদে খাবার জোটেনি। পাশে বসে উপাধ্যায়জী পাথরের মত মুখে মাঝে মাঝে আউড়ে গেছেন, 'হারামী, হারামী।' সেটা তার উদ্দেশ্যে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি। আজ সারাদিন শুধু কলের জল পেটে পড়েছে। দোকানচত্বরে যাওয়া মাত্র পাড়ার লোকেরা হৈ হৈ করে ধেয়ে এসেছিল। পালিয়ে বাঁচার পরেও নিবারণ ভেবে পায়নি রাতারাতি মানুষেরা কিভাবে পাল্টে যায়?

ট্রেনে চেপে বসার জায়গা পায়নি সে। বিনা টিকিটের যাত্রী যে তার দাবী না থাকারই কথা। বসবার জন্যে কোন চিন্তা নিবারণের ছিলও না। কিন্তু সন্ন্যেসীর কথা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে এটা ভাবতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অসংরক্ষিত সেই কামরায় শুধু দেহাতিদের ভিড়। সে লক্ষ্য করছিল কোন মানুষের ঝুলি থেকে রুটি বের হয় কিনা। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তুমি চোরছ্যাঁচোড় অথবা ম্যাজিস্ট্রেট যাই হও না কেন রেলের কামরায় শুধু যাত্রী ছাড়া আর কিছু নও। অতএব থানা পুলিস তোমার পেছনে লেগে আছে অথবা মহল্লার লোক পিছু ধাওয়া করেছিল কিনা এই খবর জানার কোন সুযোগ নেই কারো। কিন্তু কারো ঝোলা থেকে যখন খাবার বের হল না তখন সন্ধ্যে পেরোনো রাতে ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল নিবারণ। পাশেই ফার্স্ট ক্লাস। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে খোলা দরজায় পা রাখল। এখানে চিৎকার নেই, মানুষের অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। পাহারায় থাকে যে রেলের লোক তাকেও দেখা যাচ্ছে না। প্যাসেজ দিয়ে ওপাশ থেকে এপাশে চলে আসতেই ট্রেন ছাড়ল। পেট চোঁ চোঁ করছে। সেই সঙ্গে চিনচিনে ব্যথা। নিবারণ আবার ফিরতেই একটা কুপের দরজা খুলে গেল। বয়স্ক একটি মানুষ ভারিক্কি চালে এগিয়ে গেলেন বাথরুমের দিকে। নিবারণ হাঁটতে হাঁটতে সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ নেই সেই কুপেতে। ছোট টেবিলে টিফিন-ক্যারিয়ার খোলা। লোকটা কি খাওয়ার আগে হাত ধুতে গিয়েছে না খেতে খেতে ইচ্ছে না হওয়ায় উঠে পড়েছে। নিবারণ দরজায় দাঁড়িয়ে তিনটি বাটিতে অনেক খাবার দেখতে পাচ্ছিল। তার পেট থেকে একটি উগ্র আকাঙ্ক্ষা উঠে এসে মস্তিষ্ক দখল করল। কত দ্রুত ওই বাটিগুলো নিয়ে সরে পড়া যায় তার চিন্তায় সে

যখন উদ্বিগ্ন তখনই বয়স্ক মানুষটি ফিরে এলেন। নিবারণের তখন সরে পড়ার কোন উপায় নেই।

চোখ কুঁচকে তাকে দেখে মানুষটি প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই ?'

নিবারণের জিভ অসাড় হয়ে গেল। কোনক্রমে মাথা নেড়ে না বলল।

পোশাক দেখে হয়তো মানুষকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলা যায়। বয়স্ক মানুষটি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু না চাই তো দরজায় দাঁড়িয়ে কেন ?'

কোন রকমে নিজেকে ফিরে পেল নিবারণ, 'দরজা খোলা ছিল, তাই— !'

'তাই কি ?'

'চুরিচামারি—মানে দিনটিন ভাল নয় তো।'

'তুমি চুরি কর ?'

'আমি ?' আঁতকে উঠল নিবারণ, 'না—না।'

ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছ, টিকিট আছে ?'

'আজ্ঞে না, নেই।'

'সেকেন্ড ক্লাসের ?'

'না, তাও নেই।'

'চমৎকার। পকেটে পয়সা আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে চুরি করার মতলব ছিল ?'

'সত্যি বলছি, আমি কখনও চুরি করার কথা ভাবিনি।' নিবারণ কথাগুলো শেষ করার পরেই উর্দি পরা রেলের বাবু প্যাসেজের প্রান্তে উদিত হলেন। নিবারণ তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বলল, 'যাই !'

'দাঁড়াও। চুরির কথা ভাবোনি অথচ দরজায় দাঁড়িয়েছিলে ! ইন্টারেস্টিং !' বয়স্ক মানুষটি হাসতে লাগলেন। নিবারণের চোখ তখন উর্দির দিকে। লোকটা যদি ধরে তাহলে পুলিসে দেবে। সেই পুলিস যদি টের পায় যে সে কাশী থেকে পালাচ্ছে তাহলেই চিত্তির। থানার দারোগা ছেড়ে দেবার সময় পই পই করে বলে দিয়েছিল কেস উঠলেই রোজ হাজিরা দিতে হবে। তার আগে কোনমতে কাশী ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

প্রশ্নটা শুনে আপসেই উত্তরটা বেরিয়ে এল, 'আজ্ঞে নিবারণ। নিবারণ ঢোল।'

'ঢোল ! ইন্টারেস্টিং !'

এই সময় উর্দি পরা রেলের বাবু পেছনে এসে দাঁড়ালেন, 'এনি প্রব্লেম স্যার ?'

বয়স্ক ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। এই লোকটির নাম নিবারণ ঢোল। আমি টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখি এ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ফার্স্ট ক্লাস দূরের কথা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটও কাটেনি।'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি রেলের বাবুর হাত এসে পড়ল তার কবজিতে, 'এই, টিকিট দেখাও !'

ভদ্রলোক বললেন, 'টিকিট নেই, দেখাবে কি ! কি করবেন একে নিয়ে ?'

রেলের বাবু বললেন, 'ছ মাসের জেল অথবা পেনাল্টি। অবশ্য দুটোই চলতে পারে। আর সেই সঙ্গে যদি অ্যাড করা হয়, অ্যাটেম্পট্ টু রবারি, তাহলে আর দেখতে হবে না বাছাধনকে। অ্যাই চল, ওদিকে চল।'

রেলের বাবু নিবারণকে গুঁতোচ্ছিলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়ান। আপনি তো নেক্সট স্টেশন না হলে কিছু করতে পারবেন না। ততক্ষণ আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলি। খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হচ্ছে।'

'কথা বলবেন ?' রেলের বাবু যেন এমন প্রস্তাব জীবনে শোনেননি। তৎক্ষণাৎ ওর হাত নিবারণের কোমর পেট বুক জরিপ করে নিল, 'নাঃ আর্মস নেই। তবে স্যার সাবধানে কথা বলবেন। এইরকম চিড়িয়ারা খুব ডেঞ্জারাস হয়।'

বয়স্ক মানুষটি বললেন, 'তোমার কিছু বলার আছে ?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'না।'

'এখানে দাঁড়িয়েছিলে কেন ?'

'ক্ষিদে পেয়েছিল !'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিজের টিফিন-ক্যারিয়ারের দিকে তাকালেন, 'পকেটে পয়সাকড়ি নেই। কিনে খাও।'

'থাকলে তো কিনবো।' এবং বলামাত্র তার শরীরে কাঁপুনি এল। তার মনে হল এই লোকটি সাধারণ মাপের নয়। যে বিপদ মাথার ওপরে ঝুলছে তা থেকে ইনিই তাকে উদ্ধার করতে পারেন। আবেগটা তার চিরকালই বেশী, তবু আশ্রয়ের জন্যে সে যেভাবে ভদ্রলোকের পায়ের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে কোন ফাঁকি ছিল না।

পা দুটো সরে গেল। ভদ্রলোক নিজের আসনে ফিরে গিয়ে পাইপ ধরালেন। সেই মুহূর্তে নিবারণের মনে হয়েছিল, ভুল হল। এখানে দয়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং ট্রেন যদি এখন থামব থামব করে, তাহলে বিপরীত দরজা দিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কেউ কি কোথাও চিৎকার করছে ? কোন শব্দ ? ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিবারণ। চট করে সতরঞ্জি গুটিয়ে ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে পড়ল। এখন অন্ধকার নেই। কিন্তু আলোও ফোটেনি। একটা পাতলা নরম দৃশ্যমান পৃথিবী তার নিচে চুপচাপ এলিয়ে রয়েছে। নিবারণ চেষ্টা করছিল গেটটাকে নজরে আনতে। কিন্তু এখান থেকে কিছু দেখতে পাওয়া অসম্ভব। এই সময় সে গাড়ির হর্ন শুনতে পেল। আর পাওয়ামাত্র সে সতরঞ্জি কাঁধে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সিঁড়িগুলো টপকে টপকে।

কোলাপসিবল গেটের ওপাশে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। বড়কর্তা তার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোনরকমে বিছানাটা একপাশে রেখে তালা খুলে বাইরে এসে নমস্কার করল নিবারণ, 'ছাদে শুয়েছিলাম, ভাবতে পারিনি আসবেন।'

ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানির বড়কর্তা উদাস চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চল, একবার বাড়িটাকে ঘুরে দেখি।'

নিবারণ বড়কর্তার পেছন পেছন হাঁটছিল। এই কাকভোরে খোদ বড়কর্তা এইভাবে বাড়ি দেখতে আসতে পারেন সেটা তার ভাবনায় ছিল না। ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। একটিও কথা না বলে সমস্ত বাড়ি দেখে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন বড়কর্তা, 'এই ফ্ল্যাটের দরজাটা খোল।'

চাবি সঙ্গেই ছিল। চটপট দরজাটা খুলে দিল নিবারণ। বড়কর্তা ফ্ল্যাটে ঢুকে আলো জ্বাললেন। চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা জানলা খুলে বঙ্গোপসাগরের ঘ্রাণ নিলেন বাতাসে। নিবারণ দূরে দাঁড়িয়ে মানুষটিকে দেখছিল। সেই রাত্রে ট্রেনে টিফিন-ক্যারিয়ারের খাবার তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া, পরের স্টেশনে রেলের বাবুকে ডেকে টিকিটের দাম মিটিয়ে পুলিসের হাত থেকে বাঁচানো থেকে শুরু করে ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানির এই বাড়ির কেয়ার-টেকারের চাকরি দেওয়া—এসবই ওই মানুষটি করে গেছেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। শুধু একবার বলেছিলেন, 'পায়ে পড়ো না, বড় কুৎসিত লাগে। চুরিচামারি করো না, কাজে মন না লাগলে জানিয়ে চলে যেও।'

খোলা জানালায় মুখ রেখে বড়কর্তা কথা বললেন, 'কাল রাত্রে খাওয়া হয়েছে?' লজ্জিত হল নিবারণ। নিজের কথা বলতে গিয়ে সে অকপটে সন্ন্যেসীর কথাও বলেছিল ট্রেনে বসে। এখন মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'সবাইকে তো কাগজপত্র সাভ' করা হয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কে কি বলল?'

আর তখনই নিবারণের মনে পড়ল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের কথা। এত ফ্ল্যাট থেকে এই ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়ে কোম্পানির বড়কর্তা যখন দাঁড়িয়ে আছেন তখন কি মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের কথাগুলো ওঁর কানেও গিয়েছে? কাগজপত্রে কোন প্রমাণ নেই, ভদ্রমহিলা তাকে মুখে বলেছেন যে এই ফ্ল্যাটে তিনি আসছেন না। সে খবরটা ম্যানেজার প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছিল। প্রাণহরিবাবু তাকে ওটা কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন। নিবারণ কথা শুরু করল। শোভাবাজার থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মানুষেরা কে কি বলেছে তার বর্ণনা দিয়ে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারে পৌঁছতেই বড়কর্তা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'গুড, মিসেস ইঞ্জিনিয়ার কি বলেছেন? শুনেছি লটারিতে পাওয়া ফ্ল্যাট উনি মিস্টার সোমকে ছেড়ে দিয়েছেন।'

নিবারণ না-না-না করছিল মনে মনে। শেষতক আর পারল না, 'উনি এখানে আসবেন না।'

'আসবেন না? তোমাকে বলেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খবরটা আমি ম্যানেজারবাবুকে দিয়েছি।'

'তিনি তোমাকে কি বলেছেন?'

নিবারণ কেঁপে উঠল। তারপর মাথা নিচু করে জবাব দিল, 'আপনি আমাকে ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন না।'

'কেন অসুবিধে কি?'

'সেদিন যখন প্রতিবাদ করিনি তখন আজকে আপনাকে বলা অন্যায় হয়ে যাবে।'

বড়কর্তা হাসলেন, 'গুড। শোন, আজ থেকে এই বাড়ির সব কাজ তোমাকেই করতে হবে। প্রাণহরিবাবুকে আমি অন্য দায়িত্ব দিয়েছি। তিনি খুবই সৎ মানুষ। তুমি তাঁকে যা বলেছ তা তিনি সেদিনই আমাকে জানিয়েছিলেন। এমন কি তোমাকে যে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন সেকথাও। তুমি যে আমাকেও উত্তর দাওনি এতে তোমার সততাই প্রকাশ পাচ্ছে। আমি খুব খুশী হয়েছি।' আর কোন কথা না বাড়িয়ে বড়কর্তা নিচে নেমে এলেন। গাড়িতে ওঠার আগে বললেন, 'যতক্ষণ এই বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবে ততক্ষণই তুমি এই চাকরি পছন্দ করবে। অপছন্দ হলে জানিয়ে চলে যেও। কোন অসুবিধে হলে সোজা আমাকে রিপোর্ট করো।' গাড়িটা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিবারণ। মানুষ বড় অদ্ভুত জিনিস। প্রাণহরিবাবুর ওপর সে অনর্থক কত না সন্দেহ করেছিল। হঠাৎ তার মনে হল, নিজের মনটাই খুব ছোট, ছোট বলে মানুষের বড়ত্ব তার চোখের আড়ালে থেকে যায়।

হঠাৎ খেয়াল হতে বদ্রুর বউকে দেখতে পেল নিবারণ, সবে সূর্য আলো ফেলছে পৃথিবীতে। নতুন গড়ে ওঠা এই তল্লাটে মানুষজনের চিৎকার নেই, বাড়ি-ঘরের ঘেঁষাঘেঁষি নেই, তাই সূর্যের আলো এখনও এখানে ভোরের দিকে বড় নরম রোদ গায়ে মেখে ঘন নীল শাড়ি পরে বদ্রুর বউ এগিয়ে এল। মেয়েটার চলাফেরায় কেমন একটা বেপরোয়া ভাব আসছে। আর শরীরের গঠন সেই ভাবটাকে উস্কে দিতে চমৎকার সাহায্য করে। কথাবার্তায় একটা ঔদ্ধত্য দেখায় মেয়েটা। আজ থেকে সে এই বাড়ির সত্যিকারের কেয়ারটেকার। তার অধীনে যারা কাজ করবে তাদের মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু নিবারণ কিছু বলার আগেই বদ্রুর বউ হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। তার দৃষ্টি নিবারণের পেছনে। খানিকটা হতভম্ব নিবারণ পিছু ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। বদ্রুর বউ বলল, 'সামনের দুটো তো অন্ধ, ভগবানকে বলে পেছনে দুটো লাগাও। বিল্লি ঢুকলো। হায় রাম, তোমার কপাল পুড়লো।'

'বিল্লি।' বেড়াল শব্দটা মাথায় আসতে কিঞ্চিৎ দেরি হল নিবারণের।

'একটা বিল্লি মানে দশটা বিল্লি। জানো না বিল্লিরা শুধু বাচ্চা তৈরি করতে ভালবাসে। এই বাড়ির এখানে ওখানে দেখবে কেবল বিল্লি। তখন ঠেলা বুঝবে।'

বেড়ালে নিবারণের চিরকালই নিরাসক্তি। এই নতুন বাড়িতে যদি বেড়াল বাসা বাঁধে তাহলে আর দেখতে হবে না। সে এক লাফে ভেতরে ঢুকল। নিচের ঘরগুলো বন্ধ। ওপরের সব কটি ফ্ল্যাটে ঢোকা যাবে না। সে তর তর করে

সিঁড়ি ভাঙল। নিচে বদ্রুর বউ-এর গলা শোনা যাচ্ছে। সেখানে যে শব্দ বাজছে তাকে যদি হাসি বলা হয় তবে তা রীতিমত গায়ে জ্বালা ধরায়।

সমস্ত বাড়িতে বেড়ালের কোন চিহ্ন নেই। ছাদে উঠে এসে নিবারণের মনে হল সাত সকালে তাকে দৌড় করাবার ধান্দায় গপ্পটা ফেঁদেছে বদ্রুর বউ। আর তার মাথা এমন মোটা যে একবারও চিন্তা করল না এই ধু-ধু প্রান্তরে বেড়াল আসবে কোত্থেকে! কিন্তু তাকে বিব্রত করে মেয়েছেলেটার লাভ কি! নিবারণ মনে মনে খুব খেপে গেল। সে ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে অনেকদূরে বদ্রুকে দেখতে পেল। লম্বা কাঁটা কাঁধে নিয়ে লোকটা আসছে। চেহারা যা, চলনের যা শ্রী তাতে এখনও যে নেশা নেই তা কে বলতে পারে! প্রাণহরিবাবু আচ্ছা একজোড়া মানুষকে তার কাঁধে চাপিয়ে দিল। এবং তখনই সে ঠিক করল বদ্রুর বউকে কিছু বলবে না। যেন সত্যি একটা বেড়াল ঢুকেছিল এমন ভঙ্গী করে চেপে যাবে। উত্তেজিত না হলে মানুষ হাসির খোরাক পায় না।

সকাল দশটায় স্নান শেষ, পুরনো জনতা স্টোভে চাল ডাল আলু সিদ্ধ চাপিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল নিবারণ, এমন সময় দরজায় বদ্রু এসে হাজির। একটু ভারিক্কী চালে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বদ্রু?'

'গোবিন্দ ছোঁড়াটা সুবিধার নয়।'

'গোবিন্দ, কে গোবিন্দ?' চট করে মাথায় ঢুকল না নিবারণের।

'ওই যে বিজলিবাতি সারায় যে।'

'অ। ইলেকট্রিকের ছোকরাটার মুখ মনে পড়ল নিবারণের, 'কেন, কি হয়েছে?'

'এক ঘন্টা হল দুজনে ওপরে উঠেছে, নামছে না।'

'নামছে না কেন?'

'তা কি করে বলব!'

'আশ্চর্য! তুমি স্বামী হয়ে খবর নেবে না তোমার বউ কেন অন্য লোকের সঙ্গে খালি বাড়িতে উঠে নামছে না?'

'আমি ওপরে উঠলে বউ বকবে। বলবে তোমার কাজ বাড়ির বাইরে, ওপরে উঠেছো কেন? আপনি এই ছোকরাটাকে বলুন আমার বউ-এর সঙ্গে যেন ঝামেলা না করে। আমি রেগে গেলে মানুষ খুন করতে পারি!' বদ্রু খুব শান্তভঙ্গীতে দরজায় আরাম করে বসল।

গোবিন্দ কখন এসেছে সে জানে না। বাড়িতে আজ ইলেক্ট্রিকের কোন কাজ বাকী ছিল বলে তো মনে হয় না। অবশ্য নিবারণ যখন স্নানে ছিল তখন আসতে পারে। কিন্তু ও তো বয়সে বদ্রুর বউ-এর চেয়ে ছোটই হবে। ছেলেটার চালচলন তাকানোর ধরন মোটেই পছন্দ হয়নি নিবারণের। এটিকে প্রাণহরি-বাবু তার ওপর চাপিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বদ্রুর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল খুন করার কথা অত শান্ত ভঙ্গীতে বলল কেন লোকটা! সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু বদ্রু, গোবিন্দ না হয় কাজটা ঠিক করেনি, কিন্তু ও তো একা করেনি। তুমি তোমার বউকে কেন নিষেধ করো না অন্য লোকের সঙ্গে একা গপ্প করতে।'

'করেছি বাবু। কিন্তু এই কান দিয়ে ঢুকিয়ে আবার এই কোন দিয়েই বের করে দেয়!'

'তুমি কিছু বলো না কেন?'

'গালাগাল তো দিন রাত দিই, কিন্তু ওতে কোন কাজ হয় না। দেখবেন?' বলে বদ্রু বসে বসেই মুখ তুলে চিৎকার করতে লাগল, 'এই হারামজাদী, তোর বাপ তোকে এই শিখিয়েছিল? নেমে আয় নইলে এই ঝাড়ু তোর পিঠে ভাঙব।' বেশী জোরে চেঁচানোয় কয়েকবার কাশি এল। সেটাকে সামলে নিয়ে বদ্রু বলল, 'কোন কাজ হয় না, নিজের চোখেই তো দেখতে পেলেন। আমাকে ও পুরুষ বলেই গণ্য করে না। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। এই গোবিন্দটার নাম আমার লিস্টে ঢুকিয়ে নিয়েছি।'

'কিসের লিস্ট?' নিবারণ চোখ কোঁচকালো।

'খতমের। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত চার কুড়ি উনিশটা পুরুষের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে ও। যেই ওটা পাঁচ কুড়ি হয়ে যাবে অমনি শালাদের একটার পর একটা খতম করব। হ্যাঁ। আমার নাম বদ্রু।' এবার সত্যি লোকটাকে বেশ রাগী দেখাল।

'চার কুড়ি উনিশ! তোমার বউ-এর ক্ষমতা আছে তো! কিন্তু বদ্রু, কিছু মনে করো না, একটা-আধটা নয়, এতগুলো লোক যদি তোমার বউ-এর সঙ্গে ভাব জমায় তাহলে বুঝতে হবে তোমার বউ-এরই দোষ। ওকেই শাসন করা উচিত।'

'শাসন? শাসন মানে হয় তাড়িয়ে দেওয়া নয় খুন করা। না-না, সে আমি পারব না।' ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল বদ্রু।

মজা লাগল নিবারণের, 'কেন?'

'ওকে না দেখলে আমি থাকতেই পারি না। সেটাই মুশকিল।' নিঃশ্বাস ফেলল বদ্রু। আর তখনই সিঁড়ি থেকে গলা বাজল, 'এই যে, এখানে তো খুব গপ্পো মারা হচ্ছে, বাড়ির সামনে একটা দুটো করে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল আছে? কেটেকারবাবু কোথায়?'

বদ্রুর কানে যেন ওই কথাগুলো ঢুকলই না। সে উদাস গলায় প্রশ্ন করল, 'তুই আবার ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে জমেছিস বউ? আমার জন্যে তোর সত্যি কষ্ট হয় না?'

নিবারণ ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। গাড়ি থেমেছে বাড়ির সামনে। বদ্রুর বউ তাকে বেরুতে দেখে কোমরে হাত রেখে বলল, 'ও! তাই বলো, তোমার কাছে আমার নামে বিষ ঢালছিল।'

নিবারণ থমকে দাঁড়াল, 'শোন, তোমাদের দুজনকেই বলে দিচ্ছি, যদি নিজের কাজ মুখ বুজে করতে পার তো এখানে থাকবে নইলে অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজতে যাও।' সে কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো বলেছিল। কিন্তু

তার তেজটা সম্ভবত বেশী হওয়ায় কোন পক্ষ থেকেই উত্তর এল না। মালিকেরা যে ভাবে হাঁটে অবিকল সেই রকম গম্ভীর মুখে নিবারণ মূলে গেটে পেঁছে দেখতে পেল ট্যাক্সিটাকে। ট্যাক্সি এবং তার পেছনে একটা বড় ট্রাক, ট্রাকের সঙ্গী টেম্পো। কুলিদের মধ্যে বেশ হৈচৈ পড়ে গেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে দিব্যজ্যোতি মল্লিক একটু বিব্রত হয়ে এদিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাহলে এসে গেল। 'কলকাতা'র প্রথম আবাসিক আজ পেঁছে গেলেন। তাড়াহুড়ো নিবারণ কোলাপসিবল গেট খুলতে খুলতে বদ্রুর দিকে ফিরে তাকাল। বদ্রুর দু হাত জড়ো, চোখ বন্ধ, যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে তার বউ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আর তার বউ সজোরে সিঁড়িতে কাঁট দিচ্ছে।

নিবারণকে ছুটে আসতে দেখে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মুখে হাসি ফুটল। দুটো হাত কপালে যুক্ত করে নিবারণ বলল, নমস্কার নমস্কার। আপনি তাহলে এসে গেলেন। খুব ভাল হল। আমাকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না তো! সেই যে, আমিই চিঠি নিয়ে—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', দিব্যজ্যোতিবাবু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন, 'আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। সদর বন্ধ। কাউকে দেখছি না। মালপত্র নিয়ে চলে এসে আবার বিপদে না পড়ি।'

প্রায় সিকি হাত জিভ বের করল নিবারণ, 'ছি ছি ছি। নিজের বাড়িতে আসবেন তাতে বিপদ হতে পারে? আসলে আমি একটু—। ওরে বাবা, একি কাণ্ড! ওনাকে গাড়ির ভেতর বসিয়ে রেখেছেন কেন?' ছুটে গিয়ে দরজা খুলল নিবারণ।

শ্রীযুক্তা লতিকা মল্লিক এতক্ষণ ট্যাক্সিতে বসে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এত খোলা জায়গায় তিনি কখনও থাকেননি। চিরকালই শোভাবাজারের গলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করেছেন। এতদিনে সেটা সম্ভব হল। কিন্তু বেরুবার আগে তাঁর নিজেরই দুচোখ ভরে গেল, বুকে বাষ্প জমল। অথচ পূর্বপুরুষের স্মৃতি নিয়ে যে মানুষটা এতকাল ওখানে আঁকড়ে পড়েছিল, সে এল চুপচাপ। লতিকা ভেবেছিলেন দিব্যজ্যোতি অন্তত শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়বেন। কিন্তু কই, সেসব তো কিছুই ঘটল না। পুরুষমানুষেরা মাঝে মাঝে—।

'আসুন মা।' নিবারণের ডাকে চমক ভাঙল লতিকা মল্লিকের। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। এই মানুষটিকে তিনি বাড়িতে কাগজপত্র নিয়ে আসতে দেখেছিলেন। মাথা নিচু করে ট্যাক্সির বাইরে পা রেখে শরীর শীতল হল। চমৎকার বাতাস বইছে। নিবারণ বলল, 'এখন তো ঘরদোর ফাঁকা! আপনি ততক্ষণ মাকে নিয়ে আমাদের অফিসঘরে বসুন, জিনিসপত্র উঠে গেলে তারপর ধীরেসুস্থে গেলেই না হয় হবে।'

দিব্যজ্যোতি মল্লিক মাথা নাড়লেন, 'সেই ভাল। আগে একটা ঘর ওরা বাসযোগ্য করে দিক? ততক্ষণ না হয় নিচেই বসা যাক।' তিনি এগিয়ে গিয়ে কুলিদের সেইরকম নির্দেশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ফ্ল্যাটের দরজা খোলা

আছে?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'খুলে দিচ্ছি। দোতলা তো, মাল তুলতে খুব অসুবিধে হবে না।'

দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'চেহারা দেখেছ ওদের! মল্লিক বাড়ির পুরনো বার্মাটিক। ওজন কম নয়। ঠিক আছে, সব খোলাখুলি করে খবর দাও, ওরা কাজ আরম্ভ করুক।'

'দাঁড়ান।' আচমকা মিসেস লতিকা মল্লিক কথা বললেন, 'আগে আমি যাব নতুন ঘরে, তারপরে মালপত্র উঠবে।'

দিব্যজ্যোতি অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার লতু?'

চওড়া শাড়ির পাড় কপালের গোল সিঁদুর টিপকে মুক্ত করল মাথা তোলায়। লতিকা বললেন, 'আমার ভবিষ্যৎ যে ঘরে সেই ঘরটা আসবাব ঢোকার আগে কেমন তা নিজের চোখে দেখব না? খালি ঘর দেখার জন্যে এতকাল হাঁ করে বসে আছি। ওকে বল আগে আমায় নিয়ে যেতে।' সাক্ষাৎ মা দুর্গা পা বাড়াচ্ছেন বলে মনে হল নিবারণের।

॥ নয় ॥

এখন বিকেল। ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছিলেন দিব্যজ্যোতি। সামনে চোখ মেললেই চোখের শান্তি হয়। কোথাও কোন বাধার প্রাচীর নেই। দক্ষিণ দিক, বোধ হয় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একদম খোলা। নিবারণ ঢোল ঠিকই বলে। এত মিষ্টি হাওয়া তিনি কোনদিন গায়ে মাখেননি।

শরীরটা জুত নেই। আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই এমন হয়। ঠিক সময়ে খাওয়া, শোওয়া, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা এবং বই পড়া, জীবন বলতে তো এখন এই। লতিকার তাগাদায় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা মোচড় এল। শোভাবাজারের ঘিঞ্জিতে তিনি হাঁটতে পারতেন না। এখানে, এত সবুজ মাঠে হাঁটতে আরাম লাগবে। মল্লিকবাড়ির অন্দরে হাওয়া ঢুকতো না, কিন্তু এখানে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য পর্যাপ্ত। নিবারণকে দেখে তার খারাপ লাগছে না। ওর সঙ্গে কথা বলেও আরাম পাওয়া যাবে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মানুষ যারা আসবে তারা কেমন হয় সেইটেই ভাবনার। দিব্যজ্যোতি খুশী মনে ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করলেন মুখ ফিরিয়ে। আর অমনি বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কোন আভিজাত্য নেই, দেশলাই বাক্সের মত দেওয়াল, ঘরগুলো শুনতেই সব মিলিয়ে অনেক স্কোয়ার ফুট কিন্তু কেমন খোপ খোপ। আজন্ম মল্লিকবাড়ির সেই বিশাল থামওয়ালা বড় বড় ঘরে বারো ইঞ্চি দেওয়ালের মধ্যে থেকে এসে এটিকে খেলাঘর বলে মনে হচ্ছে। খেলাঘর শব্দটা নিয়ে একটু লোফালুফি করলো দিব্যজ্যোতি। সত্যি খেলাঘর বটে। জীবনের সব পাট চুকিয়ে, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সব মুখের চেহারা দেখে এই খেলাঘর পেতেছে লতিকা তাকে নিয়ে।

'অত হাওয়া লাগিও না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' পেছনে এসে দাঁড়ালেন লতিকা। তারপর স্বামীর বুকে গলায় একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে দিলেন।

ঠাণ্ডা লাগছিল না কিন্তু এতে বেশ আরাম হল দিব্যজ্যোতির। হেসে বললেন, 'কলকাতা শহরে গরমকালে চাদর জড়িয়ে বসে আছি, কি কাণ্ড! শোভাবাজারে এমনটা ভাবতেও পারিনি লতিকা।'

লতিকা চারপাশে তাকালেন। শুধু শূন্য মাঠ আর দূরে দূরে অর্ধসমাপ্ত কিছু বাড়ি। আকাশ এখন টকটকে হয়ে আছে, সূর্য ডুবু ডুবু। লতিকা বললেন 'আ! এত আরাম ভগবান আমার কপালে লিখে রেখেছিলেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গো।'

দিব্যজ্যোতি তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বয়স সর্বাঙ্গে স্পষ্ট কিন্তু চুলে পাক ধরেনি, দাঁতও পড়েনি। একটু মোটা হয়ে গেছেন বটে লতিকা কিন্তু খাটতে দ্বিধা করেন না। এখন ওঁর দিকে পেছন ফিরে রেলিং-এ ভর করে পৃথিবী দেখছেন যে মহিলা তিনি তাঁর স্ত্রী। সাদা শাড়িতে রঙ খুঁজে পাওয়া ভার। দিব্যজ্যোতি ডাকলেন, 'লতু।'

লতিকা চমকে ফিরে তাকালেন। দিব্যজ্যোতি অবাক হলো, 'কি হল, অমন করলে কেন?'

লতিকা মৃদু মাথা নাড়লেন, 'না। কিছু না। বল?'

'কিছু তো বটেই। বল, বলতে চাও না।' দিব্যজ্যোতি নিজের গলায় অভিমান শুনলেন।

লতিকা হাসলেন, 'কি বলছিলে বল! বুঝেছি, চা চাই?'

'চা? তা হলে মন্দ হয় না। কিন্তু তোমার ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ!'

'চা আর ভাতের ব্যবস্থা এসেই করেছি। এ বাড়িতে আজ নতুন কিন্তু তোমার জীবনে—।'

'বছর গুনো না। বছরের হিসেব আর ভাল লাগে না!'

'কি বলছিলে তখন?' লতিকা পাশে এসে দাঁড়াল।

খুব অন্তরঙ্গ কিছু কথা বুকে ছটফট করছিল দিব্যজ্যোতির। তিনি জানেন লতিকা সেই কথাগুলোর আন্দাজ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ভালবেসে একসঙ্গে থাকলে মাটিও আকাশকে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলে নিজের কানেই অন্যরকম ঠেকবে বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, 'বলছিলাম, আমার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিলে কিন্তু নিজে তো এই হাওয়া গায়ে মাখছ।'

লতিকার চোখ ছোট হল। তারপরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'আমার কিছু হবে না। মেয়েদের ঠাণ্ডা কম লাগে। শোভাবাজারে শীতকালে কি গরমজামা পরতাম? শরীরে এখন এত চর্বি, ঠাণ্ডাটা ঢুকবে কোত্থেকে! তুমি বসো, আমি চা আনছি।'

লতিকা চলে গেলেন ভেতরে। দিব্যজ্যোতি মাথা নিচু করলেন। এই খেলাটা মন্দ কি! দুজনেই জানেন কথাটা বলা হল না কিন্তু অন্য কথার ভিড়ে তা ডুবিয়ে রাখাই মাঝে মাঝে আরামদায়ক। সারাটা জীবন শুধু যেমন অন্যের জন্যে খরচ করে যাওয়া!

আর একটু বাদে উঠে দাঁড়ালেন দিব্যজ্যোতি। সত্যি শীত লাগছে এখন। হাওয়ার দাপট বাড়ছে। আকাশের গায়ে একটু কালো ছাপ। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নতুন বাল্বের আলোয় ঘরটা ঝকমকিয়ে উঠল। এইটা

তাদের শোওয়ার ঘর। কোনমতে একটি খাট পাতা হয়েছে। আর কিছুই সাজিয়ে রাখা হয়নি। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সুইচ টিপলেন। এটি দ্বিতীয় শোওয়ার ঘর। আপাতত এখানেই সমস্ত জিনিস স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আলমারি থেকে চেয়ার, লতিকার রান্নার সব জিনিসপত্র। এগুলোকে তিনি অনেক অনেককাল দেখে আসছেন। শোভাবাজারের বাড়িতে যাদের মানাতো এখানে তাদের দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে। এই আধুনিক ফ্ল্যাটে পুরনো আসবাব বড় বেমানান। কিন্তু নতুন কিছু কেনার সামর্থ্য কোথায়? বাইরের ঘরের দরজায় এসে আলো জ্বাললেন। সোফাসেট এখানে পেতে রাখা হয়েছে লরি থেকে নামিয়ে। মেঝেতে কিছু নেই, দেওয়াল উদোম। কুড়ি বছর আগের সোফাসেট। এই টুলটা ঠাকুরদার আমলের। এখনও কি রকম চকচক করছে। হঠাৎ দিব্যজ্যোতির মনে হল এই আধুনিক বাড়িতে তিনি, তাঁরা কতটা মানানসই? এই গিলেকরা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি আর সুতির চাদর?

এই সময় সশব্দে কলিং বেল জানান দিল কেউ এসেছে। দরজা খুলতে গিয়ে সচেতন হলেন দিব্যজ্যোতি। আগন্তুক অবাঞ্ছিত কিনা তা জানবার জন্যে এখানকার দরজায় ছোট ফুটো থাকে। তাতে চোখ রেখে ভাল লাগল তাঁর। নিবারণ এসেছে।

দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে ডাকলেন, 'এসো এসো নিবারণ।'

'সব ঠিক আছে? কোন প্রব্লেম নেই?' নিবারণ হাত তুলে প্রশ্ন করল।

'বাইরে দাঁড়িয়ে তো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। ভেতরে আসতে বলেছি।'

দিব্যজ্যোতির কথার ভেতরে ঢুকে নিবারণ বলল, 'এ কি! জানলাগুলো খোলেননি কেন? ঘরে গুমোট হবে।'

বলেই সে জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দিব্যজ্যোতি বাধা দিলেন, 'না না। থাক এখন। মশা ঢুকবে।'

'মশা? নো মশা হেয়ার! থাকলেও একদম রোগা পটকা।'

'থাক না। তুমি বসো। আসলে খুললেই তো বন্ধ করতে হবে।'

ততক্ষণে একটি জানলা খুলে ফেলেছে নিবারণ, 'বন্ধ করার ভয়ে খুলবেন না? ঠিক আছে, যাওয়ার সময় আমি বন্ধ করে দেব। আঃ! দেখেছেন কি হাওয়া! কি পবিত্র!'

'পবিত্র!' দিব্যজ্যোতি চমকে উঠলেন, শব্দটা খুব ভাল বললে হে! তুমি কি কবিতা লেখ? পবিত্র হাওয়া! বাঃ!'

নিবারণ লজ্জা পেল, 'না না। অশিক্ষিত মানুষ, ওসব ক্ষমতা আমার কোথায়! মুখে যা আসে বলে ফেলি। বলার পরেও কেউ না বলে দিলে বুঝতে পারি না কথাটা ভাল!'

দিব্যজ্যোতি ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। যে বয়স শুনেছেন চেহারায় সেটি মালুম হয় না। তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'আর সব ফ্ল্যাটের মানুষ কবে আসছেন?'

'এসে গেলেন বলে। আমরা তো তৈরী হয়ে বসে আছি। এখন ঠিক আছে, সবাই এসে গেলে একা আমায় সব ঝক্কি সামলাতে হবে। প্রাণহরিবাবু, চেনেন তো ওঁকে, ওই যে মিটিং-এর দিন যিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের ম্যাঞ্জার! ছি ছি, এই দেখুন জানি কথাটা ম্যানেজার কিন্তু সঙ্গদোষে জিভে যে উচ্চারণ ঢুকেছিল তাই বেরিয়ে আসে। যা বলছিলাম, প্রাণহরিবাবু মাঝে মাঝে আসবেন এখানে অতএব আমার একার ঘাড়ে সব। কিন্তু কাজ দেখে পালাবার পাত্র নই আমি।' নিবারণ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন দিব্যজ্যোতি।

তিনি বললেন, 'তোমরা এই বাড়িটার নাম জব্বর দিয়েছ হে।'

'তা যা বলেছেন। বাঙালী থেকে চিনে সবাই যখন আসছেন তখন বাড়ির নাম 'কলকাতা' ভাল মানাচ্ছে। আমি এবার উঠি।' উসখুশ করল নিবারণ।

'উঠবে মানে? এলেই বা কেন?'

'এই প্রথম সন্ধ্যে, আপনারা আছেন কেমন দেখতে ইচ্ছে করল।'

'খুব ভাল ইচ্ছে। বসো তো। তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগছে।'

এই সময় দু কাপ চা হাতে লতিকা দরজায় এসে দাঁড়াতেই নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল, 'ছি ছি, আপনি আমার জন্যেও চা করলেন?'

'একজনের চা তৈরীতে যে পরিশ্রম দুজনের কিন্তু তা ডবল হয়ে যায় না। আপনি অনেক দিন বাঁচবেন!' লতিকা টেবিলে চা নামিয়ে রাখলেন।

দিব্যজ্যোতি একটু চিমটি কাটলেন, 'তুমি আবার কখন মনে করলে ওকে?'

'করেছি।' উল্টোদিকের সোফায় গুছিয়ে বসলেন লতিকা।

নিবারণ একদৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকিয়েছিল। বিব্রত মুখে লতিকা প্রশ্ন করলেন, 'কি দেখছেন ওরকম করে?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি না, কি বলব, সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত দেখতে!'

হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন দিব্যজ্যোতি, লতিকার মুখে রক্ত জমল। নিবারণ তার কথায় জোর দিল, 'হ্যাঁ। আমি মিথ্যে বলছি না। আপনার দিকে তাকালেই কেমন ভক্তি-ভক্তি ভাব জাগে।'

দিব্যজ্যোতির গলায় তখনও হাসির রেশ, 'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার তো সারাজীবন ওই করে কেটে গেল।'

লতিকা কৃত্রিম রোষ দেখালেন, 'থামো তো! নিবারণবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। আপনি না এলে আমাকেই ডাকতে যেতে হত। কিন্তু এত বড় বাড়ি একদম খালি হয়ে রয়েছে, ভয় ভয় লাগে।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'এখন বাড়ি খালি বলে ভয় পাচ্ছ, বাড়ি ভরে গেলে আবার লোক দেখে হাঁপিয়ে উঠবে।'

'উঠি উঠব তবু শোভাবাজারের বাড়ির মত ঘরকুনো হয়ে থাকতে তো হবে না। শুনুন, ওঁকে তো বলে কোন লাভ নেই। একটা কথাও কানে ঢোকে না। আমার একজন পুরুত চাই। ভালো পুরুত।' লতিকা আবদেরে গলায়

জানালেন।

'পুরুত? মানে পুজো করবেন?' এই তল্লাটে কোন পুরোহিত আছে কিনা মনে করতে পারল না নিবারণ। প্রাণহরিবাবু ব্রাহ্মণ, উনি পুরুতগিরি করেন কি না সেটা জানা নেই।

'হ্যাঁ। গৃহপ্রবেশ করলাম অথচ একটা পুজো হল না, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। আমি তাই বেশীর ভাগ জিনিসপত্রে হাত দিইনি। পুজো করার পর খোলাব। আপনি কাল সকালেই একজন পুরুত এনে দিন। খুব বড় কিছু নয়, একটা পুজো করে নেব।'

দিব্যজ্যোতি মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, 'ছাড়ো তো এসব। পুরুত নয়, আমাদের একটা ভাল কাজের লোক চাই। শোভাবাজারে যারা ছিল তারা পাড়া ছেড়ে এত দূরে আসতে চাইল না। তুমি ভাই একটি ঝি কিংবা চাকর দেখে দাও। নইলে তোমার ওই দুর্গাঠাকরুণের ফাইফরমাস খাটতে খাটতে আমার প্রাণ জেরবার হয়ে যাবে।'

লতিকা ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে বকো না। শোভাবাজারে তো পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে। লোক আজ না হোক কাল পেয়ে যাব কিন্তু পুরুত আমার চাই কালকেই। ভয় পেয়ো না, তোমাকে এই পুজোর ব্যাপারে কিছু করতে হবে না। এখানে কোন ঠাকুরবাড়ি নেই?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি তো কথাটা বলে ফেলেছেন, যোগাড় করার দায়িত্ব আমার। তবে একটা কথা, মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে খুঁতখুঁতুনি করবেন না।'

লতিকা শিউরে উঠলেন, 'ওমা, সে কি কথা!'

দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'দিব্যস্থানে ভয়ে বচ। বঙ্গগৃহিণীরা এই করেই মরল।'

'মরি নিজের বাড়িতেই মরব। বিয়ের পর থেকেই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হয়েছে। তোমার আর কি! এখন একটু হাত পা মেলার সুযোগ পেয়েছি, হাজার হোক, নিজের বাড়ি বলে কথা!'

এই সময় দুম্ করে আলো নিভে গেল। নিবারণ বলল, 'এই এক জ্বালা। ঘাবড়াবেন না, জেনারেটার আছে দেখি গিয়ে।'

নিবারণ অন্ধকারেই চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দিব্যজ্যোতি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'অন্ধকারে যাবে কি করে? লতু, টর্চ আনো।'

নিবারণ বলল, 'কিছু ব্যস্ত হবেন না। প্যাঁচাদের চেয়ে খারাপ দেখি না অন্ধকারে। কলকাতায় থাকতে থাকতে সেটাও অভ্যাস হয়ে গেছে। কাল আপনি আপনার পুরুত পেয়ে যাবেন ঠিক। সকাল সকাল আনব।'

বাড়িটা এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। নিবারণ বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা দিয়ে লতিকা বললেন, 'এখানে ভূতের মত বসে না থেকে বারান্দায় বসবে চল।'

'মোমবাতি আনোনি?' দিব্যজ্যোতির উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানালা দিয়ে খারাপ হাওয়া আসছে না।

লতিকা বললেন, 'এনেছি তবে এখন খুঁজে পাব না।' বলে অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন দিব্যজ্যোতি। খালি বাড়িতে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। দিব্যজ্যোতির প্রথমে মনে হল খালি বাড়ি বলেই এই শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর অস্বস্তি আরম্ভ হল। যেন ঘরের মধ্যেই তিনি শব্দের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন। দিব্যজ্যোতি নীচু গলায় ডাকলেন, 'লতু।' শব্দটা যেন কয়েক গুণ জোরে কানে বাজল। তিনি ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে ব্যথা লাগল টেবিলের পায়ায় ধাক্কা লাগায়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। শোভাবাজারে কোনকালেও ভূতের ভয় পাননি। ওঁর এক জেঠিমা তান্ত্রিকদের খুব মানতেন। বিডন স্ট্রীটের এক তান্ত্রিকের কাছে যাওয়া-আসা ছিল তাঁর। তন্ত্রমতে প্রেত পাঠানো যায়, কারো ক্ষতি করতে অথবা কেউ ক্ষতি করছে জানলে সেই প্রেতকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো যায়, এসব গল্প শুনে শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর মনে অন্য রকমের ভয় এল। এই বিশাল শূন্য বাড়িতে একা থাকাটাই অস্বস্তির। শব্দগুলো নানা রকম মানে হয়ে কানের ভেতর ঢুকছে।

দিব্যজ্যোতি হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় চলে এসে থমকে দাঁড়ালেন। লতিকা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। দিব্যজ্যোতি ঠিক করলেন চশমার কাঁচ এবার পাল্টাতে হবে। । যতই অন্ধকার হোক, লতিকাকে তিনি বেশী ঝাপসা দেখছেন যেন। বাইরে অনেক দূরে দূরে টিমটিমে আলো। আর আকাশটা এখন মেঘমুক্ত কারণ ঠাসঠাস তারারা ঝকঝক করছে। দিব্যজ্যোতি আরও একটু এগোলেন। তাঁর পায়ের শব্দ এতক্ষণে লতিকার কানে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে মুখ ফেরাচ্ছে না। মজা লাগল দিব্যজ্যোতির। মেয়েদের বয়স বাড়লেও মনের মধ্যে অভিমানের বাক্সটা ঢেকেঢুকে রাখে। সময় বুঝলেই খানিকটা খুলে দেখায়। দিব্যজ্যোতি বিকেলে যেটা বলতে গিয়ে পারেননি এই আধা অন্ধকারে যখন তারার আলোর মিশেল চারপাশে তখন দু হাত বাড়িয়ে লতিকাকে কাছে টানলেন। লতিকার শরীরটা এই বয়সেও নরম, অন্তত তাঁর চেয়ে নরম। কাঁধে চাপ দিয়ে ওঁকে ঘুরিয়ে মুখ নামিয়ে লতিকার চিবুক তুলে অনেক অনেকদিন পরে চুম্বন করলেন তিনি। এই ঘটনায় মনে হলো যৌবনের উদ্দাম দিনগুলোর যে স্বাদ লতিকার ঠোঁটে পেতেন তার গন্ধ যেন নাকে লাগল। কিছু বলার জন্যে তিনি মুখ খুলতে যেতেই লতিকা হু হু করে কেঁদে উঠলেন। তারপর দিব্যজ্যোতির বুকে মাথা রেখে সেই কান্নাটা গিলতে চেষ্টা করলেন।

কাঠ হয়ে গেলেন দিব্যজ্যোতি। কোনমতে নিজেকে সামলে লতিকার পিঠে আলতো হাত বোলালেন। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, 'you must not you must not!'

লতিকার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু সেই মুচড়ানো গলায় বললেন, 'কি করব! আজ ওকে ভীষণ মনে পড়ছে। আমাকে ছোটবেলায় এই-রকম বারান্দাওয়ালা বাড়ির কথা বলত।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'লতু ! তুমিই বলেছ, শী ইজ ডেড টু আস।'

লতিকা নিজেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দিব্যজ্যোতি একটু অসহায় চোখে তাকালেন। তাঁর শরীরে কম্পন আসছিল। হাঁটু দুটো হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। এবং এতদিন বাদে স্ত্রীকে চুম্বনের যে আনন্দ কিছুক্ষণ আগে বেলুনের মত ফুলছিল তা এখন চুপসে গেছে! ওই কান্না একটি কারণেই আসতে পারে লতিকার, তাঁরও। দুটো মানুষের সূত্র যদি এক হয় তাহলে একের অনুকরণ অন্যে টের পাবেই। তিনি কিছুতেই মুখটা মনে করতে চাইছিলেন না অথচ বারংবার সে ফিরে আসছে। উনিশ বছর বয়সে তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ে, একেবারে বিয়ে করে খবর পাঠাল সে কাজটা করেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানানোর সাহস হল না। শোভাবাজারের রক্ষণশীল বাড়ির অন্য আত্মীয়দের কথা ছেড়ে দিলেও এই চোরের মত কাজটার জন্যে প্রচণ্ড অপমানিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আহত হয়েছিলেন লতিকা। বড় মেয়ে সম্বন্ধ এনেছিল। বড় জামাই-এর অফিসে কাজ করত ছেলেটি। দিল্লীতেই বাড়ি। মেয়ে জামাই লিখেছিল ছোট মেয়েকে নিয়ে লতিকা যেন দিল্লীতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। সেখানেই মেয়ে দেখবে ছেলে। সেইমত টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল আর তখনই এই কাণ্ড। ছেলে ছবি আঁকে। নিজের সিগারেটের খরচ যার ছবি বিক্রীর টাকায় ওঠে না সে বিয়ে করছে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়েকে। লতিকা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ধরে নেবেন ছোট মেয়ে মৃত। মুখদর্শন করবেন না ঠিক করেও দিব্যজ্যোতিকে অনেকদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল! উনিশ বছরে তিল তিল করে যে স্নেহ দিয়ে ওকে গড়ে তুলেছিলেন তা মুছে ফেলা মুশকিল। কথাটা জানার পর মেয়ে আর এ মুখো হয়নি। দিব্যজ্যোতি জানেন না ফিরে এলে তিনি কি করতেন! তাঁর বিস্ময় লাগে, উনিশ বছরের অভ্যেস, ভালবাসা, পরস্পরের হৃদয়ের স্পর্শ ম্লান হয়ে গেল মেয়ের কোন আকর্ষণের তাগিদে? কয়েক বছরের বা মাসের চেনা একটি পুরুষ কোন যাদুতে এত মূল্যবান হয়ে ওঠে? তার পর যখন কাগজের বিজ্ঞাপনে মেয়ের মোহিনী ছবি দেখতে লাগলেন, বুঝলেন মডেলিং করছে পেট ভরাতে, তখন তলানিটুকুও চলে গেল মন থেকে।

তা এসব বছর পাঁচেক আগের কথা। সময়ের চড়া পড়ে পড়ে একসময় কোথাও এক ফোঁটা জল নেই বলে ধারণা জন্মেছিল দিব্যজ্যোতির। কিন্তু এ স্রোত চোখের বাইরে দিয়ে বয়? চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। সেই সময় লতিকা বলে উঠলেন, 'বড় খুকীদের আসতে লিখলাম, জামাই ছুটি পায়নি বলে এল না। সে নিজে আসতে পারত না? দিল্লী থেকে এটুকু আসা—!'

দিব্যজ্যোতি মনে করিয়ে দিলেন, 'বড় খুকীর মেয়ের পরীক্ষা!'

লতিকা জবাব দিলেন না। তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল ছুটি না পাওয়া, মেয়ের পরীক্ষা—এসব বাহানা। কেউ তাঁর ইচ্ছের দাম দিতে চায় না। কিন্তু আজ ওই বারান্দায় যাওয়ার পর, একা দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ওর কথা। মনে হচ্ছিল কোথাও কি ভুল হয়ে গেছে? সে যেমন অন্যায় করেছে চোরের মত চলে গিয়ে, তাঁরাও কি ওকে বুঝতে ভুল করেছেন? ছোটবেলায় ছোট খুকী বলত, দেখো আমি বড় হয়ে বিয়েই করব না। বিয়ে করলেই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে! দুই বোনের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। বড় খুকীকে বিয়ের পরে তাঁর কান্না দেখে মেয়ে বলেছিল!

এই বাড়ি নিজের। ফোন সরিক নেই, কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। এই সখ তাঁর অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। কিন্তু আজ কেন নিজেকে সুখী ভাবতে পারছেন না তিনি। হঠাৎ মুখ তুললেন লতিকা, 'মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কি পার্থক্য জানো? সবাইকে নিয়ে সুখী হতে না পারলে মানুষের সুখ পূর্ণ হয় না।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' দিব্যজ্যোতির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

'আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব?'

'ভিক্ষে বলছ কেন?'

'ছোট খুকী, ছোট খুকীর কাছে একবার যেতে চাই!'

'কেন?'

'জানি না। কিন্তু না গেলে মন শান্ত হবে না।'

'সে যদি তোমায় অপমান করে?'

'আর কখনও যাব না।'

'না, লতিকা। যাকে একবার মৃত ভেবেছি, যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি, তাকে আর টেনে এনো না। স্মৃতি হাতড়ে কিছু ফেরা ভাল নয়। তোমার বড় মেয়েও খুশী হবে না। তাছাড়া যে লোকটা ছোট খুকীকে পয়সার লোভে মডেলিং করায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে আমার নেই।' দিব্যজ্যোতি কথাগুলো বলছেন যখন তখনই আলো ফিরে এল। শোভাবাজারে লোডশেডিং শেষ হলে অনেক গলা থেকে একসঙ্গে আনন্দধ্বনি ছিটকে উঠত। কিন্তু এখানে কেউ কোন আওয়াজ করল না। এবং তখনই দিব্যজ্যোতির খেয়াল হল নিবারণ জেনারেটার চালু করতে গিয়েছিল অথচ তার কোন ফল পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলবেন।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল দিব্যজ্যোতির। লতিকা তাঁকে ডাকছেন।

'কি বলছ?' বিরক্তি মুখে, গলায়।

'বাথরুমে যাব।'

'যাবে তো যাও না। আমাকে ডাকবার কি আছে!'

'কি সব শব্দ হচ্ছে চারপাশে। তুমি একটু দাঁড়াবে?'

'দাঁড়াবো! আমি? বাথরুমের দরজায়? তুমি কি কচি খুকি?'

লতিকা আর কথা না বলে নেমে গেলেন বিছানা থেকে। নতুন জায়গা, দেওয়ালের গন্ধ এখনও মরেনি, ঘুম আসছিল না প্রথম রাতে। তাও যদি এল লতিকার ভূতের ভয় সেটা ভাঙিয়ে দিল। বালিশে মুখ ডুবিয়ে নিজের শরীর

অনুভব করছিলেন দিব্যজ্যোতি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ বাজল। না, খালি বাড়ির শব্দ নয়, লতিকার হাত থেকে মগ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আর ঘুম আসছে না। দিব্যজ্যোতি চিৎ হয়ে শুতেই মনে হল লতিকা এখনও ফেরেননি! যতই হোক এতক্ষণ কারো বাথরুমে থাকা বাড়াবাড়ি। তিনি শুয়ে শুয়েই ডাকলেন, 'লতু!'

কেউ সাড়া দিল না। অথচ বাথরুমটা তো লাগোয়াই। দিব্যজ্যোতি উঠলেন। চশমাটা নিতে গিয়েও নিলেন না। ভেজানো দরজা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া নেই, দিব্যজ্যোতি আবার ডাকলেন, 'লতু? তোমার হয়ে গেছে?'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেও সাড়া না পেয়ে দরজায় চাপ দিতেই বুক নিংড়ে আর্তনাদ ছিটকে উঠল দিব্যজ্যোতির। লতিকা বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন।

দৌড়ে কাছে যেতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন দিব্যজ্যোতি। শরীরটা যে এত বিকল হয়েছে তা আন্দাজেও ছিল না! তাঁর নিজের বুকই ধড়াস ধড়াস করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কোনরকমে তিনি লতিকার শরীরের সামনে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। হাত তুলে লতিকার কাঁধ ধরলেন তিনি, 'লতু, লতু! কি হয়েছে লতু? কথা বল লতু!'

কোন সাড়া নেই। দিব্যজ্যোতি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর শরীরে এখন এমন সামর্থ্য নেই যে নিচে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করে নিবারণকে ডাকবেন। কিন্তু একজন ডাক্তার আনা দরকার এই বোধ সক্রিয় ছিল তাঁর। নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি জড়ো করে শক্ত হতে চাইলেন তিনি। তারপর আঙুল নিয়ে গেলেন লতিকার নাকের সামনে। নিঃশ্বাস কি পড়ছে? বোঝা যাচ্ছে না। দিব্যজ্যোতির মনে হল আঙুলের চামড়া এত মোটা হয়ে গেছে বয়স হওয়ায় যে সামান্য নিঃশ্বাসের আলতো চাপ ঠাওর করতে পারছেন না। মুখ তুলতেই কল দেখতে পেলেন তিনি। কি মনে হতেই কলের মুখ ঈষৎ খুলতেই জল পড়তে লাগল লতিকার মাথায়। সেই জল তিনি হাতে মেখে বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওঁর গলায় কপালে।

আচমকা অন্যতর ভাবনা এল। এখন লতিকা যদি এই ভাবেই চোখ বন্ধ রেখে চলে যায়? ওর এই সাধের নতুন বাড়িতে লতিকা ছাড়া তিনি কেমন করে থাকবেন? শুধু বাড়ি নয়, তার প্রতিটি প্রয়োজনীয় অভ্যেসের সঙ্গে যখন লতিকা জড়িত তখন তিনি এরপরের দিনগুলোয় বাঁচবেন কি করে? বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল দিব্যজ্যোতির। তিনি প্রাণপণে লতিকাকে ডাকতে লাগলেন।

এই সময় চোখ মেললেন লতিকা। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, জলের স্পর্শ এবং কানে নিজের নাম তাঁকে বিহ্বল করে তুলল। এবং তখনই তিনি স্বামীর মুখ দেখতে পেলেন।

ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন লতিকা। দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন বিপর্যস্ত স্বরে, 'কি হয়েছিল লতু, তোমার কি হয়েছিল?'

ভেজা চুল, সিক্ত জামায় শীত করল লতিকার। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'পড়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মাথাটা—।'

দুটি মানুষ পরস্পরকে অবলম্বন করে কোনক্রমে প্রচুর সময় নিয়ে খাটে ফিরে এলেন। লতিকা পোশাক পরিবর্তন করার শক্তি পেলেন না। সিক্ত বস্ত্র মুক্ত হয়ে চাদরে শরীর মুড়ে পড়ে রইলেন এক পাশে। দিব্যজ্যোতি শক্তিহীন, চোখের সামনে অন্ধকার নিয়ে, বুকভর্তি যন্ত্রণার প্রথম পদক্ষেপ বুঝেও চাদর টেনে তাঁর পাশে শুয়ে। বালিশের নিচ থেকে কৌটো বের করে একটা সরবিট্রেট বের করে নিজের মুখে দিলেন। তারপর দ্বিতীয়টি লতিকার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিতেই শুনলেন, 'কি?'

'সরবিট্রেট!'

'থাক।'

দুটো মানুষের শরীরে সাদা চাদর এমন ভাবে পাশাপাশি টানটান যে আচমকা দেখলে দুটি মৃতদেহ মনে হওয়া অস্বাভাবিক হত না। লতিকার হাত বেরিয়ে এসে দিব্যজ্যোতির হাত আঁকড়ে ধরল।

বাথরুমের খোলা কল তখন একটানা জল ঢেলে যাচ্ছে।

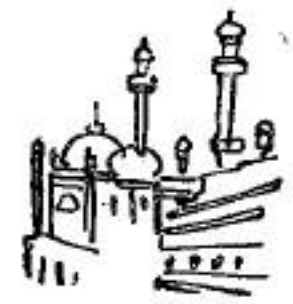

॥ দশ ॥

বদ্রু জমাদারের বউ সাতসকালে নিবারণের ঘুম ভাঙাল।

তখন অন্ধকার মরেছে কি মরেনি, ঘাসে ঘাসে ভিজে রাত জড়ানো আর নিরারণের ঘুম জেঁকে বসেছে যে সময়, সেই সময় কোলাপসিবল গেটে যেন নাকাড়া বাজতে লাগল। ধড়মড়িয়ে উঠল নিবারণ। কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টসের একটি বাদে সবকটির বুক খালি, শব্দ আলপিনের হলে হাতুড়ির বলে মনে হয় তাই। নিবারণের শরীরটা ছিটকে উঠল বিছানা থেকে। কোনরকমে একটা জামা গলিয়ে সে ছুটল ঘরের বাইরে। এই বেরিয়েই তার চক্ষুস্থির। বদ্রুর বউ কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। বাইরের পৃথিবী তখনও আবছা। সে কাছে এসে গলায় বিরক্ত ঝরাল, 'কি ব্যাপার? এত সকালে কেন?'

'আমি বলতে এলাম এখানে আর কাজ করব না।' বদ্রুর বউ মাথা দুলিয়ে জানাল।

'কাজ করবে না? কেন?' হকচকিয়ে গেল নিবারণ।

'ওই গোবিন্দের জন্যে। শালা এক নম্বরের হারামি।'

'কেন? কি করেছে গোবিন্দ? ওর কাজ ইলেকট্রিকের আর তোমার—।'

নিবারণ কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই হাত নাড়ল বদ্রুর বউ, 'যার যা কাজ সে যদি তাই করত তাহলে দুনিয়ায় কোন গোলমাল হত? ও আমার সঙ্গে দেখা হলেই পেয়ারের কথা বলে। কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম এসব শোনা ঠিক নয়। বদ্রুকে বলিনি। নেশা করা মানুষ, হয়তো রাগের চোটে খুনই করে ফেলবে। তার চেয়ে চাকরিটা ছেড়েই দিই। সাতসকালে বলে গেলাম নাহলে বেলা হলে তুমি লোক পাবে কোত্থেকে!'

বদ্রুর বউ এবার কোলাপসিবল গেট ছেড়ে পেছন ফিরছে। নিবারণ তাকে ডাকল ঝটপট, 'আরে যাচ্ছ কোথায়? আমাকে তো পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। গোবিন্দ ছোকরাকে আমি স্পষ্ট বলেছি নিজের কাজটাই মন দিয়ে করতে,—আচ্ছা জ্বালা হল!'

বদ্রুর বউ কথাটা শুনে পা বাড়াল না। পেছনে ফিরে দাঁড়িয়েই রইল। নিবারণের মনে হল বউটার শরীরে বাড়াবাড়ি রকমের যৌবন। ওসব দেখে গোবিন্দটার চিত্ত যদি চঞ্চল হয়, হওয়াটা অবশ্য অন্যায়, হাজার হোক পরের বউ, কিন্তু দোষ মনে মনে দেওয়া যায় না। সে কোলাপসিবল গেট খুলে বলল, 'তুমি ভেতরে এসো, আমি চট করে মুখ ধুয়ে আসছি। আমার সঙ্গে কথা না বলে চলে যেও না।'

নিবারণ চট করে ফিরে এল। এবং ততক্ষণে গোবিন্দর উদ্দেশ্যে একটা উত্তাপের বেলুন ফুলতে আরম্ভ করেছে তার মনে। এখানে কাজ করতে এসেই বাবু প্রেম নিবেদন করছেন। আজই প্রাণহরিবাবুর কাছে ওর নামে রিপোর্ট করতে হবে! সাততাড়াতাড়ি পরিষ্কার হতে না হতে নিবারণ গলা শুনল, 'স্টোভ ধরিয়ে দিই চায়ের জন্যে? এত সকালে আসতে হল বলে চা পর্যন্ত খাইনি।'

নিবারণ দেখল বলতে না বলতেই নিচু হয়ে ঘরের কোণ থেকে কেটলি তুলে নিল বদ্রুর বউ। এবং সেটা নেবার সময় ওর বুকের আঁচল জায়গা ছাড়ল। ওপাশের কলে জল ভরতে চলে গেল সে অনুমতির অপেক্ষা না করেই। এক-একজন মানুষ থাকে, বিশেষ করে মেয়েমানুষ যারা নিজেরাই নিজেদের হুকুম করে এবং সেই হুকুম অন্যেরা শুনে মান্য করতে বাধ্য হয়।

কোম্পানির দেওয়া এই ছোট ঘরে নিবারণের রান্নার সরঞ্জাম, জামাকাপড় এবং খাটিয়ায় বিছানা পাতা! ওর হঠাৎ মনে হল বেশী যৌবন শরীরে থাকলেও বদ্রুর বউটার মন খুব ভাল। সেক্ষেত্রে গোবিন্দটার নজর খারাপ। ব্যাটা আবার কানের পাশে অমিতাভর মত বাবড়ি রেখেছে। এই লক্কা পায়রাগুলোকে দেখলেই তার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

চায়ের জল স্টোভে চাপিয়ে বদ্রুর বউ দরজার গোড়ায় পা মুড়ে বসল। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল খাটিয়ায় বসে, 'গোবিন্দ তোমাকে ঠিক কি বলেছে বল তো?'

'সবকথা কি আমি মনে করে রেখেছি!' ঠোঁট ওল্টালো বদ্রুর বউ।

'আহা, কিছু তো মনে আছে।'

'ফালতু কথাবার্তা। আমার চোখ দুটো নাকি খুব সুন্দর। আমার পায়ের আঙুলগুলো চাঁপাফুলের মত। ফালতু না? মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলা।'

নিবারণ মনে মনে কুল পাচ্ছিল না ভেবে। এই কথাগুলো বলার জন্যেই কারো চাকরি খতম হয় কিনা। তাছাড়া একেই কি প্রেমনিবেদন করা বলে? সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই জন্যে তুমি চাকরি ছেড়ে দেবে সেটা কাজের কথা নয়।'

'শুধু এই জন্যে? কেয়ারটেকারবাবু, তোমার মাথায় কিস্যু নেই।'

'বেশ, বেশ। আর কি কারণ সেটা খুলে বল!'

'না, আমার লজ্জা করে!'

'ও কি তোমার শ্লীলতাহানি করেছে?' নিবারণের রক্ত গরম হয়ে গেল।

'সেটা আবার কি জিনিস?' বদ্রুর বউ গালে হাত দিল।

'আহা, ও ঠিক কি করেছে বলবে তো?'

'খারাপ খারাপ কথা বলে। আমাকে দেখলেই নাকি পাঁচশো ভোল্টের কারেন্ট লাগে ওর গায়ে। অথচ ওর গায়ে আমি কখনও হাত দিই নি। মিছিমিছি ভয়ে ও তোমার কাছে আমার নামে বদনাম দিয়ে দেবে তার আগে আমিই ছেড়ে দিলাম চাকরি।' বদ্রুর বউ চা বানাবার জন্যে ব্যস্ত হল। নিবারণ সেটা দেখল। বিবেকানন্দ বলেছেন, মুচি মেথর তোমার ভাই। এ ব্যাপারে তার কোন উন্নাসিকতা নেই। কিন্তু গোবিন্দর বিরুদ্ধে সে কোন বড় রকমের অভিযোগ পাচ্ছে না। চা ছাঁকতে ছাঁকতে বদ্রুর বউ বলল, 'প্রশংসা শুনলে কোন্ মেয়েমানুষ খুশী না হয় বল? কিন্তু কথা হচ্ছে কে প্রশংসা করছে? ফড়িং-এর মত দেখতে, বয়সে আমার চেয়ে ছোট, ও প্রশংসা করলে আমার মন গলবে?'

চায়ের গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসল বদ্রুর বউ, 'তাই বলে তুমি আবার ওর চাকরি খতম করে দিও না। গরীব মানুষ। এ বাজারে কাজ গেলে মুশকিল হবে খুব।'

চা দিতে গিয়ে যেন ইচ্ছে করেই আঙুল ছুঁয়ে দিল বদ্রুর বউ। নিবারণ বলল, 'কিন্তু ওর জন্যে তোমার চাকরি ছাড়ার দরকার নেই। ও যাতে তোমাকে বিরক্ত না করে সেটা আমি দেখব। বুঝলে?'

বদ্রুর বউ কথার জবাব না দিয়ে নীরবে চা খেল। তারপর নিজের গ্লাস ধুয়ে বলল, 'চলি! বেলায় আসব! একটু একটু ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পাচ্ছে? এখন?'

'রাগ হয়েছিল। সেটা বলে ফেলার পর ঘুমাবো না? তুমি তো কথা দিয়েছ এখন থেকে আমাকে দেখবে। ওপরে লোক এসেছে, কেমন লোক?'

'ভাল। যাও না, দেখা করে এস!'

'মাথা খারাপ! গেলেই কাজ করতে হবে হয়তো।' বদ্রুর বউ ফিরে দাঁড়াল। এবং তখনই বাইরে গাড়ি থামার আওয়াজ হল। বদ্রুর বউ দরজা থেকে কয়েক পা বেরিয়ে আবার ফিরে এল, 'এসে গেছে। আর একটা পার্টি মালপত্র নিয়ে এসে গেছে!'

ওর পাশ কাটিয়ে নিবারণ বেরিয়ে এল। ওকে দেখে কার্তিক বণিক দাঁত বের করে এগিয়ে এলেন, 'নমস্কার। আমি কার্তিক বণিক।'

'নমস্কার! চিনতে পেরেছি। আসুন। খুব সকাল সকাল চলে এসেছেন!'

'আইতে হইল। মানে, এসে গেলাম। একটু পরেই তো লরির জন্যে রাস্তায় রাস্তায় নো এন্ট্রি বোর্ড ঝুলবে। মালপত্র আনতে আর এক ক্ষেপ লাগবে। এই নামাও ভাই, জলদি কর।' কার্তিক পূর্ববঙ্গীয় ভাষা থেকে ফিরে এসে তর্জন করলেন।

নিবারণ বলল, 'আপনার বাবা, ফ্যামিলি?'

'আসবে। সেকেন্ড লটে আসবে। আমার বাবার মশাই অনেক অসুবিধা। চিরকাল পূর্ববাংলার খোলা আকাশের তলায় মানুষ তো! অনেক কষ্টে আসতে রাজী করিয়েছি। দিন, চাবি দিন।'

কার্তিক বণিককে চারতলার ফ্ল্যাট খুলে দেখিয়ে দিল নিবারণ। ব্যাল-কনিতে গিয়ে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'এই জায়গাটা বাবার ভাল লাগবে। একটা কথা, আমার ওয়াইফ মশাই একটু ব্যাকডেটেড। তাতে কোন অসুবিধা নেই। চারতলায় আমাদের মাথার ওপর তো আকাশ। রান্নাঘরে যদি গ্যাসের বদলে উনুন ধরাই তাহলে কারো অসুবিধে হবে না। মানে ধোঁয়া তো সব সময় ঊর্ধ্বগামী। আপনি কি বলেন?'

নিবারণ বলল, 'নিয়ম তো গ্যাস কিংবা স্টোভে রান্না করার।'

'আরে রাখেন মশাই নিয়ম। পাবলিক যদি আপত্তি না করে তাহলে আপনি কিছু বলবেন কিনা সেটা বলুন!' কার্তিক বণিক একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

মাথা নেড়ে ওটা ফিরিয়ে দিল নিবারণ, 'ভেবে দেখি। আগে জিনিসপত্র তুলুন।'

বণিকমশাই-এর জিনিসপত্র কম নয়। কুলিরা হাঁকডাক করে সেগুলো চার-তলায় তুলতে লাগল। নিবারণের খেয়াল হল দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কথা। ভদ্রলোকের রাতটা কেমন কাটল একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। কিন্তু এই ভোরে ডাকলে উনি বিরক্ত হতে পারেন। ওই মানুষটি আলাদা জাতের। অন্তত কার্তিক বণিকের মত হৈচৈ করেন না।

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একা কেন, আপনার ছেলে এলে তো ভাল হত!'

কার্তিক মাথা নাড়লেন, 'অপদার্থ! কলকাতায় থেকে শুধু স্টাইল করা শিখেছে। তবে সেকেন্ড ডিভিসনে বারো ক্লাসের পর বি-কম পাস করেছে। এখন চাকরি করে। কিন্তু আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না। এমন কি মাতৃভাষাটাও বলতে চায় না।'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'সেকি। যেদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম উনি তো বলছিলেন!'

'বাংলা? কি বাংলা? কলকাতার বাংলা! আমাদের দেশের ভাষা, আমার মা যে ভাষায় কথা বলতেন সেটা ওর মুখে শুনতে পাবেন না। বাঙাল কথা বললে বাবুর প্রেস্টিজ যায়!'

কুলিরা এমন হাঁকাহাঁকি করে মাল তুলছে যে নিবারণের মনে হল পোস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে সে। ওখানে এইভাবে ট্রাকে মাল তোলা নামানো হয়। সিঁড়িতে এর মধ্যেই ঘষটানির দাগ লেগে গেছে। কার্তিকবাবু হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠছিলেন, তাঁকে ডেকে দেখাল নিবারণ, 'এই যে দেখুন, সিঁড়িটা ড্যামেজ হয়েছে।'

থমকে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর নিচু হয়ে দাগটা দেখলেন, দেখে মাথা নাড়লেন, 'এ তো হইবই। আলমারি তো লাড্ডু না!'

নিবারণ মৃদুগলায় বলল, 'তা নয়। তবে ওদের যদি বলেন একটু সাবধানে তুলতে, কর্তারা দেখলে খুব অসন্তুষ্ট হবেন।'

'অসন্তুষ্ট? আরে মশাই আপনি আপনার কর্তার সিঁড়ি দেখতেছেন আর

আমার দামী আলমারি যে চোট খাইতেছে তার বেলা? সেলফিস্‌নেশ ইজ ভেরি ব্যাড থিং। এ্যাই কুলি, এ্যাই—।' কার্তিকবাবু আবার ওপরে ছুটে গেলেন।

হঠাৎ লোকটির ব্যবহার কেমন বদলে গেল। সামান্য উত্তেজনায় মুখের ভাষাও পাল্টে গেছে। নিবারণের মনে হল, এই লোক সুবিধের হবে না। ঝামেলা যা হবার এর সঙ্গেই হবে।

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধারণাটা পাল্টাবার কথা ভাবল সে। দুটো টেম্পো এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। কার্তিকবাবুর লরি মাল নামিয়ে সেকেন্ড লট আনতে ফিরে গেছে গড়িয়ায়। টেম্পো দুটো নিয়ে লেক মার্কেট থেকে কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টেসে এসেছেন আর. রামমূর্তি। লেক মার্কেট খুব বেশী দূরে নয়। টেম্পোর কুলিরা মাল নামাবার তোড়জোড় করছিল কিন্তু রামমূর্তি তাদের বাধা দিলেন, 'নো। নট নাউ।' তারপর গম্ভীর মুখে বাড়িটাকে দেখতে লাগলেন।

নিবারণ এগিয়ে গেল চাবি হাতে, 'নমস্কার স্যার, আসুন আসুন।'

'গুড মর্নিং। আমার ফ্ল্যাটটা একটু খুলে দেখাবেন?'

'নিশ্চয়ই স্যার। মালপত্র নামাক ওরা, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

'নো। মালপত্র নামাবে না। আগে আমি ফ্ল্যাটটা আর একবার নিজের চোখে দেখব।' গটগট করে ভেতরে ঢুকলেন রামমূর্তি। ঢুকেই কপালে ভাঁজ তুললেন, 'হোয়াই সো নয়েজ!'

'গড়িয়ার মিস্টার কার্তিক বণিক মালপত্র তুলছেন নিজের ফ্ল্যাটে।'

'গুড গড! উনি কি জানেন না এত শব্দ করা ঠিক নয়?'

'প্রথম দিন তো! মানে ভারী ভারী মাল।'

'নো নো, দিস ইজ ব্যাড। প্রথম দিনে যে করে শেষ দিনেও সে করবে। আর ডোন্ট শো মি আলমায়রা। আমার দেশের বাড়িতে একটা এমন আলমারি আছে যা তুলতে পঞ্চাশজন লোকের প্রয়োজন হয়।' গজগজ করতে করতে হাঁটতে লাগলেন লেক মার্কেটের অঙ্কের মাস্টারমশাই আর. রামমূর্তি। আর তখনই নিবারণ একটু আগের ভাবনাটা পাল্টে ফেলল। যা হবার হয় হোক সে চুপচাপ তার ডিউটি করে যাবে।

দরজা খুলে দ্রুত ভেতরে গেল নিবারণ। জানলাগুলো খুলে দিতেই ভোরের প্রথম রোদ পড়ল ঘরে। সে এক গাল হেসে বলল, 'বাড়িটা এমনভাবে করা যাতে সব ঘরে রোদ আসে।'

কথাগুলো রামমূর্তির কানে ঢুকল বলে মনে হল না। তিনি তখন ঝুঁকে ঘরের মেঝে দেখছেন। সেটা দেখে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত পার্সেন্ট সিমেন্ট ছিল?'

'সিমেন্ট? আমি জানি না। আমি ছিলাম না সেই সময়।'

'কথা বলতে হবে এ ব্যাপারে।' তারপর উঠে গিয়ে বাইরের দরজা থেকে ভেতরের ঘরের দরজা পর্যন্ত পা মেপে মেপে হেঁটে গেলেন। মানুষটিকে

চিন্তিত দেখাল। দ্বিতীয়বার ওই একই পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'যা কথা ছিল তা থেকে কয়েক ইঞ্চি কম আছে এই ঘর।'

প্রতিটি ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ভদ্রলোক। কলে জল আছে কিনা, ইলেকট্রিক অয়ারিং-এ ভুল আছে কিনা দেখার পর তিনটি খুঁত বের করলেন। সবশেষে রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বললেন, 'আমার এই ফ্ল্যাট রিফিউজ করা উচিত। নাউ, হোয়াট টু ডু?'

'রিফিউজ? আপনি ফ্ল্যাট নেবেন না?' নিবারণ হতবাকপ্রায়।

'না নেওয়াই উচিত।'

'না নিলে কোম্পানি নিশ্চয়ই আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।'

'আলবৎ দেবে। শুধু টাকাটা নয়, সুদও দিতে হবে ব্যাঙ্ক রেটে। আপনার কোম্পানি ঘোষ এন্ড ঘোষ কথা রাখেনি।'

'কিন্তু জানেন, আপনি ছেড়ে দিলেই এই ফ্ল্যাট ভাবল দামে নেবার জন্যে লোক অলরেডি ঘুর ঘুর করছে। এই তো, কদিন আগেই দুজনে এসেছিল।'

'আপনার নামটা কি যেন?'

'স্যার, নিবারণ ঢোল।'

'ইয়েস, নিবারণবাবু, আমাকে অঙ্ক শেখাবেন না। আমার ডিস্ট্রিক্টে আমি ছিলাম বেস্ট স্টুডেন্ট। জানালাটা দেখছেন? এখানে একটা ক্র্যাক ছিল। এমন ভাবে রঙ করা হয়েছে যে চট করে বোঝা যাচ্ছে না। এটা ঠকানো নয়?'

নিবারণ জায়গাটা লক্ষ্য করছিল এমন সময় নিচে যেন দাঙ্গা বেধে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি এত জোরে হচ্ছিল যে রামমূর্তি চমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার? কি হল? নিচে ওরকম হল্লা হচ্ছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না। আমি একবার দেখতে যেতে পারি স্যার?'

'সিওর। ইটস ইওর ডিউটি।'

নিবারণ ছুটল। নিচে কার্তিক বণিকের সঙ্গে সমানে গলা তুলছে গোবিন্দ। এ ছোকরা কখন এল? গোবিন্দ বলছে, 'না—না, আপনি ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারেন কিন্তু এই মেইন সুইচে হাত দিতে পারেন না।'

কার্তিক বণিক বলছেন, 'আমি কোথায় হাত দেব না দেব তা তোমার হুকুমে চলবে? জানো কত টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাট কিনেছি!'

'ইলেকট্রিকের ব্যাপারে হাত দিতে গেলে আমার কথা শুনতে হবে। আমি এ বাড়ির ইলেকট্রিক মিস্ত্রি।' গোবিন্দ এই সময় নিবারণকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও দাদা, এই ভদ্রলোক মিটারে হাত দিচ্ছিলেন।'

ছোকরাকে দেখামাত্র বদ্রুর বউ-এর কথা মনে পড়ে গেল নিবারণের। রাগ চেপে সে বলল সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে, 'কথাগুলো একটু আস্তে বলা যায় না? অন্য মালিকদের অসুবিধে হবে এটা খেয়াল আছে?'

গোবিন্দ খেঁকিয়ে উঠল, 'চিৎকার করছেন ইনি। এঁকে বল।'

কথা বলার ধরন দেখে নিবারণ ধৈর্য রাখতে পারল না, 'গোবিন্দ, তোমাকে আর কোন ব্যাপারে কথা বলতে হবে না। তোমার বিরুদ্ধে নালিশ হয়েছে—'

'নালিশ হয়েছে আমার বিরুদ্ধে ? কে করল ?' গোবিন্দ হতভম্ব।

'যেই করুক। আমি এই বাড়ির কোয়ারটেকার। আমি বলছি সেই ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোন কাজে হাত দেবে না।'

'আমি তাহলে এখন কি করব ?' ঘাবড়ে গেছে গোবিন্দ বোঝা গেল।

'তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। তুমি বরং আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি এদের সঙ্গে কাজ শেষ করে আসছি।'

অনিচ্ছুক গোবিন্দ চলে যেতে কার্তিক বণিক বললেন, 'ছাড়িয়ে দিন, অবাধ্য কর্মচারীকে রাখা উচিত নয়। আরে মশাই, আমি আমার মিটারটা দেখবে না ?'

নিবারণ বলল, 'কার্তিকবাবু, আপনার চিৎকারে আমাদের একজন মালিক খুব বিরক্ত হয়েছেন। একটু আস্তে কথা বলার চেষ্টা করুন।'

'আমি চিৎকার করেছি ? আমি ?' হাসালেন মশাই। কে বললে দেখান তারে !'

এই সময় মিস্টার আর. রামমূর্তিকে দেখা গেল, 'আমি বলেছি।'

'অ। তাহলে আপনি চিৎকারের কিছু বোঝেন না। যদি একবার গাড়িয়ায় আমাদের কলোনিতে আসতেন তাহলে বুঝতেন।' কার্তিক বণিকের নজর পড়ল দ্বিতীয়বার তাঁর লড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। তিনি চিৎকার করে ছুটলেন, আর এই টেম্পো দুটো আবার এখানে কেন ? এই ড্রাইভার, সরাও, আমার মাল নামবে।'

রামমূর্তি এগিয়ে গেছেন ততক্ষণে, 'নট এ সিঙ্গল ইঞ্চ। মাল আমারও নামবে।'

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মাল তুলবেন তাহলে ?'

'ইয়েস। আন্ডার প্রটেস্ট।' রামমূর্তি কুলিদের নির্দেশ দিতে লাগলেন।

নিবারণ আর কথা বাড়াল না। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এল সে। গোবিন্দকে আচ্ছা-মতন শিক্ষা দেওয়া দরকার। দরজায় দাঁড়িয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তারই গরম জলে চা ভিজিয়ে দুধ-চিনি দিয়ে বদ্রুর বউ গোবিন্দর হাতে গ্লাস তুলে দিচ্ছে হেসে হেসে। বউটাকে যে ঘরে বসতে বলে গিয়েছিল সেটা তার মনেই ছিল না।

।। এগারো ।।

গোবিন্দ নিবারণকে দেখে আকর্ণ হাসল, 'যা সব মাল এ বাড়িতে ঢুকল, দেখবেন মজা, দিনরাত দৌড় করিয়ে ছাড়বে। মিছিমিছি খচে গেলেন আমার ওপর।' বলে চায়ে চুমুক দিল।

বদ্রুর বউ ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক মালিক হও আর যাই হও, না বলে মেইন মিটারে হাত দেবে কেন ? ঘর নিয়েছ ঠিক কথা কিন্তু মেইন মিটার কি তোমার ?'

নিবারণ চুপচাপ শুনছিল। এবার ইশারায় গোবিন্দকে ডাকল। কিন্তু এর মধ্যেই সে নিজে খসে পড়েছিল। সাতসকালে যে বদ্রুজমাদারের বউ তাকে তুলে গোবিন্দর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে চাকরি ছাড়তে চেয়েছিল সে-ই এখন— !

গোবিন্দ চা হাতে উঠে দু-পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ?'

'তুমি ওর সঙ্গে পীরিত কর শুয়ার ?'

'পিরীত ? যাঃ শালা ! কে বলল ?'

'কে বলল ? ওকে জিজ্ঞাসা কর !' নিবারণ গলা তুলল, 'এসব বাঁদরামি এখানে করা চলবে না। আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কে বলল ?'

গোবিন্দ ঘুরে দাঁড়াল বদ্রুর বউ-এর দিকে, 'এই মীনাজী, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করি ? মাইরি এসব কি বলছে ? পাগল নাকি ? সে সাহস আমার আছে ? আমি প্রেম করতে চাইলে তুমি মানবে ? দাদা, আপনি আমাকে শুয়ার বললেন, এটা খুব খারাপ হল। ঠিক হ্যায়। এই নোকরি আমি করব না।' এক চুমুকে চা শেষ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল হন হন করে ইলেকট্রিসিয়ান গোবিন্দ।

নিবারণ খুব অসহায় বোধ করল। কাউকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া এক জিনিস আর সে যদি রেগেমেগে ছেড়ে দিয়ে যায় তো আর এক জিনিস। এইসময় বদ্রুর বউ হাসল, 'ও শালা পাখি হতে চায়। পাখি হতে হলে দুটো ডানা চাই। তুমি চিন্তা করো না, আমি একটু পরে ওকে ডেকে নিয়ে আসব। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক।'

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'সকালে তুমি বললে ওর জন্যে চাকরি করতে

পারছ না আবার এখন—।'

জিভ কাটল বন্ধুর বউ, 'ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রেম তো বহুৎ কিসিমের হয়। এই প্রেম খারাপ না। শুধু ছেলেটার মাথা খুব গরম হয়ে যায়।'

'তোমার নাম মীনা?'

লজ্জিত মুখে নামাল বন্ধুর বউ, 'হ্যাঁ। মীনাকুমারী।'

ঠিক তখনই দরজার বাইরে কে নিবারণকে ডাকল। সে যাওয়ার আগে বলল, 'তোমার কাজ শুরু করে দাও। আর হ্যাঁ, এই ঘর আমার, ওকে কখনও এখানে আনবে না।' দরজার দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিবারণের বুক কেঁপে উঠল। সে কথাটা শেষ করতেই বন্ধুর বউ-এর ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা চলকে উঠল সেটা যেন কেমন। ছুরির ফলায় আলো পড়লে ওইরকম দেখায়।

কিন্তু ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে সে থমকে গেল। দিব্যজ্যোতি মল্লিক সামনে দাঁড়িয়ে। খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। লাঠিতে ভর করে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সাতসকালেই পরিষ্কার ধুতি এবং ইস্ত্রি করা ফতুয়া পরনে, কিন্তু হাত ঈষৎ কাঁপছে। ওপাশে কুলিদের হাঁকাহাঁকি, জিনিসপত্র তোলার শব্দ সমানে চলছে। কার্তিক বণিক এবং তাঁর পরিবারের গলা পাওয়া যাচ্ছে ওপর থেকে। নিবারণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

দিব্যজ্যোতি মাথা নাড়লেন, 'একজন ডাক্তার চাই। আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী অসুস্থ।'

ডাক্তার? নিবারণ এ পাড়ায় কোন ডাক্তার আছে কিনা মনে করতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ওনার? খুব শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ। কাল বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। সকালেও মাথা তুলতে পারছে না। আমি—আমিও ঠিক নেই, একটু তাড়াতাড়ি—।' দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

নিবারণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি। আপনি, আপনি কি আবার সিঁড়ি ভাঙতে পারবেন? অফিসঘর খুলে দিচ্ছি, একটু জিরিয়ে নিয়ে না হয়—।'

'না। সে একা রয়েছে। আমি ফিরেই যাচ্ছি!' দিব্যজ্যোতি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আবার ফিরলেন, 'সকাল থেকে বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে। অবশ্য জিনিসপত্র তুলতে গেলে একটু হবেই।'

তাড়াতাড়ি ক্যালকাটা অ্যাপার্টমেন্টসের বাইরে বেরিয়ে এল নিবারণ। এবং দেখতে পেল দুটো বিশাল ট্রাক এবং একটা অ্যাম্বাসাডার বড় রাস্তা ছেড়ে এদিকে বাঁক নিল। আবার কে আসছে এখন? ডাক্তার ডাকতে যাবে, না আগন্তুকদের আপ্যায়ন করবে ঠাওর করতে পারছিল না। দ্বিতীয়টি তার আবশ্যিক কর্তব্য, প্রথমটির দায়িত্বও এড়াতে পারে না।

অ্যাম্বাসাডারটা দাঁড়াতেই নিবারণ ছুটে গেল। সুনীল আগরওয়ালা বসে

আছে ড্রাইভারের পাশে। পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখতে পেয়েই সুনীল হাত নাড়ল, 'নমস্তে কেয়ারটেকার সাহেব। হামলোক আ গিয়া।'

মাথা ঝুঁকিয়ে নিবারণ বলল, 'নমস্কার। আপনি? আপনার পিতাজি—?'

'পিতাজিকে বললাম কোন ফিকির না করতে। আমি একাই ম্যানেজ করে নেব।'

'ওহো! তাহলে একটা রিকোয়েস্ট করব?'

'সিওর।' সুনীল গাড়ির দরজা খুলল।

'আমাদের এখানে গতকাল এসেছেন এমন এক ভদ্রমহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনা দরকার। আমাকে যদি পনের মিনিটের জন্যে ছেড়ে দেন, মানে আমি যাব আর আসব।' নিবারণ যেন নিজেরই বিপদ এমন কাতর চোখে সুনীলের দিকে তাকাল।

সুনীল বলল, 'ডাক্তার? ভদ্রমহিলা!' হাত বাড়িয়ে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, 'উঠে আসুন। হেঁটে গেলে যত সময় লাগবে আমার গাড়ি তা থেকে—, এ ভাই, তুমলোগ সামান উতরাও, হাম তুরন্ত আ রহা হ্যায়।'

গাড়ি ঘুরিয়ে সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ দিকে যাবে বলুন?'

'দিক তো জানি না। এখানে কোথায় ডাক্তার আছে খুঁজে নিতে হবে।'

'আচ্ছা! যিনি অসুস্থ হয়েছেন, মানে ওই যে ভদ্রমহিলার কথা বললেন, তিনি কে?'

'তিনি? মিসেস মল্লিক। দাঁড়ান, দাঁড়ান।' নিবারণ চিৎকার করে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ি থামাল। বাঁ দিকের একটা নতুন তৈরী বাড়ির গেটে লেখা, ডক্টর এস. কে. ভাদুড়ি।

কয়েক লাফে দূরত্ব ঘুচিয়ে নিবারণ পৌঁছে গেল দরজায়। বোতামে চাপ দেওয়ার পরেই এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। খালি গা, লুঙ্গি পরা লোমশ প্রৌঢ় বললেন, 'ইয়েস!'

'ডক্টর ভাদুড়ি আছেন?' নিবারণ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'স্পিকিং।' ভদ্রলোকের চোখের পাতা দুবার পড়ল।

'আমি কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস থেকে আসছি। একজন ভদ্রমহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেস সিরিয়াস। দয়া করে যদি আসেন।' নিবারণ হাত তুলে গাড়ি দেখাল।

'কি কেস?' দরজাটা বড় হল।

'তা জানি না। মানে আমরা তো রোগের কিছু বুঝি না।'

'লুক। আই অ্যাম স্কিন স্পেশালিস্ট। কিন্তু যেহেতু এই লোকালিটিতে কোন জেনারেল প্র্যাকটিশনার নেই তাই আমি যাওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করছি। মাই ফিস সিক্সটিফোর।' বলেই, অন্তর্হিত হলেন তিনি।

গাড়িতে বসেই সুনীল সব শুনতে পেয়েছিল। ইশারায় নিবারণকে ডেকে নিল কাছে, 'ইয়ে কোন সা ডক্টর হ্যায় ভাই?'

নিবারণ জবাব দেওয়ার আগেই ডক্টর ভাদুড়ি বেরিয়ে এলেন। লুঙ্গির

ওপরে একটা ফতুয়া চাপিয়েছেন। হাতে চামড়া ওঠা ব্যাগ। নিবারণের সঙ্গে পেছনে বসে ডক্টর ভাদুড়ি বললেন, 'ক্যালকাটা এ্যাপার্টমেন্টস ? আপনি ?'

'আমি কলকাতার কেয়ারটেকার।'

'অ্যাঁ ?' চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার শরীরের কোথাও একজিমা আছে ?'

'একজিমা ? না তো !' নিবারণ চমকে উঠল।

'থাকার কথা। চোখ বলছে। খুঁজে দেখবেন তো !' ডক্টর ভাদুড়ি মাথা নাড়লেন।

সুনীলকে দাঁড়াতে বলে নিবারণ ডাক্তারকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। আধাআধি পেঁছে দাঁড়িয়ে গেলেন ডাক্তার ভাদুড়ি 'কোন তলায় ?'

'এসে গেছি !'

'অ। আমার আবার হার্টের— ! সিঁড়ি ভাঙ্গা—বুঝতেই পারছেন।'

দোতলায় উঠেই হাঁপাতে লাগলেন ডাক্তার। নিবারণ ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের দরজায়। বেলের বোতামে চাপ দিয়ে সে ডাকল, 'আসুন ডাক্তারবাবু !'

দরজা খুললেন দিব্যজ্যোতি। নিবারণ বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

হাতজোড় করে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে ডাক্তারের পোশাক দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন দিব্যজ্যোতি। নিবারণের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আসুন।'

মিসেস মল্লিক শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। ডক্টর ভাদুড়ি বিছানার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার সময় পাননি ? শিফট করার যা ঝামেলা তা আমি জানি। ফ্ল্যাটগুলো কত করে পড়েছে ?'

দিব্যজ্যোতি মল্লিকের চোয়াল শক্ত হল। তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, 'আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ, আপনি ওকে দেখতে এসেছেন ডাক্তারবাবু।'

এবার ডাক্তার ভাদুড়ি রোগিণীর দিকে মন দিলেন। দশ সেকেন্ড চুপচাপ দেখে নিয়ে বললেন, 'ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো !'

দিব্যজ্যোতি গতরাতের ঘটনাটা শোনালেন। ডক্টর ভাদুড়ি বললেন, 'তখনই আমার কাছে আপনাদের কেয়ারটেকারকে না পাঠিয়ে খুব অন্যায় করেছেন। স্ট্রোক হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ইমিডিয়েটলি হসপিটালে পাঠান।'

নিবারণ হতভম্ব, 'আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন।'

ডক্টর ভাদুড়ি ব্যাগ খুললেন, 'এসব কেস হসপিটালে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আপনি কেমন আছেন ? কথা বলতে পারবেন ? কি অসুবিধা হচ্ছে ?'

মিসেস মল্লিক চোখ মেললেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। ততক্ষণে পালস দেখছেন। ডাক্তার প্রেসার দেখে বললেন, 'আই মাস্ট টেল ইউ। ওঁকে হাসপাতালে পাঠান।'

মিসেস মল্লিকের ঠোঁট খুলল, 'আমি হাসপাতালে যাব না। মরতে হয় এখানেই মরব।'

'মরাটা খুব ইজি ব্যাপার নয় ম্যাডাম। আপনার পালসে নর্মাল নয়, প্রেসার খুব নিচে। এখনও হার্ট-বিট, দেখি, নড়বেন না, হুঁ !' স্টেথো ব্যাগ ঢুকিয়ে প্যাড বের করে খসখস করে লিখলেন ডাক্তার। কাগজটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার ফিসটা !'

ডাক্তার টাকা নিয়ে চলে গেলে দিব্যজ্যোতি কাগজটা পড়লেন। একই কথা, এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 'তাহলে ?'

ততক্ষণে ধীরে ধীরে উঠে বসেছেন মিসেস মল্লিক। তাঁর শরীর কাঁপছিল। দিব্যজ্যোতি কাছে এলেন, 'লতু, তুমি উঠো না, তোমার প্রেসার— ।'

'চুপ করো। বাঙালী মেয়ের আবার প্রেসার ! এর চেয়ে খারাপ শরীর নিয়েও আমি কাজ করেছি। কাল যদি পড়ে না যেতাম তাহলে কি টের পেতে ? আমি বাথরুমে যাব।' টলতে টলতে বিছানা থেকে নেমে দিব্যজ্যোতির সাহায্য নিয়ে মিসেস মল্লিক বাথরুমের দরজায় পেঁছে বললেন, 'ঠিক আছে, পারব।'

দরজা বন্ধ হতেই দিব্যজ্যোতি অসহায় চোখে তাকালেন নিবারণের দিকে। তাঁকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল, 'কি করি বল তো ! একা মানুষ, বুঝতে পারছি না। ডাক্তার যখন লিখে গেছে তখন—! কিন্তু ওকে চিনি, যেতেই চাইবে না।' প্রেসক্রিপসনটায় নজর বুলিয়ে আচমকা মুখ তুললেন, 'আরে, এ ভদ্রলোক তো স্কিন-স্পেশালিস্ট, হার্টের কি বুঝবেন ?' তারপর নিজের মনেই মাথা নাড়লেন, 'যাহোক্, আফটার অল হি ইজ এ ডক্টর।'

বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিসেস মল্লিক। মাথা মুখ গলা জলে চপচপ করছে। ঘরে ঢুকে বললেন, 'ছোট খুকীকে খবর দাও। বড় খুকীর দিল্লী থেকে আসতে অনেক সময় লাগবে। যাওয়ার আগে অন্তত একজনের মুখ দেখে যাই।'

দিব্যজ্যোতি হতভম্ব। মিসেস লতিকা মল্লিক ততক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় উঠে গিয়েছেন। মুখ গলা হাত অসম্ভব সাদাটে দেখাচ্ছিল। দিব্যজ্যোতি কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার শরীর কি খুব খারাপ করছে লতু ? তুমি এমন কথা বলছ কেন ?'

মিসেস মল্লিক জবাব দিলেন না। দিব্যজ্যোতি ঘুরে দাঁড়ালেন নিবারণের দিকে, 'হসপিটাল, এখানে কাছাকাছি কোথায় হসপিটাল আছে ? তুমি যদি একটা খবর, মানে এ্যাম্বুলেন্স— ।' দিব্যজ্যোতি ঠিক কি বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। নিবারণ জবাব দেওয়ার আগেই মিসেস মল্লিকের গলা ভেসে এল, 'আমি হসপিটালে যাব কে বলল ? আমি এখানেই মরতে চাই। এই ফ্ল্যাট আমিই পেছনে তাগাদা দিয়ে কিনিয়েছি ; এখানে যখন একবার এসে পেঁছেছি তখন মরার আগে এখান থেকে বের হব না।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'তার চেয়ে তুমি আমায় মেরে ফেল লতু !'

'মানে ?' মুখ ফেরালেন মিসেস মল্লিক।

'সারাজীবন আমি তোমার জেদের কাছে হার মেনেছি, আমি আর

পারছি না।'

'ও! এখন উল্টোচাপ! ছোট খুকীকে খবর দাও।'

'না। তার মুখদর্শন করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা। আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার কোন কারণ নেই।'

কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র মিসেস মল্লিক ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

নিবারণ আর দাঁড়াল না। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক বৃদ্ধকালে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদেরই নিজস্ব। সে প্রায় নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেই বুঝতে পারল নিচে ধুন্দুমার কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কুলিদের চিৎকার বেড়েছে। সেই সঙ্গে তিনতলা থেকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় অনর্গল ক্রুদ্ধ সংলাপ ছিটকে আসছে। দিব্যজ্যোতি মল্লিকের দরজাটার দিকে তাকাল সে। না, এই নতুন বাড়িতে এসেই কাউকে মরতে দেবে না সে! মরতে হলে হসপিটালে গিয়ে মর। টেলিফোনও নেই যে ছাই খবর দেওয়া যায়। প্রাণহরিবাবু বলেছিলেন, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সব বাবুরাই টেলিফোন যখন নিয়ে আসবেন তখন আলাদা করে টেলিফোন নেওয়ার কি দরকার!'

নিবারণ নেমে এসে গোবিন্দকে দেখতে পেল। বদ্রুর বউ ধারে কাছে নেই। নিবারণ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো কাজ করবে না বলে চলে গেলে!'

'বলেছিলাম। কিন্তু মীনাজী আমাকে গিয়ে বলল যে আপনি রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছেন আমি যেন মনে না রাখি। তাই চলে এলাম। না এলে মুস্কিল হত।'

'কেন? মুস্কিল কেন?'

'সব শালা টেঁটিয়া পার্টি এই বাড়িতে ঢুকছে। ওই মাদ্রাজিটা, ও এসে মেইন মিটার দেখে বলছে ভেরিফাই করে নেবে যে ওর সঙ্গে কারো তার জয়েন আছে কিনা! যত বলি নেই, বিশ্বাস করে না। বলে খুলে দেখাও। আমি বলে দিয়েছি কেয়ারটেকার বাবুর পার্মিশন আনুন।' গোবিন্দ হাত নেড়ে কথাগুলো বলল।

'ঠিক আছে। জলদি একটা কাজ করতে হবে! মিসেস মল্লিক খুব অসুস্থ। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এক্ষুনি এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আন। ঝটপট।' নিবারণ হুকুম দিল।

'কে অসুস্থ?' গোবিন্দ হুকুমটা ঠিক বুঝতে পারল না। অতএব নিবারণকে আর একবার তাকে বোঝাতে হল। গোবিন্দ ছুটে বেরিয়ে গেলে আচমকা তার মনে হল এ সবই অভিনয় নয় তো। বিনিপয়সায় চা খাওয়ার জন্যে বদ্রুর বউ তার কাছে গল্প ফাঁদতে এসেছিল সাতসকালে? সে ঠিক করল ব্যাপারটার ওপর নজর রাখতে হবে।

সুনীলদের মালপত্র নামানো হয়ে গিয়েছে। নিবারণ দেখতে পেয়ে বলল, 'আইয়ে কেয়ারটেকারজি! এখন যদি মেহেরবানি করে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে দেন তো কৃতার্থ হই। আমার বাবা হলে এতক্ষণে আপনার নোকরি খতম করে দিত।'

নিবারণ লজ্জিত হল, 'ছি ছি। মাপ করবেন। দেখলেন তো, একজন পেশেন্টকে নিয়ে—, আসুন আসুন। সব রেডি আছে; আসুন।'

সুনীল বলল, 'আমি যেতে পারব না। আপনি কুলিদের নিয়ে মালপত্র ফ্ল্যাটে তুলে সাজিয়ে দিন এমন ভাবে যাতে বাবা বলে ছেলে ভাল কাজ শিখেছে।'

'আপনাদের মাল আমি সাজাবো?'

'সাজাবার আগে নিজের মনে করুন না। এ্যাই কুলি, হাত লাগাও।'

অতএব বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে হল নিবারণকে। সিঁড়িটা এর মধ্যে ডাস্টবিন হয়ে গেছে। রাজ্যের জঞ্জাল, খবরের কাগজে স্তূপ হয়ে রয়েছে। কাগজ দেখে সে চিনতে পারল। এসব কার্তিক বণিকের কাজ। ওপরের কোন পার্টি নিশ্চয়ই বাংলা কাগজ পড়বে না। সুনীলের ফ্ল্যাটের দরজায় তাকে চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কুলিরা যে যেমন পারল জিনিসপত্র ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর দরজায় আবার চাবি লাগিয়ে সে ওপরে উঠল। ভেতরে তখনও মিশ্রিত বঙ্গভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত কার্তিক বণিকের স্ত্রী কোন কারণে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, নিবারণকে দেখে মাথার আঁচল টানলেন। নিবারণ দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গীতে পাশাপাশি এনে বলল, 'মা জননী, একটি নিবেদন আছে।'

ভদ্রমহিলা কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়ালেন সামান্য শক্ত হয়ে।

নিবারণ বলল, 'ব্যাপারটা হল, এই সিঁড়িতে খবরের কাগজ বা ওই জাতীয় কিছু যদি অনুগ্রহ করে না ফেলেন তাহলে ভাল হয়।'

'কে বলেছে? আমরা তো ফেলিনি।' ভদ্রমহিলার গলার স্বর সতর্ক।

'হতে পারে। কিন্তু এটা বলে গেলাম।' নিবারণ ফিরল।

'অকারণে পাঁচটা কথা শুনব কেন? এটা কি গড়িয়ার কলোনি নাকি, পাঁচ-জনে পাঁচকথা ঘরে এসে শুনিয়ে যাবে। দাঁড়ান। শুনেছ, শুনেছ?'

'কি হইল বউমা?' নিবারণ বণিক বেরিয়ে এসেই খুশী হলেন, 'ও মিতা যে। আমি এখানে আইস্যাই আপনারে খোঁজ করতাছি। আইলাম শেষ পর্যন্ত।'

এইসময় কার্তিক বণিক উদিত হলেন, 'ডাকতেছ ক্যান।'

'এঁর লগে কথা কও। সিঁড়িতে কে না কে নোংরা ফেলছে আর আমারে কইতে আইলেন।' কথাগুলো জানিয়ে ভদ্রমহিলা হনহনিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

কার্তিক বণিকের মুখে মেঘ জমল, 'কি ব্যাপার কেয়ারটেকারবাবু?'

'ব্যাপার কিছু জটিল নয়। বাড়িটা পরিষ্কার রাখা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।'

'নিশ্চয়ই। সত্য কথা।' নিবারণ বণিক মাথা নাড়লেন।

'চুপ করো। সবকথার মাঝখানে কথা বাড়ানো বন্ধ কর। হ্যাঁ, তা আপনার কিসে মনে হল আমরা অপরিষ্কার রাখতে চাই। কন?'

'আমার মনে হয়নি। আপনারা ঘরের মধ্যেই যাইচ্ছে করুন তা আমরা

দেখতে যাব না কিন্তু সিঁড়ি, বারান্দা—এসব জায়গায় নোংরা ফেলবেন না।'

'কি নোংরা ফেলছি ?'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন অযথা। আমি সিঁড়িতে খবরের কাগজ দেখেছি।'

'খবরের কাগজ। নিউজ পেপার। সেটা যে আমার তা কে কইল ?'

'বাংলা কাগজ। ছেঁড়া। ওপরে আপনারা ছাড়া আর বাঙালী নেই।'

নিবারণের কথা শেষ হওয়া মাত্র পিতা পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝছি। আমিই ফেলছিলাম।'

'ঠিক করেছেন। একশ বার ফেলবেন। ওই সিঁড়িটা কি কেউ কিনেছে ? আমরা সবাই এখানে ফ্ল্যাট কিনছি, সিঁড়ি তো কেউ কিনি নাই। অতএব ওই সিঁড়ির ওপর আমারও রাইট আছে।'

কথাগুলো বলে কার্তিক বণিক ভেতরে চলে গেলেন। ওঁর বাবা নিবারণ বণিক হাসলেন, বায়ু কুপিত আমার পুত্রের। রাগ কইরেন না। এককালে আমাগো সব ছিল। ইণ্ডিয়ায় আইয়া তো ভিখিরি হইছিলাম। কার্তিক অনেক কষ্টে সেখানে থিকা এখানে আইতে পারছে। তাই মাথা গরম হইয়া যায় মাঝে মাঝেই। লোক খারাপ না।'

নিবারণ বলল, 'ঠিক আছে। এখন যাই।'

'হ। যান। পরে একসময় আইসেন। চা খাইয়া যাবেন।'

নিচে নেমে সুনীলকে চাবি দিল নিবারণ। সুনীলের বাবা শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা আসবেন দুপুরের পর সস্ত্রীক। যাওয়ার আগে সুনীল বলল, 'আচ্ছা, মিসেস ডোরা ক্লিন এসে গেছেন ?'

নিবারণ ঘাড় নাড়ল, না। সুনীল আকাশের দিকে তাকাল, 'কবে আসবেন জানেন ? আমার একটা অফিসিয়াল দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে।'

নিবারণ এবারও কথা না বলে মাথা নেড়ে জানাল সে জানে না। সুনীল চলে যাওয়ার পর তার হাসি এল ঠোঁটে। চেন না মানিক ডোরাকে। কালকেউটে। কাছে গেলেই ছোবল খাবে। মিটিং-এর দিন আলাপ করেছ বলে যদি স্বপ্ন দ্যাখো তো গেলে। ঠিক তখনই গাড়িটা এল।

নিবারণ প্রথমে বুঝতে পারেনি। আজ সকাল হতে না হতেই কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস-এ গাড়ি ট্রাক টেম্পোর মিছিল শুরু হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাচ্ছে না সে। গাড়িটা থেকে দুজন ভদ্রলোক প্রায় একসঙ্গে নেমে নমস্কার করলেন, 'নমস্কার নিবারণবাবু ? চিনতে পারছেন ?'

এবং তখনই নিবারণের মনে পড়ল। এরাই তাকে লিফট দিয়েছিল খিদিরপুরে।

সে বলল, 'হ্যাঁ। কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার তো আপনার হাতে। সেই মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানাটা—।'

'আমি জানি না।' নিবারণ মাথা নাড়ল।

'কি আশ্চর্য! এটা তো আপনার জেনে রাখার কথা ছিল। আমরা দশ হাজার টাকার প্যাকেটটাও নিয়ে এসেছি। কথার খেলাপ করবেন না নিবারণবাবু।'

'আমি কথা দিয়েছিলাম ?'

'আলবৎ দিয়েছিলেন।'

'ঠিকানা দিয়ে দিলেই দশ হাজার পাব ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকদুটো নিজেদের মধ্যে চোখ-চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একজন বলল, 'না, ওটা ফার্স্ট স্টেপ। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার যদি ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেন তাহলে আপনি টাকা পাবেন।'

'যদি উনি না ছেড়ে দেন ?'

'তাহলে আমাদের তো কোন লাভ হচ্ছে না।'

এই সময় খুব দ্রুতগতিতে একটা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এল গোবিন্দ। তার পরের কয়েক মিনিট আর কথা বলার সময় রইল না। স্ট্রেচার নিয়ে দোতলায় দিব্যজ্যোতি মল্লিকের ফ্ল্যাটে উঠে লতিকা মল্লিককে সেখানে শুইয়ে নিচে নামানো হল। যাওয়ার সময় দিব্যজ্যোতিবাবু নিবারণের হাতে চাবি আর একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'চাবিটা রাখো, আর এতে আমার ছোট মেয়ের ঠিকানা আছে ; যদি সম্ভব হয় একটা খবর দিও।'

এ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গেলে নিবারণ সেদিকে তাকিয়ে নিল একবার। তারপর লোকদুটোকে বলল, 'গন্ধ পেয়েছেন ?'

'গন্ধ ? কিসের গন্ধ ?'

'বুড়োবুড়ি। মেয়েরা দূরে থাকে। একজন মরলে আর একজনের সাধ্য নেই এখানকার ফ্ল্যাটে একা থাকে। মরলে ফ্ল্যাট বিক্রি হবেই। হসপিটালে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকুন, কাজে লাগবে।' কথাগুলো শেষ করে নিবারণ ঢোল হনহনিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

।। বারো ।।

সারাটা সকাল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটে কাটল নিবারণের। বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মালিকরা যেন মতলব এঁটে একসঙ্গে আসতে শুরু করেছেন তাকে বিপদে ফেলতে! অথচ সামলাবার জন্যে প্রাণহরিবাবু তো দূরের কথা, ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানি থেকে দ্বিতীয় কোন লোককে পাঠানো হয়নি এ বাড়িতে! নিজের নাওয়া-খাওয়া মাথায় রইল, নিবারণ এ ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে শুধু দৌড়ে গিয়েছে।

অবশ্য নতুন বাসিন্দাদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। একটা মানুষ তার পুরোনো আবাস তুলে দিয়ে এখানে আসছে বাকি জীবনের জন্যে, নিজের ঘরে বাস করার আনন্দ উপভোগ করতে। তারা তো সব দেখেশুনে নেবেই। হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটে বাকী জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে, তার জন্যে ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। হাতের পাঁচটা অসমান আঙুলের মত এক এক জনের মেজাজ এক এক রকম হওয়ার ধকলটা তার ওপরেই পড়ছে। বেলা এগারটা নাগাদ নিবারণ হিসেব করল বারোজন মালিকের মধ্যে আটজন এসে গেছে মালপত্র নিয়ে! এই আটজনের কেউ শুধু মাল রেখে চলে গেছে অধিকার কায়েম করে। বাকি চারজনের এখনও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁদের মধ্যে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার তো আসছেন না। বাকি রইলেন কামাল ওয়াহিদ, প্রবাল সোম এবং ডোরা ক্লিন।

মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটটা পাওয়ার জন্যে সেই লোকদুটো দারুণ জ্বালিয়েছে তাকে। শেষে দালালির পরিমাণ পনের হাজারে তুলেছিল। পনের হাজার টাকা একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি নিবারণ। কিন্তু সে কি করে টাকাটা পাবে? মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানাটা ওদের দিলে তিনি যে ফ্ল্যাট বিক্রী করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং বিরক্ত হয়ে কোম্পানীর কাছে নালিশ করলে তার চাকরির গয়া হয়ে যাবে। লোকদুটোকে পরে আসতে বলে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিল সে।

আর তারপরেই দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কথা মনে পড়েছিল। ভদ্রলোক যাওয়ার সময় তাকে ঠিকানা ধরিয়ে মেয়েকে খবর দিতে বলেছিলেন। কি করা

যায়? ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন কে জানে। হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেওয়া কেয়ারটেকার হিসেবে তার কর্তব্য। এখন বেলা বারোটা বাজে। রান্না চাপেনি তার। সেই সাতসকালে বদ্রুর বউ-এর কৃপায় পেটে চা পড়েছিল। তারপর তো শুধু হৈচৈ। এই সময় গোবিন্দকে নেমে আসতে দেখল নিবারণ। পেছনে তিনতলার সি সুন। ভদ্রলোক ট্যাণ্ডরা থেকে মালপত্র নিয়ে এসেছেন একটু আগে। এখনও স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে আসেননি। যেহেতু তিনি হাসলেন, নিবারণকেও হাসতে হল, 'কেমন লাগছে ফ্ল্যাট?'

'গুড। ভেরি গুড। আমার ফ্লোরে আর কেউ আসেননি?' সি সুন মাথা নাড়লেন।

'না। আপনার পাশে আছেন ডোরা ক্লিন এবং মিসেস ইঞ্জিনিয়ার।'

'আচ্ছা! আমার ফাইন্যালি আসতে এখনও দিন তিন চার লাগবে। ও কে?' মাথা নেড়ে হেসে সি সুন বেরিয়ে যেতেই গোবিন্দর ওপর নজর পড়ল নিবারণের। আজকের সকাল বিচ্ছিরিভাবে আরম্ভ হয়েছিল এই ছোঁড়ার জন্যে। কিন্তু তার পরে খুব খেটেছে ও। কয়েক ঘণ্টা ধরে চমৎকার মদৎ দিয়ে গিয়েছে তাকে। গোবিন্দ বলল, 'আমি এখন ফুটছি। বিকেলে আসতে হবে?'

'নিশ্চয়ই। বিকেলে এসে সব লাইট জ্বলছে কি না দেখে যাবে। বদ্রুর বউ আর এসেছে?'

'আমি কি করে জানবো?' একটু যেন খিঁচিয়ে উঠল গোবিন্দ।

চোখ ছোট করে দেখল নিবারণ। যতই মুখে বল তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি না চাঁদ। অত ঢলে ঢলে গলে গলে কথা, চা করে খাওয়ানো, মিছিমিছি নালিশ করা, আমি কি শোনপুরের গাধা? সে মুখ খুলল, 'ভাল। মিছিমিছি কামাই করলে মাইনে দিয়ে পুষবে না কোম্পানি। প্রাণহরিবাবুকে আমি জানাব সে আসেনি।'

'সে একা কেন, তার গেঁজেল বরটাও আসেনি। তার কথা বলছেন না কেন? গোবিন্দ মাথা নাড়ল, 'যত ঝামেলা আমার ওপর। এই জন্যে আমি মেয়েছেলের ব্যাপারে থাকতে চাই না। ঠিক আছে, যাওয়ার সময় যদি নজরে পড়ে তাহলে পাঠিয়ে দেব। কেউ কি আর ইচ্ছে করে কামাই করে, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!' গোবিন্দ আর দাঁড়াল না।

নিবারণ মাথা নাড়ল। মেয়েছেলের ব্যাপারে থাকতে চাইছে না গোবিন্দ। আরে সেটা বলার হক্ আছে একমাত্র তার। বদ্রু হিন্দুস্থানী, ওর বউ তার ধর্মমতে বিয়ে করা মেয়েছেলে, তুই তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করিস আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! নিবারণের আচমকা মনে হল সে নিছিমিছি গোবিন্দর ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছে। ছেলেবেলায় গ্রামের শ্রীচরণ পরামাণিক একটা কথা প্রায়ই বলত, 'মেয়েছেলে? খবর্দার বিশ্বাস করো না বাপুসকল। নদীকে বাঁধ দিয়ে আট কানো যায় কিন্তু লৌহবাসরও সাপকে আটকাতে পারেনি। সাপের জাত। জাত সাপের জাত!' কেউ একজন রসিকতা করেছিল, 'তা শ্রীচরণদা, তোমার

গর্ভধারিণীও তো একজন মেয়েছেলে!' জবাবটা ঝটপট এসেছিল, 'বটেই তো। তা তিনি আমার বাপের কাছে মেয়েছেলে। আমার কাছে নয়। শোনহে বাপু-সকল, আর একটা বলি, বুকের দুধ আর নাড়ির রক্ত দিয়ে যাকে ধোওয়ায় তার কাছে তেনারা আবার কাঁকড়া হয়ে যান।'

'কাঁকড়া?' সবাই অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল।

'হ্যাঁগো কাঁকড়া। সেই যে মা-কাঁকড়া ডজন ডজন বিয়োলো। তা ডিম ফুটে বাচ্চারা খাবে কি? না খেলে বাঁচবে কেমন করে? অতএব মা-কাঁকড়ারই শরীর খুঁটে খেতে লাগল তারা। সেই মাংস পেট ভরিয়ে বড় হয়ে গেল। আর শুকনো খোল পড়ে রইল মায়ের। সেই রকম সাপ আর কাঁকড়া।'

নিবারণের স্পষ্ট মনে পড়ল মানুষটাকে। খুব জমিয়ে কথা বলতেন। লাঠি হাতে সকাল বিকেল গাঁয়ে পাক মারতেন। ওইসব মানুষ জীবন দেখেছে। কিন্তু তা তো হল, এখন কি করা। দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়েকে খবর দিতে গেলে তো এখুনি রওনা হতে হয়। এখন এই খোলা বাড়ি রেখে যায়ই বা কি করে? নিবারণ সোজা ওপরে উঠে এল। কার্তিক বণিকের ফ্ল্যাটের হৈচৈ এখনও থামেনি। মানুষগুলো কি নিচুগলায় কথা বলতে পারে না? সে দরজায় শব্দ করে দেখল কার্তিক বণিকের মেয়ে এগিয়ে আসছে, 'কি চাই?'

'কিছু না! শুধু বলতে এলাম, আমি একটু বেরুচ্ছি। কোন দরকার থাকলে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তোমার বাবাকে কথাটা বলে দিও।' নিবারণ জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'বাবা! কেয়ারটেকার চলে যাচ্ছে!'

'কে যাচ্ছে?' কার্তিকবাবুর গলা এবং তারপরেই তিনি উদিত হলেন। খালি গা, পরনে লুঙ্গি। নিবারণকে দেখে বলে উঠলেন, 'এই যে মশাই। ক'নম্বর সিমেন্টে বাড়িটা বানিয়েছেন, এ্যাঁ? রান্নাঘরের দেওয়ালে হাত ছোঁয়াতে ঢপ ঢপ করে উঠল!'

'রান্নাঘর! ওহো। আরে কি মুস্কিল। ওর ভেতর দিয়ে জলের পাইপ গিয়েছে যে!'

'জলের পাইপ? যাচ্চলে! করেছেন কি! জল লিক হলে পুরো দেওয়ালটা ধসে পড়বে যে।'

কার্তিক বণিক চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই চিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এলেন তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়ে এবং নিবারণ বণিক। নিবারণবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হইছে কাতু?'

'আর হওনের কি বাকি আছে!' কার্তিক বণিক তাঁর পিতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। পরিবারের অন্যান্যরা সেটার অর্থ ধরতে পারল না। কার্তিক কথাটা বোঝালেন, 'এই ফ্ল্যাট তো এখন বরিশাল। চারদিকে জল, মাঝখানে দ্বীপ। চমৎকার ব্যবস্থা।'

নিবারণ ঢোল আর পারছিল না শুনতে। সে বলল, 'দেখুন এই বাড়ি বানিয়েছে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। আপনার যদি কোন অসুবিধে মনে হয় তার সঙ্গে কথা বলুন।' বলে সে দাঁড়াল না। হনহনিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের আর. রামমূর্তির দরজার বোতাম টিপল। এখান থেকে কার্তিক বণিকের দরজা স্পষ্ট দেখা যায়। বণিকরা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

দরজা খুলল। মিস্টার রামমূর্তি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মুখ বের করে বললেন, 'ও, আপনি!'

'হ্যাঁ। আমি একটু বাইরে বের হচ্ছি। এখনই কোন প্রয়োজন নেই তো?'

'নো। ও হ্যাঁ, আছে, টেল দেম নট টু ডিস্টার্ব মি। পাঁচ মিনিট পর পর এসে বেল টিপছে, এটা চাই ওটা চাই। লুক, আমি এখানে এসেছি ফর পীস্। সেটা যাতে পাই তা দেখা আপনার কর্তব্য। থ্যাঙ্কস্।' রামমূর্তি সাহেব দরজা বন্ধ করামাত্র সিঁড়ি ভাঙতে লাগল নিবারণ। কথাগুলো আবার কার্তিক বণিককে বলতে গেলে ছাড়া পেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

নিচে নামতেই বদ্রুর সঙ্গে দেখা। কোমরে গামছা দেখেই বোঝা যায় টিন আর ঝাঁটা এইমাত্র বাইরে রেখে এসেছে। নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বদ্রু? সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'হসপিটাল। বহুৎ ব্যথা পিঠে।' প্রায় প্রৌঢ় লোকটি কাতর গলায় জানাল।

'পিঠে ব্যথা তো আসতে গেলে কেন?'

'গোবিন্দ বলল, না এলে নোকরি চলে যাবে। বউকে পাঠাব যে তারও উপায় নেই।'

'কেন?' নিবারণ চিন্তিত হল। স্ত্রীর সমস্যা কি স্বামী জেনে ফেলেছে?

'ওরও বহুৎ বোখার।'

'বোখার!' হকচকিয়ে গেল নিবারণ।

'জী। শুয়ে আছে। উঠতে পারছে না।'

নিবারণ অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এখন তুমি বিশ্রাম নাও। এই দরজার গায়ে বসে থাকো। নতুনমালিক এলে ওই অফিস-ঘরে বসতে বলবে। আমি একটা জরুরী কাজে বের হচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে অপেক্ষা করতে বলবে।' নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বদ্রুকে বাড়ি ছেড়ে বের হল নিবারণ। কে মিথ্যে কথা বলছে? বদ্রু না তার বউ? বাড়িতে সুস্থ বউকে রোগী সাজিয়ে রেখে বদ্রুর কি লাভ হবে। নিবারণের মনে হল বদ্রুর বউই বাড়িতে ফিরে জ্বরের ভান করেছে, যাতে স্বামীকে এখানে পাঠিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে একা কাটানো যায়। প্রাণহরিবাবু এলে দুটোকেই তাড়াতে হবে।

আর তখনই রিক্সা দেখতে পেল। সদর রাস্তা ছেড়ে কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসের দিকে আসছে রিক্সাটা। হয়ে গেল! নিবারণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিক্সা মাঝপথে থামিয়ে প্রাণহরিবাবু মিলিটারি মেজাজে তাকালেন, 'কি খবর?'

'খবর ভাল ম্যানেজারবাবু। সব ঠিকঠাক আছে।' নিবারণ জবাব দিল।

'হোয়ার আর ইউ গোয়িং?' বাঘের মত মুখ করলেন প্রাণহরি।

'ডিউটি ম্যানেজারবাবু।'

'ডিউটি ? তোমার ডিউটি ওই বাড়িতে থাকা। রাস্তায় হাওয়া খাওয়া নয়।'

'না-না। হাওয়া নয়। আজ সকাল থেকে আমি কিছুই খাইনি। নো টাইম। একটার পর একটা মালিক আসছে আর তাদের খোপে খোপে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এখন এমন একটা ব্যাপার যে না গেলে নয়।' নিবারণ নিবেদন করল।

'সেই ব্যাপারটাই জানতে চাইছি। তুমি বড্ড বেশী কথা বল নিবারণ।'

'দিব্যজ্যোতি মল্লিকের স্ত্রীর হার্ট-এ্যাটাক হয়েছে। তিনি হসপিটালে—।'

'কে তার স্ত্রী ?'

'তার স্ত্রীই তার স্ত্রী ?'

'ও নো। কে দিব্যজ্যোতি ?'

'একজন মালিক। ওই যে মিটিং-এ এসেছিলেন।'

'পাকা চুল, সাদা রঙ, বাঙালি ?'

'হ্যা, তাঁর স্ত্রীকে আজ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাওয়ার সময় ওরা অনেক অনুরোধ করেছেন যাতে ওঁর মেয়েকে খবর দিই।'

'খবর দিতে তোমাকে যেতে হবে কেন ?'

'স্যার, আমার কোন এ্যাসিস্টেন্ট নেই। যে তিনজনকে ফ্ল্যাটের কাজ করতে দিয়েছেন তারা খুব ফাঁকিবাজ। খুব।' নিবারণ বলে ফেলল।

'ঠিকঠাক উদাহরণ দাও। আমি ওদের তাড়াব।'

'না—মানে—গরীবের চাকরি—।'

'নো মার্সি। গরীব বলে কি সাতখুন মাপ! অভিযোগ করেছ যখন তখন বলতে হবে কি ফাঁকি দিচ্ছে ওরা। গোবিন্দ কাজ করছে না ?'

'না—করছে—ঠিক আছে, আমি এখনই অভিযোগ করছি না। ওহো, চারতলার কার্তিক বণিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব খুঁজছেন।'

'আমার সঙ্গে ?'

'মানে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। আমি বললাম, তিনি মালিকের হয়ে অন্যান্য বিল্ডিংগুলোতে ঘুরে কাজ করেন। যাচ্ছেন তো, দেখা করবেন।'

প্রাণহরিবাবু হাত তুলে ঘড়ি দেখলেন, 'এক ঘন্টার মধ্যে ঘুরে এস। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।'

।। তেরো ।।

এখনও এই তল্লাটে এ-বাড়ির ছায়া ও-বাড়ির গায়ে পড়ে না। বাড়ি তৈরী হয়নি এমন জমি তো চোখ মেললেই দেখা যায়। ফাঁকা এবং নির্জন বলেই দোকানপাট জেঁকে বসেনি। পাড়ার বেকার ছেলেদের দল বেঁধে মাস্তানি শুরু হয়নি। নিবারণ ঢোল কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস ছেড়ে হাঁটছিল। দিব্যজ্যোতি মল্লিকের স্ত্রী হসপিটালে এখন কেমন আছেন জানা নেই। ওঁর দ্বিতীয় অথবা ছোট মেয়েকে এই খবরটা দিতে হবে।

নতুন গড়ে ওঠা এই এলাকার রাস্তাঘাট সুন্দর। একটা সুপারমার্কেট কমপ্লেক্স তৈরী হচ্ছে। নিবারণ দেখল দুজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা পা-সাইকেল রিক্সায় চেপে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এটা একটা ঘটনা বটে। এখনও তেমন করে বাড়িঘর ছড়িয়ে পড়েনি, খুব কম পরিবার এসেছেন উঠে তবু যেসব মহিলাদের দেখা যায় তারা সুন্দরী এবং যাকে বলে স্মার্ট, তাই। তাকালেই মনে হয় ঝকঝকে মারুতি দেখছি। এবং বলতে কি, সব মেয়েই মোটামুটি এক প্যাটার্নে নিজেদের সাজিয়ে রাখে। এর সঙ্গে ওর ফারাক স্বাস্থ্যের এবং আকৃতির। চাউনি, হাঁটাচলা, হাসি এমন কি কথা বলার ধরন, চুলের গড়ন পর্যন্ত এক। কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস ভর্তি হয়ে গেলে এরকম কচি মেয়ে ও-বাড়িতে আসবে কিনা ঈশ্বর জানেন। মেয়েরা থাকলে খারাপ লাগে না, কিন্তু ঝামেলাও তো বাড়ে। এই যেমন বদু জমাদারের বউ যদি অত স্বাস্থ্যবতী না হত তাহলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হত। গোবিন্দ ছোঁড়াটার মাথাও ঠিক থাকত। আবার মজা এমন, প্রাণহরি চ্যাটার্জীকে সে কিছুতেই ওদের ঘটনাটা বলতে পারল না। বাসরাস্তার মুখে এসে দৃশ্যটি দেখল। রোজই দ্যাখে কিন্তু আজ পাত্তা দিল।

নতুন এলাকায় বাড়িঘর বানাচ্ছে যে মিস্ত্রি-মজুরেরা তারা দুপুরের ছুটি পেয়ে উবু হয়ে বসেছে এক একটা হাঁড়ির সামনে। মাথার ওপরে চারটে লাঠিতে কাপড় টাঙিয়ে তাদের দেশওয়ালি দোকানদার সেই হাঁড়িতে ছাতু নিয়ে এসেছে। ছাতু, নুন, টক এবং লঙ্কার ব্যবস্থা আছে। মিস্ত্রি-মজুরেরা তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে ওগুলো। কেউ খাচ্ছে দেখলেই এককালে খিদে পেয়ে যেত নিবারণের। এখন

তো সমস্ত শরীর জুড়ে খিদে। সে সামান্য ইতস্তত করে একটা হাঁড়ির সামনে বসে গেল। দোকানদার এবং অন্যান্য ক্রেতারা তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। বাঙালি ওই পোশাকের ছাতুখদ্দের তারা বড় একটা দ্যাখে না। কিন্তু দ্বিতীয় ঢোকটাই যেন গলা দিয়ে নামতে চাইল না। প্রথমটাকে খিদের টানে জোর করে নামিয়েছিল। দোকানদার তার অবস্থা দেখে হাসল। তারপর শাল-পাতা ফেরত নিয়ে নতুন করে ছাতু মেখে লুকোন পাত্র থেকে গুড় বের করে মেশালো। মিষ্টি স্বাদ খাদ্যটির চেহারাই পাল্টে দিল। দোকানদার বলল, 'বঙ্গালীলোক জাদা মিঠাই খাতা হ্যায়।'

পয়সা মিটিয়ে লোকটার দেওয়া জল খেয়ে সে যখন বাসের জন্যে দাঁড়াল তখন পেট ভরে গিয়েছে। মাত্র একটি টাকায় এতটা পেটভরা খাবার এখনও এদেশে পাওয়া যায়! এবং তখনই নিবারণের একটা শঙ্কা হল। ছেলেবেলায় একবার ছাতু খেয়ে তার তিনদিন পেট ছেড়েছিল। তিনদিনে শরীরের সমস্ত জল বেরিয়ে গিয়েছিল। এরকম ব্যাপার আর একবার হলে আর দেখতে হবে না। যার যা সয় তার তাই করা উচিত। খিদে পেয়েছে বলে লোভের জিভ লকলকিয়ে উঠবে: এটা কাজের কথা নয়। নিজেকে মনে মনে গালাগাল দিতে লাগল নিবারণ চোল।

বাস এবং মিনি বাসের মধ্যে দ্বিতীয়টির সংখ্যাই এই রুটে বেশী। কিন্তু ভাড়ার ব্যবধানটা মনে রাখে নিবারণ। সে পকেট থেকে ঠিকানাটা বের করে দেখে নিল। তারপর ঝর-ঝরে প্রাইভেট বাসটায় উঠে পড়ল। ঠিকানাটা যেখানে সেখানে সরাসরি বাসটা যাবে না। এই তল্লাট থেকে সেখানে সোজা যাওয়ার বাসও নেই। নিউ আলিপুরের পেট্রল পাম্পে নেমে প্রায় মিনিট দশেক হাঁটল সে। অচেনা রাস্তা। বারংবার মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। এবং এই জন্যে অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছে। ম্যানেজার প্রাণহরিবাবু তাকে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হুকুম করেছিলেন। সেটা তো এখনই ফুরিয়ে যাওয়ার পথে। মনে মনে তপ্ত হল সে। কলকাতার রাস্তায় ঘড়ি তোমার বন্ধু নয়।

চার তলা বাড়িটার নম্বরের সঙ্গে মিলে গেল ঠিকানা লেখা কাগজটার নম্বর। এই এলাকায় গরীবেরা যে থাকে না তা বাড়িগুলোর চেহারাতেই মালুম। প্রতি বাড়িতেই গ্যারেজ আছে। এবং হয়তো এখন দুপুর বলেই চারধারে সুনসান নিস্তব্ধতা। কোমর-উঁচু ঘেরা পাঁচিলের ওপাশে থামের ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটা। এক তলায় ঘরের বদলে গাড়ি রাখার জায়গা। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সে চার পাশে তাকাল। এবং তখনই দুটো লোককে বাঁধানো সিমেন্টে বসে তাস খেলতে দেখল সে। লোক দুটো তাকে খেয়ালই করছে না। নিবারণ পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তার চোখ তুলল। বাড়িটার নম্বর বোকার মত জিজ্ঞাসা করতেই একজন বলল, সেটা তো গেটের গায়েই লেখা আছে। জিজ্ঞাসা করার জন্যে ভেতরে ঢোকার কি দরকার। নিবারণ এবার দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়ের নাম বলল।

'মল্লিক!' লোকটা দ্রুত মাথা নাড়ল, 'ইহাঁ মল্লিক-ফল্লিক নেহি হ্যায়।'

ঘাবড়ে গেল নিবারণ। ঠিকানা তো মিলছে। সে মরীয়া হয়ে বলল, 'তা তো হবার কথা নয়। ওর বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। ওর মা খুব অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন। খবরটা দেওয়া দরকার নইলে শেষ দেখা দেখতে পারবেন না!'

'আপ কেয়া নাম বোলা?'

'নিবেদিতা মল্লিক।' বলেই মাথা নাড়ল নিবারণ। কাগজে লেখা আছে নিবেদিতা। ভদ্রমহিলার বিয়ের পরের পদবী সে জানে না। দিব্যজ্যোতি কাগজে হয়তো তাড়াতাড়িতে লেখেনও নি। লোক দুটো এক মত হল এই নামের কোন মহিলা এখানে থাকেন না। শেষে তারা হাসপাতালের খবরটার জন্যেই উপদেশ দিল দোতলা এবং তিনতলার দু'জন বাঙালি থাকে। সে যদি ইচ্ছে করে চার এবং ছয় নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়ে খবর নিতে পারে। ওরা আবার খেলায় মন দিতে নিবারণ সিঁড়ি ভাঙল।

চার নম্বর ফ্ল্যাটের গায়ে লেখা আছে এস. কে. সেন। বোতাম টিপল নিবারণ। একটি অল্পবয়সী কাজের মেয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?'

'ইয়ে, মানে, নিবেদিতা মল্লিক এখানে থাকেন?'

'নিবেদিতা। দাঁড়ান।' বলে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে নিবারণ। দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়ের বিয়ে হয়েছে সেন পরিবারে। কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ান বলে দরজা বন্ধ করল কেন? নিবারণ হাসল। ঠিক করেছে। সে তো ওর কাছে উটকো লোক। উটকো লোককে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এবং তখনই দ্বিতীয়বার দরজা খোলা হল। নিবারণ হকচকিয়ে গেল। একজন স্থূলাঙ্গিনী মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে। এত চর্বি-বহুল শরীর সে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। মহিলার পরনে এই ভরদুপুরেও নাইটি। সেই নাইটির সর্বত্র বড় বড় ফুল ছাপা। নেকি নেকি গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ই-য়ে-স্।'

নিবারণ ঢোক গিলল, 'ইয়ে মানে, নিবেদিতা মল্লিক এখানে থাকেন?'

মহিলা ঠোঁট ওল্টালেন, 'নিবেদিতা মল্লিক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে এই ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। দারোয়ান বলল, এই বাড়িতে মাত্র দুজন বাঙালি পরিবার থাকেন। মনে হয় অল্প বয়স, অবশ্য আমি দেখি নি।' নিবারণ বোঝাতে চাইল।

'বাঙালি? বুঝলাম। তা কি দরকার তার সঙ্গে?' মহিলা তাঁর খাটো চুলে হাত বোলালেন।

নিবারণ আশান্বিত হল, 'আজ্ঞে দরকার আমার নয়। তাঁরই। আমি শুধু খবরটা এনেছি।'

'কি খবর বলুন তো!' ভদ্রমহিলার ফোলা চোখ ছোট হল।

'সে-কথা তাঁকেই বলা ভাল।' নিবারণ একটু সতর্ক হল।

এবার ভদ্রমহিলাকে চঞ্চল দেখাল। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে একজন অবাঙালি

ভদ্রলোক ওপরে উঠে গেলেন। সেটা দেখেই যেন ভদ্রমহিলা বললেন, 'আচ্ছা কাণ্ড! আপনাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনি ভেতরে এসে বসুন না। আসুন।'

কিছুটা জড়তা নিয়েই নিবারণ ভেতরে এল। সে যে সোফায় বসল মহিলা বসলেন তার উল্টোটায়। বসে বললেন, 'আপনি ঠিক নাম বলছেন তো? নিবেদিতা মল্লিক নামে এখানে কেউ থাকে না।'

'থাকে না?' নিবারণ উঠে দাঁড়াচ্ছিল।'

ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন, 'আরে বসুন তো। আপনি কোত্থেকে আসছেন বলুন না। আপনি যখন তাকে দ্যাখেন নি তখন অন্য মেয়েও তো হতে পারে।'

'সে কি করে হবে! অবশ্য বিয়ের পর পদবী পাল্টে যায়। কিন্তু নামটা তো একই থাকে।'

'তা থাকে। কিন্তু আপনাকে পাঠিয়েছে কে?'

'ওঁর বাবা। উনি আমাদের কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসে ফ্ল্যাট কিনেছেন।'

'বাঃ। বাবা জানবে না মেয়ের বিয়ের পর কি পদবী হয়েছে?'

'সেকথাই ভাবছি। অবশ্য বিয়েটা যদি বাবার অমতে—। ঠিক আছে চলি।'

'আরে দাঁড়ান না। আপনি তখন থেকে চলি চলি করছেন। চা খাবেন?'

'আজ্ঞে না। পেলাম না যখন তখন যাওয়াই ভাল নয়?'

'পেলাম না বলছেন কেন? আপনি এমন মেয়ের খোঁজ করছেন যার খবর তার বাবাও রাখে না। বুঝতে পারছি! সেই শয়তানী ছাড়া আর কে হবে?' ভদ্রমহিলা চোখ বন্ধ করলেন। এখন তারপরেই তাঁর মুখ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'শয়তানী? কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। ডাইনি জানেন? এ হল সেই ডাইনি। নতুন নতুন পুরুষ ধরে গপ গপ করে খেয়ে নেয়। মডেলিং করেন! ছাই করেন। কোন রাতে মদ না খেয়ে তো ফেরেন না। নিবেদিতা! হুঁ। বেদি বাদ দিয়েছেন। বেদি থাকলে তো অনেক ঝামেলা। এখন শুধু নীতা হয়েছেন।'

'আজ্ঞে, আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি কি বুঝবেন? আমি বুঝছি হাড়ে হাড়ে। ওই যে ছবি দেখছেন, আমার স্বামী দেবতা, তিনি পর্যন্ত ছোঁক ছোঁক করছেন।' চর্বি থলথলে হাত তুলে দেওয়াল দেখালেন মহিলা। নিবারণ দেখল বাঁধানো ছবিতে সমুদ্রের ধারে একজন যুবক দাঁড়িয়ে। উত্তেজনা কমতে একটু সময় লাগল। মহিলা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবরটা কি এবার বলুন।'

'আজ্ঞে তিনিই এই জন কিনা জানি না কিন্তু মল্লিকমশাই-এর স্ত্রী খুব অসুস্থ। হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন। মেয়েকে দেখতে চাইছেন তিনি। খবরটা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।' নিবারণ উঠে দাঁড়াল, 'এখন মা জননী, দয়া করে তাঁর ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দেন—।'

ভদ্রমহিলা কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। খবরটা জানার পর ওঁকে

খুব হতভম্ব দেখাচ্ছিল। তিনি কোন মতে হাত তুললেন ওপর দিকে, 'ঠিক আমাদের মাথার ওপরে। আমি যে এসব কথা বলেছি তা ওকে না বললেই ভাল হয়। মাকে দেখতে চলে যাক না, এখানে থাকার কি দরকার।'

নিবারণ বেরিয়ে এল। মহিলার শেষ কথায় ঘেন্না ছিটকে উঠছিল। প্রথম দিকে ওঁকে খুব গায়ে-পড়া এবং অন্যের ব্যাপারে কৌতূহলী দেখাচ্ছিল। ভাল লাগছিল না নিবারণের। হঠাৎ মনে হল ওঁরও নিজস্ব কষ্টের জায়গা আছে ভদ্র মহিলাকে ঘিরে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি এমন ব্যবহার করতেই পারেন। নতুন কোন খবর পেলে সেটা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এমন আচরণ।

ওপর তলায় উঠে এল নিবারণ। এখন দুপুর চলছে। এ তলায় কোন মানুষ নেই। ছয় নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার গায়ে কোন নাম লেখা নেই। শুধু নম্বর দেখে বোতাম টিপল সে। প্রথমবার কোন সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপে নিবারণ চারপাশে তাকাল। নিচে যা শুনে এল তা যদি সত্যি হয় তাহলে—। কিছুতেই মল্লিক দম্পতির কথাবার্তা ব্যবহারের সঙ্গে ওই বিবরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃতীয়বার বোতাম টিপতে যাওয়ার সময় দরজাটা খুলল। একজন যুবক, বোতাম খোলা শার্ট গায়ে, গেঞ্জি পরেনি বোঝা যায়, জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?'

লোকটার কথা বলার ধরন, মুখের অভিব্যক্তি এবং চোখের দৃষ্টি বলে দিল খুব সুস্থ নয় এই মুহূর্তে। নিবারণ বিনীত গলায় বলল, 'আজ্ঞে, নিবেদিতা, মানে নীতা মল্লিক—!'

'মল্লিক। ওহ্ গড। হ্যাই নী! কে এসেছে দ্যাখো!' তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এঁজ্ঞে। তিনি এখন ব্যস্ত আছেন।'

প্রথম শব্দটি যে তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হল তা বুঝতে পারল নিবারণ। কিন্তু গায়ে মাখল না, 'কিন্তু খবরটা যে জরুরী!'

এই সময় ভেতর থেকে একটা মিষ্টি গলা ভেসে এল, 'মনি, টেল হিম আই অ্যাম নট ইন মুড। ও-কে!'

যুবক কাঁধ নাচাল, 'অন্য সময় আসুন। উই আর বিজি!'

দরজাটা বন্ধ হচ্ছিল কিন্তু তার আগেই নিবারণ তাড়াহুড়ো বলে উঠল, 'কিন্তু খবরটা ওঁর জানা দরকার।'

'ওর জানা দরকার? ডার্লিং, এ বলছে তোমার জানা দরকার এমন খবর এর কাছে আছে।'

'কোত্থেকে আসছে জিজ্ঞাসা কর। ডিস্টার্বিং।' মহিলার কণ্ঠে বিরক্তি স্পষ্ট।

যুবক হাত নেড়ে ইশারা করতেই নিবারণ জবাব দিল, 'কলকাতা 'অ্যাপার্টমেন্টস থেকে। ওখানে শ্রীযুক্ত দিব্যজ্যোতি মল্লিক ফ্ল্যাট কিনেছেন।'

'হু দি হেল ইজ হি?' যুবক বিরক্ত হল। কিন্তু সেই সময় ভেতরের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে একটি সুন্দরী মহিলা উদিত হল। মহিলা বলা ঠিক নয়। প্যান্ট এবং ব্যাগি শার্টে ওকে বেশ অল্পবয়সী দেখাচ্ছে। বাইরের দরজায় দাঁড়িয়েও নিবারণ তাকে দেখতে পেল। এবং মনে হল যুবতীর মুখ চোখ

থমথমে। জরিপ করে নিয়ে যুবতী বলল, 'লেট হিম কাম মনি !'

যুবক সরে দাঁড়াল। নিবারণ ভেতরে পা বাড়াল। যুবতী জিজ্ঞাসা করল, 'কে পাঠিয়েছে আপনাকে ?' নিবারণের মনে হল ইনিই দিব্যজ্যোতির মেয়ে। গায়ের রঙ, নাক চোখ সেই কথা বলে। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি নিবেদিতা মল্লিক ?'

যুবতী যেন অস্বস্তিতে পড়ল। আড়চোখে যুবককে দেখে নিল। তারপর বলল, 'মনি, প্লিজ গো ইনসাইড। আই অ্যাম জয়েনিং উইদইন ফিউ মিনিটস।'

যুবক আবার কাঁধ নাচাল। তারপর যুবতীর পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল ! যুবতী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'ইয়েস। আই ওয়াজ নিবেদিতা মল্লিক। বাট শী ইজ ডেড।'

নিবারণ কি বলবে বুঝতে পারল না। সে হাতের মুঠো খুলে চিরকুটটা দেখল। দীর্ঘ সময় মুঠোয় থাকায় তাতে এখন অজস্র ভাঁজ। কিন্তু—। যুবতী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার হাতে ওটা কি ?'

'ঠিকানা লেখা কাগজ। আপনার বাবা লিখে দিয়েছিলেন।'

কথাগুলো শেষ করা মাত্র যুবতী দুরন্ত ঘোচাল। নিবারণ কিছু বোঝার আগেই তুলে নিল চিরকুটটা। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর লাল ঠোঁট ফুলে উঠল। ফোলা ঠোঁট দাঁতে চাপল সে। এবার পূর্ণদৃষ্টিতে নিবারণকে দেখল। তার পরেই আচমকা ঘুরে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এত নাটকীয় যে নিবারণের মনে হল যুবতী তার সামনে কাঁদতে চায় না কারণ এইসব অভিব্যক্তির পরে কান্নাই অনিবার্য ঘটনা।

ভেতরের ঘরে যুবক, যার নাম মনি, বিস্ময়ে বলছে, 'হোয়াট 'হ্যাপেন্ড ডার্লিং ?'

'গিভ মি এ সিপ।'

'হোয়াটস দ্য নিউজ।'

'ওহ্ ! ফর গডস্ সেক আইদার কিপ মাম আর গেট লস্ট।'

এর পরে আর কোন বাক্য ভেতরের ঘর থেকে ছিটকে এল না। নিবারণ চার-পাশে তাকাল। এই ঘরে যুবতীর, যার নাম একদা নিবেদিতা ছিল, অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়ানো। দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি। কোনটা নতুন শাড়ির পরিচয় দিতে, কোনটা সুবানের। ছবিগুলো চোখ টানে। হঠাৎ শব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে নিবারণ দেখল, মনি বেরিয়ে আসছে সার্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিবারণের দিকে একবার তাকিয়ে সে সটান বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই নিবেদিতা, যে এখন নীতা হয়েছে, আবার এই ঘরে ফিরে এল। এবার একটু শান্ত যেন সে। পাখির ডানার মত হাত নেড়ে সোফা দেখিয়ে নিজে একটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

নিবারণ বসল। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার মল্লিক আপনাদের ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসের কেয়ারটেকার। মল্লিকবাবু ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। আসলে গতকালই ওঁরা শোভাবাজারের বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিলেন।' নিবারণ বলতে শুরু করল।

নীতা হাত নাড়ল, 'কি যা-তা বলছেন ! বাবা মা শোভাবাজারের বাড়ি ছেড়ে এসেছে ?'

'হ্যাঁ। সত্যি কথা। মনে হয় আপনার মায়ের ইচ্ছেতেই এই ঘটনাটা ঘটেছে।'

'আপনাকে বাবা এখানে আসতে বলেছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'সেটাই তো বলার সুযোগ পাচ্ছি না। কাল ওঁরা ফ্ল্যাটে উঠেছিলেন। এখন নতুন তো, গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে। তবু তার মধ্যে যা করা সম্ভব তাই করেছিলেন ওঁরা। সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে আমি গল্পও করে এসেছিলাম। রাত্রে যে শরীর খারাপ হয়েছে তা আমি জানি না। তখন অন্য ফ্ল্যাটে মালিকরাও তো আসেননি। সকালে জানতে পেরে ডাক্তার ডেকে আনা হল। সেই ডাক্তারের কথায় এ্যাম্বুলেন্সে হসপিটাল।'

'বাবাকে ?' সোজা হয়ে বসল নীতা।

'না। আপনার মাকে। আপনার বাবা বললেন যে খবরটা দিতে।' নিবারণ হসপিটালের নামটা বলল।

'আপনি সত্যি বলছেন বাবা আমাকে খবর দিতে বলেছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। না বললে আমি আপনার কথা জানব কি করে ?'

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীতা। কান্নাটা নীরব ছিল না। নিবারণ বড় চোখে দেখল। তার পর বলল, 'আপনি ভেঙে পড়বেন না। আপনাদের শোভাবাজারের বাড়িতেও আমি গিয়াছি। এখন আপনাকে ওদের দরকার। নিবেদিতা দেবী, আপনি কাঁদবেন না।'

'দিদি, দিদি আসেনি ?' কান্না থামাবার চেষ্টা করছিল নীতা।

'না। তিনি সম্ভবত খবর পান নি।'

'একটু দাঁড়ান।' চকিতে উঠে গেল নীতা। আর তখনই ঘড়ির দিকে নজর গেল নিবারণের।

সর্বনাশ ! প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় আজ তাকে জ্যান্ত খাবেন। এক ঘণ্টা কখন ফুড়ুৎ হয়ে গিয়েছে। এবং তখনই বমির আওয়াজ পেল ! বমিটা যেন চেষ্টাকৃত। সে ঘাবড়ে গিয়ে ভেতরের দিকে এগোতেই বেল বাজল। নিবারণ কি করবে বুঝতে না পেরে দরজাটা খুলতেই একজন প্রৌঢ় সুবেশ ভদ্রলোক দেখা দিলেন, 'নীতা কোথায় ?'

'আছেন।'

'আপনি ? আগে কখনও দেখিনি তো ?'

'আজই প্রথম এলাম।'

'আই সি।' ঘড়ি দেখলেন চট করে, 'কোথায় ও ?'

'ভেতরে। বমি করছেন।'

'বমি করছে? মাই গড!' ভদ্রলোকের মুখে চোখে দুশ্চিন্তা স্পষ্ট হল।

তখনই তোয়ালে হাতে নীতা ভেতরের দরজায়, 'ও, আপনি। শুনুন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যদি ওয়েট করতে পারেন তাহলে পরে যোগাযোগ করবেন।'

'কিন্তু নীতা, ব্যাপারটা কি! এভরিথিং রেডি, ক্যামেরাম্যান অপেক্ষা করছে—।'

'আঃ। যখন আমি না বলি তখন সেটা না। আসতে পারেন।'

ভদ্রলোককে উত্তেজিত দেখাল, 'বাট, বাট, এভাবে চলতে পারে না। তুমি মনে করো না এই শহরে মডেল হিসাবে আর কোন মেয়ে তোমার কাছাকাছি নেই। ওয়েল, আমি দেখে নেব।'

মিনিট পাঁচেক পরে, ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর যখন নিবারণ একা বসে, তখন তৈরী হয়ে এল নীতা। এখন মুখচোখ অনেক স্বাভাবিক। এসে বলল, 'চলুন।'

নিবারণ উঠে দাঁড়াতেই সে থমকে দাঁড়াল। এখন নীতার শরীরে নীল স্ট্রাইপ শাড়ি, নীল জামা, চুলে শুধু চিরুনি বোলানো। নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব জটিল মানুষ নন। একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আজ্ঞে বলুন।'

'একটু কাছে এগিয়ে আসুন!'

নিবারণ সংকোচ নিয়ে একটু এগোল। নীতা প্রায় তার নাকের কাছে। মেয়েটা লম্বা বটে। এবং যুবতী। নিবারণের শরীর ছমছম করতে লাগল। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল করে ভাবুন তো, আমার মুখে কোন গন্ধ পাচ্ছেন কিনা!'

নিবারণ ঘ্রাণ নিল। নিয়ে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

চট করে মুখ সরিয়ে নিল নীতা, 'খুব স্পষ্ট? এখান থেকে পাচ্ছেন?'

নিবারণ মাথা নাড়ল আবার, 'না। এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চলুন।' নীতা নিবারণকে নিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিল। তারপর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের ঠিক কি হয়েছে?'

'বুকে ব্যথা। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হতে পারে।'

থমকে দাঁড়াল নীতা, 'কেন?'

'কেন আমি জানি।' উত্তরটা দিতে দিতে নিবারণ লক্ষ্য করল চার নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা আধ ভেজানো। তার আড়ালে যিনি দাঁড়িয়ে কথা শুনেছেন তার পরিচয় জানতে দরজা খোলার দরকার নেই। নীতা কাঁপাগলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মা বাঁচবে তো!'

'নিশ্চয়ই। আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত এখন। এমনিতে খুব দেরি হয়ে গেছে।'

নিচে নামতেই সেই লোক দুটোর সঙ্গে দেখা। এদের একজন কপালে হাত

ছুঁইয়ে সেলাম জানাতেই নীতা বলল, 'দারোয়ান, চট করে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো।'

'আমি এবার যাই।' নিবারণ বলল।

'আপনি কোন্‌দিকে যাবেন?'

'কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসে।'

'ও হ্যাঁ। সেটা কোথায়?'

নিবারণ নতুন তৈরি হওয়া এলাকাটার বিবরণ দিল। নীতা মাথা নাড়ল, 'আমি ভাবতেই পারছি না শোভাবাজারের বাড়ি ছেড়ে মা-বাবা কেন এমন ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে আসবে। আমরা ছেলেবেলায় যখন আবদার করতাম তখন মা বলত মরার আগে ও বাড়ি থেকে—। আচ্ছা, বাবা মা আপনাকে আমার কথা কিছু বলেছেন?'

'আজ্ঞে না। আমার সঙ্গে তো তেমন আলাপ নেই।'

'আমি আশা করব আপনি গন্ধটার কথা কাউকে জানাবেন না।'

'আজ্ঞে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

এই সময় ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল। নীতা বলল, 'আমি তো ওদিকেই যাব। আপনি না হয় নেমে যাবেন। খামোকা বাস ধরবেন কেন?'

অতএব পেছনের সিটের বিপরীত জানলার ধারে গুটিসুটি মেরে বসল নিবারণ। নীতা চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ নিবারণ বলে ফেলল, 'আপনার বাবা-মা দেবতুল্য মানুষ। চুপচাপ নিজের মত থাকেন।'

নীতা ফিরে তাকাল, 'দেবতার ঘরেই তো দৈত্য জন্মায়। জন্মায় না?'

'না, মানে, আমি তো এ ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'আমার কাজ বাবা সমর্থন করেননি। আমি এখনও মনে করি ব্যক্তিগত ব্যাপারে বাবা এবং সন্তানের মধ্যে সব ব্যাপারে মিল হবে এবং এমন নাও হতে পারে। কে ভুল করছে সেটা সময় বলবে। হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রে মনে হতেই পারে আমি ভুল করেছি। কিন্তু তার জন্যে আমি কোন মতেই অনুশোচনাগ্রস্ত নই। কিন্তু বাবা আমার মুখ দর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বাবাকে আমি চিনি। এই প্রতিজ্ঞা ভাঙার কারণ খুব বড় কিছু না হলে—।' নীতা থমকে গেল। তারপর অনুনয়ের গলায় নিবারণকে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?' নিবারণ না বলতে চাইল। প্রাণহরিবাবুকে চটিয়ে কেয়ারটেকারের চাকরি করা যাবে না। কিন্তু কথাটা নীতার মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে পারল না সে। ব্যাপারটা এই প্রথম নয়। চৈতন্যোদয় হবার পর থেকেই এই কান্ড চলছে। সঠিক সময়ে সে সোজা হতে পারে না। সরে আসতে পারে না অবধারিত ঝামেলার স্রোত থেকে। কয়েকটা না ঠিক সময়ে বলতে পারলে তার জীবন অন্যরকম হত। নিজেকে এক সময় মেরুদন্ডহীন বলে ভাবত সে নিজেই। কেন সে প্রতিবাদ করতে পারে না। কেন অন্যের সমস্যা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে না! কিন্তু তারপরে ভেবে দেখেছে সেটা করতে পারলে কি লাভ হত। জীবন কি পাল্টে যেত? তবু সেটা জীবনই থেকে যেত। এ

খাতের বদলে ওখাতে জীবনের স্রোত বইত। সে জীবন যদি আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে আপাত সুখের হত তাহলে এই বা কম কি! অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি মানিয়ে নিতে পারছ, মেনে নিতে জানছ ততক্ষণ তোমার মত সুখী কেউ নেই। অতএব যদি আজ দেরি হয়ে গেছে বলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয় তো কি করা। এই মেয়েটা যতই মদ খাক, ইংরেজি বলুক, দেওয়াল জুড়ে ছবি টাঙাক কিন্তু ভেতরে এমন একটা নরম ব্যাপার আছে সেটা সে টের পেয়ে যাচ্ছে বারংবার। নীতা তার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে। নিবারণ স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক আছে।'

হসপিটালের গেট পেরিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল নীতা। এখনও ভিজিটার্সদের আসার সময় হয়নি বলে ভিড় জমেনি। কিন্তু দিব্যজ্যোতি মল্লিককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওরা সোজা এনক্যুয়ারিতে চলে এল। খাতাপত্র দেখে ভদ্রলোক জানালেন শ্রীমতী লতিকা মল্লিক এখানেই ভর্তি হয়েছেন। তবে এখনও বেড নাম্বার দেওয়া হয়নি। বারবার জিজ্ঞাসা করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক খোঁজ নেবেন বলে আশ্বাস দিলেন এইমাত্র। এত বড় হাসপাতালের কোন্ বিছানায় লতিকা মল্লিক শুয়ে আছেন তা কে বের করবে। সবচেয়ে অসুবিধের ব্যাপার, ভিজিটিং আওয়ার না এলে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং তার জন্যেও কার্ড লাগবে। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করা যায় বলুন তো!'

নিবারণ চারপাশে তাকাল। চত্বরটা বেশ বড়। একটা পুকুর, কিছু গাছ-গাছালি আর গাড়ি যাওয়া আসার বাঁধানো পথ। সে বলল, 'উতলা হবেন না। আপনার বাবা নিশ্চয়ই এখানে কোথাও অপেক্ষা করছেন। তাঁকে পেলেই খবরটা জানা যাবে। আপনি এক কাজ করুন। আমি এপাশ দিয়ে যাচ্ছি, আপনি ওপাশ দিয়ে হাঁটুন। নিশ্চয় ওঁর দেখা পাওয়া যাবে এখানে।'

নীতা মাথা নেড়ে বিপরীত দিকে হাঁটা শুরু করল। সামনেই একটা জটলা। নিবারণ সেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পা থামাল। এক ভদ্রলোক দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলেছেন। তাকে ঘিরে থাকা ভিড় সান্ত্বনা দিচ্ছে। ভদ্রমহিলা কেউ নেই সেই ভিড়ে। ভদ্রলোক হঠাৎ হাত সরিয়ে লাল ভিজে চোখে চিৎকার করে উঠলেন, 'কি পাপ করেছি আমি যে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। মাত্র এক বছরের জন্যে কেন সে এল আমার কাছে?'

আর একজন বলল, 'শান্ত হও সুধীর। বাচ্চাটার কথা ভাবতে হবে। সে বাচ্চাটাকে জন্ম দিয়ে গেছে। অত ভেঙে পড়ো না।'

'কে চায় বাচ্চা! যার বাচ্চা সে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না!'

নিবারণ সরে এল। ভদ্রলোকের এক বছরের বিবাহিতা স্ত্রী বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। মাত্র এক বছরের পরিচয়। তাতেই ওঁর মনে হচ্ছে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। ওর হঠাৎ মনে হল জন্ম মাত্র যদি ঘোষণা করা যেত কত দিন আয়ু—তাহলে ঘনিষ্ঠদের শোক অনেক কম হত। যেহেতু ঈশ্বর মৃত্যু ব্যাপারটা রহস্যময় রেখেছেন, ওই একটা ব্যাপারেই। আগে বলা হত জন্ম মৃত্যু

বিবাহ। কিন্তু আজকাল জন্মটা তো মানুষের নিয়ন্ত্রণে। তার খেয়াল খুশী মত সন্তানের জন্ম হয়। ঈশ্বরের এ ব্যাপারে কোন হাতই নেই। বিবাহের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার। নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে নিজের আর্থিক স্থিতি হবার পরেই মানুষেরা বিবাহের কথা চিন্তা করে। তার অর্ধেক অংশই পাত্রী পছন্দ করে রেখে বিবাহের দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে। ঈশ্বরের অধিকার এ ক্ষেত্রেও কমে এসেছে। তার একমাত্র লীলা মৃত্যু নিয়ে। হয়তো বেশী দিন নেই, যেমন একটি ব্যাটারির আয়ু—কতদিন তা আগে থেকেই নির্ধারিত করা সম্ভব তেমনি একটি মানুষের ক্ষেত্রেও আবিষ্কৃত হয়ে যাবে।

আহা, আমি কবে মরছি তা যদি আগে থেকে জানা যেত!

নিবারণ হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের এ প্রান্তে চলে এসে দেখল নীতা পাথরের মত দাঁড়িয়ে। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দিব্যজ্যোতি মল্লিককে দেখতে পেল। বাজপড়া নারকেল গাছের শরীর সম্ভবত ওঁর চেয়ে সুদৃশ্য হয়। পুকুরের গায়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছেন জলের ওপর চোখ রেখে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে তিনি কিছুই দেখছেন না। নিবারণ ধীরে ধীরে নীতার পাশে এসে দাঁড়াল, 'যান, কাছে যান।'

নীতার যেন এই শাস্তিটুকুর দরকার ছিল। সে পুতুলের মত হাঁটতে লাগল। নিবারণের মনে হল বাবা মেয়ের এই মিলনের সময়ে তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার গল্প জানার মনটা সুড়সুড় করে উঠল। সে অলক্ষ্যে বেঞ্চির পেছনের গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

নীতা এগিয়ে যেতে যেতে একবার থামল। ইতস্তত করল। তারপর আবার পা ফেলে দূরত্ব কমাল। কেউ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অনুমান করে দিব্যজ্যোতি মুখ তুললেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিবারণ প্রমাদ গুণল। এইবার নিশ্চয়ই বিস্ফোরণ ঘটবে।

কিন্তু কিছুই হল না। দিব্যজ্যোতি এক মুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। ঐ সময়ের আগে দেখা পাওয়াও সম্ভব নয়।' কথাগুলো শেষ করে জলের দিকে তাকালেন দিব্যজ্যোতি। এতকাল পরে মেয়ের দেখা পেয়ে অন্য কোন উচ্ছ্বাস অথবা ক্রোধ-এর চিহ্নমাত্র ফুটে উঠল না তাঁর গলায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল নীতা। তারপর ধীরে ধীরে বাবার পাশে বেঞ্চিতে বসল।

নিবারণ দেখল দুটো মানুষ পাশাপাশি পাথরের মত চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছে না। সে আর দাঁড়াল না। নিঃশব্দে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল।

॥ চোদ্দ ॥

কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টসের দুটি ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। বাকি দশজন মালিকের অনুযোগ এবং উপরোধের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে ঢোলের অবস্থা যা তাতে ওই দুজন এলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। ম্যানেজার প্রাণহরি চ্যাটার্জীর দেখা নিয়মিত পাওয়া যায় না। তিনি ব্যস্ত থাকেন স্পটে। ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানী নতুন বাড়ি তুলবে সল্ট লেকে আর গলফ্ গ্রীনে। সেখানে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ভদ্রলোককে। নিবারণ যে একটু রেহাই পাবে তার কোন উপায় নেই।

অবশ্য প্রাণহরিবাবু থাকলেই বা কি এমন হত! স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'লুক ঢোল, তুমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার। ইউ মাস্ট টেক কেয়ার অফ দিস হাউস। আমার কাছে প্যান প্যান করতে আসবে না। নিজের ওপর আস্থা রাখ হে, নইলে কোনদিন ইমপ্রুভ করতে পারবে না।'

আড়ালে এসে গজগজ করেছিল সে। এই বুড়ো বয়সে উন্নতি করে কি হবে। ইচ্ছে করলেই তো সে এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারে। কোন নোঙর যার নেই তার আবার থিতু হয়ে বসার চিন্তা! পায়ের তলার সরষে গড়ালেই হল! কিন্তু এইসব লোকগুলো যতই ঝামেলা করুক; নিবারণকে অবিশ্বাস করে না বরং আস্থা রাখে। আর এইটে হয়েছে কাল। যারা আস্থা রাখে তাদের ছেড়ে যাবে কি করে?

তাও সে কেয়ার করত না যদি সেই গোবিন্দটাকে তাড়ানো যেত। কি করে বাবার বয়সী একটা লোকের বউ-এর সঙ্গে দিনরাত তুই প্রেম করছিস? লজ্জা বলে কোন বোধই নেই। ব্যাপারটা এই বাড়ির বাসিন্দাদের নজরে পড়ছে না বলা ঠিক নয়। এই সেদিন কার্তিক সাহা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, শোনেন কেয়ারটেকার মশাই, আপনারে একটা কথা কই। মিসেস জমাদারের লগে মিস্টার ইলেকট্রিকসিয়ানের রিলেশনটা ঠিক না।'

নিবারণ ঢোঁক গিললে। শেষ পর্যন্ত হাত পড়ল। ঠিক হয়েছে। এবার উৎখাত হবে ব্যাটা। কিন্তু কেয়ারটেকার হিসেবে তার উচিত কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষা করা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসে বুঝলেন?'

'হাসি। অত হাসি এমনি এমনি আসে না। দুজনে একসাথে হইলেই শুধু হাসে। অবশ্য কোন ডায়ালগ শুনি নাই। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, ছেলে-মেয়ে নিয়া ঘর করি তো—বোঝলেন?'

নিবারণ বলেছিল, 'ঠিক আছে, বলে দেব যেন না হাসে।'

'আমার নাম কইয়েন না আবার। জমাদারনী আর মিস্ত্রি, দুটাকেই তো লাগে।' অতএব কিছু বলা গেল না। নিবারণ আর বোকামি করতে চায় না। বলতে গেলেই ছোকরা জিজ্ঞাসা করবে কে বলেছে বলুন? আমাদের নিয়ে কে খারাপ বলেছে? উত্তর দিতে সে যখন পারবে না তখন কথা বাড়িয়ে কি লাভ। নিবারণ একদিন বদ্রুকেও ধরেছিল। গাঁজা খেয়ে না-খেয়ে লোকটা বেশ জড়-ভরত হয়ে গেলেও দিনের কাজটা করে দিয়ে যায়।

বদ্রু বসেছিল সিঁড়ির তলায়। ওখানে বসে গাঁজা খেতে বড্ড সুবিধে। কিন্তু সে দু'হাতে মুখ ঢেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মেয়ের দিকে। একটু আগে কার্তিক সাহার স্ত্রী কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফেরার সময় ওইখানে একটা শালপাতা ফেলে গিয়েছেন। পাতাটা বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছে। নিবারণ কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বদ্রু, বদ্রু! কি হয়েছে?'

লোকটার জন্যে খুব কষ্ট হল তার। বউ যদি পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তাহলে তো এই অবস্থা হবেই। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতেই মুখ ফেরাল শালপাতা থেকে বদ্রু। একটু চেষ্টা করার পর সে নিবারণকে চিনতে পেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল নিবারণ। তাকে দেখে এ আবার হাসে কেন? এই সময় বদ্রু বলল, 'হায় কেয়ারটাকারবাবু, আমার কি নসীব! বহু খুব সাধ করে বলেছিল কচ্ছপের মাংস খাবে। আমি কিনতে পারছিলাম না! তা ভগবান দেখুন নিজে খুশী হয়ে আমার কাছে জ্যান্ত কচ্ছপ ভেজিয়ে দিয়েছে। শালা নাচছে কেমন, ফুর ফুর ফুর ফুর। লঙ্কা দিয়ে রাঁধলে শালার মজা বের হবে।'

কচ্ছপ! নিবারণ মাথা পেছালো। লোকটা তাকে কচ্ছপ ভাবছে নাকি! এই সময় হাত বাড়িয়ে বদ্রু ডাকল, 'আ, তু তু, মেরি যান, আ যা।'

হাত লক্ষ্য করে নিবারণ দেখল শালপাতাটাকে ডাকছে ব্যাটা। সেটা এখনও বাতাসে নড়ছে। নিবারণ পিছিয়ে গিয়ে পাতাটাকে তুলে নিয়ে ফের বদ্রুর কাছে এল, 'এটা একটা শালপাতা।'

'পাতা!' বদ্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, 'যাঃ শালা! কচ্ছপ কি করে পাতা হয়ে গেল! বাবু, এ দুনিয়া বহুত আজব জায়গা। এর আগে একদিন এখানে আমি সমুদ্দুর দেখেছিলাম আর তারপরেই সেটা হয়ে গেল সাবান কি ফেনা। আমার বহু কচ্ছপ খেতে চেয়েছিল!' বিষণ্ণ হয়ে গেল বদ্রুর মুখ।

'তোমার বউকে তুমি খুব ভালবাস বদ্রু?'

'এ কি বাত বললেন কেয়ারটাকার বাবু! আমার তো চারটে বহু নেই দশরথজীর মত, ওই একটাই বহু। ওকে ভালবাসব না?' স্মিত মুখে জবাব দিল লোকটা।

'কিন্তু তোমার চেয়ে অত ছোট মেয়েকে বিয়ে করলে কেন ?'

'সে একটা ঘটনা। ওর বাপ ছিল আমার বন্ধু। মরে যাওয়ার আগে বলেছিল, বদ্রু মেয়েটাকে দেখিস। দেশে থাকত। ওর মা বলল, মেয়ের বিয়ে দেব। আমি বললাম, দাও। কিন্তু বহুৎ টাকা লাগবে যে। সেই টাকা আমি কোথায় পাব ? তখন ওর মা বলল, তোমার তো বহু বাচ্চা নেই। বিশ সাল আগে বহু মরে গেছে বাচ্চা পয়দা করতে গিয়ে। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে কর। মরদদের বয়স হয় না। তাই করে ফেললাম। বন্ধু বলেছিল ওকে দেখতে তাই দেখছি।' থেমে থেমে চোখ বন্ধ করে বদ্রু বলল।

'কিন্তু তোমার বউ বড্ড হাসে।'

'আরে কেয়ারটাকার বাবু, ওই বয়সে হাসবে না তো কি কাঁদবে ? এখনই তো হাসার সময়। হেসে নিক। তবে হ্যাঁ কাজ না করলে আপনি বকবেন।'

'কিন্তু ধর বদ্রু, হাসতে হাসতে ও যদি কারো সঙ্গে চলে যায় তোমাকে ছেড়ে !'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল বদ্রু কিছুটা সময়। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। যেন এমন মজার কথা লোকটা কোনকালে শোনেনি। নিবারণ চারপাশে তাকাল। সিঁড়ির তলায় বলেই চট করে কারো নজর এখানে পড়বে না। সে বেশ বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে বাব্বা, হাসির কি হলো ?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে তবু হাসি থামাতে পারল না বদ্রু। তারপর বলল, 'কেয়ারটাকার বাবু, চিড়িয়া দেখেছেন ? দিনভর আকাশে ওড়ে, ফল খায়। কিন্তু ধূপ চলে গেলেই ঘরে আসার জন্যে ছটফট করে। তখন শালারা ঘরে ঢুকবেই। এও তেমন। আমার বহু দুনিয়ার সব কিছু করতে পারে কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।'

'ঠিক আছে, না হয় মানলাম তোমাকে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু ও যদি ওই সব করে তাহলে তোমার ভাল লাগবে ? তুমি নিষেধ কর না কেন ?' আসল কথায় চলে আসতে পারল নিবারণ।

'নিষেধ করব ? দূরে ! আমি যা দিতে পারব না কোন দিন তা যদি ও ব্যবস্থা করে নিতে পারে তাহলে আমি নিষেধ করব কেন ? বাবু আপনার মাথা ঠিক নেই !'

এর পরে আর কথা বাড়ানোর কোন মানে হয় না। নিবারণ চলে আসছিল সিঁড়ির নিচ থেকে এমন সময় শ্যামসুন্দর আগরওয়ালার গলা পেল, 'আরে এ কেয়ারটেকার সাহাব !'

দ্রুত ছুটে গেল নিবারণ, 'বলুন আগরওয়ালাজী !'

'পানি কি হাল এতনা খারাপ কেন ? বহুৎ আয়রন ?'

'এই পাড়ার জল ওই রকম। শুনেছি আয়রন খেলে শরীরে শক্তি বাড়ে।'

'হা হা হা !' খুব খোলা গলায় হাসলেন শ্যামসুন্দর, 'আমার ওয়াইফ তো ওই একটাই কমপ্লেন করছে। ওর তাগদের দরকার নেই। দেখেছেন ওকে ?'

'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। তবে মহিলাদের মোটা হওয়া ভাল।'

'কেন ? ভাল কেন ?'

'স্যার, আজকালকার মেয়েরা তো হাড়জিরজিরে। এরা যত রোগে ভোগে তত আমাদের মা-ঠাকুমারা ভুগত না। এটাও মনে রাখবেন !' নিবারণ নিজের ঠাকুমার চেহারা মনে করল।

কথাগুলি শুনে খুশী হলেন রাধেশ্যামজী। নিজের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এ তো বহুৎ সত্যি কথা।' তারপর চারপাশে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা ছিল। আমার ফ্ল্যাটে যদি একটু আসেন—।'

'নিশ্চয়ই। আপনি যান, আমি আসছি !'

রাধেশ্যামজী ওপরে উঠে যাওয়ার পর নিবারণ স্থির করল মিনিট পনের ঘুমিয়ে নেবে। ভগবান এখনও ভালবাসেন বলেই বিছানায় পড়া মাত্র তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে আর চোখ বন্ধ হলেই ঘুম। নিবারণ গুটি গুটি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এবং তখনই পেছন থেকে নিজের নামটি উচ্চারিত হতে শুনল। সে দেখল মিসেস সোম এসে দাঁড়িয়েছেন। দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। শোওয়া হল না নিবারণের। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'যাক, আপনারা এসে পড়েছেন। খুব চিন্তায় ছিলাম। যে দুজন এখনও আসেননি তাঁদের একজন আপনারা।'

'উহুঁ !' মিসেস সোম চোখ ঘোরালেন, 'আমরা এসে পড়িনি। শুধু পজেশন নিতে এসেছি।'

'সে কি ! আপনি, আপনারা থাকবেন না এখানে ?'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন মহিলা। তারপর পাশে দাঁড়ানো সুন্দর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহ্ ডার্লিং, ইউ মাস্ট এ্যানসার অন বিহাফ অফ মি !'

যুবকটির মুখে রক্ত জমল। নিবারণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এই ছোকরাকে ডার্লিং বলছেন কেন মিসেস সোম ! মিস্টার সোম কোথায় গেলেন ? মিসেস সোম এবার নিজেই জবাব দিলেন, 'না। এখনই থাকছি না। পরে যদি দরকার হয় তবে পার্মানেন্টলি থাকব। তবে মাঝে মাঝে আমরা আসব। চলুন, কোন্ ফ্ল্যাট দেখিয়ে দেবেন।'

অতএব অফিস ঘর থেকে চাবি নিয়ে নিবারণ ওঁদের পথ দেখাল। সিঁড়িতে পা দিয়েই মিসেস সোম নাক সিঁটকালেন, 'ইস্ ! এসব কাগজপত্র এখানে পড়ে আছে কেন ?'

নিবারণ টাক চুলকালো, 'সামলানো যাচ্ছে না। এই পরিষ্কার হচ্ছে ওই পড়ছে।'

'কিন্তু সামলাতে হবে। ইউ মাস্ট কিপ দিস্ হাউজ ক্লিন।'

'সে তো নিশ্চয়ই।' নিবারণ সিঁড়ি ভাঙছিল।

'হোয়ার ইজ দ্যাট ম্যান ?'

'কে ?'

'আরে সেই মোটাসোটা যার লম্বাচওড়া বক্তৃতা শুনতে হয়েছিল আমাদের। আর যিনি আমার দোতলার সাউথ-ফেসিং ফ্ল্যাট পাওয়ার মুখে ছাই ফেলেছিলেন।'

'ওহো, ম্যাঞ্জারবাবু ?' নিবারণ খুব খুশী হল। প্রাণহরিকে মোটাসোটা বলেছে। আরও খারাপ কিছু বললে বেশী ভাল লাগত। শুধু তড়পায়। দেখা হলেই চোখ-রাঙানি। নিবারণ জানাল, 'উনি আমাদের কোম্পানির অন্য নতুন বাড়িগুলো তদারকি করছেন।'

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে পা বাড়াচ্ছিল নিবারণ ; মিসেস সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ফেয়ারের নেবাররা যেন কারা ?'

নিবারণ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। ফেয়ার শব্দটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে কাজ করতে এসে তার মাথায় ঢুকেছে। সে অনুমান করল মিসেস সোম এই তলার লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চান। একগাল হেসে নিবারণ বলল, একটু আগে রাধেশ্যামজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি আছেন ঘরে। ডেকে দেব ?'

'আঃ ! কে ডাকতে বলছে ?' সুমিতা সোম ভেতরে পা দিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, 'ইস্, জানলাগুলো খুলুন ! দম বন্ধ হয়ে গেল !'

নিবারণ তাড়াতাড়ি জানলা খুলতেই রুমালে চিবুক ঘষলেন মহিলা। তারপর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাধেশ্যাম আগরওয়ালা, আমার নেবার, লোকটা খারাপ নয়, বুঝলে ! বড়বাজারে বিজনেস আছে, একটু কথা বেশী বলে। কিন্তু ওর ছেলেটা মনে হয় মিনি ডনজুয়ান। আমার সঙ্গে এমন স্বরে কথা বলছিল যে আমি চাইলেই ও প্রেমে পড়ে যাবে।' আবার খিলখিল হাসি। নিবারণের অস্বস্তি হচ্ছিল। সুনীল আগরওয়ালা সম্পর্কে খুব মিথ্যে কিছু বলেননি ভদ্রমহিলা।

প্যাটেল সাহেবের ভাগ্নীর সঙ্গে ওকে দুদিন সে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। অথচ বাসে যাওয়ার ছেলে নয় সুনীল। বাপের গাড়ি আছে। কার্তিক বণিকের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল বলে কার্তিকবাবু যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। কিন্তু কোন ব্যাপারই এমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায়নি যে এ নিয়ে হৈ-চৈ করা যায়। ওর চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ করেছে গোবিন্দ ইলেকট্রিসিয়ান।

মিসেস সোম ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটটি দেখলেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিউটিফুল ! আচ্ছা নিবারণবাবু, এখানে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে ?'

নিবারণ চটপট উত্তর দিল না। এই দিনের বেলায় জ্যোৎস্নার অবস্থান ঠাওর করা অসম্ভব। তখনই সেই সঙ্গী-যুবক প্রস্তাব দিল, এক পূর্ণিমার রাত্রে এখানে এসে নিজের চোখে দেখলেই পার।'

'ফ্যান্টাস্টিক হবে। তুমি আসবে ?' কিশোরীর মত খুশীতে নেচে উঠলেন মহিলা।

'নিশ্চয়ই আসবো, অবশ্য যদি তুমি আমাকে সুযোগ দাও।'

'আহা !' ঠোঁট ফোলালেন মহিলা এবং তারপরেই নিবারণকে বললেন,

'জানেন, আমার খুব ইচ্ছে করছে এখানে একটু বসতে। কিন্তু এই নতুন ফ্ল্যাটের নোংরা মেঝেতে বসা যায় বলুন ?'

নিবারণ স্বীকার করল, 'তা কি করে যাবে।'

'সেই কথাই বলছি। দুটো চেয়ার পাওয়া যাবে না ? দেখুন না ?'

নিবারণ ঢোঁক গিলল। তারপর দ্রুত মাথা নাড়ল, 'ম্যাঞ্জারবাবুর নিষেধ আছে।'

'কেন ? একটু হেল্প করতে আপনার ম্যানেজার নিষেধ করবেন কেন ?'

'এক ফ্ল্যাটে চেয়ার গেলে সব ফ্ল্যাট চাইবে তাদের কাছে চেয়ার যাক।'

'তাহলে আপনি আর কি সাহায্য করলেন ! এই ফ্ল্যাটের চাবি তো আমরা রাখতে পারি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন থেকে চাবি আপনার কাছেই রাখবেন।'

'বেশ। তাহলে আপনি যান। আমরা একটু ফ্ল্যাটটা ঠিকঠাক করে নিই।'

'আপনি এখন পার্মানেন্টলি থাকবেন না ?'

'ওই যে বললাম। মাঝে মাঝে আসব, দেখে যাব। প্রবাল রিটায়ার্ড বা ট্রান্সফার্ড না হলে আলিপুরের অফিসের ফ্ল্যাট ছাড়ার কোন যুক্তি আছে। এই তুমি যাও না, নিবারণবাবু বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস। আমি একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।' মিসেস সোম একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখতে মগ্ন হলেন। তাঁর সঙ্গী বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে নিবারণ পা চালাল। বাইরে বেরিয়ে পেছন ফিরে দেখল দরজা বন্ধ হচ্ছে। আর তখনই তার খেয়াল হল ভেতরে যখন একটাও ফার্নিচার নেই তখন ওরা কোথায় বসে গল্প করবে ? সে কোন কূল পাচ্ছিল না। স্বামীকে না নিয়ে ছেলেবন্ধুকে সঙ্গে এনে গল্প করছে স্ত্রী। কপালে ঘাম জমল নিবারণের। ভাগ্যিস সে বিয়ে করার সুযোগ পায়নি ! দেখতে দেখতে চোখটা নোংরা হয়ে গেল। বদ্রু জমাদারের বউ আর প্রবাল সোমের বউরা যে কাণ্ড করছে তাতে বিয়ে করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। নিবারণ মাথা দোলাচ্ছিল। কোথায় গেল সেইসব সতী-লক্ষ্মীরা !

আর তখনই রাধেশ্যাম আগরওয়ালের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সুনীল বেরিয়ে এল। ওকে দেখতে পেয়ে ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো কেয়ারটেকারবাবু। কেমন আছেন ?'

'ভাল। ইয়ে, মানে, রাধেশ্যামজী আছেন ?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার ?'

'না, কিছু না, উনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন।'

'ও ! তা বাবার কাছে এসে ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ?'

'এখানে ?' নিবারণ মিসেস সোমের দরজাটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ওহো, ওই ফ্ল্যাটের মালিক এসেছে তাই তালা খুলে দিয়ে এলাম।'

'কে এসেছে ? মিস্টার সোম ?'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না। কিন্তু ওর মনে হয়েছিল মিথ্যে বলাটাই

উচিত। সে মাথা নেড়ে বলল, 'না। মিসেস সোম এসেছেন ফ্ল্যাট বুঝে নিতে। তবে এখন এখানে থাকবেন না, মাঝে মাঝে এসে তদারকি করে যাবেন আর কি!'

চট করে কাছে চলে এল সুনীল, 'আরে বলবেন তো! মিসেস সোম, মানে, মিস্টার সোম ওঁর সঙ্গে আসেননি? তাহলে খুব তকলিফ হচ্ছে একা একা ফ্ল্যাট দেখতে।'

'না না। মোটেই হচ্ছে না! আপনার মত এক ইয়ংম্যান ওঁর সঙ্গে আছেন!'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ কালো হয়ে গেল সুনীলের, ঠোঁট কামড়াল। তারপর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মত একজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে উনি ভেতরে আছেন? কিন্তু ফার্নিচার? বসছেন কোথায়?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'সেইটাই প্রব্লেম। উনি দুটো চেয়ার চেয়েছিলেন, কিন্তু ম্যাঞ্জারবাবুর নিষেধ, অফিসের চেয়ার কোন ফ্ল্যাটে পাঠানো চলবে না।'

'দ্যাটস নট গুড। ঠিক আছে, আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন দেখা করুন। আমি দেখছি কি করা যায়।' সুনীল কথাগুলো বলে মিসেস সোমের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আর অপেক্ষা করল না নিবারণ। চট করে সে রাধেশ্যাম আগরওয়ালার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সেটাকে ভেজিয়ে দিল।

বসবার ঘরটা মোটামুটি সাজানো। সোফাসেট আছে, চেয়ার-টেবিলও যথেষ্ট। তবু নিবারণের মনে হল ফার্নিচার বড্ড বেশী। দুটো দেবতার ছবি দেওয়ালে টাঙানো। একটি গণেশের, অন্যটি কোন্ দেবতার ঠাওর করতে পারল না নিবারণ। নিবারণ ডাকতে যাচ্ছিল, এই সময় ভেতরের ঘর থেকে কথা ভেসে আসতে শুনল সে। রাধেশ্যামজী বলছেন, 'তোমার কপালে বহুৎ দুঃখ আছে। ওই ছেলে একটা বাজে মেয়েছেলেকে বউ করে এনে তোমাকে দিয়ে বাসন মাজাবে। এক পয়সা দিয়ে যাবে না শালাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার গলা শোনা গেল, 'পেটে ধরেছি যখন তখন না হয় বাসন মাজবো। যেন তুমি কত সুখে রেখেছ আমাকে!'

'কি, কি বললে? আমি তোমাকে সুখে রাখিনি? ব্যাঙ্কের টাকা, ইন্দিরা বন্ডের টাকা কার নামে? আলমারিতে তো গহনার পাহাড় জমেছে। তবু সুখে রাখিনি?'

'ও! টাকা থাকলেই সুখ? ও টাকা দিয়ে আমি কি করব?'

'আইচ্ছা! এ শালা সুনীল তোমার ব্রেনটাকে একদম ওয়াশ করে দিয়েছে। বেশ বেশ বলো, কিসে তোমার সুখ হবে?'

'মরলে। তার আগে নয়। হাজারবার বললাম একটা বাচ্চা মেয়ে এনে দাও বউ করে, তার সঙ্গে গল্প করে, তাকে আমাদের ঘরানা শিখিয়ে বেশ সময় কাটবে আমার, কিন্তু তুমি সেকথা শুনেছ?'

'মাথা খারাপ? জেনেশুনে একটি বাচ্চাকে জলে ফেলে দেব?'

'কি? আমার বউ হয়ে এলে জলে পড়বে?'

'না তো কি? ওই লম্পট ছেলের বউ হওয়া মানে—।'

'খবরদার! নিজের ছেলেকে লম্পট বলবে না।'

'আরে রাখ! যে ছেলে বাপের গদিতে গিয়ে বসে না প্রেস্টিজ যাওয়ার ভয়ে, ঘরের দেওয়ালে ল্যাংটো মেয়েছেলের ছবি টাঙিয়ে রাখে সে লম্পট না তো কি!'

নিবারণ বুঝতে পারছিল না কি করবে। বাইরে বের হতেও তার ভয় করছিল। সুনিল যদি তাকেই বলে বসে মিসেস সোমের দরজায় ঘা দিতে তো হয়ে গেল! সে শেষ পর্যন্ত গলাখাঁকারি দিল। দুবার, জোরে জোরে। সঙ্গে সঙ্গে বাক্যালাপ থেমে গেল! এবং তারপরেই রাধেশ্যাম আগরওয়াল বেরিয়ে এলেন ধুতির ওপর ফতুয়া চাপিয়ে, 'আরে, আপনি কখন এসেছেন! বসুন, বসুন। আরে এ সুনীলের মা! দ্যাখো কে এসেছে!'

মনটা ভাল হল নিবারণের। সন্তর্পণে রাধেশ্যামজীর উল্টোদিকের সোফায় বসে বলল, 'তখন বললেন কথা আছে, তাই এলাম।'

'আরে খুব ভাল করেছেন। তারপর বলুন আমাদের কেমন লাগছে?'

'ভাল। সবাই খুব ভাল।'

'এ তো আপনি যীশুখ্রীস্টের মত কথা বললেন। আচ্ছা, আমার কানে একটা খবর এল। যদি আপনি আমার সঙ্গে কোঅপারেট করেন তো দুজনেরই খুব ভাল হবে।' একটু ঝুঁকে বসলেন ভদ্রলোক।

শূন্যদৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল নিবারণ। রাধেশ্যামজী আর একটু এগিয়ে এলেন, 'আমার কাছে খবর এল, এ বাড়ির দুটো ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে যাবে। বাইরের লোক কিনবে কেন? তার চেয়ে আমি ঘরের লোক কিনে নিলে সবচেয়ে ভাল হয়। তা এ ব্যাপারে আপনি যদি সাহায্য করেন!'

দুটো ফ্ল্যাট বিক্রী হয়ে যাবে তা জানা ছিল না নিবারণের। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ফ্ল্যাট নেবেন না বলেছেন। সেইটে বিক্রী হতে পারে। কিন্তু ভদ্রমহিলা তারপর কিছু জানিয়েছেন বলে তা জানা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় কোন্ ফ্ল্যাট বিক্রী হবে?'

রাধেশ্যামজী বললেন, 'দিব্যজ্যোতিবাবুর সঙ্গে আপনার খুব ভাব আছে বলে শুনেছি।'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে স্নেহ করেন।'

'তা তো করবেই। ভাল লোককে কে স্নেহ করে না। আমিও তো করি। তা আপনি বললে উনি নিশ্চয়ই রাজী হয়ে যাবেন। লোকটাকে তো দেখলে ধান্দাবাজ বলে মনে হয় না।'

'দিব্যবাবু? উনি কিসে রাজী হবেন?'

'আরে মশাই! এই লোকটাই তো ফ্ল্যাট বিক্রী করে দেবে!'

'উনি ফ্ল্যাট বিক্রী করে দেবেন?'

'হ্যাঁ। ওঁর বউ তো হাসপাতালে। ডাক্তার বলে দিয়েছে, বাঁচবে না। বউ মরে গেলে এই বয়সে কি একা একা থাকা যায়? আর এই ফ্ল্যাটে এসে ঘটনাটা ঘটল বলে মেয়ে বলেছে ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিতে। তা সেই ফ্ল্যাটটা আপনি

আমাকে কিনিয়ে দিন।'

'আপনি এত কথা জানলেন কি করে?'

'আরে ব্বাস! উনি আমার প্রতিবেশী, আমি জানব না!' রাধেশ্যামবাবু হাসলেন শব্দ করে। তারপর বললেন, 'শোনেন' আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আপনার লস হবে না এই বিশোয়াস রাখতে পারেন।'

নিবারণ কিছু বলার আগেই একটা লাড্ডু প্লেটে নিয়ে ঢুকলেন মিসেস আগরওয়াল। হাঁটা-চলা করতে ভদ্রমহিলার বেশ কষ্ট হয়। ভিতরের দরজায় পর্দা নেই, যখন ঢুকছিলেন তখন মনে হচ্ছিল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মহিলার মাথার ঘোমটা প্রায় চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

রাধেশ্যামজী বললেন, 'লাড্ডু খান। শোন সুনীলের মা, কেয়ারটেকারজীনে তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। তোমার বড় দুঃখ যে শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে, উনি উল্টো বাত বললেন।'

মুখ সামান্য ওপরে উঠল, চোখ দেখা গেল, 'উল্টো বাত!'

'এই পানিতে আয়রন আছে। খেলে তাগদ বাড়ে।'

'আমার আর তাগদের দরকার নেই।'

নিবারণ এতক্ষণে কথা খুঁজে পেল, 'কিন্তু মা জননী, সত্যি কথা বলতে কি আজকালকার মেয়েদের তুলনায় আপনি দেবীর মত।'

'কি বাজে কথা বলছেন। আজকাল মেয়েরা ফুর ফুর করে হাঁটে। দু'কুড়ি বয়স হয়ে গেলেও গায়ে চর্বি জমে না। আমাদের সমাজে নিয়ম ছিল বাচ্চা হবার পর মাকে রোজ এক পোয়া ঘিউ খেতে হবে। তাহলে জলদি শরীর ঠিক হয়, তাগদ বাড়ে। আজকালকের মেয়েরা ঘিউ দেখলেই ভয় পায়। কেউ ওয়েট বাড়াতে চায় না। সব ফিলিম স্টার হয়ে থাকে।'

'অন্যায় করে।' নিবারণ উত্তেজিত হল, 'রাস্তাঘাটে তো দেখি। যেন হ্যাঙারে শাড়ি ঝুলছে। পরিশ্রম করতে বলুন, মরে যাবে। মেয়েদের শরীর যদি ভারী না হয় তো মেয়ে হল কিসে! আমার ঠাকুর্দা দিনে একটা ছাগল একা খেতেন। আমার ঠাকুমা এক জামবাটি পায়েস খেয়ে নিতেন। দুপুরবেলায় মাদুরে চুল এলিয়ে শুয়ে আমাদের ডাকতেন। তা বারোজন নাতিনাতনি গিয়ে ঠাকুমার পাশে শুতাম। উনি দু'হাতে ছ'জন ছ'জন করে জড়িয়ে নিয়ে দুপুরে ঘুমাতেন। আমার ঠাকুমার শরীরে কোথাও হাড় পেতাম না। কি আরাম লাগত!'

রাধেশ্যামজী বলে উঠলেন, 'ব্যাস শুনলে তো! এরপর যদি তোমার দুঃখ কমে! বুঝলেন কেয়ারটেকারবাবু, হারামজাদা ছেলেটা ওকে বুঝিয়েছে স্লিম হতে হবে। কি সব দোকান আছে সেখানে গেলে নাকি স্লিম করে দেয়!'

ঠিক এই সময় দরজা খুলে গেল। সুনীলকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখা গেল। কোন কথা না বলে সে চিৎকার করল, 'বাবুরাম! এ বাবুরাম!'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা বুড়ো চাকর বেরিয়ে এল। সুনীল তাকে বলল, 'তিন চেয়ার লেকে মেরা সাথ আও। জলদি।'

রাধেশ্যামজী বলে উঠলেন, তিন চেয়ার?'

'হ্যাঁ। প্রতিবেশীকি লিয়ে। উই শুড হেল্প নেবার পাপা।'

তিনটে চেয়ার এবং চাকরকে নিয়ে সুনীল বেরিয়ে যেতে রাধেশ্যামজী বললেন, 'এ কোন্ প্রতিবেশী?'

নিবারণ জবাব দিল, 'মনে হয়, মিসেস সোম।'

'হায় রাম!' মিসেস আগরওয়ালা চমকে উঠলেন, 'উসকি খপ্পর মে গির গিয়া ক্যা?'

'গিরনে দেও। ডুবনে কা ডর নেহি হ্যায়। আফটার অল শী ইজ ম্যারেড!' রাধেশ্যামজী মাথা নাড়লেন। তারপর নিবারণের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি হেল্প করছেন?'

উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই দরজায় গোবিন্দ ইলেকট্রিসিয়ান এসে দাঁড়াল, 'ওঃ, আপনি এখানে আছেন! ওদিকে ম্যাঞ্জারবাবু এসে আপনাকে খুঁজে খুঁজে ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে গেছেন।'

।। পনেরো ।।

সারা জীবন মিলিটারীতে চাকরি করেও একটা লোক মোহনবাগানের খেলা থাকলে অমন বাচ্চা ছেলের মত উত্তেজনায় কি করে ভোগে তা প্রাণহরি চ্যাটার্জীকে দেখার আগে ভাবতে পারত না নিবারণ। এর আগে একদিন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের সকালে কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে কি কাণ্ড করেছিল লোকটি। একদম মা কালীর মূর্তির সামনে সষ্টাঙ্গে শুয়ে মা মা বলে প্রার্থনা করেছিল যাতে মোহনবাগান জেতে। তবু সেদিন টিম জেতেনি। খেলার পরে লোকটার মেজাজ হয়েছিল ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন। ষাঁড় বলতেই নিবারণের শিবুর কথা মনে পড়ে। তাদের গ্রামে ওই রকম একটা রাগী ষাঁড়ের নাম ছিল শিবু। এমনিতে চুপচাপ কিন্তু যেই দেখত কোন গরুর গলার দড়ি ধরে কেউ ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অমনি তুলকালাম কাণ্ড করত। ওর দাপটে দুটো গ্রামের কেউ আর গরু জবাই করার সাহস করত না। আর ফুটবল দেখলে রক্ষে ছিল না। খেলা পণ্ড করে মাঠে ঢুকে বলের পেছনে বিশাল শরীর নিয়ে ছুটত। বল দৌড়চ্ছে এবং শিবুও থামছে না। একটা ষাঁড়ের পক্ষে কি বল ধরা সম্ভব বেচারা সেটাই বুঝত না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিবারণ ভাবছিল, আজ আবার কি হল। যদুর জানে আজ কোন খেলা নেই। ফুটবলের সিজনও নয় এখন। গোবিন্দ হাঁটছে তার সামনে সামনে গদাইলস্করী চালে। যেন বেশ মজা পেয়েছে ছোঁড়া। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ঠিক বল তো?'

'জানি না। ওপরতলার ব্যাপার আমরা জানবো কি করে!' নির্লিপ্তের মত বলল গোবিন্দ। বলে হাসল।

গা জ্বলে গেল নিবারণের, 'ওপরতলা? আমি কি ওপরতলার লোক?'

'তাই তো জানি। নইলে আমাদের পেছনে রাতদিন টিকটিক কর কোন্ সাহসে?'

'অ্যাঁ?' নিবারণ উত্তেজিত হল, 'এই কথা তাহলে! তা আমরাটি কে? আমরা মানে কারা?'

'যা বোঝার বুঝে নাও। অত বোঝাতে পারব না আমি।'

ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছে ওরা। নিবারণ চিৎকার করল, 'আলবৎ বোঝাতে হবে। একশবার বোঝাতে হবে। যা ইচ্ছে বলে গেলেই হল।'

'কি ব্যাপার? এ্যাঁ? হোয়াট ইজ দিস?'

জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল অফিস ঘরের দরজা থেকে। আর সেটা শোনামাত্রই বুকের ভেতর হিম জমতে শুরু করল নিবারণের। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল ননী মাস্টারের কথা। ননী স্যার বলতেন, অফেন্স ইজ বেস্ট ডিফেন্স। যদি প্রাণহরি খেপে থাকে তবে তাকে ঠান্ডা করার ভাল রাস্তা আরও খেপে যাওয়া। ভাবামাত্র সে গলা তুলল, 'এটা কি মামার বাড়ি? কাজ করার বেলা পাত্তা নেই আর ফুট কাটতে ওস্তাদ! হোয়াট ইজ দিস?'

ম্যানেজারের সামনে কেয়ারটেকারবাবু এই গলায় কথা বলবে ভাবতে পারেনি গোবিন্দ। তার ভয় হল রাগের মাথায় যদি কেয়ারটেকারবাবু বড়ু জমাদারের বউ-এর ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয় তাহলে দফা রফা। ওই কেসটা দানা বাঁধেনি এখনও কিন্তু না বাঁধতেই যদি দুর্নামের বোঝা বইতে হয়—। সে কোনরকমে বলল, 'না। ইয়ে ম্যানেজারবাবু ডাকলেন বলেই তো কাজ ছেড়ে গেছি।' বলে আর দাঁড়াল না।

সে দৃষ্টির আড়াল হতেই প্রাণহরির দিকে ছুটে এল নিবারণ, 'দেখলেন, দেখলেন ব্যাপারটা? এইসব নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়! আপনার কি। আপনি তো হুকুম দিয়েই খালাস। কাজ করতে হয় তো আমাকেই!' নিবারণের গলা একটুও নামছিল না।

প্রাণহরি ততক্ষণে নীরবে তাঁর চেয়ারে ফিরে এসেছেন। নিবারণ কথা শেষ করলে তিনি আরক্তিম চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। সেই দৃষ্টির সামনে পড়ে আবার হিম জমল নিবারণের। সে আর তার উত্তেজনাটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রাণহরি চাপা গলায় বললেন, 'নিবারণ!'

নিবারণ কোনমতে বলতে পারল, 'যে আজ্ঞে!'

'তোমার ঘরে মেয়েছেলে কেন?' যেন বাঘ ওৎ পেতেছে লাফাবে বলে।

'মেয়ে—মেয়েছেলে? যাঃ! কি বলছেন?' তোতলাতে লাগল নিবারণ।

'শাট আপ! আমি ইয়ার্কি মারছি? আমি তোমার ইয়ার?' এবার মাথার ওপর বাঘ।

'আজ্ঞে না।'

'দেন অ্যানস্যার মি। কোথাও খুঁজে না পেয়ে ঘরে উঁকি মারতে গিয়ে দেখি মেয়েছেলে শুয়ে আছে!'

'শুয়ে আছে? কি যেন বলেন! কে শুয়ে থাকবে!' থরথরিয়ে কেঁপে উঠল নিবারণ।

'শাড়ি কারা পরে? তুমি পরো?'

'আজ্ঞে না। তেনারা পরেন।'

'তোমার চৌকির ওপর থেকে শাড়ির আঁচল নিচে ঝুলছিল। আমার আর ফেস দেখার প্রবৃত্তি হয়নি। ছি ছি ছি! তুমি না ব্যাচেলার! তুমি কি জানো

বড়কর্তা খবরটা শুনে স্যাক্ করবেন ?'

নিবারণ প্রায় ককিয়ে উঠল, 'মাইরি বলছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। কোন মেয়েছেলে আজ অবধি আমার কাছে ঘেঁষেনি। আপনি হয়তো আমার গামছাটাকে দেখেছেন।'

'গামছা চিনিও না নিবারণ। তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।'

নিবারণ সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর কোন কথা না বলে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে নিজের ঘরের দরজায় পেঁছিল। প্রথমেই তার নজর পড়ল বদ্রু জমাদারের ওপর। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে লোকটা নিঃশব্দে কাঁদছে। সে চিৎকার করল, 'এ্যাই ? তুমি ইঁহা কিয়া করতা ?'

বদ্রু মুখ তুলল না। কেঁদেই চলল। নিবারণ সেখান থেকেই চেঁচাল, 'স্যার। এদিকে আসুন স্যার। ক্রিমিন্যাল। সাতসকালে গাঁজা খেয়ে কাঁদছে আমার ঘরে বসে।'

প্রাণহরি তাঁর বিশাল বপু যেন টেনে নিয়ে এলেন, 'হোয়ার ইজ শী ?'

'নেই স্যার।'

প্রাণহরি ঘরের ভেতর পা বাড়ালেন, 'এ্যাই ? তুমারা কিয়া হুয়া ?'

বদ্রু এবার শব্দ করল। দু হাত যুক্ত করে বলল, 'হামারা নোকরি খতম হো গিয়া সাব।'

'খতম হো গিয়া ? কোন্ বোলা ?' প্রাণহরি প্রশ্নটা করে নিবারণের দিকে তাকালেন।

'হামারা ওয়াইফ।'

'তুমারা ওয়াইফ কাঁহা ?' নিবারণ এবার একটা সূত্র খুঁজে পেল।

'ইহা থা। আভি নেহি হ্যায়।'

'স্যার, শুনলেন ? ওর বউ এখানে এসেছিল।'

'ওর বউ তোমার ঘরে কেন আসে ?'

'আমি না থাকলেই আসে। আস্ক হিম স্যার, আস্ক হিম।'

প্রাণহরি হাত তুললেন, 'থাক। আর কেচ্ছা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি এসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। সবাই মিলে আমাকে তোমরা পাগল করে ছাড়বে!'

নিবারণ একবার ভাবল বদ্রু জমাদারের বউ-এর কথা প্রাণহরিবাবুকে বলবে কিনা। কিন্তু তখনই ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে মিসেস সোম, তাঁর বন্ধু এবং সুনীল আগরওয়ালাকে নেমে আসতে দেখল। মহিলা মাঝখানে, দুজন দুদিকে। হেসে হেসে গলে গলে মহিলা সুনীলের সঙ্গে কথা বলছেন। ওদের দেখামাত্র সুনীল দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন খুব জরুরী কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গী করে বিদায় নিয়ে আচমকা সে ওপরে উঠে গেল। মিসেস সোম হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গী বলল, 'চল!'

কয়েক ধাপ নেমে এসে মিসেস সোম এদের দেখতে পেলেন, 'এই যে মিস্টার

চ্যাটার্জী, কি, ভাল, একটু আগে আপনার কথা ভাবছিলাম। আপনি ভাল আছেন ?'

প্রাণহরি মাথা নেড়ে আকর্ণ হাসলেন, 'হ্যাঁ, আপনি ?'

মিসেস সোম বললেন, 'আপনারা কি আর ভাল থাকতে দেবেন।'

প্রাণহরি অবাক হলেন, 'কেন ? কি হল ? নিবারণ ?'

নিবারণ ঝটপট উত্তর দিল, 'আমি কিছু জানি না স্যার!'

মিসেস সোম বললেন, 'দেওয়ালটা তো চুনগোলায় ধোওয়া, প্ল্যাস্টিক পেন্টিং দূরের কথা, ডিসটেম্পার করে দিলে কি অসুবিধে হত বলুন তো! আঙুলে পর্যন্ত চুন লেগে গেল।'

প্রাণহরি চিবুকে হাত রাখলেন, 'এ ব্যাপারে ম্যাডাম আমার কিছু করার নেই। মানে মালিকরা তো এই রকম ফ্ল্যাটই ডেলিভারি দেবেন বলে আপনাদের জানিয়েছিলেন। আর আমি যদি শুধু আপনার জন্যেই ওই ব্যবস্থা করি তাহলে সবাই একই ফেসিলিটি চাইবে।'

'বাঃ! আমি আর অন্য লোক এক হল ? আমি কি এখন পার্মানেন্টলি এখানে থাকতে আসছি আলিপুর ছেড়ে! মাঝে মাঝে যখন মন একটু খারাপ হয়ে যাবে তখন ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে যাব। সত্যি বলতে কি মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনাদের এখানে ফ্ল্যাট নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। শহর থেকে এত দূরে! —সস্তায় পেয়ে গেলাম—, দেওয়ালটা একটু দেখবেন ?' শেষের অনুরোধে মিস্টি হাসি ঝরল।

'এখন আর মোটেই সস্তা নেই ম্যাডাম। যে দরে কিনেছিলেন দু' বছর আগে এখন তার ডবল হয়ে গেছে। আমাদের কাছে অনেকেই আসছে খবর নিতে, আপনি যে এখানে থাকেন না তা সবাই জেনে গেছে!'

'তাই ?' মিসেস সোম চোখ বড় করলেন। এবং তার পরেই গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'নাঃ! দোতলার সাউথ ফেসিং না হলে বিক্রীর কথাটা চিন্তা করা যেত। দাম তো আরও বাড়বে। আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটিকে আপনি কি বলেছিলেন ? আপনাকে বলছি কেয়ারটেকারবাবু ?'

'আমি ? আমি কিছু বলিনি তো!' নিবারণ হকচকিয়ে গেল।

'ওমা। যেভাবে গায়ে পড়ে উপকার করতে লাগল যে ভাবলাম আপনি কিছু বলেছেন।'

প্রাণহরি বললেন, 'আজকালকার ছেলেছোকরাদের গায়ে-পড়া উপকার এড়িয়ে যাবেন ম্যাডাম।'

'মাথা খারাপ! ছেলেছোকরাদের সঙ্গে না থাকলে আমি ঠিক বুড়িয়ে যাব। আচ্ছা চলি।' শরীরের ছন্দ ফেলে দিসেস সোম এগিয়ে গেলেন। কাঁধে একটা কাঁকুনি দিয়ে প্রাণহরি অফিসঘরের দিকে পা বাড়ালেন ইশারা করে। অগত্যা নিবারণ ম্যানেজারবাবুকে অনুসরণ করল।

প্রাণহরি রুমালে মুখ মুছলেন।। তাঁর মুখে রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠতে দেখল নিবারণ। ব্যাপারটা সে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। এবার অনেকটা

সময় নিয়ে চুরুট ধরালেন তিনি। ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎই খিকখিক করে হাসলেন, 'কি তাজ্জব ব্যাপার! নিজেকে কোথায় নামিয়েছ দ্যাখো! একটা জমাদার তোমার ঘরে বসে কাঁদছে!'

'আমি তো ঘরে তালা দিয়ে রাখি না স্যার!' নিবারণ সরল গলায় বলল।

'রাখো। তালা দিয়ে রাখো। তুমি হলে এ বাড়ির কেয়ারটেকার। কেয়ার-টেকারের কি বদনাম তো নিশ্চয়ই জানো! তুমি চাও কি না চাও লোকে বলবে টু পাইস কামাচ্ছ!'

'টু পাইস? কক্ষনো না। ওয়ান পাইস—।'

উত্তেজিত নিবারণকে হাত তুলে থামালেন প্রাণহরি, 'আরে সেকথা কি আমি জানি না! জানো আমার এক ভাগ্নে আছে! মহা ধড়িবাজ। দিনরাত পেছনে লেগে আছে চাকরির জন্যে। আমি কি ঘোষবাবুকে বলে তোমার চাকরিটা ওকে দিতে পারি না? পারি। কিন্তু দেব না। কারণ সে চুরি করবেই। ধাত যাবে কোথায়!' প্রাণহরি ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকজন আসছে?'

'লোকজন?' এবার আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে ঠাওর করতে পারল না নিবারণ।

'ফ্ল্যাট কিনতে!' বলে চোখ ছোট করে তাকালেন প্রাণহরি।

'আজ্ঞে একজন একবার এসেছিল—।'

'দ্যাটস রাইট। তুমি এখনও সত্যি কথা বল বলে ভাল লাগে। দ্যাখো সত্যি কথা বলার রেওয়াজ দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে। এই যেমন ধর আমার ভাগ্নে, জন্মইস্তক সত্যি বলেনি। কটা ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে যেন!' চুরুটের ছাই ঝাড়লেন প্রাণহরি।

'আজ্ঞে একটাই। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার তো এখনও আসেননি।'

'সেটা জানি। দিব্যজ্যোতি মল্লিকের কেসটা কি? এর মধ্যে তো খোঁজখবর শুরু হয়ে গেছে।'

'ও হ্যাঁ। একটু আগে রাধেশ্যাম আগরওয়ালা বলছিলেন উনি ফ্ল্যাটটা কিনতে চান। কিন্তু দিব্যজ্যোতিবাবু তো বলেননি ওটা বিক্রী করবেন!'

'কে কি বলল তাতে তোমার দরকার কি! শোন হে নিবারণ, চিরকাল আমি যে জিনিসটা খুব মেনে এসেছি তা হল ডিসিপ্লিন। বড়দের ব্যাপারে ছোটবেলায় কিছুতেই নাক গলাতাম না। তোমার ঘরে গামছা থাক আর শাড়ি থাক তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। মাসে যদি কুড়িটা ডুম বেশী কাটে তাহলে একটু বকব কিন্তু বিল তো আটকে থাকবে না। তাই তোমারই উচিত ওইসব কথায় কান না দেওয়া।'

'ডুমের ব্যাপারটা গোবিন্দর স্যার। আর আমি কানও দিচ্ছি না।'

'গুড। রাধেশ্যামবাবু কত দর দিচ্ছেন?'

'জানি না স্যার। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলব।'

'না। ফোড়া পাকলে আপসেই ফাটবে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিতে পারেন কিন্তু মহিলা একবার বলছেন হ্যাঁ, আবার অমনি না। দ্যাখো এসব খবর আবার ঘোষবাবুদের কানে না পৌঁছে যায়। আর হ্যাঁ, যারা এ ব্যাপারে কথা বলতে আসবে তাদের নামধাম লিখে রাখবে! গোবিন্দকে ছাড়িয়ে দেব?'

শেষ প্রশ্নটা এমন আচমকা যে চট করে উত্তর দিতে পারল না নিবারণ। গোবিন্দকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার কি লাভ হবে। বদ্রু জমাদারের বউ-এর সঙ্গে ওর যা হচ্ছে তা বদ্রু বুঝুক, তার কাজ পাওয়া নিয়ে কথা। নিবারণ দ্রুত মাথা নাড়ল এবার, 'না—না, থাক!'

'তাহলে থাক। তুমি যা বলবে। তোমার অসুবিধের জন্যে বলছিলাম।'

চুরুট নেভালেন প্রাণহরি। এই সময় দরজায় একটি মেয়েকে দেখা গেল। মিষ্টি চেহারা। বছর কুড়ি-একুশ, শাড়ি পরনে। মেয়েটি বলল, 'আমাদের ফ্ল্যাটে একটু আসবেন কেয়ারটেকারবাবু?'

প্রাণহরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ ফ্ল্যাট?'

নিবারণ পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'উনি কামাল ওয়াহিদের মেয়ে।'

'আ-চ-ছা! কি, কেমন লাগছে নতুন বাড়ি?' প্রাণহরি স্নেহ-স্নেহ গলায় প্রশ্ন করলেন।

'ভাল। শুধু মাঝেমাঝেই জলের কল লিক করছে।'

'সে কি! চল, আমি দেখি নিজের চোখে।' প্রাণহরি নিজের শরীরটাকে টেনে তুললেন চেয়ার থেকে।

মেয়েটি ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে। প্রাণহরি নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা বাঙালী?'

'এখন বাঙালী হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্ণৌর লোক।'

'গুড। সবার সঙ্গে মিশতে হবে তোমাকে। এই দ্যাখো না, আমি কেমন মিশে যাচ্ছি।'

কার্তিক সাহার স্ত্রী আর ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। শ্বশুরের বায়না হয়েছে, তিনি পায়েস খাবেন। কলোনিতে থাকতে তিনি কখনও বাজারহাট করেননি। কিন্তু নতুন জায়গায় আসার পরে আর ছেলেরা নাকি সময় পাচ্ছে না। আসলে অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের দেখছে ওরা। মেয়েরাই বাজারহাট বেশী করে। ব্যাপারটা প্রথম প্রথম মন্দ লাগছে না তাঁর। এখানে আসার পর মেয়ের জ্বালায় সাজগোজ একটু পাল্টেছে তাঁর। অবশ্য এ সবই শ্বশুরকে এড়িয়ে। বৃদ্ধ দিনরাত বসে থাকেন ব্যালকনিতে, সেটাও এক ধরনের স্বস্তি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। এর আগেও কয়েকবার দেখেছেন কিন্তু আলাপ হয়নি। আজ চোখাচোখি হতে তিনি হাসলেন। মেয়েটি সেই হাসি দেখে দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনি কাছাকাছি হলেন, 'তুমি তো এই বাড়িতেই থাকো, আমি ওপরে। কি নাম তোমার?'

'নন্দিনী।' মেয়েটির গলার স্বর মিষ্টি।

মিসেস সাহা নিজের পরিচয় কি ভাবে দেবেন বুঝতে না পেরে বললেন, 'আমি ওর মা !'

নন্দিনী মাথা নেড়ে নমস্কার জানাল। মিসেস সাহা দেখলেন তাঁর পুত্র যেন পাঁচন গিলছে এমন ভঙ্গীতে নমস্কারটা ফিরিয়ে দিল। মিসেস সাহা বললেন, 'তোমার নামটি বড় মিষ্টি। কোন্ ফ্ল্যাট তোমাদের ?'

নন্দিনী হাত বাড়িয়ে নিজেদের ফ্ল্যাট দেখিয়ে বলল, 'আসুন।'

না মা। আমার একটু তাড়া আছে। তোমরা কি এ বাংলার ?'

সঞ্জয় অসহিষ্ণুভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বলল, 'আঃ মা ! কি বাজে বকছ ?'

মিসেস সাহা বললেন, 'ওমা, এটা বাজে কথা নাকি !'

নন্দিনী মাথা নাড়ল, 'না, আমি এপার বা ওপার বাংলার নই। আমাদের আদি বাড়ি ছিল লক্ষ্ণৌ।'

'লক্ষ্ণৌ ! ওখানে বাঙালীদের বাস ছিল নাকি !'

সঞ্জয় বলল, 'আচ্ছা মা, এসব কথা তোমরা ঘরে বসে বলতে পারতে। তখন বললাম আমার তাড়া আছে। আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারব না।'

নন্দিনী দেখল প্রাণহরি এগিয়ে আসছেন। সে চটপট বলল, 'পরে কথা বলব। আমাদের ফ্ল্যাটে যখনই সময় হবে চলে আসবেন।' সে এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাল। সঞ্জয় মায়ের সঙ্গে হাঁটছিল, এদিকে তাকাতেই নন্দিনী মুখ ফিরিয়ে নিল। সে বুঝতে পারে না, বাঙালী ছেলেরা কেন প্রথম দিকে সহজ ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে না ! মিসেস সাহা পরিচয় দিলেন আমি ওর মা বলে ! তাঁর খেয়ালই নেই যে যার মা তাকেই সে চেনে না !

প্রাণহরির দরজায়। নন্দিনী বলল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকে ভাল লাগল প্রাণহরির। বসার ঘর এটা কিন্তু যে কোন লোকই বলবে বাসিন্দাদের রুচি আছে। এবং এ বাড়িতে সঙ্গীতের চর্চা হয়। তিনি তানপুরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গানবাজনা করো নাকি ? খুব ভাল খুব ভাল। তোমার বাবা কোথায় ?'

'বাবা ছবি আঁকছেন।' নন্দিনী পর্দা সরিয়ে ধরল, 'আসুন, কল দেখবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। চল।' প্রাণহরি অনুসরণ করে ডাইনিং স্পেসে ফ্রিজ, টেবিল চেয়ার দেখলেন। কে বলবে এই ফ্ল্যাট কদিন আগে ন্যাড়া পড়েছিল। দেওয়ালের গায়ে কলের জোড়ের মুখ থেকে টুপটাপ জলের ফোঁটা পড়ছে। একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা সত্ত্বেও সেটা বন্ধ হয়নি। প্রাণহরি উষ্ণ হলেন, 'দেখেছ কাণ্ড ! পয়সা নিয়েও যদি ফাঁকি দেয়, তাহলে—। তুমি চিন্তা করো না, আজই আমি ওটাকে সরিয়ে দিতে মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কি কমপ্লেন বল ?'

'না, আর কোন কমপ্লেন নেই।' নন্দিনী হাসল, 'বসুন।'

হঠাৎ বসতে ইচ্ছে করল প্রাণহরির। এই মেয়েটির ভেতর এমন স্নিগ্ধতা আছে যা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। বসে বললেন, 'এবার তোমাকে কফি বা চা বানাতে বলব আমি।'

'নিশ্চয়ই। দাঁড়ান বাবাকে ডেকে দিই।'

মেয়েটি চলে গেল। প্রাণহরি এ ফ্ল্যাটে কারও গলা পাচ্ছিলেন না। ভদ্রলোক বিপত্নীক। সেই মিটিং-এর দিন দেখেছিলেন ওঁকে। এখানে আসার পর আর বাইরে বের হন না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কামাল ওয়াহিদ, 'নমস্কার। আমি কামাল।'

'নমস্কার।' প্রাণহরি হাত জোড় করে বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই। আসলে জল পড়ছিল বলে মেয়ে আপনাকে বিরক্ত করল।'

'বিরক্ত। আরে মশাই এটা আমার কর্তব্য। কোন চিন্তা করবেন না। আজই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি চিন্তা করিনি। আপনি নিজে মুখে চা কিংবা কফি চেয়েছেন সেটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু যদি আপনার সরবত খেতে আপত্তি না থাকে তাহলে খুব খুশী হব।'

'সরবত ?' প্রাণহরি মিইয়ে গেলেন।

'আসলে আমাদের বংশের নিয়ম হল, বাড়িতে অতিথি এলে তাকে সরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা।'

'ও। কিন্তু সেটা তৈরী করতে তো অনেক ঝামেলা। কি দরকার—।'

'একটু ঝামেলা যদি সহ্য না করি তাহলে ভাল কাজ হবে কি করে ?'

'বেশ। বেশ। সরবতে আমার আপত্তি নেই। একবার একটা সরবত খেয়েছিলাম সিদ্ধি দিয়ে। ওঃ !'

'না। আমাদের সরবতে নেশাভাঙ থাকে না। ওয়াজেদ আলি সাহেব যা পছন্দ করতেন তাই চলে আসছে আমাদের পরিবারগুলোয়।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি—আপনাকে দেখে তবু মনে হয় কিন্তু আপনার মেয়েকে দেখে বোঝাই যায় না যে ও বাঙালী নয়।'

'যে দেশে জন্মেছে তার জলহাওয়ার ছাপ তো পড়বেই। শান্তিনিকেতনে পড়েছে ও। ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আবার গানও গাইতে পারে।'

'মেয়ের বিয়ে দেবেন না ?'

'হ্যাঁ, সেকথাই যখন ভাবি তখনই বুকের ভেতর কষ্ট হয়। কিন্তু বিয়ে তো দিতেই হবে।'

তখন পাত্র পেতে অসুবিধে হবে না ?'

'কেন ?'

'মানে আপনাদের জাতের মানুষেরা এমন বাঙালী ধরনের মেয়েকে বউ করে নিতে চাইবে কি ?'

'যারা আমার নন্দিনীকে গ্রহণ করবে না তারা আমার স্বজাতি নয়।'

'কিন্তু ?'

'ম্যানেজারবাবু, আমি মুসলমান। আল্লা আমাদের হৃদয়ে আছেন। তিনিই আমার রুচি এবং চিন্তাশক্তিকে শক্তিশালী করেছেন। এসবের সঙ্গে যার মিলবে তিনিই আমার স্বজাতি।'

এই সময় নন্দিনী পাথরের গ্লাসে গাঢ় সরবত এনে দিল সামনে। গ্লাসটি রয়েছে ট্রে-র ওপরে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন প্রাণহরি। তাঁর ইচ্ছে করছিল তখনই চুমুক দিতে। কিন্তু সেটা সংবরণ করে বললেন, 'আপনি ছবি আঁকেন জানতাম না।'

'ও কিছু নয়। লোকে নামাজ পড়ে, প্রার্থনা করে, পুজো দেয় আর আমি ছবি আঁকি, গান গাইতে চেষ্টা করি, বাজনা বাজাই। যে যার মত ঈশ্বরের ছোঁয়া পেতে চেষ্টা করবে, এটাই নিয়ম।'

প্রাণহরি এবার চুমুক দিলেন। আঃ, মধুর! তাঁর মনে হল গলা দিয়ে অমৃত নেমে যাচ্ছে। এত স্বাদু জিনিস যেন তিনি কখও খাননি। আর তখনই বেল বেজে উঠল কর্কশ শব্দে। নন্দিনী ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবং তারপরই গোবিন্দর গলা পাওয়া গেল ম্যাঞ্জারবাবু আছেন?'

'আছেন।' নন্দিনীর গলা।

'একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলুন। ওদিকে কুরুক্ষেত্র লেগে গেছে।'

কথাটা কানে আসামাত্র আর চান্স নিলেন না প্রাণহরি। চোঁ চোঁ করে পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে হাতের উল্টোপিঠে দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। মুছে উঠে দাঁড়ালেন, 'কি হল আবার! একটু যে শান্তিতে বসব তার জো নেই।'

কামাল ওয়াহিদের কথার জন্যে অপেক্ষা না করে প্রাণহরিবাবু মোষের গতিতে বাইরের ঘরে আসতেই গোবিন্দ মাথা চুলকাতে লাগল।

'কি হয়েছে?' বাঘের মত গর্জন করতে গিয়েও নন্দিনীর জন্যে সামলে নিলেন নিজেকে।

'ক্ষেপে গিয়েছে।' মিনমিন করল গোবিন্দ।

'কে?'

'আজ্ঞে, কেয়ারটেকারবাবু।'

কপালে ভাঁজ পড়ল প্রাণহরির। কোন রকমে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি ছাড়া আর কেউ ক্ষেপতে পারে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর পেছন পেছন মজা দেখার লোভে আসছিল গোবিন্দ।

অফিসঘরের দরজায় এসে তিনি স্তম্ভিত! নিবারণ তখন বলছে, 'কেউ আমাকে ওই ভাষায় কথা বলেনি। আজ দেখি এ বাড়ি থেকে আপনি বের হন কি করে! আমাকে ঘুষ দেবার কথা বলা হচ্ছিল? ঘুষ? আমাকে টাকা দেখানো হচ্ছে!'

'আঃ মাইরি, কি থেকু লোক রে! পার্সেন্টেজের ফিফটি ফিফটি ভাগ করে নেওয়া ঘুষ নাকি? দালালি। রাঘব বোয়াল ফ্ল্যাট বিক্রী করলে আমি তুমি কিছু পাব?'

যে বলছে তার মুখ দরজার উল্টোদিকে। বোঝাই যাচ্ছে তাকে জোর করিয়ে বসিয়ে রেখেছে নিবারণ। সে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু নিবারণ ধমকে উঠল, 'এ্যাই, বসতে হবে। আগে ম্যাঞ্জারবাবু আসুন, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে।'

'তুমি একটা আরশুলা! ম্যানেজার কি চিজ জানো না তো!' লোকটা বলল।

নিবারণ কিছু বলতে গিয়ে প্রাণহরিকে দেখল। প্রাণহরি হাত তুলে তাকে থামালেন। তারপর গম্ভীর গলায় হাঁক পাড়লেন, 'পটল!'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তিড়িং করে উঠে মুখ ফেরাল, 'সেরেছে! তুমি আবার কোত্থেকে এলে মামা?'

॥ ষোল ॥

প্রাণহরির চোখ আরও ছোট্ট, ফোলা গাল দুবার নড়ে উঠল। কিন্তু গলার স্বরে যেন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব চট করে ফুটে এল, 'এখানে কি মনে করে? অ্যাঁ! পই পই করে বলেছি কর্মস্থলে আত্মীয়তার কোন স্থান আমি দিই না। কথাটা কানে যায় নি?'

পটল একগাল হাসল, 'আফটার অল আমি তোমার ভাগ্নে। কেমটা কনসিডার করে নাও।'

'নো। নো কনসিডারেশন। আমি তোমাকে এখানে দেখতে চাই না। ওই সব বাঙালিগিরি চলবে না এখানে। মামা ভাগ্নে! তো হয়েছেটা কি? এটা আমার কাজের জায়গা, আত্মীয়তা হচ্ছে!' প্রাণহরি এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বসেই তাঁর নিবারণের কথা খেয়াল হল, 'অ্যান্ড ইউ? কি ভেবেছেটা কি? তোমার কেয়ারটেকারশিপ আমি ঘুচিয়ে দিতে পারি তা জানো? চিৎকার করছিলে? শাউটিং? যে কোন ওনার যদি কমপ্লেন করে তাহলে—! তাছাড়া আমি থাকতে তুমি চেঁচাও কোন সাহসে? অ্যাঁ?'

সঙ্গে সঙ্গে পটল বলল, 'এটা অবশ্য ঠিক কথা কেয়ারটেকারদা, জ্ঞান হবার পর আমি শুধু মামাকে চেঁচিয়ে আসতে দেখলাম। মিলিটারিতে কাজ করে মেজাজটা অমন হয়ে গিয়েছে। আসলে কিন্তু মামার মনটা খুব ভাল। ওই জায়গাটা ধরতে যে ভুল করবে সে পস্তাবে। আমি কখনও ভুল করি না। ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। নাও মামা!' একটা মোমবাতির মত জিনিস কাগজের মোড়কে ঢেকে এগিয়ে ধরল পটল।

প্রাণহরি সন্দেহের চোখে বস্তুটি দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ওটা' আবার কি?'

'প্রণামি।' পটল সেটাকে এমন ভঙ্গীতে দোলাতে লাগল যে প্রাণহরিকে হাত বাড়াতেই হল। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি আবরণ উন্মোচন করতেই একটি কর্কশ চেহারার চুরুট বেরিয়ে এল। নিবারণ এতক্ষণ চুপচাপ এদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার আর পারল না। খিক খিক করে হেসে উঠল সে। তখনই হয়তো একটি আণবিক বিস্ফোরণ হয়ে যেত কিন্তু দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার প্যাটেল। প্রাণহরি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে পারলেন। মিস্টার প্যাটেল ততক্ষণে ঘরের ভেতরে চলে এসেছেন। প্রাণহরি

কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'বাঃ, খুব ভাল হল। ম্যানেজারবাবু আর কেয়ারটেকারবাবু দু'জনেই এক সঙ্গে আছেন। আমি একটা প্রব্লেম নিয়ে এসেছি।'

'প্রব্লেম?' প্রাণহরির মুখ নিবারণের দিকে ঘুরে গেল, 'নিবারণ, কেন তুমি কেয়ারটেকার! অ্যাঁ! কি করেছ তুমি? কেন প্যাটেল সাহেবকে এখানে প্রব্লেম নিয়ে আসতে হয়?'

প্যাটেল তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'না—না—, আপনি ভুল করছেন। নিবারণ-বাবুর মত মানুষ হয় না। সত্যি বলতে কি ওঁর মত ভোলেভালা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।'

'ভোলেভালা মানুষকে নিয়ে আর যাই হোক কেয়ারটেকারি হয় না।' প্রাণ-হরি আক্রমণের সুযোগ হারিয়ে একটু মনমরা হয়ে কথাগুলো বললেন।

নিবারণ ততক্ষণে চলে এসেছে প্যাটেলের সামনে, 'বলুন স্যার, আমাকে প্রব্লেমটা বলুন। আমি তো সেই জন্যেই আছি।'

'থামো।' ধমকে উঠলেন প্রাণহরি, 'বলুন প্যাটেল সাহেব, কি অসুবিধে হচ্ছে?'

'তেমন কিছু নয়। দুটো ব্যাপারে কথা বলব। আমাদের ফ্লোরে আর আছেন রামমূর্তি এবং কার্তিক বণিক। নতুন জায়গায় এসে চিরকাল একসঙ্গে ভাল সম্ভাব রেখে বাস করব এটাই তো সবাই চাই। লোকে বলবে যে আমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করছি কিন্তু এটা ঠিক সেরকম নয়।' প্যাটেল বিনয়ীর হাসি হাসলেন।

প্রাণহরি মাথা নাড়লে, 'না না। আপনি তো সমস্যা বলতে এসেছেন। নালিশ কেন হবে।'

'একজ্যাকটলি। দরজা বন্ধ করে আমরা যে যার ইচ্ছে মতন থাকতে পারি। কিন্তু ঘরের বাইরে কিছু করতে গেলে প্রতিবেশীর কথা মনে রাখা দরকার। দুদিন হল বারান্দায় জল ফেলছেন বণিকবাবুর বাবা। সিঁড়িতে ভেজা কাপড় মেলে দিয়ে যাচ্ছেন। উঠতে নামতে কি খারাপ লাগে যে কি বলব আপনাকে!'

'নিশ্চয়ই। খারাপ লাগার তো কথাই। সিঁড়িতে কাপড় মেলা—ডিসেন্সি বলে কিছু নেই। এই জন্যে আমি চিরকাল মোহনবাগানের সাপোর্টার। নিবারণ! লুক। বণিকবাবুকে বলবে তিনি যত ইচ্ছে কাপড় তাঁর ফ্ল্যাটে শুকোতে পারেন, যত ইচ্ছে জল নিজের ঘরে ঢালতে পারেন কিন্তু কমন প্যাসেজে নয়! এটা তো তোমারই দেখার কথা, চোখ রাখো কোন আকাশে?' প্রাণহরি নড়েচড়ে বসলেন তাঁর ভারী শরীর নিয়ে, 'না প্যাটেল সাহেব, আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। এখানে কোন অসুবিধে হলে আমি আছি।'

প্যাটেল মাথা নাড়লেন, 'সেটাই তো আমার ভরসা। দেখুন মেজর সাহেব, আমি নিজে থাকি ভবানীপুরে। এখানে থাকে আমার মা বোন আর তার মেয়ে। কি ভাবনা নিয়ে থাকি যে কি বলব। একটা পুরুষ মানুষ তো ফ্ল্যাটে

নেই। আপনারাই তো আমার ভরসা।'

প্রাণহরি বললেন, 'আপনি আর কেন মিছিমিছি ভবানীপুরে পড়ে আছেন। ঘর তো আপনারই, চলে আসুন।'

'মিছিমিছি কি আর আছি মেজর সাহেব। ঘরে যিনি আছেন তিনি, শান্তি না পাই সবাই স্বস্তিতে থাক তাই এখন চাই। কিন্তু সমস্যা এখানেও। আমার ভাগ্নী, ওই বিধবা বোনের মেয়ে কলেজ পড়ে। যোগমায়াতে। ভবানীপুর থেকে একাই যাওয়া আসা করত। কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা হচ্ছে!'

'কি ঝামেলা? কোন অসুবিধে নেই তো! এখান থেকে বাসে উঠবে আর সোজা কলেজের সামনে গিয়ে নামবে।'

'ব্যাপারটা তা নয়। গতকালও রাধেশ্যামজীর ছেলে ওকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ললিতা সেটা পছন্দ করে না। বলেওছে সেকথা। আজ সুনীল আর যায় নি। কিন্তু দুটো অজানা ছেলে ওকে স্ট্যান্ডে আওয়াজ দিয়েছে! ইভটিজিং আর কি! কিন্তু সমস্যা তো সমস্যাই।'

প্রাণহরি ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন, 'নো। এটা ঠিক নয়। আমি কথা বলছি আগরওয়ালজীর সঙ্গে।'

দুটো হাত চটপট যুক্ত করলেন প্যাটেল, 'প্লিজ! এ নিয়ে ওঁকে কিছু বলবেন না। প্রথমেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কে খারাপ হোক তা আমি চাই না।'

প্রাণহরি বললেন, 'নিবারণ! তুমি প্রত্যেক দিন প্যাটেল সাহেবের ভাগ্নীকে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। ইউ মাস্ট টেক কেয়ার অফ হার। আরে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? জল, কাপড়—! ওঃ।'

নিবারণ দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেই দেখল পটল তার পেছনে বেরিয়ে এসেছে। পাশে এসে পটল বলল, 'মামা চিরকালই ইস্টবেঙ্গলের ওপর খচা। কিন্তু আপনাকে অমন করে ঝাড়ল কেন বলুন তো?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'জানি না। বোধহয় খুব কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন উনি।'

খুব খুশী হল পটল কথাটা শুনে, 'কোষ্ঠকাঠিন্য। জব্বর বলেছেন। যা বলছিলাম তখন, মাল কামানোর ধান্দা থাকলে আমার সঙ্গে হাত মেলান। এখন তো ফ্ল্যাটের দাম হু হু করে বাড়ছে। আপনি খবর দিন আর আমি পার্টি বন্ধ করছি। যা হবে ফিফটি ফিফটি। মামাটা শুধু খচু নয় কিপ্টেও।'

'কিপ্টে?' নিবারণ থমকে দাঁড়াল।

'কিপটে। রাম কিপটে। আনম্যারেড মানুষ এত কিপ্টে হয় বাপের জন্মে শুনিনি।' সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পটল বলল, 'আপনাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছে। যার সঙ্গে আমার বনবে না তার সঙ্গে কিছুতেই থাকব না। এতদিন আমাকে একবারের জন্যে এখানে আসতে দেখেছেন? দেখেন নি।'

নিবারণ শেষ পর্যন্ত না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'আপনি কি করেন পটলবাবু?'

'প্লান। প্লান করে যাচ্ছি।' গম্ভীর গলায় বলল পটল। নিবারণ আর

একবার দেখল পটলকে। ফর্সা। গোলগাল। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় না। জামাকাপড়ও খারাপ নয়। কিসের প্লান করছে জিজ্ঞাসা করতে ঠিক ভরসা পেল না সে। কিন্তু পটল তার সঙ্গে কোথায় চলেছে? সে যাচ্ছে ডিউটি করতে। অবশ্য এটা ঠিক প্রাণহরিবাবুকে পটল যদি একটু টাইট করতে পারে তাহলে তার ভালই লাগবে।

ওপরে উঠে নিবারণ থমকে দাঁড়াল। এর মধ্যেই সিঁড়িতে জামাকাপড় ঝুলছে। ভেজা জামা থেকে জল পড়ছে টুপটুপ করে। তিনটে ফ্ল্যাটের সামনে যে জায়গাটা সেখানেও জল গড়াচ্ছে। নিবারণ কার্তিক বণিকের দরজায় শব্দ করল। মিনিট দুয়েক পরে কার্তিকবাবুর বাবা বেরিয়ে এলেন, 'অ। আপনি। বলেন?'

নিবারণ ভণিতা না করে বলল, 'আপনারা সিঁড়িতে কাপড় শুকোতে দিয়েছেন। এটা ঠিক নয়।'

'ক্যান?' নির্দোষ মুখে প্রশ্ন করলেন কার্তিক বণিক।

আসলে সিঁড়িটা তো কমন। মানে সবার অধিকার আছে। এই যে ধরুন ওইখানটা, এখানে জল ফেলা ঠিক হয় নি। আসলে কথা হল বাড়িটা তো আপনাদের সকলের—।' নিবারণ বৃদ্ধকে বোঝাতে চাইল।

'আমি তো আপনার কোন কথাই বুঝলাম না। সিঁড়িটা কার? কেত্তোয় রখন পয়সা দিচ্ছিল তখন তো কেউ কয় নাই সিঁড়িটায় আমাগো রাইট নাই। ওই সিঁড়ি বানাইতে যে খরচ হইছে তা তো আমাদের কাছ থিকাও আপনারা নিছেন, নেন নাই?'

'সবই ঠিক। কিন্তু আর কেউ তো কাপড় ঝোলায় না। আপনি যদি বাড়ির লোকেদের একটু বলে দেন খুব ভাল হয়। ওখানে কাপড় ঝুলুক তা আপনার প্রতিবেশীরা সহ্য করছে না।'

'তাই কন? চুকলি খাইছে। আরে ওই সিঁড়ি কি কারো বাপের সম্পত্তি নাকি? যার ইচ্ছা সে কাপড় ঝুলাক না যত খুশি। ডাকেন এখানে, জিগাই কত পয়সা দিছে সিঁড়ির মালিকানা—।'

উত্তেজিত বৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে পটল বলল, 'দাদু, আপনি মাইরি সাইলেন্সার ছাড়া।'

'মানে? এটা কয় কি?' কার্তিক বণিকের বাবা খুব হতভম্ব হয়ে গেলেন।

আর তখনই দরজার ভেতর খিল খিল হাসি বেজে উঠল। বৃদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে ধমকালেন, 'অ্যাই। এত হাসি আসে কুত্থেকে? মাইয়া মানুষের এত হাসি ভাল নয়।'

ষোড়শী নাতনী এবার দরজায় এসে দাঁড়াল, 'হাসি পেলে কি করব?'

বৃদ্ধ হাত নাড়লেন শূন্যে, 'যা ভিতরে যা। ব্যাটাছেলেদের কথায় মাইয়া মানুষেরা আসে না।'

'ও! তাই বুঝি। এই কদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কে ছিল মনে নেই?'

'উফ। কথা কথা আর কথা। তোর মা মেমসাহেব আর তুই বাচাল হইয়া গেলি। দাঁড়া, কেতো আইলে আমি সব কমু।' বৃদ্ধ এখন রীতিমত উত্তেজিত।

পটল বলল, 'উনি কিন্তু ঠিকই বলেছেন দাদু। এখন মেয়েদের আর পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। দেশের প্রধান মন্ত্রী যখন—।'

'তুমি থামো তো হে ছোকরা। শোনেন, ওই কাপড় ওইখানেই থাকবে। দেখি কার হিম্মত সরায়।' বৃদ্ধ দরজার দিকে ফিরতে ফিরতে আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'আর আমার দরজার সামনে আমি যত খুশি জল ফেলুম, কারও মাথা ঘামাবার দরকার নাই।' বৃদ্ধ হনহনিয়ে ভেতরে চলে গেলেন নাতনিকে পাশ কাটিয়ে।

পটল বলল, 'দেখলেন তো, কি রেগে গেলেন উনি?'

নাতনী হাসল, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। মা আসুক, কাপড়গুলো তখন তুলে নেব।'

পটল খুব আপ্লুত হয়ে বলল, 'সত্যি আপনি খুব ভাল।'

'ঢঙ।' বলে নাতনী দরজা বন্ধ করে দিতেই পটল এক পলক নিবারণের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'দেখলেন কি ভাবে প্রশ্নটা সল্‌ভ করে দিলাম। আসলে মেয়েরা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ চমৎকার বুঝতে পারে।'

নিবারণের চোখে তখন মেয়েটির চোখ ঘুরিয়ে বলা 'ঢঙ' শব্দটি লেগে ছিল। পটলের কথা শুনে সে বেশ বিরক্ত হল, 'ঠিক আছে, এবার আপনি আপনার মামার কাছে যান।'

'কেন? আমাকে তাড়াতে চাইছেন কেন?' পটল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল। নিবারণ দ্রুত মাথা নাড়ল। পটল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'একটু-আধটু নেশা না করলে মেয়েরা পছন্দ করে না। খুব ফর্সা, লালচে চেহারার ছেলেদের আজকালকার মেয়েরা চেয়েও দ্যাখে না। তারা চায় স্মার্ট, উদার, গায়ে সিগারেটের হালকা গন্ধ—।' বড় টান দিল সিগারেটে মুঠো মুখে এনে পটল।

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?'

'উই নিড্ এ স্পেশালিস্ট। একটুও ঘাবড়াবেন না। সেকেন্ড কেসটা দেখুন কি ভাবে ট্যাকল করি।'

'সেকেন্ড কেস?' নিবারণ বুঝতে পারছিল না।

'আরে মশাই' প্যাটেল সাহেবের ভাগ্নীর প্রব্লেমটা জানতে হবে না।'

'ওখানে গিয়ে কি করব? ম্যাঞ্জারবাবু তো বলেই দিয়েছেন কাল সকালে বাসে তুলে দিয়ে আসতে।'

মাথা নাড়ল পটল, 'মামা হল অ্যালোপ্যাথিক ট্যাবলেট। রোগে চাপা দেয়, নির্মূল করে না। আমি বাবা পিওর হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করি। গোড়া সারালে দেখবেন আগা ঠিক হয়ে গেছে। বলুন, কোন্ দরজা?'

নিবারণ তবু ইতস্তত করতে লাগল। আর এই সময় মিসেস কার্তিক বণিক সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছিলেন। তাঁকে দেখামাত্র নিবারণ বন্ধ দরজার দিকে

তাকিয়ে নিল একবার। এই মহিলাকে সে যাদবপুরে যে বেশে দেখে এসেছিল এখানে তার সঙ্গে খুব কমই মিল আছে। কলকাতার জল গায়ে পড়লে মানুষ কি এমনি পাল্টায়? যাদবপুরের প্রান্ত কলকাতা নয়। ওখানকার মানুষ গড়িয়া-হাটে এলেও বলে কলকাতায় যাচ্ছি। মিসেস বণিক নিবারণকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, 'ওঃ, আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমাদের তো এখনও স্টোভে রান্না হয়, কিন্তু কেরাসিন পাচ্ছি না যে। একটা জায়গায় লাইন দেখলাম, অন্তত দু হাজার লোক। কি হবে বলুন তো?'

'কেরাসিন?' নিবারণ ঠোঁট চাটল, তার নিজের কেরাসিন এনে দেয় গোবিন্দ। ব্ল্যাকে। ব্যাটা নির্ঘাৎ কিছু মার্জিন রাখে। সে বলল, 'একদিন আগে বলবেন। গোবিন্দ এনে দিতে পারে।'

'ওমা! গোবিন্দ! ভারি ভাল ছেলে। উঃ, কি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল!' মিসেস বণিক নিজের দরজার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন, 'আপনারা কি আমাদের কাছে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। কাজ হয়ে গেছে।' নিবারণ আর কথা বাড়াতে চাইছিল না।

পটল এতক্ষণ উশখুশ করছিল। সম্ভবত সে ভদ্রমহিলার পরিচয় বুঝতে চেষ্টা করছিল। এবার সে বলল, 'নিবারণদা, এখানে যাদের গ্যাস দরকার তাদের একটা লিস্ট আমাকে দিয়ে দেবেন।'

'গ্যাস?' মিসেস বণিক প্রায় ছুটে এলেন, 'ওমা, আপনি গ্যাস দিতে পারেন?'

বিনয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল পটল, 'এই আর কি!'

'তাহলে আমাকে কিন্তু প্রথম দিতে হবে।' আবদারের ভঙ্গীতে বলার চেষ্টা করলেন মিসেস বণিক।

'সে তো নিশ্চয়ই। গ্যাসের রান্নায় কত সুবিধে। মেয়েদের আজকাল কত বাইরের কাজ করতে হয়। এখন কি আর মেয়েদের ঘরে আটকে থাকার দিন আছে!' পটল আরও বিনয়ী হল।

মিসেস বণিক খুশী খুশী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে এখানে আগে দেখিনি?'

'দেখবেন কি করে? আজই তো প্রথম এলাম!'

নিবারণ পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'ইনি আমাদের ম্যাঞ্জারবাবুর ভাগ্নে।'

'শ্রীযুক্ত মৈনাক মুখার্জী। যে কোন দরকারে আমায় ডাকবেন।'

'মৈনাক! বাঃ। নামটা খুব সুন্দর তো। আসবেন একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে।'

মিসেস বণিক বিদায় নিয়ে এগিয়ে যেতেই নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম পটল না?'

'ওটা মামার আদুরে ডাক। আপনি আবার পাঁচ পাবলিককে ডাক নাম বলে বেড়াবেন না। চলুন।'

পটল উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করতে নিবারণ অনুসরণ করল। ক্রমশ সে মোহিত হচ্ছিল। পটলের মত এমন গুছিয়ে কথা বলতে সে পারে না। এইটুকু সময়ের মধ্যে ছেলেটা কি চমৎকার মুগ্ধ করে দিল কার্তিক বণিকের স্ত্রীকে। গ্যাসের ব্যাপারে হয়তো গুল মারল। কিন্তু কি স্বচ্ছন্দ গুল! যেন বুঝিয়ে দিল নিবারণের ক্ষমতা যদি কেরারিন পর্যন্ত পটল যায় গ্যাসে। অবশ্য সে কারণে মনে কোন জ্বালা আসছে না।

প্যাটেল সাহেবের বোন দরজা খুললেন। ভারী চেহারায় পঞ্চাশ পার হওয়া মহিলা। সব সময় বিমর্ষ হয়ে থাকেন। নিবারণকে দেখে একটু অবাক হলেন। নিবারণ নমস্কার করল, 'প্যাটেল সাহেব একটু আগে আমাদের অফিসে গিয়েছিলেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সকালে বেরুবার সময় আপনার মেয়েকে ডাকবেন, আমি গিয়ে বাসে তুলে দেব।'

ভদ্রমহিলা একটু স্বস্তি পেলেন, 'খুব ভাল হয় তাহলে। কি বিপদেই না পড়েছি।'

পটল বলল, 'ওটাকে বিপদ ভাবছেন কেন? আমরা থাকতে কোন বিপদ হবে না। আপনারা কি জঙ্গলে আছেন? শুধু দেখিয়ে দেবেন কোন ছেলেরা ঝামেলা করছে।'

'না না।' ভদ্রমহিলার মুখে আতঙ্ক ছড়ালো, 'কাউকে চটাতে চাই না আমি। আমাদের সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ থাকে না। কখন কি হবে কে জানে!'

পটল বলল, 'আপনাদের ওপর কেউ অন্যায় করবে আর আমি সহ্য করব তা ভাবছেন কি করে?'

এবার ভদ্রমহিলার খেয়াল হল। নিবারণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি?'

নিবারণ বলল, 'আমাদের ম্যাঞ্জারবাবুর ভাগ্নে। পটল, না, মৈনাকবাবু।'

পটল বিনীত ভঙ্গিতে নমস্কার জানাল। এই সময় সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা একটি তরুণী গনগনে মুখে দ্রুত উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। এদের দরজায় দেখে একটু থমকে গেল। তারপর পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'আমি আর কখনও কলেজে যাব না।'

ভদ্রমহিলা দরজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে গেলেন, 'কি হয়েছে ললিতা! এমন করছিস কেন?'

'আমার আর পড়াশুনো করার দরকার নেই। আমি বাড়ি থেকে বেরুবো না। ব্যাস।' ললিতা মুখ নামাল।

ভদ্রমহিলা কাঁধে হাত রাখলেন, 'কি হয়েছে আমাকে বল। কেউ কিছু বলেছে তোকে?'

মাথা ঝাঁকাল ললিতা। ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলেছে?'

'বিশ্রী বিশ্রী কথা। বাসে ওঠার সময় বলছিল, নামার সময়েও।'

ভদ্রমহিলা হতাশ ভঙ্গীতে নিবারণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলেন তো।'

পটল ততক্ষণে ভেতরে পা বাড়িয়েছে, 'এ চলতে দেওয়া যায় না। কারা আপনাকে এসব বলেছে আমাকে দেখিয়ে দেবেন?'

মুখ না ফিরিয়ে ললিতা বলল, 'ওই যারা চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়।'

পটল বলল, 'এই এলাকা নতুন তৈরী হয়েছে। নতুন এলাকায় ওইসব ছেলে এল কি করে! আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আপনার মেয়েকে যাতে কেউ কিছু না বলে তা আমি দেখব!'

ভদ্রমহিলা শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে কথা দিচ্ছি এর জন্যে আপনাদের কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না।' পটল উদার গলায় কথাগুলো বলতেই নিবারণ লক্ষ্য করল ললিতা মুখ তুলে পটলকে আড় চোখে দেখে নিল। ছবিটা মোটেই পছন্দ হল না নিবারণের।

ভদ্রমহিলা একটু যেন স্বস্তি পেয়েছেন এবার। বললেন, 'ভবানীপুর থেকে কলেজটা কাছে ছিল। এখান থেকে এত দূর পড়ে যে না ফেরা পর্যন্ত কি দুশ্চিন্তা থাকে।'

পটল চটপট বলল, 'তা যদি বলেন কাছের কলেজে ভর্তি করুন। না, মিড সিজন বলে ভাববেন না। যে কলেজ পছন্দ শুধু তার নামটা আমাকে বলে দেবেন।'

এবার ললিতা ঠোঁট ফোলালো, 'নুনা। আমি কলেজ পাল্টাবো না। পুরোনো বন্ধুদের ছেড়ে আসতে পারব না।'

কথাগুলো শেষ হওয়া মাত্র পটল বলে উঠল, 'ঠিক আছে। যা ইচ্ছে তাই হবে। কিছু ভাববার নেই মাসিমা। মৈনাককে মনে রাখবেন। আর হ্যাঁ, মিস্টার প্যাটেল বলছিলেন এ বাড়ির সুনীল বলে কে একজন নাকি বিরক্ত করে খুব!'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না, বিরক্ত ঠিক নয়। ও যখন কলেজে যেত তখন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ও বাস স্ট্যান্ডে গেলে সঙ্গে যেত কথা বলতে বলতে।'

হঠাৎ ললিতা ফুঁসে উঠল, 'আমি ওর সঙ্গে একদম কথা বলতে চাই না। একদম বাজে ছেলে। সব মেয়ের সঙ্গে যেচে যেচে ভাব করে। ওই যে, আমাদের উল্টোদিকে বাঙালি ফ্যামিলি থাকে, তাদের মেয়েটার সঙ্গেও গায়ে পড়ে কথা বলে।'

পটল বলল, 'দিস ইজ ব্যাড! তা ছেলেটা আর ঝামেলা করে না তো?'

ললিতা উল্টোদিকে তাকিয়ে বলল, 'না। আমি যেই বলেছি 'আই ডোন্ট লাইক' সঙ্গে সঙ্গে আসা বন্ধ করেছে। মা, আমি কাল থেকে কলেজে যাব কি করে?' শেষ প্রশ্নটা খুব স্পষ্ট নয়, একটু অনুনাসিক ধ্বনি মিশ্রিত রইলো ওতে!

পটল বলল, 'কি আশ্চর্য! হ্যাভ ফেইথ অন মি! আমি তো বললাম। চললাম মাসীমা।' গটগট করে পটল যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নিবারণ চটে গেল। ললিতার চোখে মুখে মুগ্ধতা। সেটা লক্ষ্য করে ওর মা খুশী হননি বুঝতে পারার পর সে স্বস্তি পেল। ওর মনে হল সুনীর আর পটল একই ধরনের ছেলে কিন্তু পটলের বোলচাল একটু বেশী। কিন্তু এটা স্বীকার

করতেই হবে যেমন মামা তার তেমন ভাগ্নে। এক কথায় গ্যাসের সিলিন্ডার এনে দিচ্ছে, মাস্তান শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিচ্ছে, আবার কলেজে ভর্তি করার ক্ষমতা রাখে। এরকম লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে থমকে দাঁড়াল পটল, 'কোন দুটো ফ্ল্যাট বিক্রি হবে?'

'দুটো না একটা। দিব্যজ্যোতি মল্লিক এখনও বলেননি তিনি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেবেন।'

'নেকু। জেনেশুনে চেপে যাচ্ছেন কেন মশাই। আপনার সঙ্গে একটা লম্বা সিটিং দিতে হবে। আজ বিকেলে ছোটয় চলে আসুন। আরে পয়সার কথা ভাববেন না।'

'ছোট? সেটা আবার কি?' নিবারণ হকচকিয়ে গেল।

'যাচ্চলে। কলকাতায় থেকে ছোটর নাম শোনেন নি? ছোট ব্রিস্টল। মালের আসল আড়ৎ। চলে তো?' হাতের মুদ্রায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল পটল।

আর সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল নিবারণ, 'না-না, মায়ের বারণ আছে।'

'মা! যা ব্বাবা। আপনি যে আমার চেয়ে এক কাঠি ওপরে। যাক এসব কথা। এবার একটু হেল্প করুন তো। কিভাবে চায়ের দোকানের মস্তানগুলোকে ম্যানেজ করব?'

'সেকি?' নিবারণের চোখ কপালে উঠল, 'এই যে, বলে এলেন আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন!'

'ফ্যাক্ট। দায়িত্ব নিতে কখনও আমি পিছপা হই না। কিন্তু এবার সুলুকে করতে হবে তো! একটা চমৎকার কাজের সাজেশন ছাড়ুন তো মশাই।' পটল সিগারেট ধরালো চিন্তিত মুখে।

'আপনার জানাশোনা নেই?' নিবারণের বিস্ময় কাটছিল না।

'কিসের জানাশোনা? আমার পাড়া বাগবাজার হলে দেখিয়ে দিতাম। এটা তো এখনও ফরেন এলাকা।'

'তাহলে কলেজে ভর্তির ব্যাপারটা—।

'ক্ষেপেছেন? কোন মেয়ে কলেজ পাল্টাতে যায় মাঝ বছরে! জানতাম।'

'গ্যাস?'

'ওটার এক সোর্স আছে। আমার বৌদির বোনের দেওর ইন্ডিয়ান অয়েলে কাজ করে। ধরলে-টরলে কি একটা ব্যবস্থা আর হবে না। এসব নিয়ে আপনি একদম ঘাবড়াবেন না। মাথায় কিছু এল?'

'না ভাই।' নিবারণ চটপট মাথা নাড়ল, 'ম্যানেজারবাবুকে বলে পুলিশে খবর দিলে হয় না?'

'ফোট্। মামা পুলিশকে কি বলবে? আর পুলিশ এলে হেভি ঝামেলা।'

এই সময় শ্রীযুক্ত লু সুনকে দেখতে পেল ওরা। চীনা ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছেন নিজের ভাষায়। পটল দাঁড়িয়ে পড়ল। নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল আছেন তো?'

লু সুন চোখ বন্ধ করে হাসল, 'ঠিক হ্যায়।'

'নো প্রব্লেম?' নিবারণ একটু ঘনিষ্ঠ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'নো।' লু সুন উত্তরটি দিয়ে পটলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হেলো!'

পটল এক গাল হাসল, 'চায়না? ইওর হোম ইন চায়না?'

'নো। হেয়ার ইন ইন্ডিয়া।'

পটল চুপচাপ গেল কথাটা শুনে। নিবারণ তখন সামান্য ঝুঁকে বাচ্চাটাকে বলছে, 'চ্যাঙ কঙ, ইয়ান চুঙচাঙ?'

বাচ্চাটা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, 'হয় নি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল নিবারণ, 'যাচ্চলে।' লু সুন 'বাই' বলে মেয়ে নিয়ে চলে যেতে নেমে এল ওরা। প্রাণহরিবাবু একমনে চুরুট খাচ্ছিলেন। ওদের দেখে লাল চোখে তাকালেন। পটল ঝটপট বলে উঠল, 'সব ম্যানেজ। আর জল পড়বে না, কাপড় শুকাবে না। মস্তানরাও টাইট হবে।'

'হু দ্য হেল আর ইউ?' ছিটকে এল শব্দগুলো মুখের গহ্বর থেকে।

'আমি তোমার ভাগ্নে মামা।'

'দেন হোয়াই ইউ ওয়েন্ট উইদ হিম?'

'অভ্যেস, বিপদ-টিপদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

তোমার এই অভ্যেসের নিকুচি করেছে। গেট আউট। চলে যাও বাগবাজারে।'

'যাচ্ছি। কিন্তু মিসেস বণিকের জন্যে গ্যাস চাই। আর পুলিসের হেল্প ছাড়া ললিতার মাস্তানদের টাইট করে দিতে হবে। আমার কি? আমি চললাম।' পটল দরজার দিকে হাঁটল।

'নিবারণ!' প্রাণহরির গলায় একটু ফ্যাকাশে ভাব।

'বলুন স্যার!' নিবারণ চটপট জবাব দিল।

'রান্নার গ্যাস কোথায় পাওয়া যায়?'

'দোকানে পাওয়ার কথা। কিন্তু লাইন দিয়েও সব সময় পাওয়া যায় না।'

'অ। ওই হতচ্ছাড়া এনে দেবে বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি দরকার ছিল ওর আগ বাড়িয়ে কথা বলার? পটল?'

দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়াল পটল, 'বল মামা!'

'তোমাকে নিষেধ করেছিলাম এখানে আসতে। তবু এসেছ। আগ বাড়িয়ে একজন ওনারকে কথা দিয়েছ। নাউ ইটস্ ইওর প্রব্লেম। রান্নার গ্যাস এনে দিয়ে যাবে।' মুখ ঘুরিয়ে নিলেন প্রাণহরি।

'নো প্রব্লেম। আর মাস্তানদের ব্যাপারটা?'

'সেটা আমি বুঝব। আই অ্যাম মিলিটারি ম্যান। এ্যাইসা প্যাঁদাবো বাছাধনদের যে বাপের নাম ভুলে যাবে। অবশ্য মারবই বা কোথায়। দেখতে তো চামচিকের মত।'

'সেটা করতে যাওয়া ঠিক হবে কি ? পাইপগান, পেটো— !'

'কি আমাকে পেটো দেখাচ্ছ ?'

'আমি দেখাচ্ছি না। বাঘের সংগে লড়াই করেছ কিন্তু সাপের সংগে গায়ের জোরে পারা যায় ?'

'হুম। ঠিক আছে, আমি থানায় যাচ্ছি।'

'মামা, তুমি মাইরি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও না !'

'হোয়াট ? কি বললে ? আমার সামনে মাইরি বললে ?'

'ওটা এমন কিছু খারাপ কথা নয়। মাস্তানদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেব ? তারপর যদি প্যাঁদানি খাও তো তোমার মায়ের কাছে কি জবাব দেব ?'

'পটলের গায়ে আজ পর্যন্ত কেউ হাত ছোঁয়াতে সাহস পায়নি মামা। শুধু একটু ফেভার কর। নিবারণবাবুকে আমার সঙ্গে দাও।' পটল নিবারণকে ইশারা করল।

হঠাৎ খিক খিক করে হাসলেন প্রাণহরি। তারপর নেভা চুরুট জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন, 'ঢোল তোমার বডিগার্ড ?'

'আর হ্যাঁ, দশটা টাকা দাও, ওদের ম্যানেজ করতে হবে।'

'হোয়াট ? তোমাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার কাছে আর টাকা না চাও।'

'আমার জন্যে নয়। তুমি দিয়ে দাও পরে ইচ্ছে মত বিল করে নিও।'

'বিল ? কার কাছে বিল করব ?'

'প্যাটেল সাহেব। কেসটা তো ওদের।'

'উঃ ভগবান। কি বোনের কি ছেলে।' অনিচ্ছায় একটা পাঁচটাকার নোট বের করলেন প্রাণহরি।

টুক করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পটল বলল, 'কিন্তু এটা মানতেই হবে তোমার যোগ্য ভাগ্নে আমি। আসুন নিবারণবাবু, মাস্তানদের সঙ্গে গল্প করে আসি।'

হনহন করে বেরিয়ে গেল পটল। নিবারণ অসহায় চোখে তাকাল প্রাণহরির দিকে। তিনি বেজায় মুখে ইঙ্গিত করলেন ভাগ্নেকে অনুসরণ করতে।

।। সতেরো ।।

তুড়ি দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলল পটল। ওকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে সে এবার নিবারণের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। একটা বিরাট ঝামেলার আশংকায় সিঁটকে ছিল নিবারণ। পটল বলল, 'আচ্ছা, ফ্ল্যাট খালি আছে এখন ?'

এরকম প্রশ্নের সামনে পড়বে ভাবতে পারেনি নিবারণ। চোখ বড় করে বলল, 'জানি না।'

'সব জানেন। নেকু। আরে হাজারবার বলেছি মামার চেয়ে আমি অনেক অনেস্ট। আমার সঙ্গে হাত মেলালে ঠকবেন না। দুটো পয়সা এই গরীব ইনকাম করুক তা চান না ?' কাতর গলায় বলল পটল।

নিবারণ বুঝতে পারছিল না এসব কথা বলার পরিবেশ এটা কিনা। ললিতাকে যারা বিরক্ত করে তাদের ঠাণ্ডা করতেই তো পটল এসেছে। কিন্তু ও ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করছে না। সে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। পটল কাঁধ ঝাঁকাল, 'এটা কোন সমস্যাই নয়। চায়ের দোকান কোথায় ?'

নিবারণ ইশারায় দোকানটা দেখাল। ইশারার কারণ গোটাপাঁচেক ছেলেকে সে ওই ঝুপড়ির দোকানে বসে পা দোলাতে দেখেছে ইতিমধ্যে। পটল একটু ভাবল, 'মালকড়ি সঙ্গে আছে ?'

'আজ্ঞে না।' নিবারণ চটপট মাথা নাড়ল।

'মামার সঙ্গে থেকে আপনি মশাই এর মধ্যে সব গুণ পেয়ে গেছেন। আমার পাশে থাকবেন সব সময়। আমি যা বলব তাতেই মাথা নাড়বেন। কখনও প্রতিবাদ করবেন না। শালাদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় দেখাচ্ছি।'

পটল ঝুপড়ির দোকানের দিকে পা বাড়াল। নিবারণ অনুসরণ করতে করতে ঢোঁক গিলল। মিনমিনে স্বরে বলল, 'রক্তারক্তি কাণ্ড যেন করে বসবেন না।'

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পটল জবাব দিল, 'প্রয়োজন হলে করতে হবে।'

ততক্ষণে ঝুপড়ির সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। চায়ের দোকানের মালিক বৃদ্ধ। একটা বালক এগিয়ে এল, 'চা দেব ?'

পটল উত্তর দিল, 'নাহলে কি এখানে গাবজল দিতে এসেছি! পটল ব্যানার্জী দিনদুপুরে চা খাচ্ছে, কেউ কখনও দেখেছে? তুমি আর ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকো না নিবাদা। আপাতত চা-ই খাই।' মাটিতে পোঁতা বাঁশের ওপর পাতা তক্তায় বসল পটল। নিবারণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পটল হঠাৎ তাকে শুধু তুমিই বলল না নিবাদা বলেও ডাকল। পটলের পাশে বসতে বসতে সে চোয়াড়ে ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করল। ওরা অদ্ভুত দৃষ্টিতে পটলকে দেখছে। হঠাৎ পটল বলল, 'দ্যাখো নিবাদা, খচড়ামিতে আমার সঙ্গে পারবে না। বাগবাজারের রকে বড় হয়েছি আমি। প্রতি বছর সুপার স্টার নিয়ে শ্যাম পার্কে ফাংশন করি। আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে মদ খেয়ো না। আরে বাবা তোমার পয়সায় মদ খাচ্ছি! আর একদিন শুনলে খোমা বিলা করে দেবো।'

নিবারণের পেট ব্যথা করতে লাগল। পটলকে এসব কথা তো কেউ বলেনি তাহলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ও বলছে কেন? এখন পর্যন্ত তো ছেলেগুলোর দিকে ফিরে তাকায় নি পটল। এ কি রকম সায়েস্তা করা?

বালক দুটো গ্লাসে চা নিয়ে এল। পটল মুখে গ্লাস তুলে যে শব্দ করল তাতে বোঝা গেল বস্তুটি অখাদ্য। তারপর বালকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক গজি মাল দিলি কেন?'

বালক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বৃদ্ধ মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা বুঝলাম না বাবু?'

'এক গজি। তিন ফুটে এক গজ। তিনবার ফুটিয়েছেন চা।' বলে পুরো গ্লাস উপুড় করে ঢেলে বালকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, এক ফুটি চা দাও।'

এবার যুবকের দলে গুঞ্জন উঠল। বৃদ্ধ দোকানদার বলল, 'না-না, তিনবার ফোটেনি। মাইরি বলছি।'

পটল বলল, 'পটল ব্যানার্জীকে টি-টেস্টারের চাকরি দিয়েছিল সাহেব কোম্পানি। নতুন চা বানান। পুরোনোটার দাম পাবেন।' তারপর ঘুরে ছেলে-গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা খেয়ে দেখুন ভাই। নিবাদা, তোমার গ্লাসটা ওদের দাও।'

একটি ছেলে বলল, 'হ্যাঁ। চা তো শালা সকাল থেকেই ফুটছে।'

'তবে?' নিবারণের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বালককে ফিরিয়ে দিয়ে পটল বলল, 'শালা কোথাও শান্তি নেই। গঙ্গাজলে পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে?'

'গঙ্গাজল?' দ্বিতীয় যুবক প্রশ্ন করল।

মাথা নেড়ে হাসল পটল, 'এদিকে বোধ হয় নামটা চালু নেই। নিবাদার ফেবারিট ব্র্যান্ড। স্পেশাল নম্বর বাংলা। বাগবাজারে পাওয়া যায়। এদিকের ঠেকটা কোথায় বলুন তো?'

তৃতীয় যুবক বলল, 'এসব তো নতুন জায়গা। তবে চোলাই পাওয়া যায়।'

'দূর! চুল্লু তো রিকসাওয়ালারা খায়। স্পেশ্যাল বাংলার কোন বিকল্প নেই। আমার ঠাকুর্দা তো বাগানবাড়িতে বসে স্কচ ফেলে বাংলা খেতেন।'

পটল সিগারেট ধরাতে গিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল। মুহূর্তে পাঁচখানা সিগারেট কমে গেল তা থেকে। একটি যুবক বলল, 'আপনাদের বাগানবাড়ি আছে বুঝি?'

পটল মাথা নাড়ল, 'ছিল। ওই বাংলা খেয়ে সব ফরসা হয়ে গিয়েছে। বেনারস লক্ষ্ণৌ আর বৌবাজারের সমস্ত বাঈ ওই বাগানবাড়িতে ঘাগরা দুলিয়েছে। যাঃ, খুব মুশকিল হয়ে গেল নিবাদা। এখানে যদি বাংলা না পাওয়া যায় তাহলে কি নিয়ে থাকব?'

এক যুবক প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি ওই নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন?'

নিবারণ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল, ধমকে থামিয়ে দিল পটল, 'থাকি মানে? বাধ্য হয়ে থাকি। নইলে বাগবাজারের রকের আড্ডা ছেড়ে কেউ আসে? আমাদের আড্ডায় কে বসত জানেন। জহর গাঙ্গুলির নাম শুনেছেন?'

ছেলেগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

পটল হাসল, 'খুব বড় ফিল্ম আর্টিস্ট ছিলেন।'

একজন বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মায়ের মুখে নাম শুনেছি।'

পটল বলল, 'গুড। সত্যেন বোস, বিজ্ঞানী, বীরেন ভদ্র, মহালয়া, জহর রায়, কমেডিয়ান কে না যেতেন? আরে মশাই উত্তমকুমার যখন উত্তমকুমার হয় নি তখন জহর গাঙ্গুলীর প্রসাদ পেতে হাজির হতেন ওখানে।'

এবার ছেলেগুলো নড়েচড়ে উঠল, 'উত্তমকুমার?'

'এতেই অবাক হচ্ছেন? শ্যামপার্কের ফাংশন করব, কিশোরদার কাছে গিয়েছি। দেখে বললেন, পটল, অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল বাগবাজারের রকে একটু আড্ডা মারা। কিন্তু পাবলিকের ভয়ে যেতে পারি না।'

'কিশোরদা মানে কিশোরকুমার?'

মাথা নাড়ল পটল, 'তা আমি বললাম, কিশোরদা, রকে বসলে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। ফাংশনে এলেন। পয়সা দিতে চাইলে বললেন, নিতে পারব না ভাই, শুধু একটু রকে বসব।'

নতুন চা এসে গিয়েছিল। চুমুক দিয়ে একটু আরাম হল যেন পটলের। উদার গলায় বলল, 'আপনারা যদি কোন ফাংশন করেন তাহলে বলবেন, পুরো টালিগঞ্জকে এখানে এনে দেব।'

নিবারণ অবাক হয়ে দেখছিল। মিনিট দশেকের মধ্যে পটল পটলদা হয়ে উঠল। ছেলেরা কথা দিল নিবারণের জন্যে বাংলার ঠেকের খবর এনে দেবে। এদের বাড়ি আশে-পাশের বস্তি অঞ্চলে। স্টেডি ইনকাম বলতে কিছু নেই। পটল সে বিষয়েও চিন্তা করবে বলে কথা দিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে পটলকে চায়ের দাম ওরা দিতে দিল না। এই সময় নিবারণ শঙ্কিত হয়ে গেল। ম্যানেজার প্রাণহরি চ্যাটার্জীর গাড়ি দেখা যাচ্ছে। গাড়িটাকে যেতে হবে এই কুঁড়ির পাশ দিয়েই। এখানে বসে আড্ডা মারছে দেখলে ম্যানেজার অগ্নিশর্মা হবেনই। ভাবতে না ভাবতেই গাড়িটা খানিকটা দূরে ব্রেক কষল।

সঙ্গে সঙ্গে পটল উঠে দাঁড়াল, 'যা. শালা। আবার গাড়ি গেল। এত করে মামাকে বলেছি ওটা নিয়ে আর বেরিও না কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। চল নিবাদা, একটু ঠেলে দিই।'

যুবকরাও নেমে এল ঝুপড়ি থেকে, 'চলুন আমরাও হাত লাগাচ্ছি।

হাঁটতে হাঁটতে পটল বলল, 'আমার মামা হলেও বলছি লোকটা কিন্তু বেসিকালি খচ্চর নয়। একটু বায়ুর দোষ আছে। তোমাদের কোন মিলিটারির প্রব্লেম হলে ওকে বলতে পার।'

ভাগ্নে আর নিবারণকে ঝুপড়ির সামনে বসে থাকতে দেখে ক্ষিপ্তভঙ্গিতে ব্রেক কষেছিলেন প্রাণহরিবাবু। এবার দেখলেন দলটাকে নিয়ে পটল আসছে কি সব বিড়বিড় করতে করতে। চট করে দেখলে মনে হবে একটি মস্তানবাহিনী এগিয়ে আসছে এ্যাকসন করতে। নিবারণটা রয়েছে সবার পেছনে। একটু ঘাবড়ে গেলেন প্রাণহরি। মতলবটা কি? গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাবেন নাকি! কিন্তু তার আগেই পটল চেঁচাল, 'একদম ঘাবড়ে যেও না মামা। আমরা তোমাকে হেল্প করছি।'

কথা শেষ হতে না হতেই প্রাণহরি আঁতকে উঠলেন। ছয়জোড়া হাত তাঁর গাড়ি ঠেলছে? কিন্তু তাঁর গাড়ির তো কিছুই হয় নি তবু ওরা ঠেলছে কেন? এই অবস্থায় তিনি তো থেমে থাকতে পারেন না। গাড়ি গড়াচ্ছে। পেছনের ছেলেরা বিচিত্র শব্দ তুলছে ঠেলতে ঠেলতে। অতএব তাঁকে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে যেতে হল। শুধু যাওয়ার আগে চিৎকার করে বলতে পারলেন, 'হারামজাদা, দাঁড়া, তোকে আমি দেখাচ্ছি মামা কি জিনিস!'

পটল হো হো করে হেসে হাতের ধুলো ঝাড়ল, 'এই হল আমার মামা। দি গ্রেটেস্ট হটবক্স আর মাই মাতুলবংশ। আমার বাবার শালা তো, একটু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। মামা না হলে এ্যাদিনে ক্যালেন্ডার করে ঝুলিয়ে রাখতাম।' তার পর নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি চলে যেতাম, বুঝলে নিবাদা, শুধু ওই ললিতার জন্যে যেতে পারছি না। তোমরা ললিতাকে চেনো?'

ছেলেরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। পটল বলল, 'দূর! তোমাদের চোখে কি ন্যাবা হয়েছে? এই বয়সে যদি ললিতাকে না দেখে থাকো তো কবে দেখবে?'

'ললিতা কে?' একটি ছেলে কোনমতে জিজ্ঞাসা করল।

খুব লাজুক-লাজুক মুখ করল পটল। তারপর বলল, 'এ প্রশ্ন আমাকে করো না ভাই। তবে তোমাদেরও বলিহারি! এখানে বসে থাক আর ললিতাকে দ্যাখো নি? সালোয়ার পাঞ্জাবি পরে। লম্বা মতন। মোটা বিনুনি।'

ছেলেদের মুখ দেখে বুঝতে পারা গেল ওরা চিনতে পেরেছে। সেটা লক্ষ্য করে পটল বলল, 'ব্যাপারটা কি জানো, ললিতা খুব অসহায় মেয়ে। অল্প বয়সে বাবা মারা মারা গিয়েছে বেচারার। খুব খাটছে, যাতে পড়াশুনো করে দাঁড়াতে পারে। বিধবা মায়ের কষ্ট বোঝে। ও তো এখান দিয়েই সকালে কলেজে যায়। দ্যাখো নি? ওর জন্যেই থেকে যেতে হচ্ছে এখানে।'

মিনিট তিনেক পরে ফিরে আসছিল ওরা। নিবারণ যাকে বলে একেবারে বাক্‌শক্তিহীন। সিগারেটের খালি প্যাকেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পটল বলল, একটা প্যাকেট দানে বেরিয়ে গেল। কিন্তু নিবারণবাবু, আপনার ললিতার পেছনে আর কেউ লাগবে না।'

নিবারণ ধাতস্থ হচ্ছিল না। যা ভেবেছিল ঠিক তার উল্টো করে পটল কি সুন্দর ছেলেগুলোকে ম্যানেজ করে ফেলল। পটল তার বাগবাজারের ব্যাপার নিয়ে কতটা সত্যি বলছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু ওই ছেলেগুলো তো মুগ্ধ হয়ে গেছে। প্রাণহরিবাবুর গাড়ি ঠেলার দৃশ্যটি মনে পড়তেই পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। যা হোক, সে তো নিজে গাড়ি ঠেলেনি। তাকে তো কিছু বলতে পারবেন না প্রাণহরিবাবু। কিন্তু একটা কুমারী মেয়েকে জড়িয়ে নিজের সম্পর্কে যে গল্প ছাড়ল পটল তা কি ভাল হল? প্যাটেল সাহেবের কানে গেলে খুশী হবেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু এই পটলকুমারকে সে সামলাবে কি করে? পটল এই সময় বলল, 'কি মশাই, ম্যাদা মেরে গেলেন যে!'

নিবারণ বলল, 'ললিতার ভাল হল আবার খারাপও হল।'

'কি রকম? কেউ আর ওকে জ্বালাতন করবে না, এতে খারাপ কিসের?' পটল যেন অবাক।

'ওর সঙ্গে তো আপনার কোন সম্পর্ক নেই, মানে ওই যে কথা বললেন, গল্পটা চালু হয়ে যাবে।'

'সম্পর্ক নেই তো কি হয়েছে, হতে কতক্ষণ? আপনি ললিতার চোখ দেখেছেন? কি গভীর? আমি শুনেছিলাম গুজরাটী মেয়েরা শরৎচন্দ্রের খুব ভক্ত। আজ ললিতাকে দেখে সেকথা মনে হল।'

নিবারণ হাঁটতে হাঁটতে পটলের দিকে তাকাল। এর মধ্যে শরৎচন্দ্র কি করে আসছে বোধগম্য হল না তার। লোকটা কি এর মধ্যে ললিতার প্রেমে পড়ে গেল! ভাবতেই বেশ মজা লাগল। সে বলল, 'তাহলে তো আপনার পরিশ্রম বেড়ে গেল। রোজ বাগবাজার থেকে ঠেঙিয়ে এখানে আসতে হবে।'

'আসতে হবে মানে? আমি তো এখানেই থেকে যাচ্ছি।' নির্লিপ্ত গলায় বলল পটল।

'আপনি এখানে থাকবেন?' বুঝতে পারল না নিবারণ।

'ইয়েস। আপনার একার দ্বারা এতসব প্রব্লেম সামলানো কি সম্ভব? আমার মামাটি কি চীজ্ তা তো জানি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার খুব একটা ঝামেলা নেই। তাছাড়া দু-তিন দিন পরেই দেখবেন এ ফ্ল্যাট থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করছে ও ফ্ল্যাট থেকে ডেকে পাঠাচ্ছে। আপনার ঘরে একটা খাট ফেলে দিলে বডি পেতে দেব তাতে। অফিসঘরটাও ব্যবহার করতে পারি।' বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পটল, 'আপনি এক কাজ করুন। ললিতাকে গিয়ে বলে আসুন আমি ছেলেগুলোকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। ওরা আর কোনদিন বিরক্ত করবে না।'

রাগ হয়ে গেল নিবারণের, 'আপনি যান না। আমি কেন?'

মাথার পেছনে চুলে আদর করে হাত বোলাল পটল, 'নিজের মুখে বললে ললিতা কিছু ভাববে না। আপনি বলে এলে ওর মাথার মধ্যে পাক খাবে আমার কথা। ভাববে আমি কত বিনয়ী।'

ঠিক এই সময় একটি লরিকে আসতে দেখা গেল এদিকে। পিঠবোঝাই মালপত্র নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। পটল বলল, 'নতুন পার্টি আসছে নাকি?'

টেম্পোটা থামতে নিবারণ এগিয়ে গেল। দু'তিনজন কুলি নেমে এসেছে লরি থেকে। ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে কোনমতে নেমে দাঁড়ালেন মিসেস ইঞ্জিনিয়ার। তারপর সামনে নিবারণকে দেখে বৃদ্ধা খুব খুশী হলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি চলেই এলাম। কোন খবর না দিয়ে এলাম বলে অসুবিধে হবে না তো?'

নিবারণ নিজেকে সামলে নিল। ইনি আসবেন না, এখানকার ফ্ল্যাট বিক্রী করে দেবেন জানার পর কত রকম জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবার বাড়া ভাতে জল নয় ছাই ঢেলে ইনি এসে পড়লেন তাহলে! কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের মালিক যখন মিসেস ইঞ্জিনিয়ার তখন তার কর্তব্য তাকে করতেই হবে।

নিবারণ হাতজোড় করে এগিয়ে গেল, 'না না, বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। আপনার ফ্ল্যাট একদম রেডি। আসুন আমার সঙ্গে। এ্যাই, তুম লোগ হামকো পিছু আও।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ওঃ, আপনি কি ভাল লোক!'

নিবারণের মন খুশীতে ভরে এল। যা হোক ওঁর ফ্ল্যাট নিয়ে আর শকুনে শেয়ালের কামড়াকামড়ি দেখতে হবে না। পটল দাঁড়িয়েছিল ফ্ল্যাটের দরজায়। একটু লেংচিয়ে ভারী শরীর নিয়ে মিসেস ইঞ্জিনীয়ার নিবারণের পাশাপাশি হাঁটছিলেন। মুখোমুখি হতেই নিবারণ পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'মিসেস ইঞ্জিনীদি, ইনি হলেন পটলবাবু। আমাদের ম্যাঞ্জারবাবুর ভাগ্নে। খুব কাজের লোক।'

মিসেস ইঞ্জিনীয়ার হাত তুলে নমস্কার করলেন। পটলের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার মামার চেয়ে এই মুহূর্তে সে কোষ্ঠকাঠিন্যে বেশী ভুগছে। কিন্তু লোকটার এলেম আছে। মুহূর্তেই নিজেকে পাল্টে ফেলল, 'আপনি পিয়ানো বাজান?'

'হ্যাঁ। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার মাথা নাড়লেন, 'ওটাই আমার নেশা, পেশাও।'

'ওঃ, কি ভাল হল। যারা গানবাজনা করে তাদের আমার খুব ভাল লাগে।'

'বাঃ! আপনি কি সঙ্গীতচর্চা করেন?'

'একটু-আধটু।' বিনীত ভঙ্গীতে বলল পটল।

'তাহলে মাঝে মাঝে যখন সময় পাবেন আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। প্লিজ।'

'সেকথা বলতে!'

নিবারণ আবিষ্কার করল একটি সনাতন সত্য। কলকাতার মানুষদের বোঝা তার দ্বারা সম্ভব নয়। এই শ্রাবণ তো ওই চৈত্র। প্রকৃতি তো সইয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করে। পটলের সে-বালাইও নেই? এখানে এসে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের খালি হয়ে যাওয়া ফ্ল্যাট বিক্রী করে কমিশনের ধান্দায় ছিল আর এখন যে গলায় কথা বলছে মনে হবে ভদ্রমহিলা আসায় ও সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছে। একেই কি বলে পাল্টি খাওয়া?

আপাতচোখে মনে হবে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের সম্পত্তি বলতে ওই একটা লাউস পিয়ানো। কিন্তু খাট বিছানা চেয়ার টেবিল ফ্ল্যাটময় ছড়িয়ে দেবার পর মনে হল বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে ফ্ল্যাটটা। কার্তিক বণিকের ফ্ল্যাটটায় যেমন পা রাখার জায়গা নেই এ ঠিক তার উল্টো। এসব তদারকি করতে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত একটি চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে পড়লেন। নিবারণ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইঞ্জিনিদি আপনারা, কি খান আমার তা জানা নেই। যদি লিস্ট করে দেন তাহলে বাজার থেকে এনে দিতে পারি। প্রথম দিন তো, আপনার খুব কষ্ট হল।'

হাত নাড়লেন মিসেস ইঞ্জিনিয়ার, 'না না। কষ্ট কি! একটু বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি খুব ভাল লোক তাই আমার কথা চিন্তা করছেন। সঙ্গে কফি আছে, বিস্কুট আছে। গ্যাস যা আছে তাতে দিন পনের চলে যাবে। শুধু কড়েয়া থেকে সিলিন্ডার পাল্টে আনতে পারব না তো, ওটা এখানে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে হবে।'

নিবারণ বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। পটলবাবু আছেন। এসব উনি করে দেবেন।'

'তাহলে খুব ভাল হল। কেয়ারটেকার বাবু, আজ আমি নতুন ফ্ল্যাটে এলাম। কিন্তু এভাবে আমি আসব কখনও ভাবিনি। যার ইচ্ছেয় এই ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল তার কথা শুধু মনে পড়ছে।' চোখের জল মুছলেন বৃদ্ধা, 'যে চলে গেছে সে তো কোন কষ্ট পায় না। কিন্তু এই বয়সে আমি একা একা কি জন্যে বেঁচে থাকব? লোনলিনেস ইজ ডেঞ্জারাস দ্যান ক্যানসার।'

নিবারণের বুক ভারী হয়ে গেল, আপনি ওখানে যে ভাবে ছিলেন এখানেও সেই ভাবেই থাকুন।'

বৃদ্ধা মুখ তুললেন, 'ওখানে যে বাচ্চারা ছিল। ওরা দিন-রাত আমায় ঘিরে থাকত। ওদের কারো বাবা মা পছন্দ না করলেও আমার ঘরে আসা বন্ধ হত না।'

নিবারণ বলল, 'এখানেও তো বাচ্চারা আছে। ঠিক আছে আমি ডোরা দিদিমণিকে বলে দেব যাতে ওঁর ভাইঝিদের এখানে পাঠিয়ে দেন।'

'ওদের বয়স কত?'

'কত আর! ছোটটা এখনও সাত হয়নি। বড়টা বছর বারো।'

অফিসঘরে ফিরে আসার সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল বৃদ্ধার জন্য। সারা জীবন সংসার করে শেষ সময়ে যদি একা হয়ে যেতে হয় তখন কি কারো বেঁচে থাকতে

ইচ্ছে করে! মানুষ সব সময় নিজেকে নিয়ে ভাবে। কিন্তু অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে নিজের ভাবনাটা গুরুত্ব পায় না। নিজের প্রয়োজনকে মেটাতেই অন্যের উপস্থিতি দরকার। এইজন্যই তো এক এক জনের সঙ্গে এক এক রকম সম্পর্ক তৈরী হয়। নিবারণের মনে এইসব চিন্তা খুব গভীর হয়ে বসে যাচ্ছিল। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একজন প্রৌঢ় সর্দারজী পটলের সঙ্গে কথা বলছে উত্তেজিত ভাবে। সে কাছে নেমে এলে পটল বলল, 'এই যে এঁকে বলুন, ইনি কেয়ারটেকার অফ ক্যালকাটা।'

সর্দারজী নিবারণকে দেখলেন, 'যশোবন্ত সিং কোথায় থাকে?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'এখানেই। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান? পাবেন না। সিংজী সেই সাতকালে বেরিয়ে যান। দুপুরে একবার খেতে আসেন। আবার রাত এগারোটার আগে ফেরেন না।'

সর্দারজী রাগত ভঙ্গিতে বললেন, 'সে কি করে আমি জানতে চাইছি না। ওর সঙ্গে যারা থাকে তাদের আমি কিছু বলতে চাই। মানুষের লজ্জাবোধ না থাকলে সে আর যাই হোক মানুষ হয় না, এদের তাও নেই।'

পটল এবার নিবারণের দিকে একবার তাকাল। তারপর সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এদের কে হন?'

'সেটা ওদের জিজ্ঞাসা করুন। যে ছেলে নিজের মা দাদাদের ছেড়ে বিধবা বউদিকে নিয়ে ঘর করে আমি তার কেউ হই না।' সর্দারজীর গলা ওপরে উঠেছিল, 'কোন্ ফ্ল্যাটে থাকে ওরা?'

চিৎকারটা যে অনেকের কানে গেছে তা বোঝা গেল! কৌতূহলী অনেক মুখ বেরিয়ে এসেছে সামনে। ফিসফিসানি চলছে। নিবারণের মনে হল এই বৃদ্ধকে যশোবন্ত সিং-এর ফ্ল্যাটে যেতে দেওয়া উচিত নয়। ঘরের গল্প যে বাইরে করে সে ভাল লোক নয়। ঠিক সেই সময় একতলার মাঝের ফ্ল্যাটটার দরজা খুলে বাচ্চাটি বেরিয়ে এল। গেঞ্জি এবং হাফ প্যান্ট পরনে। মাথায় মিনি পাগড়ি। তাকে দেখামাত্র বৃদ্ধ গর্জে উঠল, 'ও, তুমি এখানে!' ছেলেটি এমন ঘাবড়ে গেল যে আর দরজায় দাঁড়াল না কিন্তু সেটা বন্ধ করার কথা খেয়াল করল না।

বৃদ্ধ সর্দারজী এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, গিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন ঢুকবেন কিনা সে ব্যাপারে ইতস্তত করছেন। একটু বাদেই দরজা খুলে গেল। সালোয়ার কামিজের একটা অংশ দেখা গেল, মৃদু গলায় কি উচ্চারিত হল তা এত দূরে থেকে শোনা গেল না। কিন্তু বৃদ্ধ সর্দারজী গলা নামিয়ে ফেললেন আচমকা, 'অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম আসব আসব কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না।'

মহিলার গলা এবার শোনা গেল, 'ভেতরে আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের কাছে ওসব বলে কি লাভ? আসুন।' ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢোকার আগে বৃদ্ধ একবারও পেছন ফিরে দর্শকদের দেখলেন না।

পটল হাসল, 'ফ্যামিলি ম্যাটার্স। আমাদের নাক গলিয়ে কোন লাভ নেই।

বুঝলেন!'

প্রাণহরি চ্যাটার্জীর চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলল পটল। তারপর হতাশ গলায় বলল, 'দেখেছেন কাণ্ড! তখন চুরুট দিলাম, মামা আমার এমন মুখের ভঙ্গী করলেন যেন ছোঁবেন না। ঠিক সঙ্গে নিয়ে গেছেন।' তারপর চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো বিড়ি সিগারেট খান না। এখানে কে খায়?'

নিবারণের খুব রাগ হয়ে গেল, 'বদ্রু খায়।'

'হু ইজ বদ্রু?'

'জমাদার।'

'ডাকুন। নেশার ব্যাপারে জমাদার জমিদারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

ইলেকট্রিসিয়ান গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিল দরজায়! কথাটা শোনামাত্র ছুটে চলে গেল ডাকতে। সেটা লক্ষ্য করে পটল বলল, 'ছেলেটা তো বেশ চটপটে। যাক। একটা চান্স নষ্ট হল। ভাল পার্টি ছিল মশাই। নেই নেই করেও হাজার বিশেক থাকতো! ওই পার্শি বুড়ী যে এসে পড়বে তা কে জানতো! ভালই হয়েছে। মামার একাই খাওয়ার মতলব ছিল, ফেঁসে গেল।'

নিবারণ বলল, 'ওই চেয়ারে বসেছেন, ম্যাঞ্জারবাবু দেখলে খেপে যাবেন।'

পটল খিক খিক করে হাসল, 'মামার চেয়ারে তো ভাগ্নেরাই বসে। এদেশে মামা না থাকলে কেউ সাইন করে? এমন একটা কথা বললেন না যে কি বলব! ওষুধ আমার জানা আছে। আমার এই ব্যাচেলার মামার উইকনেস আমি জানি না ভেবেছেন? কেন বিয়ে করল না বলুন তো?'

'আমাকে তো উনি বলেন নি।'

নিবারণের জবাবটা শুনে আর একবার খিক খিক করে হাসল পটল। আর তখনই বদ্রুর বউ দরজায় এসে ঘোমটা টানল। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল নিবারণের। আঁচল টানতে গিয়ে যে পেট বেরিয়ে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই মেয়েছেলেটার। পটল জিজ্ঞাসা করল, 'এ আবার কে?'

নিবারণ পরিচয় করিয়ে দিল, 'জমাদারের বউ। আর ইনি হলেন ম্যাঞ্জার-বাবুর ভাগ্নে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা চলে গেল পেছনদিকে। পানে রাঙানো ঠোঁট ফুলিয়ে বদ্রুর বউ বলল, 'ওঁর কথা আমি এইমাত্র শুনেছি। বণিকবাবুর বউ খুব প্রশংসা করছিলেন। আমাকে ডেকেছেন?'

নিবারণ বলল, 'তোমাকে নয়। তোমার স্বামী দেবতাটিকে। তিনি কোথায়?'

'আর কোথায়?' হাই তুলল বদ্রুর বউ, 'গাঁজা খেয়ে ঘুমোচ্ছে।'

পটল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বামী গাঁজা খায়?'

বদ্রুর বউ বলল, 'দুঃখের কথা আর কি বলব বাবু! শুধু গাঁজা? রাত্রে চরসুভি খায়।'

পটল নিবারণকে বলল, 'কি সর্বনাশ! এমন লোক রেখেছেন কেন?'

নিবারণ জবাব দিল, 'সেটা আপনার মামাকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

পটল বদ্রুর বউ-এর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'বুঝেছি। মামাটা না—!'

একটু এগিয়ে এল বদ্রুর বউ, 'নতুনবাবু কি সিগারেট চেয়েছেন?'

পটল হাঁ হয়ে গেল। মেয়েটা হাতের মুঠো থেকে একটা সিগারেট বের করে লজ্জিত ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। হাসার সময় একবার তাকিয়ে নিতে ভুলল না।

'তুমি সিগারেট পেলে কোথায়?' পটল সেটা তুলে নিল।

'এই গোবিন্দর কাছ থেকে নিয়েছি।' বলামাত্র গোবিন্দ সরে গেল দরজা থেকে।

'থ্যাঙ্কু!' বলে সিগারেট ধরাল পটল, 'তুমি কি এখানে কাজ কর?'

'হ্যাঁ নতুনবাবু। কিন্তু কেয়ারটেকার বাবু আমাকে ছাড়িয়ে দেবেন মনে হচ্ছে।'

'সে কি! আপনি ওকে ছাড়িয়ে দেবেন কেন?' গলা তুলল পটল।

নিবারণ কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। পটলকে এত কথা সে বলতেই বা যাবে কেন? তার উত্তরের অপেক্ষা না করে পটল বলল, 'না। কেউ তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে না। তুমি খুব মন দিয়ে কাজ করো। আর হ্যাঁ, এই পাঁচটা টাকা নাও। গোবিন্দকে দিয়ে আমার জন্যে এক প্যাকেট চার্মস আনিয়ে দাও। খুচরোটা দিতে হবে না। চা খেয়ে নিও।'

টাকাটা তুলে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বদ্রুর বউ বলল, 'যা শুনেছিলাম তাই ঠিক। আপনি সত্যি খুব ভাল লোক। যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন। হ্যাঁ?'

শরীর দুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা এই সময় প্রাণহরিবাবু দরজায় পেঁছিলেন। নাক কুঁচকে বদ্রুর বউকে দেখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার হাঁটা পাল্টে গেল। সে চোখের আড়াল হতেই গর্জে উঠলেন প্রাণহরিবাবু, 'এটা কি হচ্ছে, এ্যাঁ? আমার চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছ!'

তাড়াতাড়ি সিগারেট নিভিয়ে ফেলল পটল, 'তুমি এত থিটকেল হয়ে গেছ না মামা! এর মধ্যে তোমার কত প্রব্লেম সল্‌ভ করেছি তা তো জানো না।'

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। তুমি এখানে কেন?'

'একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম। মা বলছিলেন বাবুকে বলে দিস। বেশ যাই।'

'ঠিক আছে। বসো। না বসবে না। ওঠো। তখন গাড়ি ঠেলা হচ্ছিল না? যাও আমার গাড়িটা ঠেলে নিয়ে এস। সামনের রাস্তায় পড়ে আছে, স্টার্ট নিচ্ছে না।'

পটল দাঁড়াল, 'চলুন নিবারণবাবু। ঠেলে নিয়ে আসি।'

'নো।' আবার গর্জে উঠলেন প্রাণহরিবাবু, 'নিবারণ যাবে না। তুমি একা যাও।' এটা তোমার পানিশমেন্ট। হেঁ হেঁ বাবা আমার সঙ্গে তখন ইয়ার্কি মারা হচ্ছিল!'

পটল দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'বেশ যাচ্ছি। কিন্তু তোমার বাড়া ভাতে ছাই। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাট বিক্রী করা হল না। তিনি এসে গিয়েছেন।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

নিবারণের মনে হল প্রাণহরি চ্যাটার্জী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

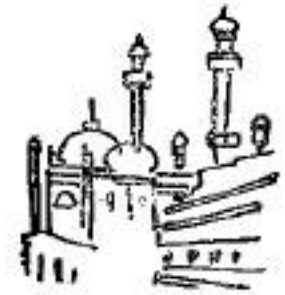

।। আঠারো ।।

'কলকাতা' এখন জমজমাট। বারো ফ্ল্যাটের এই বাড়ির মাত্র একটিতে এখনও কেউ পাকাপাকি থাকতে আসেননি। সেটি মিস্টার এবং মিসেস সোমের নামে বরাদ্দ। প্রবাল সোম আসেন রবিবার শেষ-বিকেলে। সন্ধ্যে কাটিয়ে ফিরে যান। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। আপাতত তাঁর ফ্ল্যাটে একটি সোফাসেট, একটি ডিভান এবং রান্নাঘরে চা-কফির ব্যবস্থা ছাড়া অতিরিক্ত কোন আয়োজন নেই। রাত্রিবাস করেন না প্রবাল। মিসেস সোম অবশ্য আসেন কাজের দিনে। এবং ঠিক দুপুর বেলায়। সন্ধ্যে নামার আগেই ফিরে যান। রাত্রিবাসের কোন উদ্যোগ তাঁরও নেই। নিজের পয়সায় ফ্ল্যাট কিনে যে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারে এবং সে-ব্যাপারে অন্য কারো কিছু বলারও নেই। নিবারণ ঢোল অন্তত ওই একটা ফ্ল্যাট থেকে নতুন কোন ঝামেলা আসবে না বলে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে তখন ঘটবেই। বাকি এগার ফ্ল্যাটের পুরুষেরা যার খবর রাখার প্রয়োজন মনে করেননি মহিলারা কিন্তু সেখানে উদাসীন থাকেন নি। ভরদুপুরে যখন সবাই একটু জিরোতে ব্যস্ত তখনই যদি দেখা যায় মিসেস সোম ছেলেবন্ধুকে নিয়ে নেকু নেকু ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে তাঁর দক্ষিণ-মুখো ফ্ল্যাটে ঢুকছেন তাহলে প্রত্যেকের কৌতূহল বেড়ে যাওয়ার কথাই। এঘর থেকে সেঘরে খবরটা ছড়ায় অনেকের চোখ কপালে ওঠে। ভারতবাসী পরের কেচ্ছা শোনা এবং বলার ব্যাপারে খুব এক-কাট্টা হয়ে যেতে পারে। মিসেস সোম দরজা বন্ধ করে ফ্ল্যাটের ভেতর বন্ধুকে নিয়ে আর যাই হোক ঘণ্টাচারেক গীতাপাঠ করেন না বলেই মনে হয় সবার।

কার্তিক বণিকের স্ত্রী, যিনি এই নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে একটু আধুনিকা হয়েছেন, কথাবার্তায় সতর্ক ভঙ্গীতে ইংরেজি শব্দের মিশেল দিচ্ছেন, তিনি নিবারণকে না বলে পারলেন না, 'কেয়ারটেকার বন্ধু, অনেকদিন থেকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি। কথাটা শুধু আমার একার নয়, এই ফ্ল্যাটবাড়ির সবার। এভাবে তো থাকা যায় না।'

প্রাণহরি চ্যাটার্জি আজকাল নিয়মিত এখানে আসেন না। ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানি সল্ট লেক এবং ভি আই পি রোডে আরও দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি তুলছে।

সেগুলো তদারকি করতে তাঁর সময় যাচ্ছে। সপ্তাহের শেষে একদিন এসে খোঁজখবর নিয়ে যান। নিবারণের ওপর তাই কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টের যাবতীয় ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব। প্রাণহরিবাবু শাসিয়ে রেখেছেন, যদি কোন ফ্ল্যাট-ওনার তিনবার কমপ্লেন করেন তাহলে নিবারণের চাকরি যেতে সময় লাগবে না। কার্তিক বণিকের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল নিবারণ। তার বুঝতে অসুবিধে হল না আবার ঝামেলা আসছে। সবাই যখন থাকা যায় না বলছে তখন এ ঝামেলা ঝড়ের চেহারা নিতে পারে। কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে তা অনুমান করতে পারছিল না সে। নস্যির কৌটো বের করে বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্যাটা কি বলুন তো? আমার হাতে থাকলে—।'

'আপনার হাতে কিনা জানি না কিন্তু আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি, আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।'

মিসেস বণিক মাথা দোলালেন, 'টু মাচ্।'

'ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন!' নিবারণ কথাগুলো বলতেই পটলকে ঢুকতে দেখল।

মিসেস বণিককে দেখে পটল একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল আছেন?'

'আর ভাল! ভাল থাকব কি করে বলুন!' ঠোঁট ওল্টালেন মহিলা, 'আপনারা কি আর আমাদের ভাল থাকতে দেবেন!'

পটল নিবারণকে একবার আড়চোখে দেখে নিল। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ফ্ল্যাট না ছেড়ে দেওয়ায় বেচারা খুব মুস্কিলে পড়েছে। এখান থেকে আশু কোন থোক অর্থ রোজগারের সম্ভাবনা নেই বলে ইদানীং তার আসা-যাওয়াও কমেছে। সে ব্যস্ত গলায় বলল, 'এভাবে বলবেন না। এই তো কালই আমি ইণ্ডিয়ান অয়েলে গিয়ে আপনার জন্যে গ্যাসের কথা বলে এলাম।'

'আর গ্যাস! এ বাড়ি থেকে বোধ হয় আমার বাস উঠল!'

খবরটা শোনামাত্র পটলের বুকের ভেতরটায় চেরাপুঞ্জির হাওয়া বইল। কার্তিক বণিক যদি ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চায়—! কিন্তু সে বারংবার মাথা নাড়ল 'ছি ছি ছি! বাস উঠবে কেন? কি ব্যাপার নিবেদা?'

নিবারণকে নিবে বলা মোটেই পছন্দের নয়, তবু নিবারণ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'এখনও বলেন নি।'

'সব কথা মুখে বলতে হবে? চোখের মাথা খেয়েছেন? টু মাচ্! একেই তো ওই জমাদারনী আর ইলেকট্রিকের ছোঁড়াটার রাসলীলা দেখতে হচ্ছে। তার ওপর উনি।' মিসেস বণিকের গলা চড়ল।

এই সময় ওপর থেকে এক পা এক পা করে নেমে আসা মিসেস আগরওয়ালা থমকে দাঁড়ালেন, 'ছি ছি ছি! ইয়ে তো হাম কভি নেহি শোচা থা। ঘরকি বহু চুপ চুপকে দোসরাকে সাথ—! নেহি কেয়ারটেকারজী, আপ কুছ করিয়ে। অগর এ্যায়সা হো তো হামরা ঘরকা আদমিভি বিগড় যা শকতা।'

পটল বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেসটা খুব জম্পেশ মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কি?'

মিসেস বণিক বললেন, 'টু মাচ্! চোখের সামনে দিয়ে প্রায়ই একটা ছোকরাকে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করছেন মিসেস সোম। শুনেছি লটারির সময় সাউথ ফেসিং সাউথ ফেসিং করে কানের পোকা বের করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই ওঁর দুপুরবেলার লীলার কথা মিস্টার সোম জানেন না। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা কি শিখছে?'

পটল বলল, 'তাই বলুন! এ তো মহা অন্যায়। আফটার অল এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। যা ইচ্ছে তাই কেউ করতে পারে? আপনারা কিছু চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি, উনি কি এখন ওঁর ফ্ল্যাটে এসেছেন?'

মিসেস বণিক মাথা দুলিয়ে জানালেন যে এসেছেন।

পটল বলল, 'এসো নিবেদা। কেসটা টেক আপ করি।'

পটলকে অনুসরণ করতেই হল নিবারণের। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সে বোঝাতে চাইল, 'কেউ যদি নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যে যা ইচ্ছে করে তাহলে অন্যদের তো কিছু বলার নেই।'

'একশবার ঠিক কথা। কিন্তু এই ইস্যু নিয়ে আমরা একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারি। আর সেটা যদি বড় রকমের হয়ে যায় তাহলে সোমবাবু ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিতে পারেন।'

কথাগুলো শেষ করে মিসেস সুমিতা সোমের ফ্ল্যাটের দরজার বেলের বোতামে চাপ দিল পটল। দ্বিতীয়বার বেল বাজাতেই দরজা খুলল। একটি স্মার্ট সুদর্শন যুবক দরজা খুলে কায়দা করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া।'

পটল নিবারণের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার সোম আছেন?'

'আপনারা?' যুবক সন্দেহের চোখে দেখল।

'ইনি এই ফ্ল্যাট বাড়ির কেয়ারটেকার।' পটল নিবারণকে দেখিয়ে দিল।

'আই সি। উনি তো আসেন নি। মিসেস সোম আছেন, দাঁড়ান, দেখছি।'

বোঝা যাচ্ছিল পটল নিরুৎসাহ হয়েছে। যুবকটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সে এই মুহূর্তে ব্যস্ত ছিল না। যুবকটি আবার ফিরে এল, 'ভেতরে আসুন।'

অনুসরণ করে দ্বিতীয় ঘরটির দরজায় পেঁছে মিসেস সোমকে দেখতে পেল ওরা। সোফায় বসে সেন্টার টেবিলে পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন মিসেস সোম। ওপাশে স্ট্যান্ডে টাঙানো একটা বোর্ডে অর্ধসমাপ্ত ছবি, পাশে রঙের সরঞ্জাম। ছবিটি এক যুবকের যার সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। চোখ খুললেন মিসেস সোম, 'ওমা! কি ভাল! আপনারা? ভাল আছেন?'

নিবারণ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হঠাৎ মিসেস সোম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ এবার পটলের দিকে। এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বোঝা যাচ্ছিল পটল খুব অস্বস্তিতে পড়েছে। হঠাৎ মিসেস সোম ঘরের অন্য কোণে চলে গেলেন কিন্তু তাঁর নজর সরছে না। এবং সেখান থেকেই চিৎকার করে উঠলেন আকাশে হাত ছুঁড়ে, 'ইউরেকা। গট ইট। ও মাই গড ইউ আর সো কাইন্ড। জোজো, আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন যেতে পার।' বলতে বলতে ছুটে এলেন মহিলা। পটলের একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে ডিভানের কাছে গিয়ে বললেন, 'অ্যাই, এখানে চুপটি করে বসুন তো। প্লিজ!'

পটল একেবারে হতভম্ব। ওর মুখ দেখে নিবারণের হাসি পাচ্ছিল। জোজো যার নাম, সেই যুবকটি একটু হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে তুমি চলে যেতে বললে সুমি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আর দরকার নেই। আমি পেয়ে গেছি।' মিসেস সোম নিরীহ গলায় জবাব দিলেন।

এবার পটল বলে উঠল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ওমা কি কাণ্ড! এত ভুলো না আমি! আসলে এমন এক্সাইটেড হয়ে গেছি যে মনেই পড়েনি। ওই যে ইনকমপ্লিট ছবিটা দেখছেন, ওটা আমার এক বন্ধুর। সিটিং দিতে দিতে হঠাৎ বোম্বে চলে গেছে বেচারা। মাস তিনেকের মধ্যে আসার সম্ভাবনা নেই। কি যে করি। তাই অন্য বন্ধুদের এখানে এনে চেষ্টা করি ছবিটা শেষ করা যায় কিনা। অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল, না? এই যেমন আজ জোজোকে এনেছিলাম। ঠিক ওর মত মানুষ পাবো না তো, তাই আর একজনকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

মিসেস সোম পটলকে দেখছিলেন বিশেষ এ্যাঙ্গেল থেকে। এবার তাঁর হাতে তুলি উঠল। পটল কি করবে বুঝতে পারছিল না। নিবারণের খুব মজা লাগছিল। এত তড়পড়ানি মাঠে মারা গেল পটলের! বেশ হয়েছে। ঠিক তখন জোজো বলল, 'আমি এখান থেকে একা বেরিয়ে যাব? তোমার যাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না? একা যাওয়াটা খুব খারাপ ব্যাপার!'

মিসেস সোম মানুষটার দিকে তাকালেন না। তিনি তখন ছবিতে মগ্ন। পটলকে মডেল করে তিনি চোখের কোণ আঁকছেন। সেই অবস্থায় বাঁ হাত তুলে বললেন, 'তাহলে ওই ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর। ছবি আঁকার সময় কেউ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে আমি পছন্দ করি না।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল নিবারণ। আগে এগুলো ঠিক করতে পারত না সে। পটলকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে দ্রুত ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। এবং তখনই নজরে এল আরও কয়েকটি মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায়। মহিলারা নিজেদের কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই মিসেস বণিক বললেন, 'সব বলছেন তো আপনারা?'

নিবারণ ঘাড় নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'উনি কোথায়? পটলবাবু? উনিও তো আপনার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন!'

'ঢুকেছেন কিন্তু মনে হয় এখনই বেরুতে পারবেন না।'

'সে কি! কি হয়েছে ওঁর?'

'ছবি আঁকা হচ্ছে!' নিবারণ আর দাঁড়াতে চাইছিল না।

মিসেস বণিক বললেন, 'দাঁড়ান! কিসের ছবি? আপনারা গেলেন প্রতিবাদ করতে কিন্তু এর মধ্যে ছবি আঁকার কথা আসে কোত্থেকে? না কি? বুঝতে পেরেছি। ওকেও বশ করেছে। কামাখ্যাতে শুনেছি এরকম হত। পুরুষ জাতটা সত্যি অদ্ভুত।' দুমদুম পা ফেলে ফিরে গেলেন মহিলা। গিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। নিবারণ আর না বলে পারল না, 'এই যে, আপনারা সত্যি ভুল করছেন। উনি ছবি আঁকেন। এই যে এখানে ছেলেদের নিয়ে আসেন তা ওই ছবি আঁকার জন্যেই। আমার সামনেই উনি সঙ্গে যে এসেছিল সেই ছোকরাকে বাড়ি যেতে বললেন। অন্য কোন বদ মতলব নেই। হঠাৎ মনে হল আমাদের ম্যাঞ্জারবাবুর ভাগ্নের চোখের সঙ্গে ওর আঁকতে যাওয়া ছবির মুখের মিল আছে আর অমনি তাকে বসিয়ে আঁকা শুরু করলেন। আসলে উনি একজন শিল্পী।'

মহিলারা এমনভাবে মুখ বিকৃত করলেন যে নিবারণ বুঝল এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। মহিলারা যা বোঝেন তা থেকে সরে আসার কারণ হাতেনাতে পেলেও মনের ভাব সরাতে পারেন না। অতএব সিঁড়ি ভেঙে নিবারণ নামছিল। তার খুব মজা লাগছে। কেমন কাঠ-কাঠ মুখ করে বসে থাকতে হচ্ছে পটলকে। লোকটার মুখের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে সময়। শুধু বাকতাল্লা। ম্যাঞ্জার-বাবু তো আজকাল ওকে দেখলেই বলেন কেটে পড়তে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভাগ্নেরা চিরকাল মামার দুর্বলতার সুযোগ নেয়। কিন্তু এখন যদি ম্যাঞ্জারবাবু ভাগ্নের বসার ভঙ্গী দেখতেন! এই সময় ধাক্কাটা লাগল। সিঁড়ির বাঁকে সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল নিবারণ। কার্তিক বণিকের মেয়ে উঠে আসছিল লাফাতে লাফাতে। ধাক্কাটা লাগামাত্র বেচারার হাত থেকে বইখাতা ছিটকে পড়ল সিঁড়িতে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মেয়েটার মুখ থেকে। নিবারণ দ্রুত বলে উঠল, 'ওহো! আমি দেখিনি গো মা-জননী। কিছু মনে করো না। খুব লেগেছে?'

গম্ভীর মুখে কনুইতে হাত বোলাতে বোলাতে কার্তিক বণিকের মেয়ে ঝুঁকে বইপত্র তুলছিল। নিবারণ সাহায্য করার জন্যে ঝুঁকতে সে মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে!' তারপর বইপত্র নিয়ে হনহনিয়ে ওপরে উঠে গেল। নিবারণের খুব খারাপ লাগছিল। মেয়েটা কি মনে করল সে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে? এই নিয়ে আবার কোন অশান্তি না হয়! সে যদি সময় বিয়ে-থা করত ওই রকমই তো মেয়ে হত তার। সে কেন ধাক্কা দিতে যাবে খামোকা!

সিঁড়ি দিয়ে মন খারাপ নিয়ে নামছিল নিবারণ, এই সময় তার নীচে কাগজটা চোখে পড়ল। সিঁড়ির ধাপের গায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে। তুলে নেওয়ার সময় সে খামটাকে বুঝতে পারল, মুখ খোলা এবং ওপরে কোন নাম নেই। এখানে খামটা এল কোত্থেকে? খাম থেকে ভেতরের কাগজ বের করে সে চমকিত হল। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। প্রথমেই 'মাই সুইটি'! এই তো প্রেমপত্র। নিবারণের কান লাল হল। নিচে লেখা 'ফর এভার ইওরস, সুনীল।' তার মানে সুনীল লিখেছে। কিন্তু কাকে? চিঠিটা নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। ইংরেজি-জ্ঞান তার এত কম যে এই চিঠির পুরো অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব। আচ্ছা, কার্তিক বণিকের মেয়ের হাত থেকে পড়ে যাওয়া বইপত্তরের ভেতরে এটা ছিল না তো? সিঁড়ির ধাপে খাড়া হয়েছিল বলে বেচারা দেখতে পায়নি। কিন্তু সুনীল চিঠি লিখতে যাবে কেন? সুনীল মানে রাধেশ্যাম আগরওয়ালার ছেলে সুনীল যদি হয় তাহলে তো—মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না! কার্তিক বণিকের মেয়ে যথেষ্ট বাচ্চা। আঠারো হয়েছে কি হয়নি!

মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের দরজায় এসে একমুহূর্ত দাঁড়াল সে। এর মধ্যেই অন্য ফ্ল্যাটের বাচ্চারা এই ফ্ল্যাটে ভিড় জমাতে শুরু করে দিয়েছে। সে দরজায় নক করতেই একটি বাচ্চা হাঁক মারল। চিনতে অসুবিধে হল না নিবারণের। ডোরা ক্লিনের ভাইঝি। ওকে দেখে সে দরজা খুলে দিতেই নিবারণ ভেতরে ঢুকে দৃশ্যটি দেখে হকচকিয়ে গেল। গোটা আটেক বাচ্চা গোল হয়ে বসেছে ঘরের মেঝেতে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার বসে আছেন ওদের মাঝখানে। কিন্তু তার চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। ওপাশে কুসুমের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে একটা স্লেট নিয়ে। স্লেটের ওপর দুটি অক্ষর লেখা। জি আরও। সে এই দুটো অক্ষর মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকে বলেনি। এবার সে লিখল ডি। লিখে বলল, 'থিঃ লেটার্স ওয়ার্ড। থার্ড লেটার ইজ ডি। টেল আন্টি, টেল, হোয়াট আই হ্যাভ রিটন?' সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাচ্চারা খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের মুখ যত চিন্তান্বিত তত ওরা মজা পাচ্ছে।

অসহায় মুখ করে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'ও মাই ডার্লিঙ! আর একটু হেল্প কর আমাকে! আমাকে সেকেন্ড লেটারটা বলে দাও।'

'নো। তোমাকে তিনবার সুযোগ দেওয়া হবে।'

স্থির হয়ে বসে মিসেস ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'ডি যদি হয় শেষ লেটার তাহলে তোমরা ওখানে যা লিখেছ তা তো আমি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারছি।' বলে পাশের বাচ্চাটিকে চোখ বন্ধ অবস্থায় আদর করে নিলেন।

কুসুমের মেয়েটি প্রতিবাদ করল, 'হল না। ওর নাম লিখিনি এখানে। আরও দুটো চান্স।'

এবার মিসেস ইঞ্জিনিয়ার কাঁধ নাচালেন, 'তোমরা যখন আমার ফ্ল্যাটে আসো তখন তিনিও আমার কাছে আসেন।'

এবার বাচ্চারা মুখ-চাওয়াচায়ি করল। আর নিবারণ মুখ ফসকে বলে উঠল, 'গড।'

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা প্রতিবাদ করে উঠল। নিবারণ কেন তাদের লেখা ভেস্তে দিল! মিসেস ইঞ্জিনিয়ার মুখ থেকে রুমাল খুলে ওদের থামালেন হাত তুলে। তারপর বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটল, 'ও আপনি! আসুন। আমরা খুব আনন্দ করছি। কোন দরকার আছে?'

'দরকার? না না। তেমন কিছু নয়। আপনাকে দেখতে এলাম।'

'বাঃ, খুব ভাল। বসুন। আচ্ছা তোমরা এক কাজ করো। ওঘরে চলে

গিয়ে সবাই মিলে সেই গানটা প্র্যাকটিস করো। ফাইন্যাল প্র্যাকটিস।'

মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের কথা শেষ হওয়া মাত্র বাচ্চারা দুদ্দাড় করে পাশের ঘরে চলে গেল। মনটা ভাল হয়ে গেল নিবারণের। সে বলল, 'ওরা তো আপনার সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে?'

'যতদিন ওরা সরল থাকবে ততদিন ঈশ্বর ওদের মধ্যে বাস করবেন। আর ঈশ্বরের ভালবাসা না পেলে বেঁচে থেকে কি লাভ বলুন।' মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের মুখে প্রশান্তি।

'দুষ্টুমি করে না?'

'করে। কিন্তু আমাকে কষ্ট দিয়ে নয়।'

'ওদের বাবা-মায়েরা কিছু বলে না?'

'না। বরং ওঁরা আমাকে বলে গেছেন, এখানে বাচ্চারা ভাল থাকে। আমার কাছে ওদের রেখে বাবা-মারা নিজেদের কাজকর্ম করতে পারেন।'

'আপনার অন্য কিছু অসুবিধে হচ্ছে?'

'না। কিছু না। সকালবেলায় বেরিয়ে গিয়ে বাজার করে আনি। আর দিনভর পড়া গান আর ওরা। খুব ভাল কাটছে সময়। বিকেলের পর ওরা যখন চলে যায় তখন ওই ব্যালকনিতে গিয়ে বসি। আমার কড়েয়ার বাড়িতে তো ব্যালকনি ছিল না। এখানে এসে ওইটেই লাভ।'

হঠাৎ নিবারণের মনে হল এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মিসেস ইঞ্জিনিয়ার আর কামাল ওয়াহিদ খুব ভাল আছেন। কখনও নালিশ করেন না কারো বিরুদ্ধে। ঘরেও অশান্তি নেই। এবার তার মনে পড়ল খামটার কথা। ওটা যদি প্রেমপত্র হয় তাহলে কি বৃদ্ধাকে পড়তে দেওয়া উচিত? কিন্তু খামটা তো সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। যার উদ্দেশে চিঠিটা লেখা হয়েছে তার পরিচয় পেলেই সে চিঠি ফিরিয়ে দেবে। অবশ্য যদি সুনীল মানে সুনীল আগরওয়ালা হয় তাহলে ওকেও ফেরত দেওয়া যেতে পারে। পটল বা ম্যাঞ্জারবাবুকে দিয়ে এই চিঠি পড়ানোটা ঠিক কাজ হবে না। কাগজের রঙ এবং সম্বোধনটুকু কোনমতে পড়ে এরকম শিক্ষা হয়েছে তার। একমাত্র মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ওপর এ ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়। তিনি কাউকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না।

নিবারণ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'ইঞ্জিনাদিদি, আপনাকে একটা কথা বলব বলে ভেবেছিলাম।'

'ইয়েস। বলুন। আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'হ্যাঁ, মানে একটু আগে ওপর থেকে নামার সময় সিঁড়িতে এই খামটা কুড়িয়ে পেলাম। একটা চিঠি, ইংরেজিতে লেখা। আমি তো ইংরেজি ঠিকঠাক পড়তে পারি না। যদি আপনি পড়ে দেন।'

'অন্যের চিঠি কি পড়া উচিত হবে!'

'তা ঠিক। কিন্তু না পড়লে তো জানতে পারা যাবে না এটা কাকে ফিরিয়ে দেব?'

কথাটা মনঃপূত হল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের। খাম থেকে চিঠিটা বের করে তিনি হাসলেন, 'মনে হচ্ছে যে চিঠি লিখেছে সে খুব যত্ন নিয়েছে।' তারপর মনে মনে পুরো চিঠিটা পড়ে ফেললেন। এই সময় তাঁর মুখে, এই বয়সেও, রঙের ছোঁয়া লাগছিল। চিঠি শেষ করে তিনি নিবারণের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন, 'সত্যি আপনি ইংরেজি পড়তে পারেন না?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'একটু-আধটু। বেশী শক্ত কথা কিম্বা পেঁচানো হাতে লেখা হলে একদম পারি না।'

মিসেস ইঞ্জিনিয়ার চিঠি ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে বললেন, 'এই বাড়ির সুনীল নামের একটি ছেলে এখানকার কোন মেয়েকে লিখেছে যে সে তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। এতদিন পরে মনে হচ্ছে সে যেমন মেয়ে খুঁজে আসছিল ঠিক তেমন মেয়ের দেখা পেয়েছে যার জন্যে ও জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। মেয়েটির সঙ্গে রোজ পাঁচ মিনিটের কথা না বললে তার বেঁচে থাকার কোন কারণ থাকবে না। মোটামুটি এই হল চিঠির বক্তব্য। যে লিখেছে তার নাম আমরা পাচ্ছি, কিন্তু কাকে লিখেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মেয়েটি যে এই বাড়িতেই থাকে তার রেফারেন্স আমরা পাচ্ছি।'

নিবারণ মাথা নাড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। তার চোখের সামনে কার্তিক বণিকের মুখ ভেসে উঠল। মিটিং-এর পরে প্রথম দিনেই তিনি চাপা গলায় বলেছিলেন, 'এঃ, এক্কেবারে মাইনরিটি হইয়্যা গেলাম।'

এখন একটি মাড়েয়ারী ছেলে তাঁর মেয়েকে প্রেমপত্র দিয়েছে জানলে—!

মিসেস ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'এই সুনীল নামের ছেলেটিকেই চিঠিটা ফেরত দিয়ে দেবেন। আর বলবেন এত ভালবাসার কথা যে মেয়ে সিঁড়িতে ফেলে রেখে যায় সে হয় যত্ন করতে জানে না নয় গ্রহণ করতে চায় না। চিঠি লিখে যাকে মনের কথা বোঝাতে হয় তার বোঝাবার প্রয়োজনই বা কি?'

কথাগুলো বলে মহিলা উঠে গেলেন বাচ্চাদের কাছে। তিনি তাঁর পুরোন পিয়ানোতে গিয়ে বসতেই বাচ্চারা তাঁকে ঘিরে ধরল। এদের কয়েকটা তো রীতিমত বিচ্ছু অথচ এখানে কি শান্ত হয়ে রয়েছে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের পিয়ানোর সুরে ওর গলা মেলালো, 'উই আর ব্রাদারস গড এন্ড মি।' খুব ভাল লাগল নিবারণের। এ গানের কথাগুলো ছোট ছোট কাটা কাটা। আমি আর ভগবান ভাই!

বাইরে বেরিয়ে এল সে। সুনীল আগরওয়ালাকে এই চিঠি ফিরিয়ে দেবে কিনা দুবার ভাবতে হচ্ছে। ও ছোকরা লোক সুবিধের নয়। মিস্টার প্যাটেল কমপ্লেন করেছিলেন ও ললিতাকে সকালবেলায় বাসস্ট্যান্ডে পেঁছে দিতে যেত। মেয়ে দেখলেই এইরকম করে নাকি? তাহলে তো যাকে দেখবে তাকেই এই চিঠি লিখবে। কার্তিক বণিকের মেয়েই বা চিঠিটা নিল কেন? সে তো ভাল মেয়ে!

অফিসঘরে ঢুকে হকচকিয়ে গেল নিবারণ। বদু বসে আছে মেঝেতে। তার সামনে অনেকটা ঘোমটা দিয়ে বদুর বউ। মুখোমুখি। নিবারণ চিৎকার করে

উঠল, 'এই যে, কি হচ্ছে এখানে ?'

বদ্রু মুখ তুলল। সেই মুখ বলে দিল আজ পেটে গাঁজা পড়েনি! হাত জোড় করে বলল, 'কখন থেকে আপনার জন্যে বসে আছি। বসে বসে পায়ে দরদ হয়ে গেল।'

'আমার জন্যে ? কেন ? আমাকে কি দরকার ?'

বদ্রুর কালো বসন্তবিগলিত মুখে লজ্জা এল যেন, 'একটা উপকার করতে হবে বাবু।'

নিবারণ প্রশ্ন না করে সন্দেহের চোখে তাকাল। নির্ঘাৎ টাকা ধার চাইবে। বদ্রু উঠে দাঁড়াল, 'আমাদের ছুটি দিতে হবে। না, না, আমাকে দশ দিনের আর আমার বউকে দশ মাস।'

'মামার বাড়ি ? ছুটি দিলে এখানকার কাজকর্ম করবে কে।'

বদ্রুর বউ ঘোমটার আড়াল রেখে জবাব দিল, 'লোক দেব।'

নিবারণ চোখ ছোট করল, 'কি হয়েছে কি ? এ্যাদ্দিনের ছুটি কেন ?'

বদ্রুর বউ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'বলে দাও না!'

বদ্রু বলল, 'বলব বলব। ভাল খবর বলব না! বাবু, ওকে দেশে পাঠিয়ে দেব। এখন এখানে রাখা ঠিক নয়। বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর না হয় আবার আসবে।'

নিবারণ বিস্ময়ে বউটাকে দেখল। ঘোমটার আড়াল থাকায় যদিও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এর আগেও তো চলতে ফিরতে চোখে পড়েছে ; কই, কখনও মনে হয়নি ওরকম কিছু। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো হতে পারে। এতকাল বিয়ে হল বাচ্চা হল না আর আজই! সে মুখে বলল, 'শুনলাম। ম্যাঞ্জারবাবু এলে বলব! তার আগে বদলী লোক এনে দেখাও।'

বদ্রুর বউ বলল, 'আজই আসবে দেশ থেকে।'

'দেশ থেকে ? তবে তো তাকে কাজ বোঝাতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

'না না বাবু। সে মেয়ে খুব চালু। আমার চাচাতো বোন।'

'তোমার বোন ? বিয়ে হয়নি ?'

'হয়েছিল বাবু। কিন্তু চার বছর আগে ওর বরটা মরে গেল।'

এবার নিবারণের কৌতূহল বাঁধ মানল না, 'তা তুমি থাকবে গিয়ে দেশে পড়ে আর বোনকে রেখে যাবে বরের কাছে, তোমার ভয় করবে না ?'

'ভয়, কিসের ভয় ?' জিজ্ঞাসা করেই খিলখিল করে হেসে উঠল বদ্রুর বউ, 'ওর কাছে রাখা যা আর তিন সালের বাচ্চার কাছে রাখাও তাই।'

কথাটা শোনামাত্র নিবারণের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। বলে কি মেয়েটা ? সে আর কথা বাড়াতে চাইল না। ম্যাঞ্জারবাবুর সঙ্গে কথা বলে তবে ছুটি পাস হবে জানিয়ে ওদের বিদায় করল। আর তখনই ডোরা ক্লিন ঢুকল।

ডোরা মেমসাহেব এই ফ্ল্যাটে আসার পর প্রায় নিঃশব্দে আছেন বাচ্চাদের নিয়ে। তাঁর ভাই মাঝে মাঝে আসে। এবং এলে খুব ঝামেলা হয়। ডোরা মেম-সাহেবের সম্পর্কে এ বাড়ির বাসিন্দাদের কৌতূহল খুব। কিন্তু একমাত্র মিসেস ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তিনি কারো সঙ্গে মেশেন না। কৌতূহল মেটানোর কোন রাস্তা না থাকলে মানুষ শেষ পর্যন্ত সেটা সইয়ে ফেলে। এঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ডোরাকে দেখে নিবারণ উঠে দাঁড়াল, 'বলুন ডোরা মেমসাব ?'

'আচ্ছা, আমার ভাই কি এসেছিল ?'

'না। আমি তো দেখিনি! আপনি অফিসে যাননি ?'

'গিয়েছিলাম। আপনাকে একটা কথা বলছি। আমার এ্যাবসেন্সে কেউ যদি বাচ্চাদুটোকে নিয়ে যেতে চায় আপনি দেবেন না। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকেও একথা বলেছি।'

'কেন ? কে নিয়ে যাবে ?'

'আমার ভাই। সে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে থাকতে চায়। সেখানে যেতে হলে বাচ্চাদুটোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ওকে। আমি চাই না এই দেশ ছেড়ে ওরা বিদেশে যাক। আজ খবর পেলাম আমার ভাই নাকি ওদের জন্যেও ভিসার এ্যাপ্লিকেশন করেছে। ওদের ছেড়ে আমি কিছুতেই দেব না।'

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের না নিয়ে নিজেই চলে যাক না!'

'ওই বাচ্চা দুটোকে না নিয়ে গেলে ও অস্ট্রেলিয়াতে থাকার জায়গা পাবে না। দয়া করে একটু খেয়াল রাখবেন আপনি, এই আশা করতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ডোরা মেমসাব।'

'থ্যাঙ্ক্ !' বলে ডোরা ক্লিন বেরিয়ে গেলেন। নিবারণ এইটুকু বলতে পেরে খুব খুশী হল। মানুষের চেহারাটাই তার মনের সব কথা বলে দেয় না। ডোরা মেমসাহেবকে দেখলে যা মনে হয় মিশলে প্রায় তার উল্টোটা জানা যায়। নিজেকে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে কখনই পরিচয় দেন না ভদ্রমহিলা। মুখে বলেন, 'আমি ভোট দিই, রেশন কার্ড আছে, আমার পাসপোর্টে লেখা আছে আমি ভারতীয় নাগরিক তাহলে কেন আমাকে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলা হবে ?' অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। একটু ভাল ইংরেজী বলতে পারলে আর গায়ের রঙ যদি সাদার কাছাকাছি হয় তাহলেই এদেশের এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক-যুবতীরা চলে যেতে চায় ক্যানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। যেন সেখানে গেলেই তারাও সে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যাবে। অথচ সেখানে গেলে যে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে থাকতে হবে সেটা বুকেও বুঝতে চায় না।

নিবারণের খেয়াল হল পটল এখনও মুক্তি পায় নি। ব্যাপারটা ভাবতেই আরও অবাক হল। সে অফিসঘরের বাইরে এসে নস্যি নিতেই সুনীলকে দেখতে পেল। হেভি মাঞ্জা দিয়ে সিঁড়ি টপকে টপকে নামছে। ওকে দেখে বাঁ হাতটা সামান্য তুলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পিছু ডাকল নিবারণ। স্পষ্টত বিরক্ত হল সুনীল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? না না, আমার বাবার ধান্দায় আমি নেই। যা কথা বলার ওঁর সঙ্গে বলবেন।'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনার বাবার ব্যাপার নয়। কথাটা আপনার সঙ্গেই।'

'আমার সঙ্গে আবার কি কথা ?' একটু উদ্বিগ্ন হল যেন সুনীল।

নিবারণ বলল, 'অফিসঘরে আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি ঠিক হবে?'

এবার বাধ্য ছেলের মত সুনীল তাকে অনুসরণ করল। চেয়ারে বসে নিবারণের খুব ভাল লাগল। সে বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে পারছে। নিবারণ রুমালে নস্যি মুছে বলল, 'এর আগে মিস্টার প্যাটেল আপনার নামে কমপ্লেন করে গিয়েছেন। আপনি ওঁর ভাগ্নীকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেন।'

'না। সে তো অনেক আগের কথা।' আমতা আমতা করে বলল সুনীল।

'অনেক আগে কি করে হবে। এই বাড়িতেই তো সবাই বেশী দিন আসেন নি।'

'কিন্তু আপনি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তাকে খারাপ কথা বলেছি কিনা? ওকে জিজ্ঞাসা করুন এখন আমি যেচে কথা বলতে যাই কিনা!'

'আপনি ডোরা ক্লিনের সঙ্গেও ভাব করতে চেয়েছিলেন!'

'না না। দ্যাট ওয়াজ জাস্ট কিউরিওসিটি।'

'আপনাকে মিসেস সোমের সঙ্গেও গল্প করতে দেখেছি।'

'যাঃ। কি যে বলেন! উনি আমার চেয়ে কত বড়।'

'এসব আপনি কেন করেন?'

সুনীল তাকাল, 'না বুঝে করেছি। আসলে মেয়েদের দেখলেই কথা বলতে খুব ইচ্ছে করত আমার। কিন্তু এখন আর হয় না। এখন আমি কমপ্লিটলি চেঞ্জড ম্যান। আপনি প্যাটেল সাহেবকে বলবেন যে আমি ওর ভাগ্নীকে ডিস্টার্ব করতে চাইনি।' সুনীল উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

নিবারণ বাধা দিল, 'দাঁড়ান। যাচ্ছেন কোথায়?'

'একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে আজ।'

'চাকরি? আপনাদের অত বড় ব্যবসা, এক ছেলে আপনি, চাকরি করবেন কেন?'

'এটা আমার পার্সোনাল প্রব্লেম। ওই ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না।'

'আপনার বাবা জানেন?'

'জেনে যাবেন।'

'একটা কথা। হঠাৎ এমন পাল্টে গেলেন কি করে?'

এবার খুব রহস্যময় হাসি হাসল সুনীল, 'প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা মুহূর্ত আসে যা তার সবকিছু বদলে দেয়। মনে করুন আমার জীবনে সেরকম মুহূর্ত এসেছে। আর হ্যাঁ, যদি বলেন তাহলে আমি নিজে গিয়ে ললিতার মাকে বলে আসতে পারি।'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'না না। তার দরকার হবে না। যে পাল্টে দিয়েছে সে কি এই বাড়িতে থাকে?'

'আপনার দেখছি খুব কৌতূহল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার কারণ আছে।' নিবারণ পকেট থেকে খামটা বের করল, 'এইটে আমি সিঁড়ির ওপর কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'কি ওটা?' তখনও বুঝতে পারছিল না সুনীল।

'আপনার লেখা চিঠি।'

'সিঁড়ির ওপর? আমি বিশ্বাস করি না।'

'মিথ্যে বলছি না। চিঠিটা কাকে লিখেছিলেন?'

'সেকথা আপনাকে বলব কেন?'

'তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তবে যদি কখনও যাকে লিখেছিলেন তার বাবা যদি আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেন তাহলে—।'

'চিঠিটা আমাকে দিন। আমি বুঝতে পারছি না—।'

'এই কি আপনার জীবন পাল্টে দিল?'

'হ্যাঁ।' সুনীল ঠোঁট কামড়াল, 'কিন্তু ও চিঠি এভাবে ফেলে দেবে ভাবতে কেমন লাগছে। আপনি ঠিক কথা বলছেন?'

'কেউ ফেলে দেয়নি। চিঠিটা যে পড়ে গেছে তা কার্তিক বণিকের মেয়ে টের পায়নি।'

'ও!'

'কিন্তু মেয়েটা নেহাতই ছেলেমানুষ।'

'না। ও আর পনের দিন পরে আঠারোতে পড়বে।'

'আপনি কি ওকে বিয়ে করবেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমার চাকরিটা দরকার।'

'আপনার বাবা ওর বাবা রাজী হবে।'

'না হলে আমাদের কিছু করার নেই।'

নিবারণ চিঠিটা ফিরিয়ে দিল। সুনীল যাওয়ার আগে বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।'

ওর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে নিবারণ মাথা নাড়ল, আজ অবধি সে কারো সঙ্গেই শত্রুতা করেনি। আর প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু করতে যাওয়া বোকামি। এতে কার কি করলে ভাল হবে তা স্বয়ং মহাদেবও বলতে পারবেন না।

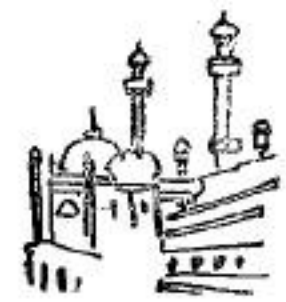

॥ উনিশ ॥

ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির অন্যান্য নির্মিয়মান মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংগুলির তদারকিতে এখন ম্যানেজার প্রাণহরি চ্যাটার্জী ব্যস্ত। তিনি আসেন কালেভদ্রে কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টসে। মিসেস সুমিতা সোম প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে প্রাণহরির ভাগ্নে পটলকে একই ভঙ্গীতে বসিয়ে রেখে ছবি আঁকার পর সে-ও এদিকে আসা বন্ধ করেছে। নিবারণের মনে হয় পটল ছেলেটা খুব খারাপ ছিল না। ছেলেবেলায় যাদের চালিয়াৎ বলে মনে হত ও সেই শ্রেণীর। একটু লম্বা-চওড়া কথা বলে কিন্তু কারো ক্ষতি করে না। কোন ব্যাপারে না বলতে জানে না। ও এসেছিল টাকা রোজগারের ধান্দায়। খালি ফ্ল্যাট বিক্রি করিয়ে কিছু কমিশন পকেটে পুরবে বলে। সে আশায় ছাই পড়তে বেচারা মনমরা হয়ে ছিল। ঠিক এই সময় তিন-তিনটে ঘটনা একই সঙ্গে ঘটল। প্রথমটা, ওই সুমিতা সোমের ছবি আঁকা। পটলের ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেয়ারটেকার-অফিসে ঘাড় কাৎ করে ঢুকে বলেছিল, 'আদ্যিকালে সুন্দরীরা কামাখ্যায় পুরুষের মন ভুলিয়ে ভেড়া করে রাখত। নিবেদা, এই সুন্দরী আমার স্পন্ডে-লাইটিস করে ছাড়ল। উঃ বাবা, তিন ঘণ্টা বসিয়ে রেখে শুধু নাক আঁকল অথচ নিজের নাক আমি চিনতে পারি না।'

দ্বিতীয় ব্যাপারটা, অর্থাৎ এই টাকাপয়সা পাবার কোন সম্ভাবনা যে নেই তা সে টের পেয়েছিল।

তৃতীয়টি হয়েছিল মারাত্মক। বাস স্ট্যান্ডের পাশে চায়ের দোকানের ছোকরাদের সে ভড়কি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। তার ফলে মিস্টার প্যাটেলের ভাগ্নীর কলেজে যাওয়া-আসায় আর ঝামেলা হয়নি। কিন্তু ওই ছেলেগুলো পটলের সঙ্গে আড্ডা মারার লোভে এই অ্যাপার্টমেন্টস পর্যন্ত আসা আরম্ভ করল। কথাটা নিবারণ প্রাণহরিবাবুর কানে তুলবে তুলবে করছিল। গুল মারতে মারতে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পটল আর ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। ছেলেগুলোকে খুশী রাখতেই পটলকে মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে ওদের সঙ্গ দিতে যেতে হত। এইরকম একদিন ওরা চায়ের দোকানে বসে দেখতে পেল একটি সুদর্শন ছোকরা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছে।

ছেলেটি হবু সিনেমা আর্টিস্ট মনে হচ্ছিল। জিন্স-এর প্যান্ট এবং ওইরকম শার্ট পরে এপাশ-ওপাশ দেখছে। সেদিন কথা বলার বিষয় কিছু না থাকায় পটল ওকে নিয়ে পড়ল। সে বলল, 'ওই যে, দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছে, উদ্দেশ্যটা কি বল তো?'

একজন মাস্তান বলল, 'বুঝতে পারছি না। মালটাকে এ পাড়ায় কখনও দেখিনি। সিনেমা করে নাকি রে?'

আর একজন মাস্তানকে প্রশ্নটা করা হল এবং সে উত্তর দিল, 'দূর। আমি কখনও দেখিনি।'

পটল বলল, 'এইজন্যেই দূরদৃষ্টি থাকা চাই। একজনকে দেখে তার উদ্দেশ্য বিচার করতে যে পারে সে কোন ঝামেলায় পড়ে না। ওই রকম মাল আমরা বাগবাজারে কত দেখেছি। নিবেদিতা কিংবা মাল্টিপারপাস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে কোদাল চালাতো। সব এক-একজন ফিল্মস্টার যেন। রামধোলাই দিতে রোগ সারল। একজনের বাবা তো আমার বাড়িতে এসে ধন্যবাদ দিয়ে গেছে, 'মশাই, আপনি আমার চিরুনি কেনার খরচ কমিয়ে দিলেন। প্রত্যেক মাসে ছেলেকে এক ডজন চিরুনি কিনে দিতে হত।'

এই সময় দেখা গেল ললিতা আসছে। ললিতা এখন আরও বেশী সুন্দর হয়েছে। খুব সেজেগুজে সে যখন বাসস্ট্যান্ডে এল তখন ছেলেটিকে উল্লসিত দেখাল। ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে ললিতাকে কিছু বলল। চায়ের দোকানে বসে ওরা লক্ষ্য করল ললিতা তার দু-একটা জবাব দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। এবং যেন ছেলেটির সান্নিধ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই খানিকটা সরে দাঁড়াল। ছেলেটিও একটু গম্ভীর হয়ে কি ভেবে আবার ললিতার পাশে পৌঁছে কথা বলতে লাগল কিন্তু একটারও জবাব পেল না। পটল হাসল, 'আমার দূরদৃষ্টি দেখলে তোমরা?'

এক মাস্তান জবাব দিল, 'কিন্তু এইসব ফরেন মালের জন্যে আমাদের বদনাম হয়ে যাচ্ছে। এরা এসে মেয়েটাকে বিরক্ত করছে আর দোষ পড়ছে আমাদের ওপর।'

পটল উত্তর দিল, 'একশবার। ছোকরাকে দুটো ডোজ দেওয়া দরকার।'

মাস্তানরা জানতে চাইল, 'দুটো ডোজ মানে?'

'শাসানো আর দু'একটা গাঁট্টা।' পটল সর্বাধিনায়কের মত উঠে দাঁড়াতেই চায়ের দোকানের মাস্তানরা বেরিয়ে এল বাইরে। তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। দু-এর জায়গায় যে দশ ডোজ হয়ে যাবে তা পটল ভাবেনি। অবশ্য ছোকরা যদি প্রতিবাদ না করত তাহলে এতটা বাড়ত না। বিস্মিত ললিতার চোখের সামনে মার খেয়ে ছেলেটি মাটিতে পড়ে গেল। চিৎকার হুঙ্কারে বাস স্ট্যান্ড গরম হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ললিতা ছুটে এল। ছেলেটিকে আড়াল করে জিজ্ঞাসা করল চিৎকার করে, 'কেন মারছেন ওকে, কি করেছে ও আপনাদের?'

এবার মাস্তানরা অবাক হয়ে গেল। একজন বলতে পারল, 'ও আপনাকে

বিরক্ত করছিল।'

'কে বলল ? ও আমার বন্ধু। ও আমাকে বিরক্ত করতে যাবে কেন ?'

'আপনার বন্ধু ?'

পটল তখন পিছু হাটতে আরম্ভ করেছিল। সর্বাধিনায়করা কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না। অতএব সে প্রহারের সময় হাত লাগায়নি। কিন্তু ললিতা তাকে দেখে ফেলেছিল। দেখে প্রায় ককিয়ে বলে উঠেছিল, 'পটলবাবু দেখুন না, ওরা—ওরা অকারণে মারল।'

ছেলেটি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখচোখ সামান্য ফুলেছে মাত্র, চুল এলোমেলো। পটল দেখল পালাবার আর পথ নেই। সে চকিতে স্ট্রাটেজি পাল্টে ফেলল। এগিয়ে এসে ছেলেটিকে বলল, 'বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কথা বল কেন ? বাড়িতে চলে যাবে।' তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না না, এটা অন্যায় হয়ে গেছে। দুটো ডোজ আর দশটা ডোজে অনেক তফাৎ। ললিতা কমপ্লেন না করলে তোমরা এমন কাজ কখনো করবে না। ললিতা, এদের ব্যবহারে কিছু মনে করো না।'

এইসময় একটা ট্যাক্সি আসছিল। ললিতা সেটাকে থামিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে উঠে গেল। যাওয়ার আগে পটলকে বলল, 'থ্যাঙ্কু পটলদা। ওদের একটু বুঝিয়ে বলবেন।'

ট্যাক্সি চলে গেলে মাস্তানরা ঘিরে ধরল, 'এটা কিরকম বাতেলা হল ? আমাদের চোতিয়ে দিয়ে আবার আমাদেরই ছুঁচো বানানো হচ্ছে ?'

পটল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে আর একজন বলে উঠল, 'দুরে-দুষ্টি ! দুরেদুষ্টি মারাচ্ছিলে ! আমাদের বুঝিয়ে ওর সামনে উল্টো গাইছ !'

অনেক কষ্টে নিষ্কৃতি পেয়েছিল পটল। কিন্তু বুঝেছিল এখানে আর খেলা যাবে না। এই ছোকরাদের কাছে তার আর কোন ফিল্ড রইল না। আর তারপরই সে সেই যে বাগবাজারে ফিরে গেল, তারপর থেকে তার দেখা পাওয়া ভার। ঘটনাটা নিবারণ ওই ছোকরাদের মুখেই শুনেছে। শুনে খুব মজা পেয়েছিল। প্রাণহরিবাবুকে বলাটা ঠিক হবে না বলে বলেনি। কিন্তু আর একটা ব্যাপার তাকে ভাবিয়েছিল। এইসব অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা, পনের-ষোল পার হতে না হতেই নিজেদের প্রেমিক-প্রেমিকা ঠিকঠাক করে নিচ্ছে কি করে ? একটুও ভয়ডর নেই ?

দিব্যজ্যোতি মল্লিক ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিলেন। স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি কিছুদিন এখানে আসতেন। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে, একা একা থাকার কষ্ট এবং মনের ওপর অন্য ভার বেড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত অন্য কোন আত্মীয়ের ওখানে উঠেছিলেন। স্ত্রী গত হয়েছেন খবরটা নিবারণরা পেয়েছিল। দিব্যজ্যোতিবাবুর মেয়ে বাবার ক্ষমা পেয়েছিল। কিন্তু সে ওঁকে আর আটকাতে পারে নি। বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে তিনি হরিদ্বারে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে চলে গেলেন। প্রাণহরি ভেবেছিলেন ফ্ল্যাট বিক্রী করার

আগে দিব্যজ্যোতি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। শোক-সন্তপ্ত মানুষকে নিজে থেকে এসব কথা বলায় সংকোচ ছিল প্রাণহরির। কিন্তু সেই সময়ে ফ্ল্যাট বিক্রী করে দিলেন ভদ্রলোক। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে। গৃহপ্রবেশের পুজো করার আগেই স্ত্রীকে নিয়ে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। দিব্যজ্যোতির ধারণা গৃহপ্রবেশ না করে রাত্রিবাস করাটাই কাল হয়েছিল। জিনিসপত্রের বেশীর ভাগ গেল অকশন হাউসে, বাকিটা মেয়ের বাড়ি।

দিব্যজ্যোতির ফ্ল্যাটে যিনি এলেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। সুপুরুষ এই বঙ্গসন্তানটির হাঁটাচলায় আভিজাত্য আছে। পোশাকেও রুচি। নাম মহিম মিত্র। সঙ্গে ফ্যামিলি নেই। নিবারণ প্রথম দিন ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। পরিচয় হবার পর কথা বলার সুযোগ পায়নি। প্রাণহরি মানুষটাকে পছন্দ করেনি। কিন্তু কোন মালিক যদি তাঁর ফ্ল্যাট কাউকে ট্র্যান্সফার করে দেন তাহলে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির কিছু বলার নেই। যখন জানা গিয়েছিল দু বছর আগের এইসব ফ্ল্যাটের জন্যে জমা দেওয়া টাকাটাই দিব্যবাবু মহিম মিত্রের কাছে নিয়েছেন তখন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ফ্ল্যাটের দাম ইতিমধ্যে প্রায় দ্বিগুণ যে হয়ে গিয়েছে সে খবর দিব্যবাবুর অজানা ছিল না।

ঘরে জিনিসপত্র বেশী নেই কিন্তু যা রয়েছে তা একজনের পক্ষে চমৎকার। নিবারণ মহিম মিত্রের কাছে পেঁছে দেখল তিনি বেরুবার উদ্যোগ করছেন। মহিম বললেন, 'আপনি এসে ভাল করেছেন। দিব্যজ্যোতিবাবু ফ্ল্যাটের চাবিটাই আমাকে দিয়েছিলেন কিন্তু মেইন গেটের চাবিটাও যে আমার চাই। আমাদের নিশ্চয়ই অনেকগুলো ডুপ্লিকেট আছে।'

আজ পর্যন্ত কেউ মেইন গেটের চাবি নিবারণের কাছে চায়নি। সাধারণত রাত এগারটায় কোলাপসিবল গেট বন্ধ হয়। তার অনেক আগেই বাসিন্দারা ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। শহরের এক প্রান্তে রাতবিরেতে ফিরে আসাটা খুব সহজসাধ্য নয়। তবু নিবারণ বলল, 'আমি তো অনেক রাত্রে ঘুমোতে যাই, ডাকলেই খুলে দেব স্যার।'

'আমাকে চাবি দিতে কি অসুবিধে আছে ? কাউকে বিরক্ত করা আমি অপছন্দ করি।'

মহিম মিত্রের স্পষ্ট কথায় দ্রুত ঘাড় নাড়ল নিবারণ, 'না না। দিয়ে দেব। ইয়ে মানে, আপনার কাজের লোক নেই, অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিছু দরকার হলে আমাকে বলুন।'

'একা থাকার জন্যে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তবে একটা বাচ্চা ছেলেকে যদি ফ্ল্যাটের কাজকর্মের জন্যে এক্সক্লুসিভ পাওয়া যেত তাহলে ভাল হত।'

'বাচ্চা ছেলে ? চেষ্টা করব স্যার। তবে তদ্দিন বন্ধুর শালীকে বলব ঘর পরিষ্কার করতে ?'

'না না মেয়েদের এখানে পাঠাবার দরকার নেই।'

'দিব্যজ্যোতিবাবু খুব ভাল লোক ছিলেন। আপনার আত্মীয় উনি?'

'না! আমি কখনই চিনতাম না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম ফ্ল্যাট কিনতে চেয়ে। উনি কন্ট্যাক্ট করেছিলেন। ভাল লোক তো নিশ্চয়ই, নইলে এই দামে ফ্ল্যাট দিতেন না। ঠিক আছে নিবারণবাবু, আপনি চাবিটা তৈরী রাখুন, আমি যাওয়ার সময় নিয়ে নেব।' মহিম এমন ভঙ্গী করলেন যে নিবারণ বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। লোকটাকে একদম চাঁচাছোলা বলে মনে হচ্ছিল ওর।

সিঁড়ির দিকে এগোতেই মিসেস রাধেশ্যাম আগরওয়ালাকে দেখতে পেল সে। দরজার একটা পাল্লা আধা ভেজিয়ে তাকে ইশারায় ডাকছেন। অতিরিক্ত মোটা এই মহিলার মুখখানা দেখলে তার বেশ মজা লাগে। সে এগোতেই মিসেস আগরওয়ালা ভেতরে সরে গেলেন। ঘরে ঢুকে নিবারণ দেখল মিসেস আগরওয়ালা ততক্ষণে সোফায় বসে পড়ে আঁচলে গলা মুছলেন, 'আইয়ে, আইয়ে। তসরিফ রাখিয়ে।'

সোফাটা দেখিয়ে দিতেই নিবারণ একটু ঘাবড়ে গেল। এত খাতিরের উদ্দেশ্যটা কি? সে মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'বলুন, আমার খুব তাড়া আছে।'

বিশাল মুখটায় ঢেউ উঠল, 'ও, ইয়ে মহিমবাবু কেইসা আদমি হ্যায়?'

'কেন, ভালই তো।' নিবারণ জবাব দিল।

'একলা আদমি। শাদি নেহি কিয়া?'

'জিজ্ঞাসা করিনি।'

'ব্যাচিলারকো কামরা দেনা ঠিক নেহি হ্যায়।'

'কেউ তো ভাড়া দেয়নি, উনি কিনে নিয়েছেন।' প্রতিবেশী সম্পর্কে মিসেস আগরওয়ালের কৌতূহল নিবারণকে উৎসাহিত করল, 'সুনীলবাবুর খবর কি?'

'উসকো বাৎ মৎ বলো ভাই। পিতাজিকো বিজনেস উসকো পছন্দ নেহি, নোকরি ঢুঁড়তা। ক্যা নাফা হ্যায় উসমে। ইহাঁ আকে একদম বিগড় গিয়া।'

'এবার ওর বিয়ে দিয়ে দিন।'

'শাদি কোন্ করে গা?'

'কেন, সুনীলবাবু!'

'আরে শাদিকো বাৎ বলনে সে বহুৎ নারাজ হোতা ও।'

'তাহলে নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাসেন উনি।' কথাটা প্রায় বলেই ফেলল নিবারণ।

'নেহি ভাই। হামারা লেড়কা ওইসা বুবা কাম করনে নেহি সেকতা। ছোড় উসকো বাৎ। ইয়ে মহিমবাবু কিতনাসে ফ্ল্যাট কিনা?'

'আমি জানি না। আচ্ছা চলি।' নিবারণ আর দাঁড়াল না।

সেদিন রাত একটা নাগাদ ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ক্যালকাটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। নিবারণের ঘুম আসছিল না কিছুতেই। ঠিক এগারোটায় মেইন গেটের তালা বন্ধ করেছে সে। সবাই ফিরে এসেছে একমাত্র মহিম মিত্র বাদে। তিনি অবশ্য চাবি নিয়ে গিয়েছেন। ট্যাক্সির আওয়াজ শুনে সে চটপট মেইন গেটে

চলে গেল। মহিম মিত্র তখন টাকা দিচ্ছেন। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'অনেক ধন্যবাদ স্যার। যদি বলেন কাল রাত্রেও ওইসময় ওখানে অপেক্ষা করতে পারি।'

মহিম 'বেশ তো' বলে গেটের দিকে এগোতে নিবারণ সরে এল। গলাটা যেন খুব ভারী শোনাল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তালা খুললেন মহিম। আরও বেশী সময় নিলেন সেটাকে বন্ধ করতে।

তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন। মহিম যেভাবে হাঁটছেন কোন সুস্থ মানুষ সেভাবে হাঁটে না।

কিন্তু ঘটনাটা মাত্র এক রাত্রেই শেষ হল না, নিয়মিত মধ্যরাত্রে মহিম একই ভাবে ফিরতে লাগলেন। কোন ফ্ল্যাটওনার যদি কাউকে বিরক্ত না করে মধ্যরাত্রে বাড়ি ফেরেন তাহলে কার কি বলার থাকতে পারে? কিন্তু কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টসে এই নিয়ে মৃদু গুঞ্জন উঠল। মহিম কখন সকালে ঘুম থেকে ওঠেন কেউ জানে না। বেলা দুটো পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ থাকে। দুটোর পর ওই লোকটা সেজেগুজে বেরিয়ে যায় কিন্তু যাওয়ার পথে যার সঙ্গেই দেখা হোক কোন কথা বলেন না। মহিমের ফেরার সময়টা জানাজানি হবার পর কেউ আবিষ্কার করেছে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়ার পর বাতাসে মদের গন্ধ ভাসে। কিন্তু রবিবার ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা একবারও খোলে না। তখন লোকটা কি করে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টস কো-অপারেটিভ নামে ফ্ল্যাটের মালিকদের একটি সংস্থা ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানি তৈরী করে দিয়েছিল নানারকম আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। কিন্তু সেটি কখনও প্রাণ পায়নি। মূলত কার্তিক বণিকের উদ্যোগে কয়েকটা রবিবার সবাই একত্রিত হয়েছিলেন নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। কার্তিক নিবারণকে বললেন, 'এইটা ঠিক কথা না। সমাজে থাইকতে হইলে সামাজিক হইতে হইব। আপনি ঠিক কন তো, লোকটা মদ্যপান করে?'

নিবারণ বলল, 'আমি তো করতে দেখিনি। তবে গন্ধ পেয়েছি।'

'তাহলেই তো অইল। পান না করলে গন্ধটা আইব কুত্থেকে?'

কামাল ওয়াহিদ বললেন, 'কিন্তু কেউ মদ খাচ্ছে বলে আমাদের আপত্তি করার কি আছে! লোকটা তো হৈ-হল্লা করছে না। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশী ভাবছি।'

কার্তিকের অপছন্দ হল কথাটা, 'বুঝলেন না, বাড়ির মাইয়্যারা সবসময় ভয়ে ভয়ে আছে। মাতালেরে তো কেউ বিশ্বাস করে না। একটা কথা, মহিমবাবু তো মালিক, উনারে আমাগো মিটিঙ্-এ আইসতে বলা হউক। এক বাড়িতে থাইকতে গেলে একত্রে থাকা দরকার।'

দায়িত্বটা পড়ল নিবারণের ওপর। সেদিন রবিবার। সময়টা বিকেল। নিবারণ যখন মহিম মিত্রের দরজায় তখন কৌতূহলে এ বাড়ির অধিকাংশ মহিলার মন ফুটছে। তিনবার শব্দ করার পর দরজটা খুলল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে খুব বিরক্ত মুখে দরজা খুলে মহিমবাবু নিবারণকে দেখে যেন

রূঢ় কিছু বলতে গিয়েও মত পাল্টালেন। আহ্বানমাত্র ঘরে ঢুকে নিবারণ গান শুনতে পেল। সম্ভবত টেপ রেকর্ডারে ওস্তাদি গান বাজছে কিন্তু তাতে মজাদার কথা আছে। নিবারণকে মাথা নাড়তে দেখে মহিম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এসব গান ভাল লাগে?'

নিবারণ মুখ দোলাল, 'অসম্ভব। মন ভরে যায়।'

'গুড। এই ঘরটা বড্ড স্টাফি। আপনি আসুন এখানে।' মহিম হঠাৎ যেন মন পাল্টে এগিয়ে গেলেন।

নিবারণ অনুসরণ করেই খুশী হল। বেশ ব্যাচেলার ব্যাচেলার ঘর। তাকে ইশারায় একটা চেয়ারে বসতে বললেন মহিম। নিবারণ বসতেই টেবিলের ওপর তিন-চার রকমের মদের বোতল দেখতে পেল। মহিম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ পূর্ণিমা। মনে হচ্ছে এই ব্যালকনিতে বসলেই চাঁদ দেখতে পাব, তাই না?'

'আজ্ঞে!' নিবারণ ঢোঁক গিলল।

'আপনি চাঁদ দ্যাখেন না?'

'আজ্ঞে, সে বয়স তো নেই!'

'চাঁদ দেখার জন্যে বয়সের কি দরকার। প্রতি মাসে, এক ঘণ্টা অন্তত, চাঁদ দেখলে মন পবিত্র হয়ে যায়।'

কথা বলতে বলতে মহিম মিত্র দুটো গ্লাস নিয়ে এসে টেবিলে রেখে শেষে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি খাবেন?' ওঁর আঙুল বোতলগুলোর দিকে, 'হুইস্কি, ভদকা আর রাম—'কোন্‌টা?'

প্রচণ্ড গতিতে মাথা নাড়ল নিবারণ, 'আজ্ঞে না, না। আমি ওসব খাই না।'

মহিম মিত্রের চোয়াল শক্ত হল, 'আপনি এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন আমি খুব খারাপ জিনিস খাচ্ছি।'

'আজ্ঞে তা বলিনি। খারাপ কেন হবে। পাড়ায় পাড়ায় দোকান, কত লোক খায়।'

'বৈদিক ঋষিরাও খেতেন। যাঁদের কাছ থেকে আপনারা ধর্ম পেয়েছেন।'

'তা তো বটেই। সোমরস। নাম শুনেছি।'

'কিজন্যে এসেছেন?' আচমকা প্রসঙ্গ পাল্টালেন মহিম মিত্র।

'ইয়ে, মানে, এই কলকাতা অ্যাপার্টমেন্টস-এর মালিকদের একটা কোঅপারেটিভ আছে। ওঁরা চান আপনি মাঝে মাঝে ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে যান।' নিবারণ কথাটা বলে ফেলল।

'আমার তো সময় নেই।'

'রবিবার মানে যেদিন আপনি বাড়িতে থাকেন।'

'এদিন আরও ব্যস্ত আমি। তাছাড়া আর পাঁচজনের সঙ্গে জড়াবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। ওঁদের বলে দেবেন আমি একা থাকতে চাই। ডিস্টার্ব করতে কিংবা হতে চাই না। আর ওই মিটিংগুলোতে ওঁরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে আমার ব্যক্তিগত শান্তি বিঘ্নিত না হলে আমি মেনে নেব।' গ্লাসে মদ

ঢাললেন মহিম। বাকিটা জল।

টেপ রেকর্ডারে গান বাজছে। নারী কোকিলকে গান থামাতে বলছেন। এ গান কয়েকবার শুনেছে নিবারণ। আজ খুব ভাল লাগল। যদিও এখন আর কথা নেই, মহিম তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন তবু বসে গান শুনতে ভাল লাগছিল নিবারণের। হঠাৎ একটা গ্লাসে সামান্য ভদকা ঢেলে জল মিশিয়ে মহিম এগিয়ে দিলেন, 'একটু চুমুক দিয়ে শুনুন, গানটাকে আরও ভাল লাগবে।'

সোজা হয়ে বসল নিবারণ। তার সামনের গ্লাসে মদ না জল। একদম জলের মত লাগছে। মহিমের তরল পদার্থের রঙ দেখে বোঝা যায় তিনি মদ খাচ্ছেন। না, তার মদ খাওয়া উচিত নয়। এতদিন ধরে চরিত্রটাকে মজবুত রেখে এখন কেন ভেঙ্গে ফেলা! ওদিকে গায়িকা তখন গাইছেন, জোছনা তার সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছে। গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিবারণের মনে হল এতকাল চরিত্রটাকে এমন মজবুত রেখে তার কি লাভ হল? দু'চুমুক দিলে কি সে মাতাল হয়ে যাবে? মুখ তুলে দেখল মহিম তার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিবারণ হাসবার চেষ্টা করল, 'ভয় হয় যদি মাতাল হয়ে যাই।'

'একটি সুস্থ মানুষ চার আউন্স মদ বিলকুল হজম করে দিতে পারে। আপনাকে এক আউন্স দিয়েছি। জাস্ট টু গিভ মি কম্পানি। অবশ্য জোর করব না।'

নিবারণ কম্পিত হাতে গ্লাসটা ধরল। ওই গান, সন্ধ্যে পার হতে যাওয়া সময়, সারাজীবনের নিয়মের ফাঁস—সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে ব্যালকনির দিকে তাকাতেই দেখল একটা থালার মত চাঁদ যেন লাফিয়ে দিগন্তের ওপর উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, 'চাঁদ চাঁদ।'

মহিম চাঁদটাকে দেখলেন। দেখে খুশি হয়ে গ্লাসটাকে ঈষৎ ওপরে তুলে প্রফুল্ল মুখে বললেন, 'আনন্দ। এইভাবে আনন্দ বলুন।'

নিবারণ গ্লাসটাকে সামান্য তুলে ঘড়ঘড়ে গলায় উচ্চারণ করল, 'আনন্দ।'

বেগম আক্তারের পর শচীনদেব বর্মন এলেন টেপরেকর্ডারে। নিবারণের রক্তে যেন সুর ঢেউ তুলল। ছেলেবেলায় যে গানটা তার খুব ভাল লাগত সেই গানটা শুনতে শুনতে মন যেন থরথরিয়ে উঠল। মন দিল না বঁধু। গ্রামের মাঠে কতদিন সে এই গানটা গেয়েছে। অথচ কোন মেয়ের কাছে কখনও মন চাইতে যায়নি।

প্রথম চুমুকটা লেবুর রসের গন্ধ দিয়েছিল। গলা দিয়ে নামবার সময় কান গরম, গালও! একটা চাপা তাপ সে টের পেল। উৎকট কোন জ্বালাবোধ নেই। মহিমবাবু তার গ্লাসে একটা বোতল থেকে কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সেটাই ওই লেবু লেবু ভাবটার কারণ। শচীনদেব বর্মনের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাঁদ আরও ওপরে উঠছে। মগ্ন নিবারণের গ্লাস কখন শেষ হয়ে আসছে তা তার জানা ছিল না। শেষ হবার পর মনে হল বড় তাড়াতাড়ি শেষ হল। মহিম

জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর একটু দেব ? ছোট্ট করে ?'

'ইয়ে, লেবুটা যেন থাকে !' নিবারণ হাসল।

'ভাল লাগছে ?'

'দারুণ !'

শচীনদেব বর্মনের পর এলেন রামকুমার। আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাকতে দিল না। আর তখনই নিবারণের নিতদার কথা মনে পড়ল। নিতদা এখন হয়েছে নটি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ার দালাল। অথচ এই নিতদা ব্রতচারী করাত। গ্রামের একটা মেয়েকে ভালবাসতো খুব। নিবারণ কতদিন চিঠি বয়ে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু পাড়ার লোকে জানতে পেরে গ্রামছাড়া করল নিতদাকে। ঠিকই, পাকতে দিল না। সুরটা ভাঁজল নিবারণ। মহিম জিজ্ঞাসা করল. 'আপনি গান গান ?'

'আজ্ঞে না না।' নিবারণ দ্বিতীয় গ্লাসটা শেষ করল।

নিবারণ যখন মহিম মিত্রের ঘর থেকে বেরুলো তখন নটা বেজে গেছে। মহিমের হিসেবে সে মাত্র চার আউন্স খেয়েছে। ওই পরিমাণ মদ যে কোন সুস্থ মানুষ হজম করে ফেলে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল শিরায় শিরায় গঙ্গার জোয়ার ভাটা চলছে। তার পা টলছে না কিন্তু মনটা ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির মুখটায় আসামাত্র সে মিসেস আগরওয়ালকে দেখতে পেল। ওকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। এক পা এগিয়ে নিবারণ থেমে গেল। মহিম মিত্র বলেছেন, ঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কেন বলেছেন ? সে একটা হাত মিসেস আগরওয়ালের দিকে নেড়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ধাপগুলো। একবার পড়তে পড়তে রেলিং ধরে সামলালো সে। এইসময় লু সুন উঠছিলেন। নিবারণকে দেখে তিনি 'হ্যালো' বলে দাঁড়ালেন।

নিবারণ হাসল। তারপর বলল, 'এনি প্রব্লেম, টেল মি।'

লু সুন মাথা নাড়লেন, 'নো প্রব্লেম। মে আই হেল্প ইউ ?'

'নো নো। আই এ্যাম ফিট।' নিবারণ আর দাঁড়াল না। লোকটা তাকে সাহায্য করতে চাইল কেন ? সে কি মাতাল হয়ে গিয়েছে ? দূর ! ওই তো নিজের ঘর। কিন্তু আজ কি ঘরে চাবি দিয়ে যায় নি ?

নিবারণ ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিতেই একটি গলা কানে এল, 'বাবু !'

চোখ বড় করে সে দেখল জমাদার বদ্রু তার ঘরের মেঝেতে বসে। চিৎকার করে ধমক দিতে গিয়ে সে সামলে নিল, 'কি চাই ? হামকো ঘরমে কাহে ঢুকা !'

বদ্রুর মাথাটা স্প্রিং-এর মত একবার বুকের কাছে নেমে আবার সোজা হল। জিভ চাটল লোকটা।

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'ফিন গাঁজা খায়া ?'

বদ্রু ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল অভিযোগটা।

'তুমকো নোকরি নট হো যায়েগা।' নিবারণ গলা তুলে কথাটা বলে পা ফেলতে গিয়ে দেখল সে টলে গেল !

বদ্রু হাসল খিকখিক করে, 'আই বাপ। আপ ভি গাঁজা খায়া ?'

'শাট আপ !' ম্যানেজার প্রাণহরির গলায় ধমকালো নিবারণ, 'ছোটলোকের নেশা আমি করি না।'

খাটে এসে বসতে তার আরাম লাগল, 'কাহে আয়া ?'

'আমার সর্বনাশ হো গিয়া বাবু !' হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল বদ্রু।

এই সময় কান্না এত খারাপ লাগে যে নিজেরই কাঁদতে ইচ্ছে করে। সেটাকে সামলে বদ্রুর দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল নিবারণ, 'চটপট বলে ফেল যা বলতে চাও।'

'হামার বহু এখন দেশে— ।'

'জানি। বুড়ো বয়সে বাচ্চা হচ্ছে। কি খাওয়াবে ? গাঁজা ?'

'বহুকি বহিন এখানে নোকরি করছে।'

'তো কি হয়েছে ?'

'উকে হামি ঘরে রাখতে পারছি না।'

'কেন ? বেশ তো আছ। বউ নেই শালীকে নিয়ে ঘর করছ !'

'ওই শালা গোবিন্দ— ।' বদ্রু আবার ঠোঁট চাটল।

নিবারণ সোজা হল, 'গোবিন্দ ! সে আবার এর মধ্যে এল কোত্থেকে ?'

'হামার বহুকি বহিন ওর সঙ্গে পেয়ার করে।'

'কে বলল ?' নিজের গলার স্বর অচেনা লাগল নিবারণের।

'বহুকি বহিন। হর রাত্রে হামি নিদ গেলে শালা হামার ঘরে আসে। মহল্লায় অনেকে দেখেছে। তো আজ বহুকি বহিন নিজেই বলে দিল।'

'তোমার শালী তো বিধবা। গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও।'

'ও তো তাই চায়।'

'ব্যাস। চুকে গেল ঝামেলা। তোমার কি। তোমার তো বউ নয়।'

'কিন্তু হামার বহু খুব নারাজ হবে।'

চমকে উঠল নিবারণ, 'কেন ? সে তো মা হতে দেশে গিয়েছে। তার বোনের সঙ্গে গোবিন্দর বিয়ে হলে সে কেন নারাজ হবে ?'

'তা হামি জানি না বাবু। কিন্তু জানি নারাজ হবে। হামাকে বলে দিয়েছিল ও শালা গোবিন্দর সঙ্গে বহিনকে না মিশতে দিতে। শালা গাই বলদ এক হতে দিল করলে হামি কি করে পাহারা দেব।' ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল বদ্রু।

খুব রাগ হয়ে গেল গোবিন্দর ওপরে নিবারণের। শালা বদ্রুর বউ-এর সঙ্গে প্রেম করেছে, এখন শালীর সঙ্গেও ! কিন্তু সেই সঙ্গে ওর খেয়াল হল, বদ্রুটা বউ-এর ভয়ে কাঁটা। শালা ভেড়ুয়া। নিবারণ শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করার আগে চিৎকার করে বলল, 'হট যাও। হাম কিসিকো নেহি জানতা। হাম সন্ন্যাসী হ্যায়।'

বদ্রু দেখল নিবারণ ঘুমিয়ে পড়ছে। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। গাঁজা খেলে যদি এমন নেশা হত !

॥ কুড়ি ॥

ব্যাপারটা নিয়ে চাপা ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসে। এই বাড়ির কেয়ারটেকার নিবারণ মদ খেয়েছে তা কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করতে পারল না। এমন সরল গ্রাম্য মানুষ, যে কোনদিন নেশাভাঙ করে না সে হঠাৎ মদ খেতে যাবে কেন? কিন্তু যারা দেখেছে তারা নিশ্চিত নিবারণের পা টলছিল, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এবং এসব হয়েছে সে ওই নতুন লোকটার কাছ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই। মহিম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়ে গেছে সবার। লোকটা মদ্যপ। হয়তো স্মাগলিং করে। নইলে সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে বিকেলে বের হয় কেন? চাকরি বা ব্যবসা না করে বেশ তো চালাচ্ছে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ যখন নয় তখন ওই বয়সে কেউ ঘড়ার জল গড়িয়ে চালায় না।

কিন্তু পরের দিন নিবারণের মনেই পড়ছিল না সে কোন অন্যায় করেছে। বদ্রু যখন তার সামনে পা ছড়িয়ে বসে বলল, 'হায় বাপ, কাল আপনি বহু মাতোয়ালা ছিলেন। একদম ম্যাঞ্জারবাবুর মত চিল্লামিল্লি করলেন।' কথাটা তখন মোটেই বিশ্বাস করল না নিবারণ। হ্যাঁ, সে মহিম মিত্রের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। তা সবাই তাকে যেতে অনুরোধ করায় যেতে হয়েছিল। অবশ্য এই বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে প্রয়োজনে যে-কোন ফ্ল্যাটে যাওয়ার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। মহিম তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। বলতে বলেছিলেন। আর তখন সেখানে এমন গান বাজছিল, পরিবেশটা কিরকম মন-কেমন-করা হয়ে গিয়েছিল যে মহিমের অনুরোধে না বলতে বলতেও খেয়ে নিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু তাতে তার শরীর মোটেই খারাপ হয় নি, পাও টলেনি, চেঁচিয়েছে বলে বিশ্বাসই হয় না।

কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসের মালিকদের ঠিকঠাক বুঝতে পারে না নিবারণ। কেউ যেন কাউকে ভাল চোখে দেখতে পারে না। বড়রাই এমন কাণ্ড বেশী করছে। অল্পবয়সীরা এ নিয়ে মোটেই ভাবে না আর বাচ্চাদের তো কথাই নেই।

নিবারণ বদ্রুর সঙ্গে কথা বাড়াল না। এ ব্যাটা নিশ্চয়ই গাঁজা খেয়েছিল, কি দেখতে কি দেখেছে। বদ্রু এবার গলা নামাল, 'শালা গোবিন্দটা খুব হারামি। ও দেখবেন আপনার বিরুদ্ধে ম্যাঞ্জারবাবুর কাছে চুকলি কাটবে।'

নিবারণ মন্তব্য না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ডোরা ক্লিনকে দেখতে পেল। ডোরা ক্লিন ওকে দেখে যেন কিছু বলবেন বলে মনে হল ওর। সে বলল, 'ইয়েস মেমসাহেব!'

ডোরা বললেন, 'হোয়ার ইজ আওয়ার ম্যানেজার?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'এখনও আসেননি। অন্য বাড়ি দেখতে গিয়েছেন।

ডোরা ঠোঁট কামড়ালেন, 'ও!'

'এনি প্রব্লেম? টেল মি।' নিবারণের মনে হল মহিলা সমস্যায় পড়েছেন।

'ইয়েস।' ডোরা আশেপাশে নজর বুলিয়ে নিলেন, 'ইউ নো—বব আমার ভাই?'

'হ্যাঁ। বব সাহেবকে তো আমি আপনার ফ্ল্যাটে দেখেছি চিঠি দিতে যাওয়ার সময়।'

'আমি ওকে নিয়ে একটু বিপদে পড়েছি। ও আজ হঠাৎ এসে পড়েছে এখানে। আমি ওকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম। এতদিন আসেনি, আজ এসেছে।' ডোরা বললেন।

নিবারণ এক মুহূর্তে মন ঠিক করে নিল। কেয়ারটেকার হিসেবে এ বাড়ির মালিকদের রক্ষা করা তার কর্তব্য। সে ডাকলে গোবিন্দ এবং বদ্রু নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। সে খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে, বব সাহেবকে আমি ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিচ্ছি।'

ডোরা বললেন, 'না, না। এটা ঠিক সেই ব্যাপার নয়। বব আমার সঙ্গে ঝগড়া করে থাকতে আসেনি। ও অস্ট্রেলিয়ায় যাবে পাকাপাকি ভাবে। আমার বোনের স্বামীর সঙ্গে ও ব্যবস্থা করেছে। বোনের স্বামী অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। সে নাকি ওকে লিখেছে, যদি আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে বব সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলে স্পনসারশিপের ব্যবস্থা করে দেবে, টিকিট পাঠাবে। বব এসেছে ওদের দিয়ে চিঠি লেখাতে যে, ওরা বাবার কাছে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে চায়।'

'আপনার ছেলেমেয়েরা? ওরা তো আপনার বোনের ছেলে মেয়ে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু বোন মারা যাওয়ার পর আমি তো ওদের মানুষ করেছি। ওরা ছাড়া তো আমার কেউ নেই। ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি বাঁচব কি করে?'

'কিন্তু বাবা যদি চায় তো আপনাকে তো ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিতেই হবে!'

'নো। আমার বোনের সঙ্গে তার স্বামীর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। তখন সেই লোকটা সব দায়িত্ব অস্বীকার করেছিল। এখন অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার বহু বছর বাদে ওর মনে হচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলোকে দরকার। আর আমি যে ওদের বুকে করে বড় করছি সেটা কিছু নয়?'

'কিন্তু বব সাহেব তো এসব কথা জানেন।'

'জানে। তবু নিজের স্বার্থের জন্যে ও ওদের সঙ্গে নিতে চাইছে। ওদের ছাড়া আমার বোনের স্বামী ওকে কোন সাহায্য করবে না।'

'ছেলেমেয়েরা কি বলছে?'

'ওরা যেতে চায় না। বব এসেছে দেখেই ওরা মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে

চলে গেল। কিন্তু বব উঠতে চাইছে না। হি ইজ ক্রিয়েটিং প্রেসার অন মি। কি যে করি!'

'মেমসাহেব, আপনি আমাকে কিছু করতে নিষেধ করছেন অথচ সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না! তাহলে ম্যাজারবাবু কি করবেন?'

ডোরা এবার মাথা নিচু করলেন, 'আমার প্রব্লেম মানিটারি। এ মাসের মেইনটেনেন্স ফি যদি সামনের মাসের সঙ্গে একসাথে দিই তাহলে কি অসুবিধে হবে?'

'ও। আপনার খুব অসুবিধে আছে?'

'হ্যাঁ। ববকে শান্ত করতে কিছু টাকা দিতে হবে। তারপর আর আমার হাতে বেশী টাকা থাকবে না। আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু!'

'আপনার ভাইকে আপনি কতদিন এভাবে টাকা দেবেন?'

'যতদিন পারি। আই নো হি ইজ ব্ল্যাকমেইলিং মি, তবু—।'

নিবারণ ওর অধিকারের বাইরে গেল, 'ঠিক আছে, আমি ম্যানেজারবাবুকে বলে দেব। আর হ্যাঁ, এর পরের বার বব সাহেব এলে যাতে আপনার ফ্ল্যাটে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করব। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। যান।' নিবারণ কথা শেষ করতেই ডোরা আবার ওপরে উঠে গেলেন। নিবারণ নিজের মনে মাথা নাড়ল। মানুষের মনের তল কি ঈশ্বরও কখনও খোঁজ পেয়েছেন? এইসময় সে কার্তিক সাহার মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটা যেন চোরের মত নামছে। চোখাচোখি হতেই আরও ইতস্তত করতে লাগল। নিবারণ হাসল, 'কি খবর?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভাল। আপনি?'

'এই চলে যাচ্ছে। যাচ্ছ কোথায়?'

'এমনি। একটু ঘুরতে।'

'নতুন জায়গা। বেশী দূরে যেও না।'

'না, না। আমার সব চেনা হয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'হ্যাঁ, বল?' নিবারণ মনে মনে মজা পাচ্ছিল। এই মেয়ের বয়স তো এখনও আঠারো হয়নি।

'আপনি সত্যি সত্যি মদ খেয়েছিলেন? আমি বলেছি আপনি অভিনয় করেছিলেন। মা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। বলেছে, ওই খারাপ লোকটার কাছে গিয়ে আপনি মদ খেয়েছেন। ও কিন্তু আমাকে সাপোর্ট করেছে।' এক নাগাড়ে বলে গেল মেয়েটা।

'ও কে?' নিবারণ লজ্জা পেতে পেতেও কৌতূহলী হল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামাল মেয়েটা, 'আমি আসি।' বলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। নিবারণ মাথা চুলকালো। সত্যি কি সে মাতাল হয়েছিল! কথাটা ম্যাজারবাবুর কানে গেলে যে কি হবে! বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে লাগল তার। আর এই সময়েই কার্তিক সাহার মেয়ে ছুটে এল বাইরে থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে কি মনে করে চলে এল নিবারণের সামনে, 'আপনাকে একটা জিনিস দেব, আপনি ওকে দিয়ে দেবেন?' নিবারণ মাথা নাড়ল প্রায় না বুঝেই। কার্তিক সাহার মেয়ে একটা মুখবন্ধ খাম চট করে নিবারণের হাতে গুঁজিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি খুব ভাল।' বলে ছুটে চলে গেল।

নিবারণ খামটা উল্টেপাল্টে দেখল মুখ বন্ধ। নামও লেখা নেই। প্রেমপত্র? এবার একটু খারাপ লাগল তার। মেয়েটাকে চট করে কিছু বলা যায় না, সুনীল এলে বলবে, এসবে সে থাকতে চায় না! খামটা নিবারণ অফিসঘরে নিয়ে আসতেই কার্তিক সাহার সঙ্গে দেখা। তিনিও তখন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছেন, 'আমার মাইয়ারে দেখছেন?'

নিবারণ ঘাড় কাৎ করল, 'হ্যাঁ দেখেছি।'

কার্তিক গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাইরে কি করছিল বলুন তো?'

'আমি তো বাইরে যাই নি।'

'ওই মাড়োয়ারীর পোলাটার সাথে কি যে কয়, আমার ওয়াইফও এই কথা আমাকে কইতেছিল। ভেরি ব্যাড। আবার কট রেড হ্যান্ডেড না হইলে তো কিছু করা অসম্ভব। আমি আপনারে কইতেছি কেয়ারটেকার বাবু, ওইসব কিছু দেখলে আমাদের তৎক্ষণাৎ ডাক দিবেন।' কার্তিক সাহা এবার একটু সহজ হলেন, 'ওহো, আপনি নাকি মদ্যপান করেন? কথাটা সত্য?'

'না, একদম মিথ্যে। নস্যি ছাড়া আর কোন নেশা নেই আমার।' নিবারণ খামটা টেবিলের ওপরে রাখতে গিয়ে খেয়াল হতে কার্তিক সাহাকে আড়চোখে চেয়ে দেখল। হঠাৎ নিবারণ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কার্তিকবাবু, আপনার যখন সুনীলের সঙ্গে ওর মেশা অপছন্দ তখন ওকে সেটা ভাল করে বোঝান না কেন?'

'আমার ওয়াইফ কি কম বোঝাচ্ছে ভাবছেন? আমারে সে কিছু কইতে মানা করে। আমি তো মাথা ঠিক রাখতে পারি না। এইখানে আইয়াই যত প্রব্লেম হইতেছে। এতদিন কলোনিতে ছিলাম, কখনও এইসব প্রব্লেম হয় নাই।' কার্তিক বিষণ্ণ মুখে বললেন।

'আপনি যা ভাবছেন তা তো নাও হতে পারে।' নিবারণ জানাল।

কার্তিক সাহা উঠলেন, 'না হইলেই ভাল। লোকটা করে কি?'

'কে?'

'ওই মহিম মিত্র?'

'জানি না।'

'মিস্টার চ্যাটার্জীরে কইবেন। একটা মিটিং ডাকতে হইব।' কার্তিক সাহা চলে গেলে নিবারণ খামটার দিকে তাকাল। তারপর সেটাকে তুলে বসে রইল কিছুক্ষণ। কেন এই খামটার কথা সে কার্তিক সাহাকে বলতে পারল না? মেয়ের ভাল সব বাবাই চান। কার্তিক জানতেই পারছেন না তাঁর মেয়ে কতদূরে এগিয়েছে। এক্ষেত্রে তো তার উচিত ছিল সাবধান করে দেওয়া। মনের ভেতরটা খচ খচ করতে লাগল। চিঠিটা কি সুনীল আগরওয়ালাকে দেওয়া উচিত হবে? তার মনে পড়ল, ছেলেবেলায় নীতিদা তাকে দিয়ে চিঠি পাঠাত তার প্রেমিকার

কাছে। তখন তো মনে কিছু হয়নি। চিঠিটাকে পকেটে নিয়ে সে একবার বাড়িটা সার্ভে করতে বের হল। সিঁড়িতেই রামমূর্তির সঙ্গে দেখা। আপনমনে তিনি নামছিলেন। হঠাৎ নিবারণকে দেখে চোখ কোঁচকালেন। যেন অস্বস্তিকর কিছু দেখেছেন। তারপর উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে হনহনিয়ে নেমে গেলেন পাশ কাটিয়ে।

নিবারণ অবাক হল। এই লোকটাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। কোন কিছুতেই যেন ওর মন ভরে না। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। দরজাটা আধভেজানো। ভিতর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। সে ধীরে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। এই ফ্ল্যাটের সব বাচ্চারা মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার তাদের একটা নতুন গান শোনাচ্ছেন। গানের কথা খুব ভাল লাগল নিবারণের। সে মাথা নাড়তে লাগল। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গলা মেলাল বাচ্চারা, 'জি ফর গড জি ফর গুড বাট নেভার সে গুড বাই, গড ইজ উইথ আস এ্যান্ড নট ইন দ্য স্কাই।' চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল নিবারণ। এখন ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত নয়। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার এখন এখানে চমৎকার আছেন। সব ফ্ল্যাটের বাবা মা তাঁর কাছে বাচ্চাদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে। প্রাণহরিবাবু একদিন বলেছিলেন, 'মিসেস ইঞ্জিনিয়ারকে ওরা বেবি সিটার বানিয়ে দিল হে। অবশ্য এতে দেখছি ভদ্রমহিলা ভালই আছেন।'

নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে থমকে গেল। সুনীল ওপরে উঠছে। মুখোমুখি হওয়া মাত্র সে বলল, 'কেমন আছেন?'

নিবারণ ঘাড় নাড়ল, 'ভাল। আপনার চাকরি?'

'ও, আপনাকে বলা হয়নি, আমি একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনে বেশী নয় কিন্তু শুরুর পক্ষে ঠিক আছে। আমি আগামী সোমবারে চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'চলে যাচ্ছেন? কলকাতার বাইরে চাকরি?'

'না, না। আমি এখানে থাকলে বাবা কিছুতেই আমাদের বিয়েতে অনুমতি দেবেন না। তাই নতুন একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। একটু দূরে কিন্তু ঠিক আছে।'

'আপনি মিস সাহাকে বিয়ে করবেন বলে চলে যাচ্ছেন বাড়ি ছেড়ে?'

'না। আমি ভালবাসার সম্মান রাখতে চলে যাচ্ছি।'

সুনীল হেসে এগিয়ে যাচ্ছিল, প্রায় নিজের অজান্তেই নিবারণ তাকে ডেকে ফেলল, 'শুনুন।'

সুনীল দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বলুন।'

নিবারণ পকেট থেকে বের করে খামটা দিল। সুনীল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি এটা?'

নিবারণ নামতে নামতে বলল, 'খুললেই বুঝতে পারবেন।'

বিকেলে ঝামেলাটা হল। তিনটের সময় বাচ্চারা গিয়েছিল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে। দরজা ভেজানোই ছিল। ওরা ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল

মিসেস ইঞ্জিনিয়ার খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। ওরা ভাবল আন্টি ঘুমোচ্ছে। অতএব এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। একটি বাচ্চার মনে হল এই সময়ে তো আন্টি কখনও ঘুমোয় না, তাহলে আজ ঘুমোচ্ছে কেন? দ্বিতীয় জন জানালো অনেক সময় খিদে পেলে ঘুম এসে যায়। যদি তাই হয় তাহলে আন্টিকে ঘুম থেকে তুলে খেতে বলা উচিত। সে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'আন্টি, আন্টি?' মিসেস ইঞ্জিনিয়ার কোন সাড়া দিলেন না। তৃতীয় জন আর একটু উদ্যোগী হল। সে টেবিলের ওপর কৌটোয় রাখা একটা বিস্কুট বের করে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের মুখে গুঁজে দিতে চেষ্টা করল। দু তিনবারের চেষ্টায় ঠোঁট ঈষৎ খুলল এবং একটা যন্ত্রণাদায়ক শব্দ ছিটকে এল মুখের ভেতর থেকে। অন্যান্য বাচ্চারা এতক্ষণ মজা দেখবার জন্যে ওঁকে ঘিরে নিঃশব্দে ছিল, এবার আচমকা চিৎকার করে উঠল। ভয় পেয়ে তারা হুড়োহুড়ি করে বাইরে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল। নিবারণ তখন সবে খাওয়া সেরেছে। হৈ-চৈ শুনে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠল সে। ততক্ষণে আশেপাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলেছে। মায়েরা, যারা বাড়িতে ছিল, নিজেদের বাচ্চাদের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে বলছিল ব্যস্ত গলায়। নিবারণ মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে ঢুকে দেখল তাঁর চোখ বিস্ফারিত। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করছেন কিন্তু গোঙানি ছাড়া কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। নিবারণ তাঁর কাছে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে ডাকল, ইঞ্জিনাদি, ইঞ্জিনাদি, আপনার কি হয়েছে?' এবং তখনই সে বুঝতে পারল বৃদ্ধা মহিলার এখন কথা বলার শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

তারপর ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাকতে যাওয়া সব নিবারণকে একাই করতে হল। যারা নিজেদের বাচ্চাদের মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা সারত অথবা অফিসে যেত তাঁরা একবারও এগিয়ে এল না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাকে কাছের এক নার্সিং হোমে ভর্তি করতে পারল নিবারণ। প্রাণহরিবাবু এসে গিয়েছিলেন। তিনিই নার্সিং হোমের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললেন। শহরতলীর এই নার্সিং হোম সদ্য তৈরী এবং শুরু হয়েছে। তারা জানাল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের শরীরের যা অবস্থা বড় হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন নাড়াচাড়া করতে গেলে ওঁর প্রাণসংশয় হতে পারে। অতএব ক্রাইসিস কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রাণহরি নির্দেশ দিলেন নিবারকে, যেন সে মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে ওটা অফিসে রেখে দেয়। ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পর নিবারণের খুব খারাপ লাগছিল। এই ভদ্রমহিলা স্বামীর স্মৃতি জড়িত কড়েয়ার ভাড়ার ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে আসতে চাননি প্রথমে। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি এলেন। এখানে আসার পর যদিও ভালই ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ভালমানুষটির ভাগ্যে এই লেখা ছিল তা কে জানত! প্রাণহরিবাবু বলেছেন যে ওঁর শরীরের বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের যে ভাইপো কলকাতায় আছেন তাঁকে খবর দিতে গিয়েছেন তিনি। নিবারণ দেখল মিসেস আগরওয়ালা ঢুকছেন। সে আগবাড়িয়ে বলল, 'ভাবীজি, মিসেস ইঞ্জিনাদির শরীর বুব খারাপ। বাঁ দিক অসাড় হয়ে

গিয়েছে।'

মিসেস আগরওয়ালা এমন ভাবে তাকালেন যেন নিবারণ খুব খারাপ লোক। শুধু যাওয়ার আগে বলে গেলেন 'বুড়ো নসিব।' এই বাড়ির একজন মানুষ, যিনি আর পাঁচজনের মত একটা ফ্ল্যাটের মালিক, তাঁর অসুস্থতার খবর জেনেও কেউ তাঁকে দেখতে গেল না। ম্যাঞ্জার প্রাণহরি বলেন, 'এই বাড়ি হল একটা ভারতবর্ষের মত। ছাই।' সব স্বার্থপর।

নিজের ঘরে ঢুকে কিন্তু অবাক হয়ে গেল নিবারণ। বদ্রু জমাদার বসে আছে। ওর চোখে জল। ব্যাটা নিশ্চয়ই গাঁজা খেয়েছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নিবারণের। বেশ চেঁচিয়েই সে বলল, 'ভরসন্ধ্যেবেলায় নেশা করে বসে আছ? তোমার চাকরি খতম করে দেওয়া উচিত।'

বদ্রু জমাদার মাথা নাড়ল। তারপর একদম পরিষ্কার গলায় বলল, 'না, কেয়ারটেকারবাবু, আজ আমি নেশা নেহি করা। মনে বহুৎ দুখ হল। ইঞ্জিনা মেমসাব বহুৎ ভাল মানুষ। আমাকে বড় পেয়ার করতেন। আচ্ছা, ভাল মানুষকেই ভগবান বেশী শাস্তি দেন কেন?'

নিবারণ কথা বলতে পারল না। মানুষকে চেনা সত্যি মুশকিল। এ ব্যাপারে যারা গর্ব করে তাদের মত মহামূর্খ আর কেউ নেই।

মাঝরাতে নিবারণের ঘুম ভেঙে গেল। আজ তার খাওয়া হয়নি। আসলে আজ তার মন এমন ছিল যে রাঁধতেই ইচ্ছে করেনি। কিন্তু খিদের জন্যে ঘুম ভাঙেনি, শব্দটা আবার কানে এল। বিছানা থেকে নেমে সে বাইরে এল দরজা খুলে। কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে কোলাপসিবল গেটের ওপাশে। ওকে দেখতে পেয়েই হাতের ইশারায় ডাকল। নিবারণ দেখল, মহিম মিত্র দাঁড়িয়ে। তার হাত গেট ধরা। শরীর একটু টলছে। মহিমের কাছে ওই গেটের চাবি রয়েছে। নিজে না খুলে কেন তাকে ডাকছেন ভদ্রলোক। নিবারণ এগিয়ে গেল। হাসি-হাসি মুখ করে মহিম বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা নিবারণবাবু। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ধন্যবাদ।'

নিবারণ হতভম্ব। বিরক্ত করার জন্যে নিজেই তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। দুঃখিত শব্দটা কি মনে পড়ছে না মহিমবাবুর? সে জিজ্ঞাসা করল, 'শব্দ করছেন কেন?'

'তালাটা খুঁজে পাচ্ছি না। যেটা পেলাম সেটায় ফুটো নেই।' মহিম হাসলেন, 'এখন কম্পুটারের দিন। নতুন ধরনের তালা বের হল নাকি!'

'না। পুরোনো তালাই আছে। ভাল করে দেখুন।'

নিবারণের কথা শেষ হতে মহিম আবার খুঁজতে লাগলেন তালাটা। এবার নিবারণ কোলাপসিবল গেটের এপাশে দাঁড়িয়ে ওঁকে সাহায্য করল। তালা খুলে ওঁকে ভেতরে এনে আবার দরজায় তালা দিল সে। মহিম দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, 'আজ আপনার ভূমিকা প্রায় ভগবানের উল্টো।'

'মানে?' নিবারণ ঠাওর করতে পারল না।

'ভগবান সব কিছুর দরজা খুলে অন্ধকারে ঠেলে দেন। আপনি অন্ধকার থেকে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে আনলেন। কটা বাজে বলুন তো?'

'একটা দুটো হবে।'

'ওঃ! এমন কিছু নয়। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, ঘড়ি পরে না। এবার আমাকে সিঁড়ি ভাঙতে হবে, না? এইটেই ঝামেলা। শুনুন, আই কনফেস্, আজ আমার খাওয়াটা বেশী হয়ে গিয়েছে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। আপনাকে পৌঁছে দেব?'

'নো। আমি পাতি মাতাল নই। মাথা আর পা ঠিক থাকবেই। তবে আপনি যদি আসতে চান তো আসতে পারেন সঙ্গে। ডোণ্ট টাচ।' কথাগুলো বলে ভদ্রলোক যেভাবে এগোতে লাগলেন তাতে নিবারণের ভয় হচ্ছিল, না পড়ে যায়। সে দৌড়ে ওঁর পাশে চলে এল। যদিও মহিমবাবু তাঁকে ধরতে দিলেন না, তবু পাশাপাশি হাঁটতে লাগল সে। ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে মহিমবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ওই মহিলা গান গাইতেন?'

'কোন মহিলা?' নিবারণ অবাক।

'যাঁকে আজ নার্সিং হোমে ভর্তি করেছেন?'

'গাইতেন। তবে বাচ্চাদের সঙ্গে।' উত্তরটা দেবার সময় নিবারণ বুঝতে পারছিল সা কিছু।

'বাঁচবে না মশাই। আপনি যতই ভগবান হোন, ওপরওয়ালা এতক্ষণ নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন।' আলো জেলে টেবিলের ওপাশে সোফায় বসলেন মহিম।

'আপনি জানলেন কি করে? গিয়েছিলেন নাকি?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন মহিম। চমকে উঠল নিবারণ। কলকাতা এ্যাপার্টমেণ্টসের কেউ যখন যাওয়া প্রয়োজন মনে করেনি তখন মহিম গেলেন কেন? যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে এমন গলায় নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো ওঁকে চেনেনই না। সবে এসেছেন। আপনি কেন গেলেন ওঁকে দেখতে!'

'চলে গেলাম। বিকেলে বেরিয়ে একটু ঢুঁ মেরে গেলাম! বসুন বসুন। আপনি ভগবান।'

নিবারণের মনে হল তার চোখ খুলে গেল। মানুষের চেহারা নিয়ে আর একবার ধাঁধায় পড়ল সে। মহিম মিত্র গিয়েছিল ইঞ্জিনাদিকে দেখতে! সে বসল। এবং আবিষ্কার করল তার চোখে জল এসে গেছে। মহিম তা দেখে খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে! আপনি কাঁদছেন? আমি কি আপনাকে খারাপ কিছু বলেছি?'

'না! আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।'

'কেন? আমার কৃতিত্ব কি?'

'আপনি দেখতে গিয়েছিলেন কিন্তু আর কেউ যায় নি।'

'না, না। গিয়েছিলেন। একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা বাইরে

বসেছিলেন।'

'ডোরা কিন? ডোরা গিয়েছিলেন? বাঃ!'

'গান শুনবেন?'

'এত রাত্রে?'

গানের আবার সময় অসময় আছে নাকি। মন চাইলেই শুনব।'

'কিন্তু অন্য ওনাররা যদি আপত্তি করেন?'

'শুনুন, আমার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে আমি যদি ভদ্রভাবে গান শুনি, তাহলে কারও কিছু বলার নেই। ক্যাসেট লাগানোই আছে, ওই টেপটা অন করে দিন।'

নিবারণ উঠে আদেশ পালন করামাত্র গান বেজে উঠল, 'বড় একা লাগে।'

নিবারণ মাথা নাড়ল। এবং তখনই মনে পড়ল তার পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। মহিম মিত্র বললেন, 'ওখান থেকে বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে আসুন। আর ওপাশ থেকে জল।'

গান শুনতে শুনতে এই আদেশও পালন করল নিবারণ। মহিম যখন তাঁর কাঁপা হাতে দুটো গ্লাসে মদ ঢালছেন তখন তার খেয়াল হল। প্রায় চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'না না, আমাকে দেবেন না।' নির্লিপ্ত মুখে জল মিশিয়ে গ্লাস এগিয়ে দিল মহিম, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল নয়। অন্তত শেষে এসে নয়। আপনি ভগবান। ভগবানের তো মদ খাওয়াই উচিত। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের যেন কোন কষ্ট না হয়। আসুন।' বলেই নিজের গ্লাসটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ব্যাপারটা এমন ভাবে নিবারণকে আপ্লুত করল যে সে গ্লাস তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করল। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের মুখ মনে পড়তেই তার চোখে জল এল। এইসময় মহিম মিত্র চোখ খুলে একটা ঢোক দিয়ে বললেন, 'নাউ, মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের কল্যাণের জন্যে পান করা যাক।' তিনি দ্বিতীয় ঢোক নিলেন।

ধীরে ধীরে নিবারণ সেই তীব্র ঝাঁজযুক্ত তরল পদার্থ গলায় ঢালল।

।। একুশ ।।

মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তাঁকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। সকালে নিবারণ খোঁজখবর নিতে এসেছিল। মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ভাইপো এসেছিলেন। তিনি কলকাতার বড় নার্সিংহোমের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে রোগীকে সরানো সম্ভব নয়। ভদ্রমহিলাকে দেখতেও দেওয়া হচ্ছে না।

কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছাতেই রামমূর্তির দেখা পেল নিবারণ। খুব গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মুখোমুখি হতেই তিনি চাপাস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়ারটেকারবাবু, এরকম কথা ছিল না তো। ফ্যামিলি নিয়ে এখানে শান্তিতে বাস করতে এলাম। এসব কি ব্যাপার?'

নিবারণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না আপনার কথা!'

'তা তো বুঝবেনই না। আপনিও তো জড়িত আছেন। ওই মাতাল লম্পট লোকটাকে আপনি দরজা খুলে দেননি? আপনি ওর সঙ্গে মদ খাননি? আপনাকে আমরা সরল মানুষ বলে মনে করতাম। ছি ছি ছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি ম্যানেজারবাবুর জন্যে। সবাই মিলে আমরা মিটিং ডাকছি।' রামমূর্তি তেড়েফুঁড়ে বললেন।

'মিটিং মানে?'

'সেটা যখন হবে তখন বুঝবেন!' রামমূর্তি কয়েক পা সরে দাঁড়াল।

নিজের ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে রইলো নিবারণ। এইসময় বদ্রু এল, 'কেয়ারটেকারবাবু, আপকো নকরি খতম হো যায়গা। সব আদমি মিটিং বোলায়া।'

নিবারণ চোখ কোঁচকালো। ইয়ার্কি নাকি? তার চাকরি চলে গেলেই হল? নিঃস্বার্থভাবে সে এতোদিন কলকাতার মালিকদের সেবা করে এসেছে। তার কোন দাম নেই? না, ওরা তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানিকে চাপ দিতে পারে না। হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই কিছুটা অন্যায় করেছে। হঠাৎ তার রাগ হল মহিম মিত্রের ওপর। লোকটা তার সরলতা নিয়ে

খেলা করছে। জোর করে মদ খাইয়েছে। মদ সে খায় না। ওই লোকটির পাল্লায় পড়ে তাকে খেতে হয়েছে। কিন্তু সে নেশাসক্ত নয়। একথা তো সবাই জানে। গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ নিবারণ, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাঞ্জারবাবু এসেছেন ?'

বদ্রু মাথা নাড়ল, 'না। ওরা বলছে উনি মালিকের কোঠি গিয়েছেন।'

এবার অস্বস্তি শুরু হল নিবারণের। হাওয়াটা ভাল লাগছে না। ম্যানেজার যতই বকুন, সে জানে, তিনি তাকে স্নেহ করেন। এখন কি হবে ? এখানে ছুটি হয়ে গেলে সে কোথায় যাবে ? এই বিশ্বচরাচরে আবার আগের মত ভেসে বেড়াতে হবে ? ভগবান কি তার কপালে এমনটাই লিখে রেখেছেন ?

নিবারণ উঠল। সে মহিম মিত্রকে জিজ্ঞাসা করবে তার এতবড় সর্বনাশ তিনি কেন করলেন ? ঘরের বাইরে আসতেই নিবারণ দেখল একজন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশে তাকাচ্ছেন। নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, 'কাউকে খুঁজছেন ?'

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। এইটে তো কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিবারণ জবাব দিল।

'আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি। তাঁর নাম মহিম মিত্র। তিনি এখানে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন! ওঁর ফ্ল্যাটটা একটু দেখিয়ে দেবেন ?' বেশ আকুল গলায় বললেন মহিলা।

'পারি। কিন্তু উনি পছন্দ করেন না কেউ ওঁকে বিরক্ত করুক।'

'কিন্তু আমার যে দেখা করা খুব দরকার।'

নিবারণ মহিলাকে খুব ভাল করে দেখল। অত্যাধুনিকা বললেও কম বলা হবে। পোশাক, চুল এবং মুখে আধুনিকতার ছাপ সুনিপুণভাবে। নিবারণ ঠিক করল মহিম মিত্রের নির্দেশ সে আর মানবে না! তাছাড়া এই মহিলা হয়তো ওঁর সম্পর্কে কিছু নতুন কথা জানাতে পারে। সে বলল, 'বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লু সুনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লু সুন তাকে বলল, 'মিস্টার ঢোল, হোয়াট হ্যাপেন্ড ?'

নিবারণ মহিলাকে বলল, 'ওপরে দাঁড়ান, আমি আসছি।' তারপর লু সুনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আমি কিছু জানি না মিস্টার সুন।'

'আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড—কেন সবাই আপনার ওপরে রেগে গেল! ড্রিঙ্ক তো আমিও করি। কাউকে ডিস্টার্ব না করলেই হোল। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। আই উইল টেল দেম ইন দ্য মিটিং।'

মিসেস কার্তিক বণিক নামছিলেন। একজন অপরিচিতা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু স্মার্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাউকে খুঁজছেন ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু খবর পেয়েছি।'

'কার কাছে এসেছেন ?'

'মহিম মিত্র।'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বণিকের মুখচোখ থমথমে হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মিস্টার মিত্রের কেউ হন ?'

মাথা নাড়লেন মহিলা। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল, মিসেস বণিক কাছে এলেন, 'উনি এখানে থাকেন কেন বলুন তো ?'

'আরে কেউ থাকে না, না ?'

'না। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে মাঝরাতে ফেরেন। এরকম তো কেউ এখানে করে না। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

প্রায় চমকে উঠে মহিলার হাত এবং সিঁথির দিকে তাকালেন। সেখানে কোন চিহ্ন নেই সধবা মহিলার। এই সময় নিবারণ উঠে আসায় তিনি আবার ওপরে চলে গেলেন। মহিমের দরজার বেল বাজালো নিবারণ। দুবারের বার দরজা খুললেন মহিম, 'কি চাই ? আপনাকে অনেকবার বলেছি আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'আপনি, আপনি আমাকে কেন মদ্যপান করালেন ? আমার চাকরি যেতে পারে, জানেন ?'

'নাবালক হলে না খাওয়াই উচিত ছিল। নিজের ওজন বোঝেননি আপনি, আমি কি করব। কিন্তু এভাবে আমাকে বিরক্ত করলে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।'

নিবারণ থ হয়ে গেল। লোকটা কি ? কোন সহানুভূতি দেখানো দূরের কথা উল্টে সাফাই গাইছে ? সে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, 'আপনি তো এখন এসব কথা বলবেনই। কোথায় কি করেছেন আপনি জানেন, দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হতেই চান না। কিন্তু সেসব সুযোগ আর পাবেন না। ইনি এসেছেন।'

'কে এসেছেন ?' মহিম বিরক্ত হল এইরকম কথাবার্তায়।

নিবারণ সরে দাঁড়াল, 'আসুন না, আসুন এখানে।'

মহিলা ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিম ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন, 'তুমি ? এখানে ?'

মহিলা ঠোঁট কামড়ালেন। ওঁর মাথা নিচু হয়ে এল।

'এখানে তো তোমার আসার কথা নয়।' মহিম মিত্রের গলার স্বর কাঁপছিল।

'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে ? মহিলার গলার স্বরে কান্নার ছোঁয়া, 'আমি কি তোমার ক্ষমা পেতে পারি না। আমার ওপর রাগ করে তুমি একা থাকতে—'

'তুমি ক্ষমা চাইছ সীমা ?' মহিম ইতস্তত করল, 'এসো।'

মহিলা খুব ভারী পায়ে ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। নিবারণ হতভম্ব। মহিলার আচরণ কথাবার্তা দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না, ওঁদের

সম্পর্ক খুব নিবিড় ছিল। কোন কারণে সেটা নষ্ট হয়েছিল। নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হচ্ছিল নিবারণের।

হঠাৎ ওপর থেকে একটি তীব্র চীৎকার ভেসে এল। কার্তিক বণিকের দরজা খোলা। তাঁর স্ত্রীর গলা শোনা গেল, 'কি করছ তুমি? সমস্ত বাড়ি জেনে যাচ্ছে!'

'জানুক। আমি এরে মাইরাই ফেলুম। ছি ছি ছি। আমার নাম ডোবাইতে চায়। মিস্টার রামমূর্তি আমারে কইছে, ওই কেয়ারটেকারটারে চিঠি দিছে তোমার মাইয়া। আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু—কিন্তু—।' চড় মারার শব্দ হল। নিবারণ নিজের নাম শুনে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

এই সময় ওপাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। রাধেশ্যাম আগরওয়ালা বেরিয়ে এসে নিবারণকে দেখে থমকে গেলেন, 'ইয়ে আপ কিয়া করা কেয়ার-টেকারজী। মেরা সর্বনাশ করা দিয়া আপনে।'

'আমি, আমি কি করলাম?'

'আপ নেহি জানতা? উও বাঙালি লেড়কিকা দুত নেহি বন গিয়া আপ? মেরা সুনীলসে উনকো আপ নেহি মিলায়া? হাম শুনা উনলোগোকা সাদী ভি হো চুকা রেজিস্ট্রীসে।' রাধেশ্যামের গলা উঠছিল, 'হাম আপকো নেহি ছোড়েগা। মেরে সর্বনাশ করকে আপ আরামসে রহেগা এ হাম নেহি হোনে দিউঙ্গা।' গট গট করে রাধেশ্যাম আগরওয়ালা বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টের একজন বাদে সমস্ত ফ্ল্যাটের মালিকরা আজ উপস্থিত। প্রাণহরি চ্যাটার্জী ঠিক মাঝখানে বসে আছেন। নিবারণ একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ কোন কথা বলছেন না। সামনে রাখা দরখাস্তটির দিকে তাকিয়ে প্রাণহরি কথা শুরু করলেন, 'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন! ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির কাছে একটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এ বাড়ির কয়েকজন ফ্ল্যাটওনারের মধ্যে সাতজন সেই আবেদনপত্রে সই করেছেন। এই সাতজন একটি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। আজকের এই সভায় সেই বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানি আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।' প্রাণহরি রুমালে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। একবার সামনে বসে মানুষগুলোর দিকে তাকালেন। কিন্তু আজ তিনি ভুলেও নিবারণের দিকে তাকাচ্ছিলেন না। চোখ থেকে চশমা খুলে রুমালে মুছলেন।

'এবার মূল বিষয়ে আসছি। সাতজন ফ্ল্যাটওনার অভিযোগ করেছেন, কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার নিবারণ ঢোল তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তো পালন করছেনই না বরং তিনি তাঁর আচরণে এমন কিছু করেছেন যা ফ্ল্যাটের মালিকদের উদ্বিগ্ন করেছে। তাঁকে মদ্যপান করে বেচাল আচরণ করতে দেখা গিয়েছে। মধ্যরাতে তিনি দরজা খুলে কাউকে প্রবেশ করতে দিয়েছেন যাঁর সঙ্গে তার মদ্যপানের অভ্যেস জন্মেছে। একজন মদ্যপ কেয়ারটেকারকে এ বাড়িতে রাখা বিপদজনক বলে তাঁরা মনে করেছেন। এখন আমার প্রথম প্রশ্ন

নিবারণকে,—' প্রাণহরি একটু চুপ, 'নিবারণ, তুমি কি নিয়মিত মদ্য পান কর?'

নিবারণ এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে শুনছিল। প্রশ্নটা তার কানে ঢুকল না যেন। প্রাণহরি আবার প্রশ্নটি উচ্চারণ করলেন। এবার নিবারণ তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'না ম্যাজারবাবু, ওই মহিমবাবুর আসবার আগে আমি কখনও মদ ছুঁয়েও দেখিনি।'

প্রাণহরি মাথা নাড়লেন, 'তুমি তোমার কথায় মহিমবাবুকে জড়াচ্ছ। তিনি কি তোমাকে জোর করে মদ খাইয়েছেন বলতে চাও?'

'ঠিক জোর করে নয়। মানে, ব্যাপারটা কখন যে হয়ে গেল—।'

এবার রামমূর্তি বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জী, আমার বিশ্বাস একদিন নয়, একাধিক দিন ওই কেয়ারটেকার মদ খেয়েছেন। আপনি মহিম মিত্রকে ডাকতে পারেন।'

প্রাণহরি মাথা নাড়লেন, 'না। সেটা আমি ডাকতে পারি না। যিনি অনুপস্থিত আছেন তাঁকে আমি জোর করে আসতে বলতে পারি না। কারণ গোবিন্দকে দিয়ে আমি প্রত্যেককেই এখানে উপস্থিত হতে অনুরোধ করেছিলাম। যদি কেউ না আসেন তবে তিনি তাঁর বক্তব্য বলা থেকে বঞ্চিত হবেন। নিবারণ, তুমি একাধিকবার মদ খেয়েছ—'

নিবারণ প্রাণহরির কথা শেষ করার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি রোজ মদ খাইনি।'

এবার লু সুন বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জী! আমি এসবের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ কেয়ারটেকার হিসেবে মিস্টার ঢোল খুব এফিসিয়েন্ট। তাঁর ব্যবহারও ভাল। তিনি মদ খেয়ে কারো অসম্মান করেননি। মদ খাওয়া যদি অন্যায় হয় তাহলে গভর্নমেন্ট মদের দোকান খোলা রেখেছে কেন? আমি তো ড্রিঙ্ক করি। এটা কোন অপরাধই নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক বণিক চিৎকার করলেন, 'চমৎকার! আপনাদের সমাজে মদ খাওয়া খারাপ নয় কিন্তু আমাদের সমাজে ওসব চলে না। মদ্যপ আমাদের কাছে ঘৃণ্য। আমরা বয়স্কদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের সামনে মদ খেলে সেই সম্মান ধুলোয় লুটোবে। না, না—কোন হিন্দু এটা মেনে নিতে পারবে না।'

রামমূর্তি বললেন, 'কার্তিকবাবু ঠিকই বলেছেন। এরপর মদ খেয়ে মেয়েদের হাত ধরে টানবে। ইজ্জত বাঁচানো মুশ্কিল হয়ে যাবে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে ওই কেয়ার-টেকারকে আমরা রাখতে চাই না।'

কামাল ওয়াহিদ বললেন, 'এসব কথা ঠিক আছে। কিন্তু তবু, আমরা কি ওঁকে একটা চান্স দিতে পারি না? হয়তো যে ভুল করেছেন উনি তা সামলে নেবেন।'

ডোরা ক্লিন কামালকে সমর্থন করলেন, বললেন, 'মাতালামো করা আমিও পছন্দ করি না। এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে তো মদ নিয়ে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু আমি কখনও মদ খাইনি। কিন্তু যদি কেউ একবার ভুল

করে, তাহলে কেন তাকে ক্ষমা করা যাবে না বুঝতে পারছি না।'

রাধেশ্যাম আগরওয়ালা বললেন, 'এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। একবার যে চুরি করে তাকেও বিশ্বাস করা যায় কিন্তু একবার যে মদ খায় তাকে কখনই না। কারণ এই লোকটার চরিত্র আমি জানি। মিসেস ইঞ্জিনিয়ার একসময় ফ্ল্যাট নেবেন না বলে শোনা গিয়েছিল। নিবারণ ঢোল আমার কাছে এসে খবরটা দিয়ে বলেছিলেন, যদি আমি ওই ফ্ল্যাটটা কিনতে চাই তাহলে সে ব্যবস্থা করে দিতে কিছু টাকার বিনিময়ে।'

নিবারণ চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা! ম্যাঞ্জারবাবু মিথ্যে কথা বলছে।'

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন প্রাণহরি, 'চুপ করো!'

রাধেশ্যাম আবার বললেন, 'আজ আমি আর একটা নতুন কথা শুনলাম। নতুন মালিক মহিম মিত্রের সঙ্গে কেয়ারটেকারের একটা গোপন সম্পর্ক আছে। ওঁরা একসঙ্গে মদ খায়। কিন্তু বাইরের মেয়েকে বউ সাজিয়ে মহিম মিত্রের কাছে এনে দেয় কেয়ারটেকার—এ কথা কি আপনারা জানেন?'

সবাই চমকে উঠল। প্রাণহরি শুধু বলে উঠলেন, 'হোয়াট?'

কার্তিক বণিক বললেন, 'কথাটা ঠিক। সেই মহিলা এখনও মহিম মিত্রের ঘরে আছে। গেলেই দেখা যাবে। মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনি গিয়ে দেখুন।'

কিন্তু যেতে হল না। আজ নিতান্ত অসময়েই মহিম মিত্রকে দেখা গেল সেই মহিলার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসতে। এঁদের দেখে তিনি একবার মহিলার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জী, আমি খুব দুঃখিত। আসলে এইসব নোংরামোতে আমার আসতে ইচ্ছে করে না। আপনাদের সিদ্ধান্তই সেক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত।'

মহিম মিত্র চলে যাচ্ছিলেন মহিলাকে নিয়ে, প্রাণহরি তাঁকে ডাকলেন, 'মিস্টার মিত্র!'

'বলুন।' মহিম মুখ ফেরালেন।

'আমরা একটি অত্যন্ত অপ্রিয় পরিস্থিতিতে পড়েছি। আর এক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনি যদি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন।' প্রাণহরি অত্যন্ত ভদ্রভাবে অনুরোধ করলেন।

মহিম জবাব দিলেন না। কিন্তু গম্ভীরমুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রাণহরি বললেন, 'নিবারণ, মানে এই বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকার কি আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে ড্রিঙ্ক করেছে কখনও?'

'আই সি। হ্যাঁ। এ ব্যাপারে উনি কিছু বলছিলেন বটে। আমি মদ খাচ্ছিলাম। উনি গেলে অফার করেছি, এই পর্যন্ত। কিন্তু মনে হয় উনি মাতলামি করেননি। এনি মোর কোশ্চেন?' অসহিষ্ণু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মহিম।

'হ্যাঁ! যদিও প্রশ্নটি অস্বস্তিকর, নিবারণ কি এই ভদ্রমহিলাকে আপনার ফ্ল্যাটে পেঁছে দিয়েছেন? ইচ্ছে করলে আপনি উত্তর না-ও দিতে পারেন।'

'এ্যাঁ?' মহিম চমকে উঠে মহিলার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'হ্যাঁ, উনি সীমাকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে পেঁছে দিয়েছেন। আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। সীমা, এঁরা হলেন আমার প্রতিবেশী। উনি ম্যানেজার। এঁরা এতদিন আমার সম্পর্কে খুব কৌতূহলী ছিলেন। আমি বিকেলে বেরিয়ে মাঝরাতে মদ খেয়ে ফিরতাম, তাই। তাছাড়া আমার ফ্ল্যাটে কাউকে ঢুকতে দিতাম না, কেন একা থাকি—এইসব। আর মিস্টার চ্যাটার্জী, এ হচ্ছে সীমা মিত্র, আমার কাগজে সই করা বউ। দশ বছর আমরা সংসার করেছি। না, ছেলেপুলে ঈশ্বর দেননি আমাদের। আমাদের মতপার্থক্য এমন জায়গায় চলে গিয়েছিল যে আমাকে আলাদা হতে হয়েছিল। আজ সীমা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন থেকে ও আমার সঙ্গেই থাকবে। আমরা যাচ্ছি সীমার জিনিসপত্র নিয়ে আসতে। নমস্কার।' সীমা নমস্কার করলেন একই সঙ্গে।

ওঁরা চলে যাওয়ার পরও যেন কেউ কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ প্রাণহরি বললেন, 'দিস ইজ ব্যাড! একটি নয় দুটি মানুষ সম্পর্কে আপনারা একটা নোংরা অভিযোগ তুলেছিলেন। খুব খারাপ। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।'

রাধেশ্যাম বললেন, 'ঠিক আছে। এই কেসে মহিমবাবু যা বললেন আপাতত তাকেই সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ম্যানেজারবাবু, এখন যে কথাটা বলব সেটা আমার লজ্জার কথা অপমানের কথা। বাপ হয়ে কি করে যে বলি। কিন্তু আমার সংসার ভেঙে দিয়েছে ওই লোকটা। আমার সরল ছেলেটাকে লোভের পথে ঠেলে দিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। এর বিচার কে করবে? কোন কিছুতেই তো এর শোধ হবে না।' চোখ মুছলেন তিনি।

প্রাণহরি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করেছে নিবারণ?'

রাধেশ্যাম বললেন, 'আপনারা আমার ছেলে সুনীলকে চেনেন! সে আর আমার কাছে থাকে না। কারণ আমি তার বিয়ে মানতে পারিনি। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী ধর্মপ্রাণ মাড়োয়ারী। আমরা কোন বাঙালী মেয়েকে ঘরের বউ করে নিতে পারি না। কিন্তু আমার ছেলে তাই করেছে। সংসারের এইসব কেচ্ছা আপনাদের বলতে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছে। কিন্তু কার জন্যে হল? ওই লোকটার জন্যে। ওই আমার ছেলেকে কার্তিকবাবুর মেয়ের চিঠি পেঁছে দিত।'

সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক বণিক চিৎকার করে উঠলেন, 'তাই বল। শুয়োর। বদমাস। আমার একমাত্র মাইয়াকে মাড়োয়ারির ছেলের সঙ্গে জুইড়া দিয়া তুমি মজা দেখছিলা? আমার সম্মান ধুলায় মিশাইয়া দিলা? তোমারে খুন করবো আমি।'

রাধেশ্যাম বললেন, 'মিস্টার বণিক, কথাটা যখন তুললেন তখন বলি, আপনার মেয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছে প্রলোভন দেখিয়ে। এতে ওর ভাল হবে না।'

কার্তিক বণিক উঠে দাঁড়ালেন, 'দূর মশাই, কে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমার মেয়েকে আপনি শাসন করেন কোন্ সাহসে? আপনার ছেলে আমার মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করছে। হি ইজ এ ক্রিমিন্যাল। আই উইল নেভার এ্যালাউ দিস। আমি মেয়েকে বন্দী করে রাখব আজীবন। আই উইল কিল হার ইফ নেসেসারি। কিন্তু আপনাকে আমার বেয়াই করতে পারব না।'

প্রাণহরি হাত তুললেন, 'আপনারা চুপ করুন। এসব আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে আসিনি। নিবারণ সম্পর্কে তিনটি অভিযোগের একটি যে মিথ্যে তা প্রমাণ হয়েছে। আপনার ছেলেকে মিস্টার বণিকের মেয়ে যে চিঠি দিত তা যদি নিবারণ পেঁছে দিয়ে থাকে তাহলে অন্যায় করেছে। নিবারণ তুমি কি এরকম কাজ করেছ?'

নিবারণ মাথা নাড়ল। এই লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে সে তাজ্জব।

প্রাণহরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে নিবারণ?'

নিবারণ বলল, 'একদিন, মাত্র একদিন কার্তিকবাবুর মেয়ে অফিসরুমে এসে হঠাৎ আমাকে চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা আমি সুনীলবাবুকে দেব না। ওঁদের বাবা-মাকে দুঃখ দিয়ে কিছু করুক তা আমি চাইনি। কিন্তু যখন সুনীলবাবু এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন তখন ওঁকে চিঠিটা না দিয়ে আমি পারিনি! কার্তিকবাবু আমাকে ক্ষমা করুন। রাধেশ্যামজী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

প্রাণহরি মাথা নাড়লেন, 'আপনারা কি ওকে ক্ষমা করবেন?'

কিন্তু না রাধেশ্যাম না কার্তিক কিছু বললেন। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। এবার প্রাণহরি বললেন, 'আবেদনপত্র অনুযায়ী এবং তার পরে আলোচনানুসারে আমরা নিবারণের বিরুদ্ধে তিনটে অভিযোগ পেয়েছি। তার মধ্যে একটি সত্য নয় বলে আপাতত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাকি দুটো কিছুটা সত্য—একথা নিবারণের বিবৃতি থেকেই জানা গেছে। এই অবস্থায় আপনারা কি চান, নিবারণ কেয়ারটেকারের চাকরি থেকে সরে যাক। যাঁরা এটা চান তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে সাতটি হাত উঠল। প্রাণহরি অবাক হয়ে দেখলেন। হাত তোলেননি লু সুন, ডোরা ক্লিন, কামাল ওয়াহিদ।

প্রাণহরিকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। রুমালে মুখ মুছলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন, 'বেশ। কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টের মালিকদের গরিষ্ঠসংখ্যার মত মেনে নিয়ে ঘোষ এন্ড ঘোষ কোম্পানির তরফ থেকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি নিবারণের বদলে আর একটি বিশ্বাসভাজন কেয়ারটেকার এনে দেওয়া হবে। বাস, কথা শেষ।' প্রাণহরি উঠে দাঁড়ালেন, 'নিবারণ, তোমার এক মাসের বেতন নিয়ে যেও। আজ থেকে কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসে তোমাকে আর কোন দরকার নেই।'

মিটিং ভেঙে গেল। নিবারণ প্রায় অসাড় পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। এবং দেখল বদ্রু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। হঠাৎ সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল নিবারণের। সে দু'হাতে বদ্রুকে জড়িয়ে ধরল। বদ্রু বলল, 'কেয়ারটেকারবাবু, ভগবান বড় বেইমান লোক। ভগবান বড় বেইমান লোক।' ওর গলার স্বর কান্নায় জড়িয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সাড়ে তিনটে পুঁটলি নিয়ে নিবারণ বেরিয়ে এল কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টস থেকে। কেউ তাকে বিদায় জানাল না। শুধু বদ্রু দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। পুঁটলি বুকে আঁকড়ে সে মাথা নিচু করে হাঁটছিল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছিল। বাড়িটা ছাড়িয়ে সে একবার ঘুরে দেখল। কত দিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে ছিল এই বাড়ি। যখন কেউ আসেনি তখন সে একা একা ঘুরে বেড়াত প্রতিটি ফ্লোরে। এখন কতগুলো স্বার্থপর প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের চেহারা দেখে সে বের হচ্ছে ওই বাড়ি থেকে।

কলকাতার মানুষেরা এত নির্দয় এত বিবেকহীন হয় কেন? কোথায় যাবে জানে না; কোথাও যাওয়ার জায়গা যার নেই সেই নিবারণ মাথা নিচু করে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা কচি গলা চিৎকার করে উঠল, 'নিবারণকাকু?'

নিবারণ মুখ ফিরিয়ে দেখল কলকাতার এ্যাপার্টমেন্টের পাঁচটা বাচ্চা পার্কের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ মুছে নিবারণ এগিয়ে গেল কাছে। একটি বাচ্চা যে ডেকেছিল, সে প্রশ্ন করল, 'আন্টি কেমন আছে নিবারণকাকু?'

'আন্টি? মিসেস ইঞ্জিনিয়ার একই রকম আছেন।'

'আন্টি বাঁচবে তো?' দ্বিতীয় বাচ্চা প্রশ্ন করল।

'ভগবান যদি বাঁচিয়ে দেন তবে তিনি বাঁচবেন।'

'নিবারণকাকু, আমাদের আন্টির কাছে নিয়ে যাবে? কাছেই তো।'

'দ্যাখো, তোমাদের মা-বাবা যাতে কষ্ট পায় এমন কাজ কখনও করো না।'

'বাবা-মা বলেছে ঠিক ছটার মধ্যে ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে। কিন্তু আমরা আজ আন্টিকে দেখবই তারপর ছটার মধ্যে ফিরে যাবো। তুমি আমাদের নিয়ে যাবে যেখানে আন্টি আছেন?'

নিবারণের মনে হল একেবারে চলে যাওয়ার আগে তারও মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই বাচ্চারা তার সঙ্গে গেলে ওদের বাবা-মায়েরা আপত্তি করবে। সে কথাটা জানাতে গিয়েও পারল না। ওই কচি মিষ্টি মুখগুলো তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে আর কেউ ওদের নিয়ে না যাওয়ায় ওরা তার শরণাপন্ন হয়েছে। নিবারণ ঘাড় ঘুরিয়ে কলকাতা এ্যাপার্টমেন্টসের দিকে তাকাল। তাকে বিদায় করে ওরা বেশ শান্তিতে থাকবে নিশ্চয়ই। এই সময় একটা বাচ্চা বলে উঠল, 'তুমি কি ভাবছ?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'কিছু না। ঠিক আছে, এস আমার সঙ্গে। কিন্তু ওখানে তোমরা বেশীক্ষণ থাকবে না। যাবে আর আসবে!'

পাঁচটা বাচ্চা নীরবে তাকে অনুসরণ করছিল। নিবারণ মাথা নাড়ল নিজের মনে। এদের বাবারা একটু আগে তাকে মদ্যপ ইত্যাদি বলে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এরা কি নির্মল, কি পবিত্র! বড় হলেই কি মানুষের চেহারা খারাপ হয়ে যায়? নিবারণ প্রশ্নটার উত্তর ভালভাবে দিতে পারছিল না।

নার্সিংহোমের দরজায় পেঁছে ওরা বাধা পেল। দারোয়ান বলল যে এখনও ভিজিটিং আওয়ার আসেনি। তাছাড়া মিসেস ইঞ্জিনিয়ার যেখানে রয়েছেন সেখানে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার নিষেধ আছে। পাঁচটা মুখে কালো ছায়া পড়ল। নিবারণ খোঁজ নিয়ে জানল মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বাঁচার সম্ভাবনা মাত্র চল্লিশ ভাগ। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করল, 'আণ্টি ভাল হবে না নিবারণকাকু ?' 'আণ্টিকে দেখতে দিচ্ছে না কেন ?' 'ভগবান আণ্টিকে সারিয়ে দিচ্ছে না কেন ?'

হঠাৎ নিবারণ বলল, 'ভগবানকে ডাকো। তোমাদের কথা ভগবান শুনবেন।'

বাচ্চারা এ ওর দিকে তাকাল। একজন বলল, 'আণ্টি বলেছিল, মন দিয়ে ডাকলে ভগবান শুনতে পায়। আর না আমরা ডাকি ?'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবে ডাকব ?'

'কেন ? গান গেয়ে। আণ্টি বলেছে, গান তাড়াতাড়ি ভগবানের কানে যায়।'

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে নিবারণ সেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখল। পাঁচটা বাচ্চা নার্সিংহোমের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে গাইছে, 'ও ভাগবান, তুমি আমাদের বন্ধু, বন্ধুর কাজ তবে করছ না কেন ? আমাদের বুকে শান্তি দাও, আমাদের সাহস দাও এবং আমাদের প্রকৃত বন্ধু হও।'

নার্সিংহোমের কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এল। বাচ্চাদের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। ওরা গেয়ে যাচ্ছিল। আর সেই সুর ইঁটের দেওয়াল ও কাঁচের জানলা পেরিয়ে ভেতরে পৌঁছাল। আধা-চেতনা ও অচেতনে ডুবে থাকা মিসেস ইঞ্জিনিয়ারের ঠোঁট কেঁপে উঠল। নার্স লক্ষ্য করল—সেখানে তৃপ্তির ছোঁয়া।

আর দূরে দাঁড়ানো নিবারণের চোখে তখন জল গড়াচ্ছে। আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। কলকাতার বয়স্করা যখন মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর হয়ে লড়াই করে যাচ্ছে তখন কলকাতার আগামী প্রজন্মের মানুষ তাদের ভালবাসা উজাড় করে দিচ্ছে একজনের জন্যে যে তাদের গান শিখিয়েছিল। নিবারণের মনে হল তার কোন আক্ষেপ নেই।

মাথা নিচু করে হাঁটছিল সে। কোথায় যাবে তা তার জানা নেই। পুঁটলিটা বুকের ওপর ধরে কিছুদূর এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপরেই মনে পড়ল বাচ্চাগুলোর কথা। ওদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তার। হয়তো এই কারণেই তাকে আবার গালমন্দ শুনতে হবে। কিন্তু কলকাতার শিশুরা আজ তাকে যা দিয়েছে তার জন্যে যে যাই বলুক তাতে আর কিছু এসে যায় না তার। নিবারণ ফিরল। বাচ্চাগুলো তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নার্সিংহোমের দিকে তাকিয়ে। ওকে দেখেই ছুটে এল ওরা, 'আণ্টি এখন কেমন আছে ? আমরা গান গেয়ে ভগবানকে ডেকেছি। ভগবান নিশ্চয়ই আণ্টিকে ভাল করে দেবেন !'

নিবারণের চোখে জল এসে গেল। সে বলল, 'ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের কথা শুনবেন ! কিন্তু এখন বাড়িতে ফিরে চল। খুব দেরি হয়ে গেছে।'

একটা বাচ্চা জিজ্ঞাসা করল, 'কাল আবার আমরা আণ্টির কাছে আসব তো ?'

নিবারণ ঠোঁট কামড়ালো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কাল তো আমি এখানে থাকব না।'

সঙ্গে সঙ্গে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? তুমি কোথায় যাবে ? কেন থাকবে না ?'

চাকরি যাওয়ার কথাটা ওদের বলতে পারল না নিবারণ। এই ফুলের মত শিশুদের সে কি করে বোঝাবে যে কলকাতায় বয়স্ক লোকেরা মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে বলল, 'আমার তো এখানে কাজ নেই, তাই।'

বাচ্চারা কি বুঝল তা তারাই জানে। মুখ গম্ভীর সবার। কলকাতা অ্যাপার্টমেণ্টসের কাছে ওদের পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরল নিবারণ। এবার মনে হল স্টেশনে চলে যায়। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কোথাও—অন্য কোথাও। নাকি আর একবার ফিরে যাবে গ্রামে ? ভাইদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ? না ; অসম্ভব। রোজগার করে না বলে যে ভাইরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের কাছে সহানুভূতি চাইবে না আর।

পুঁটলি বুকে চেপে নিবারণ বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ পেছনে গাড়ির শব্দ হল। নিবারণ এমন অন্যমনস্ক ছিল যে খেয়াল করেনি গাড়িটা তার পেছনে এসে পড়েছে। একেবারে পাশে এসে ব্রেক কষল গাড়িটা। নিবারণ মুখ ফিরিয়ে ম্যানেজার প্রাণহরি চ্যাটার্জিকে দেখতে পেল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিবারণ ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে। এইসময় প্রাণহরিবাবু বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, 'উঠে এসো।'

নিবারণ চমকে উঠল, 'এ্যাঁ ?'

'উঠে এসো।' দরজাটা ঝুঁকে খুলে দিলেন প্রাণহরি।

নিবারণ জড়সড় হয়ে উঠে বসে দরজা বন্ধ করল। প্রাণহরি আর কথা না বলে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলেন। নিবারণ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে কোথায় যাচ্ছে ? প্রাণহরি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? ফ্ল্যাটের মালিকদের অভিযোগ জেনে যে লোকটা তার চাকরি খেয়ে নিল তার উদ্দেশ্যটা কি ? নিবারণ দেখল তারা শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাচ্ছে। পুরো রাস্তায় প্রাণহরি কোন কথা বলেননি।

ক্রমশ শহরের প্রধান এলাকা ছাড়িয়ে নতুন তৈরী আবাসন প্রকল্পের এলাকায় প্রবেশ করল তাঁর গাড়ি। চারপাশে অনেক নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রাণহরি চ্যাটার্জির গাড়ি প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া একটা চারতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। প্রথমেই নজর পড়ল বাড়ির গায়ে সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, 'ঘোষ এণ্ড ঘোষ।'

প্রাণহরি বললেন, 'নামো।'

পুঁটলি নিয়ে নিবারণ নেমে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করে পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রাণহরি চাপাগলায় বললেন, 'যাও ভেতরে যাও।'

'এটা কি বাড়ি ?'

'নামকরণ হয়নি এখনও।' প্রাণহরি চুরুট ধরালেন, ঘোষ এণ্ড ঘোষ কোম্পানির তৈরি। ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।'

'এখন আমি কি করব ?'

'যা জানো। কেয়ারটেকারি ছাড়া তো কোন বিদ্যে পেটে নেই। কোম্পানির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আজ থেকে এই বাড়ির কেয়ারটেকারি করবে তুমি।'

'না।' নিবারণ সাজারে মাথা নাড়ল।

'না মানে?' প্রাণহরি বিস্মিত।

'আর না। মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ওরা আমাকে তাড়াল। আর এ কাজ করব না।'

'ও! ওই মিথ্যে যদি বিশ্বাস করতাম তাহলে চাকরি দিতাম?'

'আপনি বিশ্বাস করেননি? তাহলে—'

'তোমার চাকরি কেন খতম করলাম? নিবারণ, যার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় একবার, হাজার চেষ্টা করলেও তা জোড়া লাগে না। কাঁচের গ্লাসের মত। ওখানে আমি চাইলেও তুমি কাজ করতে পারতে না।' প্রাণহরি চুরুট টানলেন।

'কিন্তু আবার তো একই ব্যাপার হবে। এই বাড়িতে লোক আসবে। তারাও হয়তো আমাকে অপবাদ দেবে—।' নিবারণ অসহায়ের মত বলল।

'শোন। একজন মানুষ কখনই আর একজনের কার্বন কপি নয়। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না। ও-বাড়ির মানুষ যে ব্যবহার করেছে এ-বাড়ির মানুষ তাই করবে বলে ভাবছ কেন? বিশ্বাস না হারিয়ে অপেক্ষা কর। পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আমরা তো শুধু বুড়ো হই না, অভিজ্ঞ হই। বিশ্বাস রেখো। অবিশ্বাসীরা বেঁচে থাকে না।' প্রাণহরি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, 'এসো।'

নিবারণের শরীরে পুলক এল। এই রকম রাগী মানুষটা কি রকম ভাবে জীবনের সত্য তাকে বুঝিয়ে দিল। হ্যাঁ, সে আর একবার চেষ্টা করবে। এ বাড়িতে যারা আসবে তারা তো অন্য ধরনের মানুষ হতে পারে। কলকাতার মত নয়। সে দ্রুত পা চালিয়ে প্রাণহরিকে ধরল, 'স্যার!'

প্রাণহরি ঘুরে দাঁড়ালেন, 'বল?'

'এ বাড়ির একটা ভাল নাম মাথায় এসেছে স্যার। ভালবাসা। কেমন হবে বলুন তো?' নিবারণ ব্যগ্র গলায় বলল।

প্রাণহরি হাসলেন, 'বেশ তো। এখন না হয় তোমার ভালবাসার ঘরগুলো বুঝে নাও। চলো!'

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

একশো পঁচিশ
উত্তরাধিকার
গর্ভধারিণী
কালপুরুষ
কালবেলা
অনুরাগ
বুনো হাঁসের পালক
বন্দী নিবাস
লক্ষ্মীর পাঁচালী
দৌড়
বড় পাপ হে
সওদার
নৌকাবিলাস
ভালবাসা
শয়তানের চোখ
আকাশ পাতাল
সাত কাহিন
সর্বনাশের নেশায়
স্বনামধন্য
এখনও সময় আছে
জালবন্দী
ভিক্টোরিয়ার বাগান
সহজপুর কতদূরে
অনি
জীবন যৌবন